বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

১৪২৯-১৪৩০ বঙ্গাব্দ

২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

১৪২৯-১৪৩০ বঙ্গাব্দ

২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

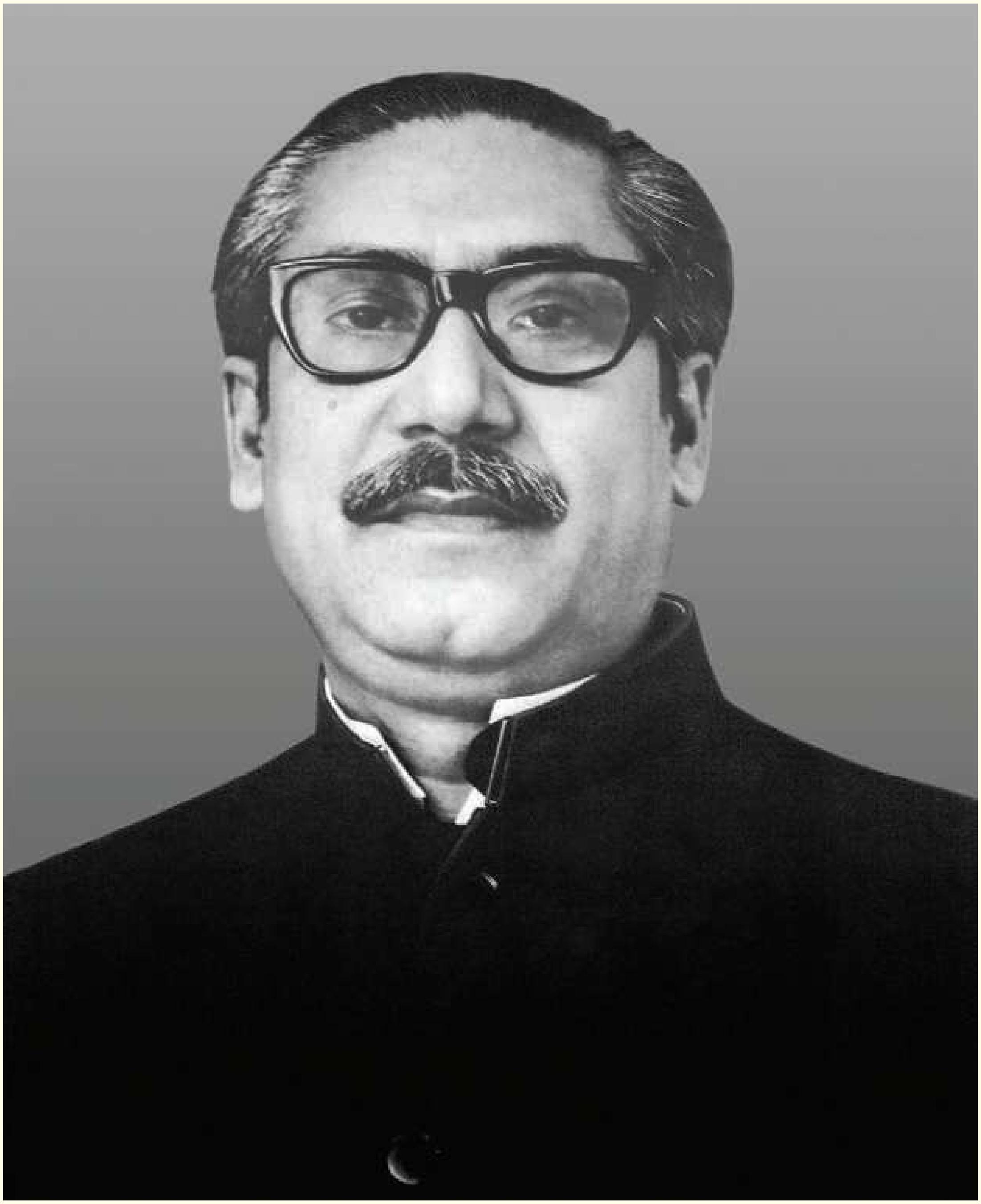

"সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হলে সোনার মানুষ চাই। আর সকলে মিলে কঠোর পরিশ্রম করে ভাবী বংশধরদের এক সুখী ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ উপহার দিতে হবে।"

—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মহামান্য রাষ্ট্রপতি,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদের দফা (১) অনুসারে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০২৩ সালের (১৪২৯-১৪৩০ বঙ্গাব্দ) বার্ষিক প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করছি।

সংবিধানের উক্ত অনুচ্ছেদের দফা (২) অনুসারে স্মারকলিপি এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

বিনীত

সোহরাব

[মোঃ সোহরাব হোসাইন]
চেয়ারম্যান

[এস. এম. গোলাম ফারুক]
সদস্য

[ফয়েজ আহম্মদ]
সদস্য

[ও.এন. সিদ্দিকা খানম]
সদস্য

[মোঃ শামীম আহসান]
সদস্য

[অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার সাহা]
সদস্য

[জাহিদুর রশিদ]
সদস্য

M. Khondkar

[অধ্যাপক ড. মুবিনা খোন্দকার]
সদস্য

[অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন]
সদস্য

[কে এম আলী আজম]
সদস্য

[মোঃ খলিলুর রহমান]
সদস্য

[অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোঃ গোলাম ফারুক]
সদস্য

[মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী]
সদস্য

[হেলালুদ্দীন আহমদ]
সদস্য

[ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম]
সদস্য

[মোহাঃ শফিকুল ইসলাম, *বিপিএম (বার)*]
সদস্য

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন
১৭ পৌষ ১৪৩০/০১ জানুয়ারি ২০২৪

চেয়ারম্যানের বক্তব্য

মহান স্বাধীনতার ৫২ বছর পূর্তিতে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মহানায়ক সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁরই নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন দেশ। সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রেখে প্রজাতন্ত্রের দক্ষ কর্মীবাহিনী নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের জন্য তিনি 'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন' প্রতিষ্ঠা করে কমিশনের ওপর সাংবিধানিক দায়িত্ব প্রদান করেন। এই সাংবিধানিক দায়িত্বের আওতায় প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা, পদোন্নতি, চাকরি নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি ও অবসর ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়ে কমিশন মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

কমিশনের দায়িত্ব পালনে এবং কমিশনকে মূল্যবান উপদেশ ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিনকে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে কমিশনকে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১ এর দফা (১) অনুসারে প্রতি বছরের ন্যায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০২৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে ২০২৩ সালে কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের জন্য ২০২৩ সাল ছিল অন্যান্য বছরের মতই কর্মতৎপর একটি বছর। ক্যাডার ও নন-ক্যাডারের বিভিন্ন পদের জন্য উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিভিন্ন ধাপে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করে সুপারিশ প্রণয়ন করা কমিশনের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব। কমিশন প্রতিবছর ৩০ নভেম্বর নিয়মিতভাবে বি.সি.এস. পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আসছে। প্রতিবছরে ন্যূনতম একটি বি.সি.এস. পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে। ২০২৩ সালে ৪১তম বি.সি.এস. থেকে ২৫১৬ জন এবং ৪৩তম বি.সি.এস. থেকে ২১৬৩ জন প্রার্থীকে সুপারিশ করা হয়েছে।

তাছাড়া, বি.সি.এস. হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার জন্য সরকার কর্তৃক নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালা অনুযায়ী বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে কৃতকার্য কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার সার্ভিস বা পদে সুপারিশকৃত নন এমন নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ লাভে আগ্রহী প্রার্থীদের পছন্দক্রম অনুসারে ২০২৩ সালে ৪০তম বি.সি.এস. থেকে ১২২৯ জন, ৪১তম বি.সি.এস. থেকে ৯৩৯ জন, ৪২তম বি.সি.এস. থেকে ১৫ জন এবং ৪৩তম বি.সি.এস. থেকে ১২৫ জনকে ৯ম গ্রেডের (১ম শ্রেণি)বিভিন্ন পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। একইভাবে ৪০তম বি.সি.এস. থেকে ২৪২৮ জন, ৪১তম বি.সি.এস. থেকে ২২০৯ জন এবং ৪৩তম বি.সি.এস. থেকে ৫১৭ জনকে ১০ম, ১১তম ও ১২তম (২য় শ্রেণি) গ্রেডের বিভিন্ন পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়াও সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে নন-ক্যাডার পদে ৫ম গ্রেড থেকে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত ৩১২ জন এবং ১০ম থেকে ১২তম গ্রেডের বিভিন্ন পদে ৬৬২ জনকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের পাশাপাশি দ্রুততম সময়ে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক নানামুখি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে ২০২৩ সালে ৪১তম বি.সি.এস. ও ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় গতি সঞ্চারের জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধাপে যেমন আবেদন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং মুদ্রণ, পরীক্ষা পরিচালনা, ফলাফল তৈরি এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশের জন্য সমন্বিত পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা -Integrated Examination Information Management System (I-ExamIn System) -বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিশনের কার্যক্রম অধিকতর স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, গতিশীল ও মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে সকল নিয়োগ পরীক্ষার আবেদনপত্র গ্রহণ করা থেকে শুরু করে নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। নিয়োগের সমগ্রকালব্যাপী কোডের বিপরীতে সকল কার্যক্রম সম্পাদন করে ফলাফল প্রকাশের পর ডিকোডিং করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, এতে নিয়োগের স্বচ্ছতা শতভাগ নিশ্চিত হয়েছে। নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম ছাড়াও নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন, বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ড প্রদান, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, পদোন্নতি, চাকরি নিয়মিতকরণসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়সমূহের ওপর কমিশনের পরামর্শ ও মতামত প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ ও পরিচালনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়-বিভাগ সহযোগিতা প্রদান করছে, সে জন্য কমিশন সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। দেশের বিভিন্ন সার্ভিসের স্বনামধন্য সাবেক ও কর্মরত পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, খ্যাতিমান সাংবাদিক, গবেষক, সুশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সারা দেশের মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যবৃন্দ, যাঁরা সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে কমিশনকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়সহ যে সব মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান থেকে কমিশন সহযোগিতা পেয়েছে কমিশনের পক্ষ থেকে তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমার সহকর্মী সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্যবৃন্দ যে মেধা, কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা নিয়ে যাবতীয় নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল ব্যবস্থাপনার কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করেছেন সে জন্য আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কমিশন সচিবালয়ের সচিবসহ সর্বস্তরের কর্মচারীবৃন্দ আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সততার সাথে আলোচ্য বছরে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছেন তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যাঁরা বার্ষিক প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রস্তুত করে কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সবাইকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩ কমিশনের বিভিন্ন ইউনিট ও শাখা থেকে প্রাপ্ত সম্পাদিত কার্যক্রমের তথ্যাদি সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশনে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল থাকলে পরবর্তী প্রতিবেদনে তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দেশের জনপ্রতিনিধি, পদস্থ ব্যক্তি, পেশাজীবী, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, গবেষক ও উৎসাহী পাঠকের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনে কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কিত এ সব তথ্য, উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করি।

সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় প্রজাতন্ত্রের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, সৎ, আদর্শবান, দেশপ্রেমিক ও যোগ্য কর্মীবাহিনী নির্বাচনের মাধ্যমে **সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** এর স্বপ্নের সোনার বাংলা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন তাঁর দায়িত্ব পালনের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে।

মোঃ সোহরাব হোসাইন
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

তারিখ : ১২ ফাল্গুন ১৪৩০ / ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত সার-সংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের নবম ভাগের ২য় পরিচ্ছেদের ১৪১(১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানের আলোকে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতি বছর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তার পূর্বে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রতিবেদনটি একত্রিশে মার্চের পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে ৮ এপ্রিল তারিখে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ৫৬ (ছাপান্ন) টি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

২০২৩ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে যে সকল উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	সংখ্যা
	নিয়োগ	
১.	৪০তম বি.সি.এস. থেকে নন-ক্যাডার ৯ম গ্রেড (১ম শ্রেণি) পদে সুপারিশ	১২২৯
২.	৪০তম বি.সি.এস. থেকে নন-ক্যাডার ১০-১২তম গ্রেড (২য় শ্রেণি) পদে সুপারিশ	২৪২৮
৩.	৪১তম বি.সি.এস. থেকে ক্যাডার পদে সুপারিশ	২৫১৬
৪.	৪১তম বি.সি.এস. থেকে নন-ক্যাডার ৯ম গ্রেড (১ম শ্রেণি) পদে সুপারিশ	৯৩৯
৫.	৪১তম বি.সি.এস. থেকে নন-ক্যাডার ১০-১২তম গ্রেড (২য় শ্রেণি) পদে সুপারিশ	২২০৯
৬.	৪২তম বি.সি.এস. থেকে নন-ক্যাডার ৯ম গ্রেড (১ম শ্রেণি) পদে সুপারিশ	১৫
৭.	৪৩তম বি.সি.এস. থেকে ক্যাডার পদে সুপারিশ	২১৬৩
৮.	৪৩তম বি.সি.এস. থেকে নন-ক্যাডার ৯ম গ্রেড (১ম শ্রেণি) পদে সুপারিশ	১২৫
৯.	৪৩তম বি.সি.এস. থেকে নন-ক্যাডার ১০-১২তম গ্রেড (২য় শ্রেণি) পদে সুপারিশ	৫১৭
১০.	সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে নন-ক্যাডার ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড (১ম শ্রেণি) পদে সুপারিশ	৩১২
১১.	সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে নন-ক্যাডার ১০-১২তম গ্রেড (২য় শ্রেণি) পদে সুপারিশ	৬৬২
	চাকুরী ও পদোন্নতি	
১২.	নিয়মিতকরণের সুপারিশ	১১৬২
১৩.	নিয়োগবিধি প্রণয়ণের সুপারিশ	১৫
১৪.	বিভাগীয় মামলা বিষয়ে পরামর্শ	১১৪
১৫.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রেডের পদে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ	৪২১৬
	পিএসসি সভা	
১৬.	বিশেষ সভা	১২
১৭.	সাধারণ সভা	২

২০২৩ সালে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন/উদযাপন সংক্রান্ত তথ্য

- মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন/উদযাপন উপলক্ষে ২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ প্রথম প্রহরে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিব কর্তৃক কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও পুষ্পস্তবক অর্পণ, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা এবং সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর কালোব্যাজ ধারণের মাধ্যমে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

- ৭ মার্চ ২০২৩ তারিখ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কমিশন ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিবসটি পালিত হয়।

- ১৭ মার্চ ২০২৩ তারিখ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কমিশন ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে দোয়া ও মোনাজাত, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ও তাঁর জীবনীভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন, কমিশন ভবনে ড্রপ ডাউন ব্যানার স্থাপন এবং আলোকসজ্জার মাধ্যমে জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়।

- সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কমিশন ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি ও মৃত্যুঞ্জয়ী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ, কমিশন ভবনে ড্রপ ডাউন ব্যানার স্থাপন এবং আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদযাপন করা হয়।

- ৮ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে কমিশন ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল ও মৃত্যুঞ্জয়ী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ, কমিশন চত্বরে বেলুন উড়ানো, ব্যানার ফেস্টুন প্রদর্শন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য শুভেচ্ছা উপহারস্বরূপ মগ বিতরণ এবং ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা, সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর কালো ব্যাজ ধারণ, কমিশন ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল ও মৃত্যুঞ্জয়ী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে বিশেষ মোনাজাত, বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন এবং 'বঙ্গবন্ধুর ভাবনা: জনসেবায় সরকারি কর্মচারী' শীর্ষক আলোচনা সভা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোকদিবস পালন করা হয়।

- ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবসের অনুষ্ঠান কমিশন ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শুরু করা হয়। এছাড়া 'শেখ রাসেল, দীপ্তিময় নির্ভীক নির্মল দুর্জয়' প্রতিপাদ্যের ওপর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

- ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের অনুষ্ঠান জাতীয় কর্মসূচির আদলে শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে।

- ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান জাতীয় কর্মসূচির আদলে কমিশন ভবনে আলোকসজ্জাকরণ; ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ (শনিবার) সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন; জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল এবং মৃত্যুঞ্জয়ী-তে ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ সকাল ৯:০০ মিনিটে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন; ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ সকাল ৯:১৫ মিনিটে কমিশন সচিবালয়ের 'মাল্টিপারপাস হল' উদ্বোধন এবং এর পরপরই 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং বিজয় দিবসের তাৎপর্য' শীর্ষক আলোচনা সভা; মাল্টিপারপাস হলে সকাল ১০:০০মিনিটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীভিত্তিক চলচ্চিত্র 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার' প্রদর্শন করা হয়।

'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে স্মার্ট পরীক্ষা পদ্ধতি

- **'স্মার্ট** বাংলাদেশ' বিনির্মাণে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক নিয়োগ পরীক্ষায় স্মার্ট পরীক্ষা পদ্ধতি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে কমিশনের Digital Service Design Lab (DSDL) এর মাধ্যমে কমিশনের সমন্বিত পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা Intergrated Examination Information Management System (I-ExamIn System) এর পরিকল্পনা ও ডিজাইন করা হয়েছে।

- I-ExamIn System-এর মাধ্যমে পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ ধাপসমূহ যেমন আবেদন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং মুদ্রণ, পরীক্ষা পরিচালনা, ফলাফল প্রণয়ন এবং ফলাফল প্রকাশ ডিজিটাল পদ্ধতিতে হবে বিধায় সার্বিক পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় গতি সঞ্চার হবে।

কমিশন কর্তৃক বি.সি.এস. (ক্যাডার), নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে নিয়োগ এবং পদোন্নতির সুপারিশ

- ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে ২,৫১৬ জনকে বিভিন্ন ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
- ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে ২,১৬৩ জনকে বিভিন্ন ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
- ৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদস্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীন নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে ১,২২৯ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির (১০ম, ১১তম ও ১২তম গ্রেড) পদে ২,৪২৮ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।
- ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদস্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীন নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে ৯৩৯জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির (১০ম, ১১তম ও ১২তম গ্রেড) পদে ২২০৯ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।
- ৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদস্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীন নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে ১৫ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।
- ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদস্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীন নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে ১২৫ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির (১০ম, ১১তম ও ১২তম গ্রেড) পদে ৫১৭ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।
- সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যাডার বহির্ভূত ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডে ৩১২ জন, ১০ম গ্রেডে ৬৫০ জন, ১১তম গ্রেডে ০৫ জন এবং ১২তম গ্রেডে ০৭ জনসহ সর্বমোট ৯৭৪ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মোট ৪,২১৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে উচ্চতর পদে পদোন্নতির সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত বি.সি.এস. (ক্যাডার) ও নন-ক্যাডার নিয়োগ পরীক্ষা

- ৪১তম বি.সি.এস. এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।
- ৪৩তম বি.সি.এস. এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।
- ৪৪তম বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ফলাফল প্রকাশের কাজ চলমান।
- ৪৫তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান।
- ৪৬তম বি.সি.এস. এর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণের কার্যক্রম চলমান।
- বি.সি.এস. পরীক্ষাসহ মোট ১১৬ টি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।
- ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের নন-ক্যাডার পদে ০৫ টি বাছাই পরীক্ষা, ১৩টি লিখিত পরীক্ষা, ০৯টি ব্যবহারিক পরীক্ষা ও ৪৮ ক্যাটাগরি পদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ১০ম, ১১তম ও ১২তম গ্রেডের নন-ক্যাডার পদে ১০টি বাছাই পরীক্ষা, ৩২ টি লিখিত পরীক্ষা, ০২টি ব্যবহারিক পরীক্ষা ও ২৩ ক্যাটাগরি পদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিশন ভবনে স্থাপিত মুদ্রণকক্ষে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ

- প্রশ্নপত্র প্রণয়নে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার [ইন্টারনেট সংযোগবিহীন] এবং প্রিন্টারের সমন্বয়ে কমিশন ভবনে স্থাপিত মুদ্রণকক্ষে কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করে আলোচ্য বছরে মোট ৫২টি নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যক্রমের ওপর কমিশন কর্তৃক প্রদেয় মতামত

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে প্রাপ্ত শৃঙ্খলাজনিত মোট ১১৪টি বিভাগীয় মামলায় কমিশনের মতামত প্রদান করা হয়েছে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধনের ওপর কমিশনের মতামত

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-বিভাগের ১৫টি নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে ।

বিভাগীয় নির্বাচন কমিটিতে কমিশনের প্রতিনিধিত্ব

- নিয়োগ, পদোন্নতি, নিয়মিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে সহায়তার জন্য বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির ৩,৭৬১টি সভায় কমিশনের প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়েছে।

সাংবিধানিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের লক্ষ্যে কমিশন সভা

- কমিশনের কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন, কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ, নীতি প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে মোট ১২টি বিশেষ সভা ও ০২টি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত নতুন উদ্যোগ

- বি.সি.এস. হতে নন ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়া যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বি.সি.এস. পরীক্ষার জন্য যুগোপযোগী ও সর্বজনগ্রাহ্য প্রশ্নপত্র প্রণয়ন/মডারেশনের লক্ষ্যে অংশীজনদের নিয়ে ২ দিন ব্যাপী ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রিলিমিনারি ও লিখিত উভয় পরীক্ষার জন্য মডেল প্রশ্ন প্রস্তুত করা হয়েছে।
- বি.সি.এস. লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নের মধ্যে কোন বিকল্প অপশন রাখা হচ্ছে না।
- বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে লিখিত পরীক্ষার বাংলা (আবশ্যিক) বিষয়ের জন্য নিম্নোক্তভাবে ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণ;

  ক. কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের প্রার্থীদেরকে বাংলা ০০১ কোডের ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে;

  খ. সাধারণ ক্যাডারের প্রার্থীদেরকে বাংলা ০০২ কোডের ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে;

  গ. সাধারণ ও কারিগরি অর্থাৎ উভয় ক্যাডারের প্রার্থীদেরকে ০০১ ও ০০২ কোডের উভয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
- বি.সি.এস. লিখিত পরীক্ষার মানসিক দক্ষতা (আবশ্যিক) বিষয়ের MCQ Type প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রিলিমিনারি টেস্টের ন্যায় ৪টি সাব-সেটের প্রশ্নে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
- সকল ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীরা যাতে উত্তর প্রদানের সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে বি.সি.এস. লিখিত পরীক্ষায় আবশ্যিক পর্যায়ে গাণিতিক যুক্তি এবং সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ের সিলেবাস অনুসারে উচ্চতর মানসম্পন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হচ্ছে।
- এক বছরের মধ্যে বি.সি.এস. পরীক্ষা শেষ করার লক্ষ্যে রোডম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ৪৫তম বি.সি.এস. এর বিজ্ঞপ্তিতে ক্যাডার পদের সাথে নন-ক্যাডার পদের সংখ্যা ও বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে প্রার্থীরা নন-ক্যাডার পদ পছন্দ করার সুযোগ পাচ্ছে।
- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নন-ক্যাডার পদে প্রার্থী সুপারিশের তথ্য সংবলিত **"স্মার্ট ডাটাবেইস"** তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। **"স্মার্ট ডাটাবেইস"** এর মাধ্যমে নন-ক্যাডার পদে প্রার্থী সুপারিশের যাবতীয় তথ্য একটি ক্লিক/"One Click" এর মাধ্যমে দ্রুত ও সহজে পাওয়া যাবে।
- দৈবচয়নের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীদের আসন বিন্যাস করা হচ্ছে।
- প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং মডারেশনে স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হচ্ছে।
- পরীক্ষক, নিরীক্ষক, প্রশ্নকারক, মডারেটরদের ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে।
- বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ক্ষেত্রে কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে অধিকতর যোগ্য বিশেষজ্ঞগণের নিয়োগ নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং ক্রমাগতভাবে তালিকা হালনাগাদ করা হচ্ছে ।
- বাছাই ও লিখিত পরীক্ষার ন্যায় বি.সি.এস. ও নন-ক্যাডার সকল নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষায় লিথোকোডের মাধ্যমে নম্বর প্রদান এবং ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে।
- মৌখিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব, প্রশ্নোত্তর প্রদানের কৌশল, প্রকাশভঙ্গি, বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রভৃতি পৃথক পৃথক মূল্যায়ন করে সামগ্রিক বিবেচনায় নম্বর প্রদান করা হচ্ছে।
- ৪৩তম বি.সি.এস. থেকে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদের চূড়ান্ত সুপারিশ একইসাথে প্রণয়ন করা হচ্ছে।

- বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী যে সকল শারীরিক প্রতিবন্ধী (Physically Challenged) প্রার্থী শ্রুতিলেখকের সহায়তা নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন তাদের জন্য প্রতি ঘন্টায় ১০ মিনিট করে অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মাননীয় প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক ও নিরীক্ষকদের সম্মানি ইএফটি এর মাধ্যমে দ্রুত পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ৪৪তম বি.সি.এস. থেকে প্রিলিমিনারি টেস্টে একই প্রশ্নপত্রে বাংলা ভার্সনের পাশাপাশি ইংরেজি ভার্সনে প্রশ্ন মুদ্রণ করে পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে ইংরেজি ভার্সনের প্রার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য পৃথক কোন পরীক্ষা হলের প্রয়োজন হচ্ছে না।
- বি.সি.এস. লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষকদের মধ্যে Pairing System চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে একে অপরের মূল্যায়নকৃত উত্তরপত্র পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।
- বি.সি.এস. পরীক্ষায় সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও ২য় শ্রেণির [১০ম, ১১তম ও ১২তম গ্রেড] পদে সুপারিশের লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদনকারী
- সকল প্রার্থীর আবেদনের হার্ডকপি জমা নেওয়ার পরিবর্তে বর্তমানে শুধু নন-ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অনলাইন আবেদনের হার্ডকপি জমা নেওয়া হচ্ছে।
- নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত সময় হ্রাস করার লক্ষ্যে বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিকট হতে মৌখিক পরীক্ষার দিন সাক্ষাৎকার বোর্ডে আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস জমাদান এবং বোর্ডেই তাৎক্ষণিকভাবে আবেদনপত্র ও ডকুমেন্টস যাচাই বাছাই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।
- নন-ক্যাডার পরীক্ষাসমূহের উত্তরপত্র ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সংরক্ষণের জন্য Inventory Management System প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে উত্তরপত্র ও পরীক্ষা সংক্রান্ত বিবিধ মালামালের স্টক সংরক্ষণ, স্টক চেকিং ও সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহে বিতরণ ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল ও সহজতর হয়েছে।
- প্রশ্নপত্রের সাথে মিল রেখে সকল নন-ক্যাডার প্রাথমিক বাছাই (MCQ ধরনের) পরীক্ষায় ২০২২ সাল থেকে ০৪ (চার) রংয়ের OMR উত্তরপত্র ব্যবহৃত হচ্ছে।
- বিভাগীয় ও সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় অনলাইন রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম চালুসহ ০৮ (আট) ডিজিটের রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংবলিত রঙিন যথাক্রমে হালকা নীল ও হালকা সবুজ লিথোকোড যুক্ত OMR উত্তরপত্রে পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- মৌখিক পরীক্ষায় OMR নম্বরপত্রে নম্বর প্রদানের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর সকল নন-ক্যাডার মৌখিক পরীক্ষায় তা ব্যবহার হচ্ছে। OMR নম্বরপত্র মেশিনে স্ক্যানিং এর মাধ্যমে দ্রুততার সাথে প্রার্থীদের নম্বর তালিকা ও মেধাক্রম প্রস্তুত করা হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ

- কমিশন ভবনে স্থাপিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা ***সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর*** ম্যুরাল আধুনিকায়ন করা হয়েছে।
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়কে স্মরণীয় করতে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের নামের পূর্বে সকল ক্ষেত্রে **'বীর'** শব্দ ব্যবহারের নির্দেশনা প্রতিপালিত হচ্ছে।
- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের লাইব্রেরিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক স্মৃতিকথা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই সংগ্রহ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণীয় করে রাখতে কমিশনের প্রবেশমুখের পূর্ব পার্শ্বের দেয়ালে *টেরাকোটা* দিয়ে বাংলা বর্ণমালা খচিত করা হয়েছে।
- ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে কমিশন চত্বরে স্থাপিত ***মৃত্যুঞ্জয়ী*** স্মৃতিস্তম্ভের নিয়মিত পরিচর্চা ও রক্ষণাবেক্ষণের কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছে।
- কমিশন ভবনে স্থাপিত স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের পর্যায়ক্রমিক ঘটনাপঞ্জির ছবি ও ইতিহাস সংবলিত ***মুক্তির পথযাত্রার*** আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

কমিশনের কার্যক্রমের বিশেষ আলোকচিত্রসমূহ

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ২৬.০২.২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিজস্ব ভবন উদ্বোধন করেন। **''ঢাকাস্থ শেরেবাংলা নগরে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কমপ্লেক্স নির্মাণ [৮ম-১১তলা] [৩য় পর্যায়]''** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ১১তলা বিশিষ্ট আধুনিক ভবন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ খলিলুর রহমান ১১.০১.২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোঃ গোলাম ফারুক ১১.০১.২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারী ১৭.০৫.২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ ১৭.০৫.২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম ১৭.০৫.২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য জনাব মোহাঃ শফিকুল ইসলাম, *বিপিএম (বার)* ১৭.০৫.২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

মোঃ সোহরাব হোসাইন
চেয়ারম্যান

এস. এম. গোলাম ফারুক
সদস্য

ফয়েজ আহম্মদ
সদস্য

ও. এন. সিদ্দিকা খানম
সদস্য

মোঃ শামীম আহসান
সদস্য

অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার সাহা
সদস্য

জাহিদুর রশিদ
সদস্য

অধ্যাপক ড. মুবিনা খোন্দকার
সদস্য

অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন
সদস্য

কে এম আলী আজম
সদস্য

মোঃ খলিলুর রহমান
সদস্য

অধ্যাপক ড. সৈয়দ মো: গোলাম ফারুক
সদস্য

মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারী
সদস্য

হেলালুদ্দীন আহমদ
সদস্য

ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম
সদস্য

মোহা: শফিকুল ইসলাম, *বিপিএম (বার)*
সদস্য

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়

মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল
সচিব

২০২৩ সালে কমিশন হতে অবসরজনিত কর্মাবসান

অধ্যাপক মোঃ হামিদুল হক
সদস্য
[০৮.০৩.২০১৮ — ০৭.০৩.২০২৩]

অধ্যাপক ড. নূরজাহান বেগম
সদস্য
[১৬.০৭.২০১৮ — ১৫.০৭.২০২৩]

বিনয় কৃষ্ণ বালা বিপিএম, পিপিএম
সদস্য
[০৭.০১.২০২০ — ১৫.০২.২০২৩]

২০২৩ সালে কমিশন সচিবালয় হতে বদলিজনিত কর্মাবসান

মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার
সচিব
[০২.০১.২০২২ — ০৬.০৬.২০২৩]

কমিশন ভবনের প্রবেশমুখে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিব।

কমিশন সভা।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের গঠন, দায়িত্ব ও প্রশাসনিক কাঠামো	১-৮
দ্বিতীয় অধ্যায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন	৯-২৭
তৃতীয় অধ্যায় পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মকর্তা মনোনয়ন	২৮-৩৪
চতুর্থ অধ্যায় আত্মীকরণ ও নিয়মিতকরণ বিধিমালার আওতায় চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ প্রদান	৩৫-৩৮
পঞ্চম অধ্যায় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা ও উর্ধ্বতন পদে পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণ	৩৯-৪৪
ষষ্ঠ অধ্যায় **নিয়োগবিধি, জ্যেষ্ঠতা ও শৃঙ্খলা বিষয়ক কার্যক্রম**	৪৫-৫৭
সপ্তম অধ্যায় মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সরকারি সংস্থাকে পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদান	৫৮-৫৯
অষ্টম অধ্যায় কমিশনের আর্থিক প্রতিবেদন	৬০-৬৬
নবম অধ্যায় কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ বিষয়ক কার্যক্রম	৬৭-৭৫
দশম অধ্যায় বি.সি.এস. পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত তথ্য বিন্যাস/বিশ্লেষণ	৭৬-২৪২
একাদশ অধ্যায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের অর্জন, গতিশীলতা বৃদ্ধি, গৃহীত উদ্যোগ ও সুপারিশসমূহ	২৪৩-২৪৬
দ্বাদশ অধ্যায় স্মারকলিপি	২৪৭

সূচিপত্র

বিষয়	সারণি	পৃষ্ঠা	লেখচিত্র নম্বর	পৃষ্ঠা
নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০, সংশোধিত বিধিমালা-২০১৪ এবং নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০২৩ অনুযায়ী ৩৩তম বি.সি.এস. থেকে ৪৩তম বি.সি.এস.পর্যন্ত নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান	২.১	১৬	২.১	১৭
সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ২০১৪—২০২৩ সাল পর্যন্ত নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান	২.২	২০	২.২	২১
বিভিন্ন সময়ে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের তুলনামূলক বিবরণী	২.৩	২৩	২.৩	২৫
২০১৪—২০২৩ সাল পর্যন্ত পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান	৩	২৯	৩	৩১
অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান	৫.১	৪০		
সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান	৫.২	৪২		
২০১৪—২০২৩ সাল পর্যন্ত নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশের পরিসংখ্যান	৬.১	৪৬	৬.১	৪৭
বিভাগীয় মামলায় কমিশনের পরামর্শ প্রদানের বিবরণ (২০১৪-২০২৩)	৬.২	৫৪	৬.২	৫৫
২০২৩ সালে বিভিন্ন খাতে আয়	৮.১	৬০	-	-
২০২৩ সালে বিভিন্ন খাতে ব্যয়	৮.২	৬০-৬৩	-	-
বিভিন্ন বছরে মোট আয় ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণ	৮.৩	৬৩	৮	৬৫
৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান	১০.১	৮৯	১০.১ [ক] ১০.১ [খ] ১০.১ [গ]	৯১ ৯৩ ৯৫
৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান	১০.২	৯৭-৯৮	১০.২	৯৯
৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান	১০.৩	১০১-১০৩	১০.৩	১০৫
৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান	১০.৪	১০৭-১০৯	১০.৪	১১১
৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: ঢাকা বিভাগ	১০.৫	১১৩	১০.৫	১১৫
৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: রাজশাহী বিভাগ	১০.৬	১১৭	১০.৬	১১৯
৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: চট্টগ্রাম বিভাগ	১০.৭	১২১	১০.৭	১২৩
৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: খুলনা বিভাগ	১০.৮	১২৫	১০.৮	১২৭
৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: বরিশাল বিভাগ	১০.৯	১২৯	১০.৯	১৩১
৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: সিলেট বিভাগ	১০.১০	১৩৩	১০.১০	১৩৫
৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: রংপুর বিভাগ	১০.১১	১৩৭	১০.১১	১৩৯

বিষয়	সারণি	পৃষ্ঠা	লেখচিত্র নম্বর	পৃষ্ঠা
৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: ময়মনসিংহ বিভাগ	১০.১২	১৪১	১০.১২	১৪৩
৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান	১০.১৩	১৪৫	১০.১৩	১৪৭
৪১ তম বিসিএস পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ডিসিপ্লিনভিত্তিক বিবরণ	১০.১৪	১৪৯	১০.১৪	১৫১
৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান	১০.১৫	১৫৩	১০.১৫ [ক] ১০.১৫ [খ] ১০.১৫ [গ]	১৫৫ ১৫৭ ১৫৯
৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান	১০.১৬	১৬১-১৬২	১০.১৬	১৬৩
৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান	১০.১৭	১৬৫-১৬৬	১০.১৭	১৬৭
৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান	১০.১৮	১৬৯-১৭২	১০.১৮	১৭৩
৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: ঢাকা বিভাগ	১০.১৯	১৭৫	১০.১৯	১৭৭
৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: রাজশাহী বিভাগ	১০.২০	১৭৯	১০.২০	১৮১
৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: চট্টগ্রাম বিভাগ	১০.২১	১৮৩	১০.২১	১৮৫
৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: খুলনা বিভাগ	১০.২২	১৮৭	১০.২২	১৮৯
৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: বরিশাল বিভাগ	১০.২৩	১৯১	১০.২৩	১৯৩
৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: সিলেট বিভাগ	১০.২৪	১৯৫	১০.২৪	১৯৭
৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: রংপুর বিভাগ	১০.২৫	১৯৯	১০.২৫	২০১
৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: ময়মনসিংহ বিভাগ	১০.২৬	২০৩	১০.২৬	২০৫
৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান	১০.২৭	২০৭	১০.২৭	২০৯
৪৩ তম বিসিএস পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ডিসিপ্লিনভিত্তিক বিবরণ	১০.২৮	২১১	১০.২৮	২১৩
সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ৫টি বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান	১০.২৯	২১৫	১০.২৯	২১৭
সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ৫টি বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান	১০.৩০	২১৯	১০.৩০	২২১
সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ৫টি বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান	১০.৩১	২২৩	১০.৩১	২২৫
সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ৫টি বি.সি.এস. পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা এবং সুপারিশকৃত প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান	১০.৩২	২২৭	১০.৩২	২২৯
সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ৫টি বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশের মাধ্যমে পূরণকৃত শূন্যপদ ও যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা এবং প্রার্থী মনোনয়নে ব্যয়িত সময়ের পরিসংখ্যান	১০.৩৩	২৩১	১০.৩৩	২৩৩
সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ৫টি বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান	১০.৩৪	২৩৫	১০.৩৪	২৩৭
সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ৫টি বিসিএস পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারী এবং সুপারিশকৃত প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক বৈবাহিক অবস্থার পরিসংখ্যান	১০.৩৫	২৩৯	১০.৩৫	২৪১

সূচিপত্র

পরিশিষ্ট	বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-১	জাতির পিতা, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন	২৪৯-২৬৮
পরিশিষ্ট-১.১	জাতীয় গণমাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন	২৬৯-২৮৮
পরিশিষ্ট-২.১	১৯৭২-২০২৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যানবৃন্দের নাম ও কার্যকাল	২৮৯
পরিশিষ্ট-২.১(ক)	১৯৭২-২০২৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী সদস্যবৃন্দের নাম ও কার্যকাল	২৯০-২৯৬
পরিশিষ্ট-২.১(খ)	২০২৩ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা	২৯৭-৩০২
পরিশিষ্ট-২.১(গ)	২০২৩ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা	৩০৩-৩০৬
পরিশিষ্ট-২.১(ঘ)	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের পদওয়ারি মঞ্জুরিকৃত, পূরণকৃত এবং শূন্য পদের বিবরণ (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়সহ)	৩০৭-৩০৮
পরিশিষ্ট-২.১(ঙ)	বাংলাদেশ সরকারী কমিশন সচিবালয়ের কর্মচারীদের (গ্রেড ১১-১৮ ও গ্রেড-২০) পদওয়ারি মঞ্জুরিকৃত, পূরণকৃত এবং শূন্য পদের বিবরণ (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়সহ)	৩০৯-৩১০
পরিশিষ্ট-২.২	প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিবরণ (ক্যাডার)	৩১১
পরিশিষ্ট-২.২(ক)	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে সুপারিশের পরিসংখ্যান	৩১২-৩১৮
পরিশিষ্ট-২.২(খ)	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম গ্রেড, ১১তম গ্রেড ও ১২তম গ্রেড] পদে সুপারিশের পরিসংখ্যান	৩১৯-৩২০
পরিশিষ্ট-২.২(গ)	৪১ তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের ''নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা, ২০২৩'' অনুযায়ী নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে সুপারিশের পরিসংখ্যান	৩২১-৩২৮
পরিশিষ্ট-২.২(ঘ)	৪১ তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের ''নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা, ২০২৩'' " নন-ক্যাডার অনুযায়ী নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম গ্রেড, ১১ তম ও ১২ তম গ্রেড] পদে সুপারিশের পরিসংখ্যান	৩২৯-৩৩২
পরিশিষ্ট-২.২(ঙ)	৪২ তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে সুপারিশের পরিসংখ্যান	৩৩৩
পরিশিষ্ট-২.২(চ)	৪৩ তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ীনন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে সুপারিশের পরিসংখ্যান	৩৩৪-৩৩৬
পরিশিষ্ট-২.২(ছ)	৪৩ তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম গ্রেড, ১১তম গ্রেড ও ১২তম গ্রেড] পদে সুপারিশের পরিসংখ্যান	৩৩৭

পরিশিষ্ট	বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-২.২(জ)	উচ্চতর ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান	৩৩৮-৩৩৯
পরিশিষ্ট-২.৩	বাছাই, লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রার্থী সুপারিশের বিবরণ	৩৪০-৩৪৪
পরিশিষ্ট-২.৩(ক)	লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রার্থী সুপারিশের বিবরণ	৩৪৫-৩৫০
পরিশিষ্ট-২.৩(খ)	শুধু সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রার্থী সুপারিশের বিবরণ	৩৫১-৩৫৩
পরিশিষ্ট-২.৪	পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ	৩৫৪-৩৮৬
পরিশিষ্ট-২.৪(ক)	মানোন্নয়নের সুপারিশের বিবরণ	৩৮৭
পরিশিষ্ট-২.৫	এডহক চাকরি নিয়মিতকরণ বিধিমালা, ১৯৮৩ সংশোধনী-২০০৫ অনুযায়ী এডহক চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশের বিবরণ	৩৮৮-৩৯৪
পরিশিষ্ট-২.৫(ক)	সরকারের ২০ জুন ২০০৫ তারিখের নিয়মিতকরণ বিধিমালা অনুযায়ী নিয়মিতকরণের সুপারিশের বিবরণ	৩৯৫-৩৯৯
পরিশিষ্ট-২.৫(খ)	নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত ১ম ও ২য় শ্রেণির ৫৩ জন কর্মকর্তার চাকুরি নিয়মিতকরণের সুপারিশের বিবরণ :	৪০০
পরিশিষ্ট-২.৬	নিয়োগবিধির কাঠামো গঠন, সংশোধন ও বিভিন্ন চাকরির শিক্ষাগত যোগ্যতার মান নির্ধারণ বিষয়সমূহ	৪০১-৪০২
পরিশিষ্ট-২.৭	সরকারি কর্মচারী [শৃঙ্খলা ও আপিল] বিধিমালা, ২০১৮, সরকারী কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০০৫' অনুযায়ী কমিশনের সুপারিশের বিবরণ	৪০৩-৪২১
পরিশিষ্ট-২.৮	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী 'কর্ম কমিশনের প্রথম বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকারী কর্ম কমিশনের মাধ্যমে পূরণযোগ্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নন-ক্যাডার টেকনিক্যাল/ প্রফেশনাল ও নন-টেকনিক্যাল (৯ম এবং ১০ম থেকে ১৩তম গ্রেড) পদে নিয়োগ পরীক্ষার নীতিমালা এবং বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস ও নম্বরবণ্টন।	৪২২-৪২৮

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের গঠন, দায়িত্ব ও প্রশাসনিক কাঠামো

১.১ গঠন ও আইনগত ভিত্তি

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৭—১৪০ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের গঠন, চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ, চেয়ারম্যান ও সদস্য পদের মেয়াদ ও কমিশনের দায়িত্ব বর্ণিত আছে।

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। সংবিধান কার্যকর হওয়ার পূর্বেই মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আদেশ (রাষ্ট্রপতির ৩৪ নম্বর আদেশ) জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করেন।

১৯৭৭ সালে The Bangladesh Public Service Commission Ordinance, 1977 (Ordinance No. LVII of 1977) জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রথম ও দ্বিতীয় কমিশনকে একীভূত করে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংবিধানের ৮৮, ১৩৭—১৪১ ও ১৪৭ নম্বর অনুচ্ছেদের বিধান, The Bangladesh Public Service Commission Ordinance, 1977 (সংশোধনীসহ) এবং The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 (সংশোধনীসহ) দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। ২০২৩ সালের ২৩ জানুয়ারি The Bangladesh Public Service Commission Ordinance, 1977 রহিত পূর্বক যুগোপযোগী করে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩ জারি করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংবিধানের ৮৮, ১৩৭-১৪১ ও ১৪৭ নম্বর অনুচ্ছেদের বিধান, The Bangladesh Public Service Commission Regulations, 1979 (সংশোধনীসহ) এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩ এ চেয়ারম্যান এবং সর্বনিম্ন ৬ জন ও অনধিক ২০ জন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠন করার বিধান রয়েছে।

১.২ কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪০-১৪১ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের দায়িত্ব বর্ণিত আছে :

"১৪০। (১) কোন সরকারী কর্ম কমিশনের দায়িত্ব হইবে

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা;

(খ) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হইলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত কোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইলে সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশদান;

এবং

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্বপালন।

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন এবং কোন কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোন প্রবিধানের (যাহা অনুরূপ আইনের সহিত অসমঞ্জস নহে) বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে কোন কমিশনের সহিত পরামর্শ করিবেন :

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য যোগ্যতা ও তাহাতে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি;

(খ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদান, উক্ত কর্মের এক শাখা হইতে অন্য শাখায় পদোন্নতিদান ও বদলিকরণ এবং অনুরূপ নিয়োগদান, পদোন্নতিদান বা বদলিকরণের জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা-নির্ণয় সম্পর্কে অনুসরণীয় নীতিসমূহ;

(গ) অবসর-ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলীকে প্রভাবিত করে, এইরূপ বিষয়াদি;

এবং

(ঘ) প্রজাতন্ত্রের কর্মের শৃঙ্খলাবিষয়ক বিষয়াদি।"

"১৪১। (১) প্রত্যেক কমিশন প্রতি বৎসর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তাহার পূর্বে পূর্ববর্তী একত্রিশে ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বৎসরে স্বীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবেন।

(২) রিপোর্টের সহিত একটি স্মারকলিপি থাকিবে, যাহাতে

(ক) কোন ক্ষেত্রে কমিশনের কোন পরামর্শ গৃহীত না হইয়া থাকিলে সেই ক্ষেত্র এবং পরামর্শ গৃহীত না হইবার কারণ;

এবং

(খ) যে সকল ক্ষেত্রে কমিশনের সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল অথচ পরামর্শ করা হয় নাই, সেই সকল ক্ষেত্র এবং পরামর্শ না করিবার কারণ সম্বন্ধে কমিশন যতদূর অবগত, ততদূর লিপিবদ্ধ করিবেন।"

১.৩ চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কমিশনের কমপক্ষে অর্ধেক সংখ্যক সদস্য হবেন ২০ বছর বা ততোধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে সরকারের কর্মে অধিষ্ঠিত ছিলেন এমন ব্যক্তিবর্গ। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে ৫ বছর বা তাঁর পঁয়ষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়া-এর মধ্যে যেটি আগে ঘটবে সে পর্যন্ত কমিশনের দায়িত্ব পালন করবেন। সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিচারক যে পদ্ধতি বা কারণে অপসারিত হতে পারেন সেরূপ পদ্ধতি বা কারণ ব্যতীত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্যদের অপসারণ করা যায় না।

২০২৩ সালে কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের নাম এবং কার্যকাল

নাম	পদের নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন	চেয়ারম্যান	২১.০৯.২০২০	বর্তমান
প্রফেসর মো: হামিদুল হক	সদস্য	০৮.০৩.২০১৮	০৭.০৩.২০২৩
অধ্যাপক ড. নূরজাহান বেগম	সদস্য	১৬.০৭.২০১৮	১৫.০৭.২০২৩
জনাব এস. এম. গোলাম ফারুক	সদস্য	১৫.০৯.২০১৯	বর্তমান
জনাব ফয়েজ আহম্মদ	সদস্য	০৭.০১.২০২০	বর্তমান
জনাব বিনয় কৃষ্ণ বালা *বিপিএম, পিপিএম*	সদস্য	০৭.০১.২০২০	১৫.০২.২০২৩
জনাব ও. এন. সিদ্দিকা খানম	সদস্য	২৭.০২.২০২০	বর্তমান
জনাব মোঃ শামীম আহসান	সদস্য	০৪.১০.২০২০	বর্তমান
অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার সাহা	সদস্য	২৮.০১.২০২১	বর্তমান
জনাব জাহিদুর রশিদ	সদস্য	২৮.০১.২০২১	বর্তমান
অধ্যাপক ড. মুবিনা খোন্দকার	সদস্য	০৭.০২.২০২২	বর্তমান
অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন	সদস্য	০৭.০২.২০২২	বর্তমান
জনাব কে এম আলী আজম	সদস্য	০৩.১১.২০২২	বর্তমান
জনাব মোঃ খলিলুর রহমান	সদস্য	১১.০১.২০২৩	বর্তমান
অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোঃ গোলাম ফারুক	সদস্য	১১.০১.২০২৩	বর্তমান
জনাব মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী	সদস্য	১৭.০৫.২০২৩	বর্তমান
জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ	সদস্য	১৭.০৫.২০২৩	বর্তমান
ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম	সদস্য	১৭.০৫.২০২৩	বর্তমান
জনাব মোহাঃ শফিকুল ইসলাম, *বিপিএম (বার)*	সদস্য	১৭.০৫.২০২৩	বর্তমান

[**বি.দ্র.**- ১৯৭২-২০২৩ সময়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের তথ্য পরিশিষ্ট-২.১ ও পরিশিষ্ট-২.১ (ক)]

১.৪. কমিশনের সাংবিধানিক অবস্থান

প্রজাতন্ত্রের কর্মে প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড এবং তদূর্ধ্ব] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে উপযুক্ত কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশসহ চাকরির শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদানের জন্য সাংবিধানিক অনুশাসনের আওতায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করা হয়েছে।

- সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা, পদোন্নতি, নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন, শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি ও অবসর ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এ ছাড়া আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন দায়িত্ব প্রদান করা হলে কমিশন তা পালন করতে পারে।

- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮৮ (খ) (গ) মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ এবং কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদিগকে দেয় পারিশ্রমিকসহ প্রশাসনিক ব্যয় সরকারের সংযুক্ত তহবিলের দায়যুক্ত (Charges on Consolidated Fund) ব্যয় থেকে নির্বাহ করা হয়।

- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৭ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত কার্যভারকালে তাঁদের পারিশ্রমিক, বিশেষ অধিকার ও কর্মের অন্যান্য শর্তের এমন কোন তারতম্য করা যাবে না যা তাঁদের পক্ষে অসুবিধাজনক হতে পারে।

- বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ শপথ গ্রহণের মাধ্যমে দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন।

- The Members of The Bangladesh Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) Act, 1974 এর Section 3 এর সংশোধন ও Section 3A এর প্রতিস্থাপন করে ২০১২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং মর্যাদা এখনও সংগতিপূর্ণ নয়, যা সমরূপ হওয়া সমীচীন।

- সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদ মোতাবেক প্রতিবছর কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হয়।

১.৫. কমিশনের সভা

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ওপর অর্পিত সাংবিধানিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কমিশন সাধারণ সভা এবং প্রয়োজনে বিশেষ সভায় মিলিত হয়ে থাকেন। সাধারণ সভায় কমিশনের কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন, কমিশনের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ, নীতি প্রণয়ন, কমিশনের বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

বিশেষ সভা মূলত নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। বি.সি.এস. অথবা অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ, প্রিলিমিনারি টেস্টের ফলাফল নির্ধারণ, লিখিত পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল অনুমোদন, বিদ্যমান বিধি-বিধান ইত্যাদি বিষয় কমিশনের বিশেষ সভায় আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ১২টি বিশেষ সভা এবং ০২টি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১.৬. কমিশনের প্রশাসনিক কাঠামো

কমিশনের প্রশাসনিক কাজ সম্পাদনের জন্য ১৯৮৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভাগের মর্যাদায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় গঠন করা হয়। সরকারের একজন সচিব বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের মঞ্জুরিকৃত জনবলের সংখ্যা ৬১৬ জন ও আউটসোর্সিং জনবলের সংখ্যা ৩১ জন। মঞ্জুরিকৃত জনবলের মধ্যে প্রথম শ্রেণির পদ ১৫০টি, দ্বিতীয় শ্রেণির ১১৩টি, তৃতীয় শ্রেণির ২১০টি ও আউটসোর্সিং ০৭টি এবং চতুর্থ শ্রেণির ১৪৩টি ও আউটসোর্সিং ২৪টি। বর্তমানে কর্মরত পদসংখ্যা প্রথম শ্রেণি ১০৩টি, দ্বিতীয় শ্রেণি ৯২টি, তৃতীয় শ্রেণি ১৫৮টি (০৭টি আউটসোর্সিংসহ) ও চতুর্থ শ্রেণি ১২৯টি (২৪টি আউটসোর্সিংসহ)। উল্লেখ্য, চতুর্থ শ্রেণির রাজস্ব খাতের ১৬টি পদ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে। কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সহায়তা করার জন্য কমিশন সচিবালয়ে বর্তমানে ১৪টি ইউনিট ছাড়াও প্রশাসন শাখা, হিসাব শাখা, বি.সি.এস. পরীক্ষা শাখা, নন-ক্যাডার পরীক্ষা শাখা, লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন শাখা, জনসংযোগ শাখা, গবেষণা ও পরিসংখ্যান শাখা, আইন শাখা, বাজেট শাখা ও তথ্য-প্রযুক্তি (আইটি) শাখা রয়েছে। কমিশনের কাজের গুরুত্ব ও নিরাপত্তা বিবেচনায় রেখে দ্রুত সময়ে ফলাফল প্রণয়ন ও প্রকাশ নিশ্চিত করতে একটি ক্যাডার এবং একটি নন-ক্যাডার ডিজিটাল রেজাল্ট প্রসেসিং কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণের জন্য একটি প্রশ্নপত্র মুদ্রণকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

১.৭. কমিশনের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

ক.'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৫১১.০০ (একশত পঞ্চান্ন কোটি এগারো লক্ষ) টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে [চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট] বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ এবং কমিশনের আওতাভুক্ত বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজ ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা সহ কমিশন সচিবালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের রাজশাহী, ময়মনসিংহ, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের জন্য যথাক্রমে ০.৫০ একর, ০.৬০ একর, ০.৩৭ একর, ০.৫৬ একর, ০.৪০ একর ও ০.৬৮১৫ একর জমির দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্তসহ রেজিস্ট্রি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। রাজশাহী, ময়মনসিংহ, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। কমিশনের চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এ ছাড়া উক্ত প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের আওতাভুক্ত নিয়োগ পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা ও ডিজিটাল ডাটাবেইস এর উন্নীতকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সমন্বিত পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা তথ্য সিস্টেম প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১.৮. কমিশন সচিবালয়ের যানবাহন

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের TO&E-তে ০২টি জিপ, ১৭টি কার, ১৭টি মাইক্রোবাস [উল্লেখ্য, আঞ্চলিক কার্যালয়ের ০৭টি মাইক্রোবাসের মধ্যে ০১টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে], ০৩টি পিকআপ, ০৩টি মিনিবাস (০২টি মিনিবাস ভাড়ায় চালিত) এবং ০৪টি মটর সাইকেল অন্তর্ভুক্ত আছে। এছাড়াও, ০১টি পাজেরো স্পোর্টস জীপ অকেজো ঘোষণা করে প্রতিস্থাপক ক্রয় করা হয়েছে। অকেজো ঘোষিত পাজেরো স্পোর্টস জীপটি নিলামে বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।কমিশন সচিবালয়ের যানবাহনসমূহ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াত, পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে প্রতিনিয়ত প্রেস ও বিভিন্ন পরীক্ষার হলসমূহে গমনাগমনসহ বিবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান বছরে কমিশন কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার সংখ্যা এবং কাজের পরিধি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কমিশনের কাজে গতি আনয়নে এসব যানবাহনের ব্যবহার সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

১.৯. অফিস সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের কার্যক্রম সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদির মধ্যে ২২টি কম্পিউটার, ০৯টি ফটোকপিয়ার, ২৮টি প্রিন্টার, ০২টি কালার প্রিন্টার, ০৬টি ল্যাপটপ, ০৯টি ওভেন, ০৫টি রেফ্রিজারেটর, ০৬টি টেলিভিশন, ০৬টি স্টেনো টেলিফোন সেট ক্রয় করা হয়েছে। আরো কিছু সংখ্যক কম্পিউটার, অফিস সরঞ্জমাদি ও আসবাবপত্র ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১.১০. কমিশনের আঞ্চলিক কার্যালয়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্বের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম সেবা প্রত্যাশীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহরে কমিশন সচিবালয়ের ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। বর্তমানে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিটির জন্য প্রথম শ্রেণির ০২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণির ০২ জন, তৃতীয় শ্রেণির ০৩ জন এবং চতুর্থ শ্রেণির ০৫ জনসহ মোট ১০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ রয়েছে। বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিটির জন্য বর্তমানে প্রথম শ্রেণির ০২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণির ০২ জন, তৃতীয় শ্রেণির ০২ জন এবং চতুর্থ শ্রেণির ০৩ জনসহ মোট ০৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ কমিশনের ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১.১১. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের লাইব্রেরি

কমিশন ভবনের তৃতীয় তলায় ১,৬৪৬ বর্গফুট জায়গা নিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি লাইব্রেরি রয়েছে। লাইব্রেরিটি কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজে সহায়তা প্রদান এবং কাজের মানোন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে এ লাইব্রেরিটিকে নতুন আসবাবপত্র দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে। কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিবসহ অন্যান্য সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নিয়মিত লাইব্রেরি ব্যবহার করে থাকেন। তাছাড়া কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষকবৃন্দও এই লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে থাকেন। দাপ্তরিক লাইব্রেরি হিসেবে এটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। সরকারি বিধি বিধানসহ অন্যান্য বিষয়ে বর্তমানে এ লাইব্রেরিটির সংগ্রহ সংখ্যা ১৪,৩৩৩। এখানে রেফারেন্স বইয়ের সংগ্রহও বেশ সমৃদ্ধ। যার ফলে আগ্রহী পাঠক তার প্রয়োজনমাফিক তথ্য সহজেই পেতে পারেন। কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার জন্য আগত প্রশ্নকারক, মডারেটর, নিরীক্ষক ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গও লাইব্রেরি ব্যবহার করে থাকেন।

লাইব্রেরির বই মূলত কমিশনের নিজস্ব বাজেট থেকে ক্রয় করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠান থেকেও বই সংগ্রহ করা হয়। ইতঃপূর্বে Asian Development Bank (ADB) এর অর্থায়নে ৫৯৯টি বই ক্রয় করা হয়েছে। ২০২৩ সালে বিভিন্ন উৎস থেকে ও কমিশনের নিজস্ব বাজেটের মাধ্যমে মোট ১৫২টি বই লাইব্রেরিতে সংগ্রহ করা হয়েছে। লাইব্রেরিতে নিয়মিত ৯টি বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়। বিদেশি ইংরেজি ম্যাগাজিন The Time, The Economist, The Reader`s Digest সহ দেশি-বিদেশি বাংলা ম্যাগাজিন সংগ্রহ করে কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সরবরাহ করা হয়। লাইব্রেরির পুস্তক আধুনিক ক্যাটালগিং পদ্ধতি AACR-2 [Anglo American Cataloguing Rules-2] অনুসারে ক্যাটালগ করে বিষয়ভিত্তিক সংখ্যানুক্রমিক পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে। বর্তমানে-

- কমিশনের সাংবিধানিক কাজে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের ব্যবহারের জন্য লাইব্রেরিতে ইন্টারনেট সংযোগসহ ০২টি কম্পিউটার স্থাপন করা হয়েছে।
- লাইব্রেরির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ডিজিটাল ক্যাটালগিং ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- কম্পিউটারের মাধ্যমে গ্রন্থাগার সামগ্রীর Acquisition, Cataloguing, Classification, Circulation Stock Verification and Reference Service ইত্যাদি সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে লাইব্রেরিটি অটোমেশনের আওতায় আনার বিষয়টি কমিশনের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় প্রতিষ্ঠার সময় হতেই লাইব্রেরির কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। দীর্ঘ ৫১ বছর যাবৎ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং নতুন বই সংগ্রহ এবং আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে লাইব্রেরিটি একটি উন্নতমানের লাইব্রেরি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

১.১২. নিয়োগ পরীক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও ফলাফল প্রণয়ন সর্বোপরি কমিশনের কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত বি.সি.এস. পরীক্ষা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদের নিয়োগ পরীক্ষার আবেদনপত্র অনলাইনে গ্রহণ, আসনব্যবস্থা, পরীক্ষাসূচি প্রকাশ, সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত ও স্বল্প সময়ে সম্পন্নকরণে সর্বাধুনিক ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ কমিশন কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়েছে। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় শতভাগ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদের ফলাফল প্রস্তুতের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল প্রণয়ন ও প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। কমিশনের বিভিন্ন ইউনিটে নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট সেবা, ই-ফাইলিং, Zoom Platform ব্যবহার করে ভিডিও কনফারেন্স ও ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্য হালনাগাদকরণ এবং ইউনিটসমূহে কম্পিউটারের প্রাথমিক সমস্যা সমাধানসহ কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কমিশনের আইটি শাখা এবং পরীক্ষা শাখার [ক্যাডার] যৌথ ব্যবস্থাপনায় সরকারী কর্ম কমিশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতিতে তথ্য প্রযুক্তির সফল ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো:

বি.সি.এস. (ক্যাডার) ও নন-ক্যাডার পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

১. বি.সি.এস.সহ সকল নিয়োগ পরীক্ষার আবেদনপত্র অনলাইনে গ্রহণ, এস.এম.এস. এর মাধ্যমে পরীক্ষা ফি গ্রহণ, প্রার্থী কর্তৃক অনলাইনে অ্যাপ্লিকেন্টস কপি ও প্রবেশপত্র সংগ্রহ;

২. প্রিলিমিনারি টেস্ট এবং লিখিত পরীক্ষার লিথোকোড OMR উত্তরপত্র Optical Mark Recognition (OMR) মেশিনের মাধ্যমে প্রি-স্ক্যানিং করে ফরমের যথার্থতা নিশ্চিত করা;

৩. প্রার্থীদের তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ তৈরি করে প্রিলিমিনারি টেস্ট/বাছাই পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রভিত্তিক স্বাক্ষর ও রঙিন ছবিযুক্ত হাজিরা তালিকা প্রস্তুত, এস.এম.এস. এর মাধ্যমে প্রার্থীদের আসনবিন্যাস জানানো;

৪. প্রিলিমিনারি টেস্ট/বাছাই ও লিখিত পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট পূর্বে কমিশন সভায় লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের কোডনাম এস.এম.এস. এর মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রপ্রধান, জেলা প্রশাসক, ম্যাজিস্ট্রেট এবং কর্মকর্তাদের জানানো;

৫. প্রিলিমিনারি টেস্ট/বাছাই পরীক্ষার উত্তরপত্র Optical Mark Recognition (OMR) এর মাধ্যমে স্ক্যানিং ডাটাবেইজ প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে বিভিন্নভাবে Data Validation, প্রার্থীর উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং চূড়ান্ত যাচাই বাছাই করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্কোর ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি এবং কমিশনের সিদ্ধান্ত ও সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসরণ করে প্রিলিমিনারি টেস্ট/বাছাই পরীক্ষার ফলাফল তৈরি, প্রকাশ ও এস.এম.এস. এর মাধ্যমে প্রার্থীদের জানানো;

৬. লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং সরবরাহের জন্য বিষয়ভিত্তিক ও কেন্দ্র অনুযায়ী পরিসংখ্যান প্রস্তুতকরণ;

৭. লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি ও কেন্দ্রভিত্তিক আসনবিন্যাস প্রস্তুত এবং এস.এম.এস. পদ্ধতিতে প্রার্থীদের জানানো;

৮. বিষয়ভিত্তিক কোড জেনারেট করে পরীক্ষক/নিরীক্ষকগণের তালিকা প্রস্তুতকরণ;

৯. লিখিত পরীক্ষার প্রার্থীদের কেন্দ্র ও বিষয়ভিত্তিক স্বাক্ষর ও রঙিন ছবিযুক্ত হাজিরা তালিকা প্রস্তুতকরণ;

১০. লিখিত পরীক্ষার লিথোকোডেড উত্তরপত্র OMR মেশিন-এর মাধ্যমে স্ক্যানিং; ডাটাবেইজ প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে বিভিন্নভাবে Data Validation, প্রার্থীর উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং চূড়ান্ত যাচাই বাছাই করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষা বিধিমালার বিধান অনুযায়ী তিন ক্যাটাগরিতে ফলাফল প্রস্তুত, প্রকাশ এবং এস.এম.এস. এর মাধ্যমে প্রার্থীদের জানানো;

১১. লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখভিত্তিক সময়সূচি প্রস্তুত, এস.এম.এস. এর মাধ্যমে প্রার্থীদের জানানো এবং ক্যাডারভিত্তিক ক্যাটাগরি অনুযায়ী মৌখিক পরীক্ষার প্রেসি প্রস্তুতকরণ;

১২. লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ডিজিটাল প্রযুক্তিতে কম্পিউটারে সন্নিবেশ করে ডাটাবেইজড প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে কমিশনের বিধি-বিধান অনুযায়ী টেবুলেশন প্রস্তুতকরণ;

১৩. ক. ডাটাবেইজড টেবুলেশন হতে বি.সি.এস.-এর জেনারেল ক্যাডারের মেধাতালিকা, টেকনিক্যাল ক্যাডারের মেধাতালিকা, সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের (সাধারণ কলেজের জন্য) মেধাতালিকা ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার (টিচার্স ট্রেনিং কলেজের জন্য) মেধাতালিকা প্রস্তুতকরণ;

খ. সকল ক্যাডারের মেধাতালিকা থেকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথক পৃথকভাবে মহিলা প্রার্থীদের মেধাতালিকা, মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা/পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যাদের মেধাতালিকা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রার্থীদের মেধাতালিকা এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের মেধাতালিকা প্রস্তুতকরণ;

গ. নন-ক্যাডার পদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে পদভিত্তিক মেধাতালিকা প্রস্তুতকরণ;

১৪. পদভিত্তিক পদবণ্টন ফরমেট প্রস্তুত, মেধা, প্রার্থীর মেধা অবস্থান, প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত চাকরির পছন্দক্রম, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বিদ্যমান বিধি-বিধানের ভিত্তিতে ক্যাডারভিত্তিক ফলাফল প্রস্তুত। মনোনীত প্রার্থীদের মেধাক্রম সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে কম্পিউটারে এন্ট্রি করে প্রার্থীদের ক্যাডারভিত্তিক মেধানম্বর ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংবলিত তালিকা প্রস্তুত করে মনোনীত প্রার্থীদের ফলাফল প্রকাশ;

১৫. সুপারিশকৃত প্রার্থীদের ক্যাডারভিত্তিক/পদভিত্তিক মেধানুযায়ী সুপারিশ তালিকা প্রস্তুত করা;

১৬. নন-ক্যাডার পদের ক্ষেত্রে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর এবং জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিষয়ে অনুমোদিত বিধিবিধানের ভিত্তিতে মেধা তালিকা প্রস্তুত করা এবং পদবণ্টন ফরমেট প্রস্তুত করা;

১৭. নন-ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুতের জন্য মেধা তালিকা প্রস্তুত, বিদ্যমান বিধি-বিধান এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে পদভিত্তিক ফলাফল প্রস্তুত এবং প্রকাশ করা;

১৮. সুপারিশকৃত প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তালিকা প্রস্তুত করা;

১৯. বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদস্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা অনুযায়ী প্রার্থীদের মেধাতালিকা তৈরি। পদবণ্টন শেষে মনোনীত প্রার্থীদের পদভিত্তিক তালিকা তৈরি ও প্রকাশকরণ;

২০. বি.সি.এস. পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে সুপারিশ প্রাপ্তির পর লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের আবেদনের ভিত্তিতে নম্বরপত্র প্রস্তুতকরণ;

২১. কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং নিজস্ব সফটওয়্যার ব্যবহার করে নন-ক্যাডার পরীক্ষার প্রিলিমিনারি টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মুদ্রণ এবং

২২. জাতীয় সংসদ ও সরকারের যেকোন মন্ত্রণালয়ের যাচিত তথ্য এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য চাহিদা মোতাবেক তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সরবরাহকরণ।

অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা ও সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

১. অনলাইনে নিয়োগ পরীক্ষার আবেদনপত্র গ্রহণ;

২. অনলাইনে প্রাপ্ত অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, সিনিয়র স্কেল এবং ক্যাডার বহির্ভূত সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার আবেদনকারীদের তথ্য ডাটাবেইজের মাধ্যমে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা;

৩. যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা তৈরি এবং ওয়েবসাইট হতে যোগ্য প্রার্থীদের অনলাইনে অ্যাপ্লিকেন্টস কপি ও প্রবেশপত্র প্রদান করা;

৪. লিখিত পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রভিত্তিক স্বাক্ষর ও রঙিন ছবিযুক্ত হাজিরা তালিকা প্রস্তুত করা;

৫. পরীক্ষার উত্তরপত্রে ব্যবহৃত লিথোকোডেড OMR উত্তরপত্র Optical Mark Recognition (OMR) মেশিনে স্ক্যানিং এবং ডাটাবেইজ প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে বিভিন্নভাবে Data Validation, প্রার্থীর উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিতকরণ ও চূড়ান্ত যাচাই-বাছাই করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা ও সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার বিধিমালা অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষার ফলাফল বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রস্তুত করা;

৬. অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা এবং সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি লিখিত পরীক্ষা বিধিমালা ও নীতিমালা অনুযায়ী প্রকাশিত ফলাফলের খসড়া গেজেট প্রস্তুত করা।

হার্ডওয়্যার, ইন্টারনেট, LAN, সি.সি. ক্যামেরা এবং ওয়েবসাইটের কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

১. Zoom Platform ব্যবহার করে কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের সমন্বয় সভা, প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সভা এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সভার কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

২. কমিশন সচিবালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রম ই-নথি/ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কারিগরি অবকাঠামো সচল রাখা;

৩. রেজাল্ট প্রসেসিং কক্ষ ও কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মুদ্রণকক্ষ ব্যতীত কমিশনে ব্যবহৃত সকল কম্পিউটারে LAN, ইন্টারনেট এবং ওয়েবসাইটের কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

৪. ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা;

৫. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় ভবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর এলাকা ও কক্ষে স্থাপিত ৭৯টি সি.সি. ক্যামেরার সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও কক্ষসমূহের কার্যক্রম ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

৬. কমিশনের কার্যক্রমে কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের নেটওয়ার্ক সেবা কার্যক্রম সচল রাখতে ব্যবহৃত মোট ১২টি নেটওয়ার্ক সুইচ, প্রায় ২৪০টি ল্যান ক্যাবল ও একটি সার্ভার রক্ষণাবেক্ষণ;

৭. বিভিন্ন ইউনিটে ব্যবহৃত কম্পিউটার ও প্রিন্টার, রাউটার ইত্যাদি হার্ডওয়্যার সচল রাখা;

৮. বিভিন্ন ইউনিটে ব্যবহৃত কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম সফট্ওয়্যারসহ অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন সফট্ওয়্যার সেটআপ এবং যথাযথ পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন

২.১. নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ ও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে ক্যাডার ও ক্যাডার বহির্ভূত প্রথম শ্রেণির [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা গ্রহণ ও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করা হয়। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ প্রার্থী বি.সি.এস. পরীক্ষার জন্য আবেদন করেন। ৪৫ তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় ২,৩০৯টি শূন্য পদের বিপরীতে ৩,৪৬,৯২২ জন প্রার্থী এবং ৪৬তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় ৩,১৪০টি শূন্য পদের বিপরীতে ৩,৩৮,০১৭ জন প্রার্থী আবেদন করেছেন। এছাড়াও নন-ক্যাডার কোন কোন পদে লক্ষাধিক প্রার্থী আবেদন করে থাকে। ২০২৩ সালে কমিশন কর্তৃক গৃহীত নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড] পদে ৫টি বাছাই পরীক্ষা, ১৩টি লিখিত পরীক্ষা, ০৯টি ব্যবহারিক পরীক্ষা ও ৪৮ক্যাটাগরি পদের মৌখিক পরীক্ষা এবং দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম ও ১২তম গ্রেড] পদে ১০টি বাছাই পরীক্ষা, ৩২টি লিখিত পরীক্ষা, ০২টি ব্যবহারিক পরীক্ষা ও ২৩ ক্যাটাগরি পদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিশনের নিজস্ব জনবলের সাহায্যে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর জন্য শতাধিক নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের বিশাল কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে কমিশন কর্তৃক বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক ও মৌখিক পরীক্ষার বিশেষজ্ঞ নিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা নির্ধারণ করে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, খ্যাতিমান সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। কমিশন থেকে বিশেষজ্ঞ এবং পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাজে কোন রকম হস্তক্ষেপ করা হয় না। তবে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ে প্রশ্নপত্রের গুণগতমান নিশ্চিত করতে কমিশন কর্তৃক প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন/মডারেশন বিষয়ক দিক নির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মডারেশনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাথে নিয়মিত সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের কোন পর্যায়েই কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য/কর্মকর্তাবৃন্দ সরাসরি সম্পৃক্ত থাকেন না। সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান এবং কমিশন কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে পরীক্ষা পরিচালনায় কমিশন সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে থাকে। কমিশন কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি নিয়োগ পরীক্ষার জন্য বহুসংখ্যক সেটের প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়। কোন প্রশ্নপত্রটি পরীক্ষায় ব্যবহৃত হবে তা পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ৩০ মিনিট পূর্বে লটারির মাধ্যমে কমিশন সভায় নির্ধারণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট হল কর্তৃপক্ষকে sms-এর মাধ্যমে জানানো হয়। তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান পদ্ধতিতে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের ফলে পরীক্ষা গ্রহণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষায় double lithocode এবং গোপন সিরিজ নম্বর ও বারকোডযুক্ত উত্তরপত্র প্রবর্তন করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষকের মাধ্যমে ম্যানুয়ালি মূল্যায়ন করা হয়। লিথোকোড ব্যবহারের ফলে চূড়ান্ত পর্যায়ে কম্পিউটারে লিথোকোড ম্যাচিং-এর পূর্বে কোন উত্তরপত্রটি কোন প্রার্থীর উত্তরপত্র মূল্যায়নকালে তা কোনভাবেই শনাক্ত করা সম্ভব নয়। ফলে উত্তরপত্রের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে এবং প্রতিটি নিয়োগ পরীক্ষায় শতভাগ স্বচ্ছতা ও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

নিয়োগ পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষণে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র দুইজন পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ৩৮তম বি.সি.এস. থেকে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র দুইজন পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়নের ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। দুইজন পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়নকৃত উত্তরপত্রে নম্বরের পার্থক্য ২০% এর বেশি হলে তৃতীয় পরীক্ষক দিয়েও উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে বি.সি.এস. লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষকদের মধ্যে Pairing System অনুসৃত হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে ০২(দুই) জন পরীক্ষকের মূল্যায়নকৃত উত্তরপত্র পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে ১ম ও ২য় পরীক্ষকের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য এক একটি বোর্ডে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। বোর্ডে ক্যাডার/পদসংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ন্যূনতম যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা এবং বিষয়ভিত্তিক একজন বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থাকেন। মৌখিক পরীক্ষার নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ২০-২৫ মিনিট পূর্বে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সিলগালা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট বোর্ডে বিতরণ করা হয়। এ সময় বিভিন্ন বোর্ডের প্রার্থী এবং বোর্ড সদস্যদের নামের সিলকৃত তালিকাও সাক্ষাৎকার বোর্ডসমূহে বিতরণ করা হয়। বিতরণের পূর্বে কমিশনের কোন সদস্য ঐ দিন বোর্ড গ্রহণ করবেন এবং কোন প্রার্থী কোন বোর্ডে পরীক্ষা দিবেন ও কোন বিশেষজ্ঞ কোন বোর্ডের সদস্য তা কেউ জানতে পারে না। মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের বিশেষজ্ঞদের অনুসরণীয় নির্দেশাবলি প্রণীত হয়েছে। ফলে বোর্ড চলাকালীন বোর্ড সদস্যগণ টেলিফোন বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। প্রার্থীরাও মোবাইল ফোনসহ কমিশনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণে স্বচ্ছতা, গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা পুরোপুরি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুতির ক্ষেত্রে গোপনীয়তা, স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে বিদ্যমান বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়। কমিশনের তত্ত্বাবধানে তথ্য-প্রযুক্তি শাখা, পরীক্ষা শাখার (ক্যাডার) উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ফলাফল প্রস্তুত ও যথাযথ পদ্ধতিতে যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে যথার্থতা নিশ্চিত করে থাকেন।

২.২. বি.সি.এস. (ক্যাডার) পদে নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতি

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রণীত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী বর্তমানে বি.সি.এস. এর নিম্নোক্ত ২৬টি ক্যাডারে উপযুক্ত প্রার্থী নিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশন কর্তৃক ৩ স্তরবিশিষ্ট পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

বি.সি.এস.-এর ২৬টি ক্যাডারের নাম (ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে)

ক্রমিক নম্বর	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারের ধরণ
১.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন)	সাধারণ ক্যাডার
২.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কৃষি)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
৩.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (আনসার)	সাধারণ ক্যাডার
৪.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (নিরীক্ষা ও হিসাব)	সাধারণ ক্যাডার
৫.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সমবায়)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
৬.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (শুল্ক ও আবগারি)	সাধারণ ক্যাডার
৭.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিবার পরিকল্পনা)	সাধারণ ক্যাডার
৮.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (মৎস্য)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
৯.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (খাদ্য)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১০.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পররাষ্ট্র)	সাধারণ ক্যাডার
১১.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বন)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১২.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সাধারণ শিক্ষা)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১৩.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (স্বাস্থ্য)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১৪.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (তথ্য)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১৫.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পশু সম্পদ)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১৬.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পুলিশ)	সাধারণ ক্যাডার
১৭.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ডাক)	সাধারণ ক্যাডার
১৮.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১৯.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (গণপূর্ত)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২০.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (রেলওয়ে প্রকৌশল)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২১.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক)	সাধারণ ক্যাডার
২২.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সড়ক ও জনপথ)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২৩.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিসংখ্যান)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২৪.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কর)	সাধারণ ক্যাডার
২৫.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কারিগরি শিক্ষা)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২৬.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বাণিজ্য)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার

বি.সি.এস. এর তিন স্তর বিশিষ্ট পরীক্ষা পদ্ধতি

বি.সি.এস. (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে সরকারী কর্ম কমিশন নিম্নোক্ত ৩ স্তর বিশিষ্ট নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে:

প্রথম স্তর : ২০০ নম্বরের MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট।

দ্বিতীয় স্তর : প্রিলিমিনারি টেস্টে কৃতকার্য প্রার্থীদের জন্য ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা।

তৃতীয় স্তর : লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীদের জন্য ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা।

প্রথম স্তর : ২০০ নম্বরের MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট

শূন্য পদের তুলনায় প্রার্থী সংখ্যা বিপুল হওয়ায় লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ এর বিধি-৭ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ২০০ নম্বরের MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণ করে থাকে। বি.সি.এস. পরীক্ষা বিধিমালা-২০১৪ এর বিধানমতে ৩৫তম বি.সি.এস. পরীক্ষা হতে ২০০ নম্বরের ২ ঘণ্টা সময়ে নিম্নোক্ত ১০টি বিষয়ের ওপর MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে :

প্রিলিমিনারি টেস্টের বিষয় ও নম্বর বণ্টন

ক্রমিক নম্বর	বিষয়ের নাম	নম্বর বণ্টন
১.	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
২.	ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	৩০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	২০
৫.	ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১০
৬.	সাধারণ বিজ্ঞান	১৫
৭.	কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি	১৫
৮.	গাণিতিক যুক্তি	১৫
৯.	মানসিক দক্ষতা	১৫
১০.	নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন	১০
	মোট	২০০

দ্বিতীয় স্তর : ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা (গড় পাস নম্বর ৫০%)

প্রিলিমিনারি টেস্টে কমিশন কর্তৃক কৃতকার্য প্রার্থীদের ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী ২৬টি ক্যাডার **সাধারণ ক্যাডার এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার** এই দুই ক্যাটাগরিতে বিভক্ত:

ক. সাধারণ ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা।

খ. কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের প্রার্থীদের ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা।

ক. সাধারণ ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর বন্টন

ক্রমিক নম্বর	আবশ্যিক বিষয়	নম্বর বন্টন
১.	বাংলা	২০০
২.	ইংরেজি	২০০
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
৫.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা	১০০
৬.	সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১০০
	মোট	৯০০

খ. কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর বন্টন

ক্রমিক নম্বর	আবশ্যিক বিষয়	নম্বর বন্টন
১.	বাংলা	১০০
২.	ইংরেজি	২০০
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
৫.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা	১০০
৬.	পদ-সংশ্লিষ্ট বিষয়	২০০
	মোট	৯০০

পদ সংশ্লিষ্ট (Job-related) বিষয়ের পরীক্ষা

যে সকল প্রার্থী সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারের পদের জন্য পছন্দক্রম প্রদান করেন, তাদেরকে সাধারণ ক্যাডারের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের ৯০০ নম্বরের অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়। এছাড়াও, কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারের প্রার্থীদেরকে কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের ০০১ কোডের ১০০ নম্বরের এবং সাধারণ ক্যাডারের ০০২ কোডের ২০০ নম্বরের উভয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এটি ৪৫তম বি.সি.এস থেকে কার্যকর হচ্ছে।

তৃতীয় স্তর : বি.সি.এস. এর ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা (পাস নম্বর ৫০%)

বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। মৌখিক পরীক্ষায় পাশ নম্বর ৫০%।

বি.সি.এস. পরীক্ষার সাক্ষাৎকার বোর্ড গঠন

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের উপযুক্ততা নির্ধারণের জন্য বি.সি.এস. পরীক্ষা বিধিমালার বিধান অনুযায়ী কমিশন নিম্নোক্তভাবে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড গঠন করে থাকে:

১.	কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য	বোর্ড চেয়ারম্যান
২.	সরকার কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা	বোর্ড সদস্য
৩.	কমিশন কর্তৃক মনোনীত বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ	বোর্ড সদস্য

২.৩. ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

● দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যবৃন্দ	:	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ [২৮.১০.২০১৯ থেকে ২৪.০১.২০২০]
	:	জনাব মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা [০১.০১.২০২১ থেকে ৩১.১০.২০২১]
	:	জনাব আবদুল মান্নান [০৩.১১.২০২১ থেকে ২৯.০৬.২০২২]
	:	জনাব বিনয় কৃষ্ণ বালা *বিপিএম, পিপিএম* [৩০.০৬.২০২২ থেকে ০৫.০৩.২০২৩]
	:	জনাব ও.এন. সিদ্দিকা খানম [০৬.০৩.২০২৩ থেকে বর্তমান]
● জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (requisition) প্রেরণের তারিখ	:	০৯.০৫.২০১৯
● বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা	:	২,১৬৬
● কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ	:	২৭.১১.২০১৯
● আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ	:	০৪.০১.২০২০ [সন্ধ্যা ৬.০০ টা]
● মোট আবেদনকারীর সংখ্যা	:	৪,০৪,৬৫১
● প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের তারিখ	:	১৯.০৩.২০২১
● প্রিলিমিনিরি টেস্ট-এ উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা	:	৩,০৪,৯১৯
● প্রিলিমিনারি টেস্ট এর ফলাফল প্রকাশের তারিখ	:	০১.০৮.২০২১
● প্রিলিমিনিরি টেস্ট-এ উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা	:	২১,০৫৬
● লিখিত পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ	:	২৯.১১.২০২১
● লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ	:	১২.০১.২০২২
● লিখিত পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা	:	১৮,৮৭০
● লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা	:	১৩,০০০
● লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ	:	১০.১১.২০২২
● মৌখিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ	:	০৫.১২.২০২২
● মৌখিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ	:	২৮.০২.২০২৩
● মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা	:	১২,৩৯৬
● মৌখিক পরীক্ষায় উর্ত্তীণ প্রার্থীর সংখ্যা	:	১২,৩৫৭
● সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা	:	২,৫১৬
● চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের তারিখ	:	০৩.০৮.২০২৩

[পরিশিষ্ট-২.২]

২.৪. ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

● দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য	: প্রফেসর মোঃ হামিদুল হক [০১.০১.২০২১ থেকে ১৪.০৩.২০২৩]
	: জনাব এস.এম. গোলাম ফারুক [১৫.০৩.২০২৩ থেকে ০১.১১.২০২৩]
	: জনাব কে এম আলী আজম [০২.১১.২০২৩ থেকে বর্তমান]
● জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (requisition) প্রেরণের তারিখ	: ২২.১১.২০২০
● বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা	: ১,৮১৪
● কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ	: ৩০.১১.২০২০
● আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ	: ৩০.০৬.২০২১ [সন্ধ্যা ৬.০০ টা]
● মোট আবেদনকারীর সংখ্যা	: ৪,৪২,৮৩২
● প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের তারিখ	: ২৯.১০.২০২১
● প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা	: ৩,২১,৫৭২
● প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর ফলাফল প্রকাশের তারিখ	: ২০.০১.২০২২
● প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা	: ১৫,২২৯
● লিখিত পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ	: ২৪.০৭.২০২২
● লিখিত পরীক্ষায় শেষ হওয়ার তারিখ	: ০৭.০৯.২০২২
● লিখিত পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা	: ১৩,৬৭১
● লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা	: ৯,৮৪০
● লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ	: ২০.০৮.২০২৩
● মৌখিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ	: ০৩.০৯.২০২৩
● মৌখিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ	: ২১.১১.২০২৩
● মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা	: ৯,২৮৫
● সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা	: ২,১৬৩
● চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের তারিখ	: ২৬.১২.২০২৩

[পরিশিষ্ট-২.২]

২.৫. ৪৪তম বি.সি.এস. পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

- দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য : অধ্যাপক ড. নূরজাহান বেগম [০২.১২.২০২১ থেকে ১৮.০৭.২০০২৩]
  জনাব জাহিদুর রশিদ [১৯.০৭.২০২৩ থেকে বর্তমান]
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (requisition) প্রেরণের তারিখ : ২৪.১১.২০২১
- বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা : ১,৭১০
- কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ : ৩০.১১.২০২১
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ৩১.০১.২০২২ [সন্ধ্যা ৬.০০ টা]
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : ৩,৫০,৭১৬
- প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের তারিখ : ২৭.০৫.২০২২
- প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ২,৭৪,০৭৬
- প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ২২.০৬.২০২২
- প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ১৫,৭০৮
- লিখিত পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ : ২৯.১২.২০২২
- লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ : ১১.০১.২০২৩
- লিখিত পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ১৪,৪৬৩
- লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের কাজ চলমান

[পরিশিষ্ট-২.২]

২.৬. ৪৫তম বি.সি.এস. পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

- দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যবৃন্দ : জনাব এস.এম. গোলাম ফারুক [০৬.০৭.২০২২ থেকে ০৪.১২.২০২২]
  অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার সাহা [০৫.১২.২০২২ থেকে বর্তমান]
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (requisition) প্রেরণের তারিখ : ১৪.১১.২০২২
- বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা : ২,৩০৯
- কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ : ৩০.১১.২০২২
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ৩১.১২.২০২২ [সন্ধ্যা- ৬.০০ টা]
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : ৩,৪৬,৯২২
- প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের তারিখ : ১৯.০৫.২০২৩
- প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ২,৬৮,১১৯
- প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ০৬.০৬.২০২৩
- প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ১২,৭৮৯
- লিখিত পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ : লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কাজ চলমান

[পরিশিষ্ট-২.২]

২.৭. ৪৬তম বি.সি.এস. পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

- দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যবৃন্দ : জনাব এস. এম.গোলাম ফারুক [০১.০১.২০২৩ থেকে ৩০.০১.২০২৩]
  : জনাব ফয়েজ আহম্মদ [৩১.০১.২০২৩ থেকে ২৭.১২.২০২৩]
  : অধ্যাপক ড.মুবিনা খোন্দকার [২৮.১২.২০২৩ থেকে বর্তমান]
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (requisition) প্রেরণের তারিখ : ০৬.১১.২০২৩
- বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা : ৩,১৪০
- কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ : ৩০.১২.২০২৩
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ৩১.১২.২০২৩ (সন্ধ্যা ৬.০০টা)
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : ৩,৩৮,০১৭
- প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের তারিখ : প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের কার্যক্রম চলমান

[পরিশিষ্ট-২.২]

২.৮. নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০২৩ অনুযায়ী নিয়োগের সুপারিশ

নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০২৩ এর আওতায় বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] এবং নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম ও ১২তম গ্রেড] পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা, ২০২৩ জারির পূর্বে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এর আওতায় ২০১০ সাল থেকে বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশকৃতগণ এমন প্রার্থীদের মধ্য থেকে নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির (৯ম গ্রেড) পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। ১৬.০৬.২০১৪ তারিখে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ সংশোধন করা হয়। সংশোধিত নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ ও নন ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে সুপারিশকৃত নন, এমন প্রার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণির (১০ম, ১১তম ও ১২তম গ্রেড) পদেও নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়। নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা এর ২০২৩ আওতায় ২০২৩ সালে ৪০তম বি.সি.এস. থেকে নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির (৯ম গ্রেড) পদে ১২২৯ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির (১০ম, ১১তম ও ১২তম গ্রেড) পদে ২৪২৮ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২৩ সালে উক্ত বিধিমালার আওতায় ৪১তম বি.সি.এস থেকে নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে ৯৩৯ জন ও দ্বিতীয় শ্রেণির (১০ম, ১১তম ও ১২তম গ্রেড) পদে ২২০৯ জন, ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. থেকে নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে ১৫ জন এবং ৪৩ তম বি.সি.এস. থেকে নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির (৯ম গ্রেড) পদে ১২৫ জন ও দ্বিতীয় শ্রেণির (১০ম, ১১তম ও ১২তম গ্রেড) পদে ৫১৭ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। ফলে সংক্ষিপ্ত সময়ে বি.সি.এস. পরীক্ষার প্রার্থীদের মধ্য হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

[পরিশিষ্ট-২.২ (ক-ছ)]

সারণি-২.১ : নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০, সংশোধিত বিধিমালা-২০১৪ এবং নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০২৩ অনুযায়ী ৩৩তম বি.সি.এস. থেকে ৪৩তম বি.সি.এস.পর্যন্ত নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান

সাল	সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা						সর্বমোট
	প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড]		দ্বিতীয় শ্রেণি [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড]		মোট		
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
৩৩তম বি.সি.এস.	৩০৮	৬২	৩৮৮	১৩৫	৬৯৬	১৯৭	৮৯৩
৩৪তম বি.সি.এস.	৩৩৩	৭৬	১,৩৫০	৪৯৮	১,৬৮৩	৫৭৪	২,২৫৭
৩৫তম বি.সি.এস.	৫৫৩	১৩৯	১,০৪১	২৭৩	১,৫৯৪	৪১২	২,০০৬
৩৬তম বি.সি.এস.	২১৯	৬৩	৮১৭	১৮৮	১,০৩৬	২৫১	১,২৮৭
৩৭তম বি.সি.এস.	৫৭১	১২১	৯৪৪	১০৭	১,৫১৫	২২৮	১,৭৪৩
৩৮তম বি.সি.এস.	১,৩৬৬	৩১১	১,১১৩	২৮৩	২,৪৭৯	৫৯৪	৩,০৭৩
৪০তম বি.সি.এস.	৯৬৩	২৬৬	১৯২৮	৫০০	২৮৯১	৭৬৬	৩৬৫৭
৪১তম বি.সি.এস.	৭৮০	১৫৯	১৬৯২	৫১৭	২৪৭২	৬৭৬	৩১৪৮
৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস.	৩০৭	২৭৪	-	-	৩০৭	২৭৪	৫৮১
৪৩তম বি.সি.এস.	১১৬	০৯	৪১৪	১০৩	৫৩০	১১২	৬৪২

লেখচিত্র-২.১ ঃ নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০, সংশোধিত বিধিমালা-২০১৪ এবং নন ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০২৩ অনুযায়ী ৩৩তম বি.সি.এস. থেকে ৪৩তম বি.সি.এস. পর্যন্ত নিয়োগের সুপারিশের লেখচিত্র

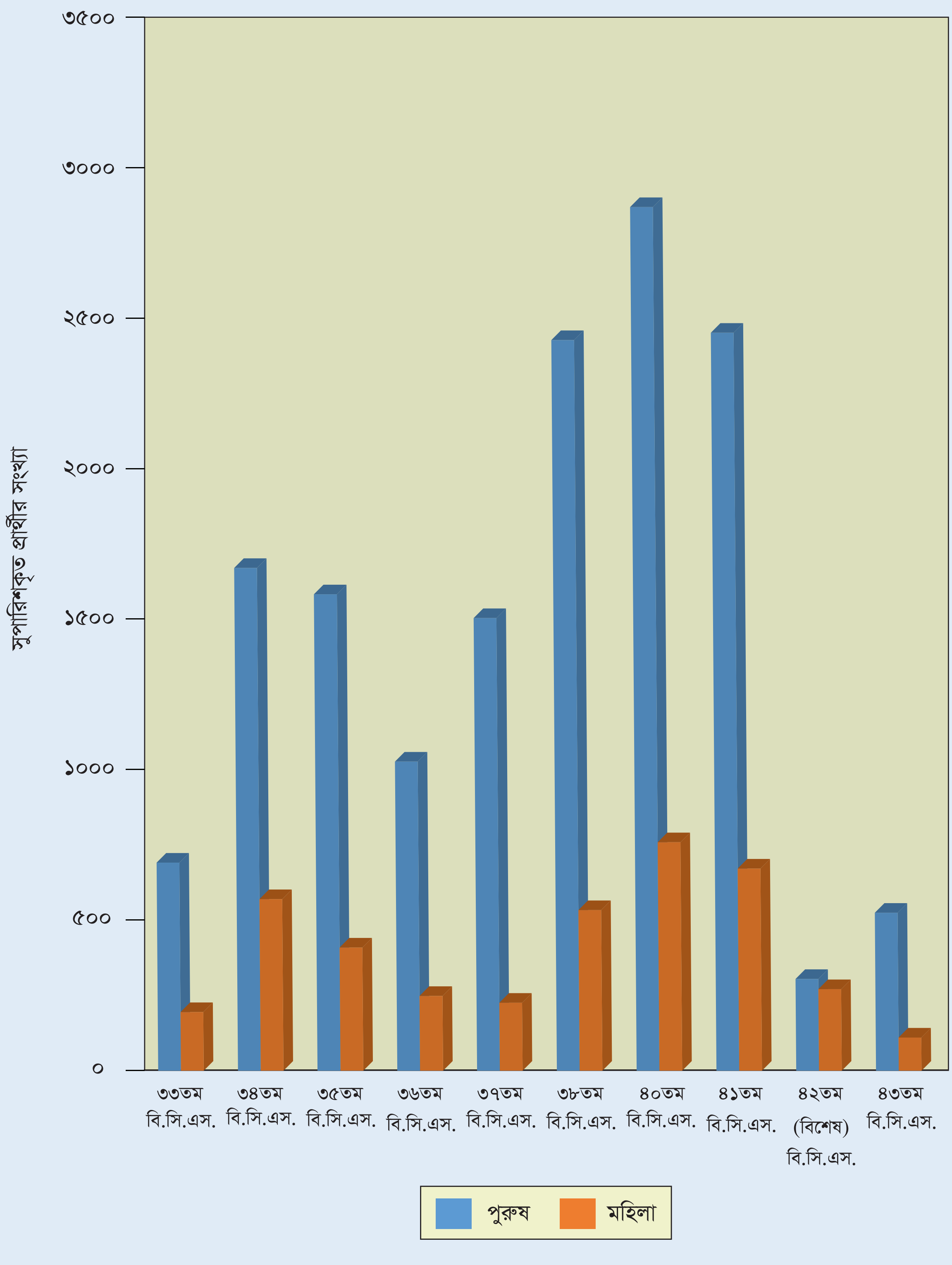

২.৯. নন-ক্যাডার পদে সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতি

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রথম [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি এবং কর্ম কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নন-ক্যাডার পদের নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক নিয়োগ পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে জারিকৃত সংশোধিত অফিস আদেশ অনুযায়ী ক্যাডার বহির্ভূত ১ম শ্রেণি (৯ম গ্রেড) ও ২য় শ্রেণির (১০ম গ্রেড, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড) টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদসমূহে সুপারিশের জন্য প্রার্থী সংখ্যা ১০০০ বা তার কম হলে দুই স্তরবিশিষ্ট (লিখিত ও মৌখিক) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং প্রার্থী সংখ্যা ১০০০ এর বেশি হলে তিন স্তরবিশিষ্ট (MCQ ধরনের বাছাই পরীক্ষা, লিখিত ও মৌখিক) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রার্থী সংখ্যা ১০০০ এর বেশি হলে প্রার্থীদের ১ ঘণ্টাব্যাপী ১০০ নম্বরের MCQ ধরনের বাছাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। প্রার্থী সংখ্যা নির্বিশেষে ১ম শ্রেণির (৯ম গ্রেড) টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদের জন্য ৪ ঘণ্টাব্যাপী ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণির (১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড) টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদের জন্য ৪ ঘণ্টাব্যাপী ২০০ নম্বরের লিখিত ও ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ১ম শ্রেণির উচ্চতর স্কেলের পদে শুধু ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের উক্ত অফিস আদেশ জারির মাধ্যমে কমিশন সচিবালয়ের ৬ জুলাই ২০১১ তারিখের ৮০.৪০৬.০১৮.০০.০০.০২০.২০১০-১৮২ নম্বর অফিস আদেশ; ৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখের ৮০.৪০৬.০১৮.০০.০০.০২০.২০১০-২৫০ নম্বর অফিস আদেশ এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখের ৮০.০০.০০০০.৪০৬.১৮.০০৫.১৫.৩৪(১০০) নম্বর অফিস আদেশ বাতিল করা হয়। তবে যে সকল পদের বিজ্ঞাপন ১ এপ্রিল ২০১৯ এর পূর্বে জারি হয়েছে সে সকল পদে বিজ্ঞাপনে বর্ণিত পরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া প্রার্থী ও পদের সংখ্যা নির্বিশেষে রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক কমিশন কর্তৃক নবনির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়।

প্রতিবছর ক্যাডার বহির্ভূত পদের জন্য বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণির [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে সরাসরি নিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য বর্তমানে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে:

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড] এবং দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে সরাসরি নিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম **অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম**

ক. **সরাসরি নিয়োগ সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলি**

১. প্রস্তাবিত পদের নাম ও বেতনস্কেল :

২. প্রস্তাবিত পদে সরাসরি নিয়োগযোগ্য মোট পদের সংখ্যা :

৩. সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রস্তাবিত পদ সংখ্যা :

৪. প্রস্তাবিত পদের শ্রেণি এবং গ্রেড :

৫. প্রস্তাবিত পদের প্রকৃতি (স্থায়ী/অস্থায়ী) :

খ. **সরাসরি নিয়োগ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি**

ক্রমিক নম্বর	সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা নম্বর	মন্তব্য
১.	যথাযথভাবে পূরণকৃত এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল-স্বাক্ষরিত রিকুইজিশনের (নির্ধারিত ফরম-এ) মূলকপি			
২.	পূর্ণাঙ্গ নিয়োগবিধির গেজেটের মূলকপি/সত্যায়িত ফটোকপি			
৩.	যথাযথভাবে পূরণকৃত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল স্বাক্ষর সংবলিত পিএসসি কর্তৃক নির্ধারিত পদবিন্যাস ছক			
৪.	যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাবিত পদে বর্তমানে কর্মরত ব্যক্তির/ ব্যক্তিবৃন্দের জেলাভিত্তিক বিবরণ			

ক্রমিক নম্বর	সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা নম্বর	মন্তব্য
৫.	নবসৃষ্ট পদের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন/সম্মতিপত্রের সত্যায়িত কপি			
৬.	নবসৃষ্ট পদের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠাঙ্কনকৃত অনুমোদন/সম্মতিপত্রের সত্যায়িত কপি			
৭.	পদ সৃষ্টির সরকারি আদেশের (জিও) সত্যায়িত কপি			
৮.	অস্থায়ী পদের ক্ষেত্রে পদ সংরক্ষণে সরকারি আদেশের সত্যায়িত কপি			
৯.	প্রস্তাবিত পদ পূরণ সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতে রুজুকৃত মামলা/আদালতের নিষেধাজ্ঞা/স্থগিতাদেশ সম্পর্কিত তথ্য			
১০.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শূন্যপদ পূরণে জনপ্রশাসন/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের সত্যায়িত কপি			

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

২.১০. নন-ক্যাডার লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস ও নম্বর বন্টন

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রথম বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নন-ক্যাডার টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল [৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] ও নন-টেকনিক্যাল [৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] গেজেটেড পদে নিয়োগ পরীক্ষার নীতিমালা এবং বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস ও নম্বর বন্টন ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ হতে অনুসরণ করা হচ্ছে। এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে কমিশন সচিবালয়ের ৬ জুলাই ২০১১ তারিখের ৮০.৪০৬.০১৮.০০.০০.০২০.২০১০-১৮২ নম্বর অফিস আদেশ এবং ৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখের ৮০.৪০৬.০১৮.০০.০০.০২০. ২০১০-২৫০ নম্বর অফিস আদেশ এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখের ৮০.০০.০০০০.৪০৬.১৮.০০৫.১৫.৩৪(১০০) নম্বর অফিস আদেশ বাতিল করা হয়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখের অফিস আদেশের মাধ্যমে ১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেডের নন-টেকনিক্যাল পদের লিখিত পরীক্ষার পাশ নম্বর সামগ্রিকভাবে ৪৫% নির্ধারণ করা হয়।

[পরিশিষ্ট-২.৮]

সারণি-২.২ : সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ২০১৪—২০২৩ সাল পর্যন্ত নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান

[লেখচিত্র-২.২]

সাল	সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা						সর্বমোট
	১ম শ্রেণি [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড]		২য় শ্রেণি [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড]		মোট		
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
২০১৪	১৩৫	২৯	১৮৪	৩১	৩১৯	৬০	৩৭৯
২০১৫	৫৬৯	৩৩০	১৪০	৬৫	৭০৯	৩৯৫	১,১০৪
২০১৬	২০১	৪৪	১,৪৭২	৮,৯৮৭	১,৬৭৩	৯,০৩১	১০,৭০৪
২০১৭	৩৩৪	৬৮	৯৭১	৮৪৪	১,৩০৫	৯১২	২,২১৭
২০১৮	৪৮৪	২০২	১,৩৪২	৫,৪১৭	১,৮২৬	৫,৬১৯	৭,৪৪৫
২০১৯	১৮৭	৪৩	২৩৩	২৮	৪২০	৭১	৪৯১
২০২০	৪২৮	৯৩	১,৬১৮	৫,৬৬১	২,০৪৬	৫,৭৫৪	৭,৮০০
২০২১	১৯২	২৩	২,৪৫৩	৮,৭৫১	২,৬৪৫	৮,৭৭৪	১১,৪১৯
২০২২	১৫৪	৩০	১,২৪৪	৩১৬	১,৩৯৮	৩৪৬	১,৭৪৪
২০২৩	২০৮	১০৪	৩৮৫	২৭৭	৫৯৩	৩৮১	৯৭৪

লেখচিত্র-২.২ ঃ সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ২০১৪-২০২৩ সাল পর্যন্ত নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ

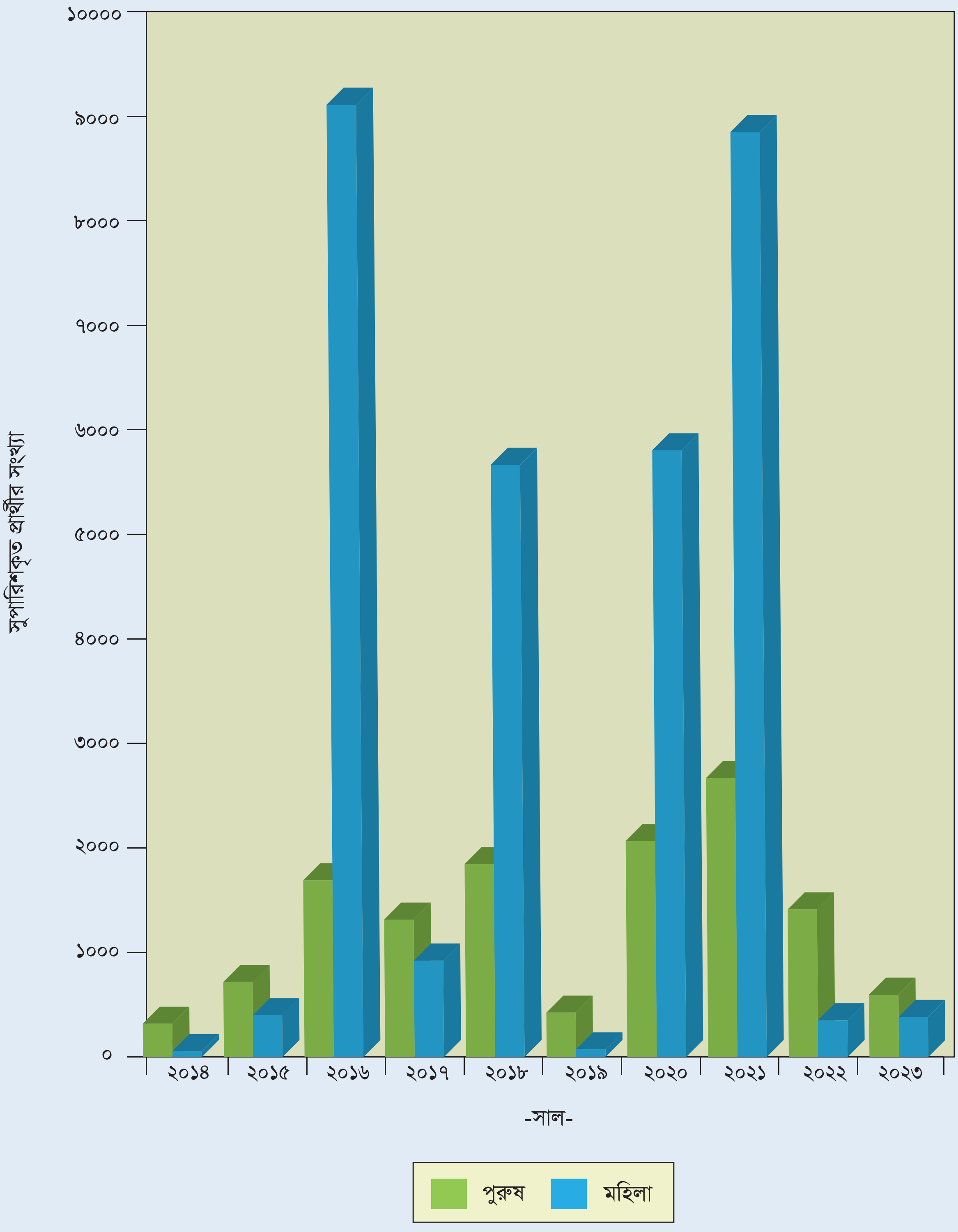

২.১১. ২০২৩ সালে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান

- নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির উচ্চতর পদে শুধু সাক্ষাৎকার-এর মাধ্যমে ২৮ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
- নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] ও ২য় শ্রেণির [১০ম ও ১১তম গ্রেড] পদে লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার এর মাধ্যমে ১১০ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
- নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] ও ২য় শ্রেণির [১০ম ও ১১তম গ্রেড] পদে বাছাই, লিখিত ও সাক্ষাৎকার-এর মাধ্যমে ৮৩৬ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

[পরিশিষ্ট-২.৩, ২.৩ (ক) ও ২.৩(খ)]

সারণি-২.৩ : বিভিন্ন সময়ে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের তুলনামূলক বিবরণী

[লেখচিত্র-২.৩]

সময়কাল	ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত কর্মকর্তা	নন-ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত কর্মকর্তা	সর্বমোট সুপারিশ
২০০৯–২০২৩	৪৬,৭৪৭	৬৯,২৩৯	১,১৫,৯৮৬
২০০১–২০০৭	১২,৭৯৩	৪,১৯৪	১৬,৯৮৭

২.১২. উচ্চতর ক্যাডার পদে সরাসরি নিয়োগ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের উচ্চতর ক্যাডার পদসমূহে সরাসারি নিয়োগের জন্য নিয়োগ পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের কমিশন কর্তৃক নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়। ১৪.০৬.২০২৩ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১৫ ক্যাটাগরির মোট ৩৩টি পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। আবেদনকারী প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে ১২ ক্যাটাগরির পদে মোট ২২ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য কমিশন সুপারিশ করে।

[পরিশিষ্ট-২.২(জ)]

২.১৩. নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় কমিশন কর্তৃক নির্দেশনা অমান্য করে কিছু প্রার্থী কর্তৃক নিষিদ্ধকৃত মোবাইল ফোন/হাতঘড়ি/ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে, যা পরীক্ষা বিধিমালার বিধান অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ২০২৩ সালে কমিশনের সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তির শর্ত ও বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরীক্ষায় অপরাধমূলক আচরণের জন্য শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নীতিমালা, ২০০০ অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক গৃহীত অর্ধবার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষায় ১০ জন, ৪৪তম বি.সি.এস. লিখিত পরীক্ষায় ২ জন এবং ৪৫তম বি.সি.এস. প্রিলিমিনারি টেস্টে ৯ জন প্রার্থীকে বিভিন্ন প্রকার/মেয়াদে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

২.১৪. প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক হিসেবে দায়িত্বপালনকারী বিশেষজ্ঞদের কাজ শেষে তাৎক্ষণিকভাবে পারিতোষিক প্রদান

কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বি.সি.এস.সহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক এবং নিরীক্ষকদের কাজ সমাপনান্তে কমিশনে ডকুমেন্টস জমাদানের দিন হাতে হাতে পারিতোষিক প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান নির্দেশনা প্রদান করেন। সেমতে বি.সি.এস.সহ সকল নিয়োগ পরীক্ষায় দায়িত্বপালনকারী প্রশ্নকারক, মডারেটর ও মৌখিক পরীক্ষার বিশেষজ্ঞদের কাজ শেষে তাৎক্ষণিকভাবে পারিতোষিক প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও দায়িত্বপালনকারী বিশেষজ্ঞদের পারিতোষিক তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ইএফটির মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

২.১৫. বি.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নম্বরপত্র প্রদান

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কোন প্রার্থী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নম্বরপত্র প্রাপ্তির জন্য কমিশনে আবেদন করলে তাকে নম্বরপত্র প্রদান করা হয়। ৪০তম বি.সি.এস. লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নম্বরপত্র প্রদানের জন্য ১৫.১১.২০২৩ তারিখে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। উক্ত বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ২,৭৩০ জন প্রার্থী আবেদন করেন। আবেদনকারী প্রার্থীদের নম্বরপত্র প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

লেখচিত্র-২.৩ ঃ বিভিন্ন সময়ের ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ

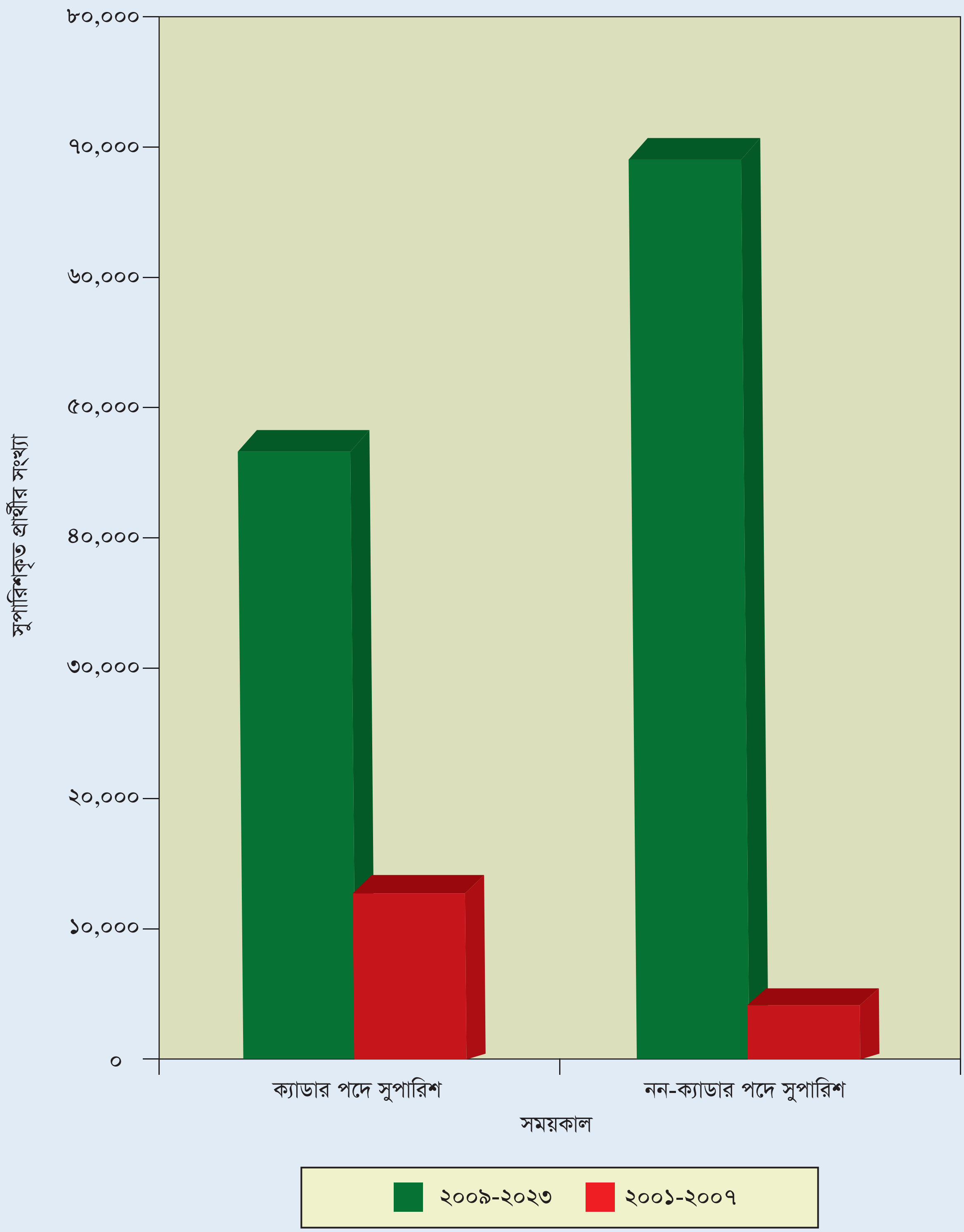

২.১৬. কমিশন ভবনে স্থাপিত মুদ্রণকক্ষে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করে পরীক্ষা গ্রহণ

কমিশন ভবনে স্থাপিত প্রশ্নপত্র মুদ্রণকক্ষে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কমিশনের চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যবৃন্দ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। কমিশন ভবনে স্থাপিত মুদ্রণকক্ষে কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করে আলোচ্য বছরে ০৯টি বাছাই পরীক্ষা ও ৪৩টি লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

২.১৭. গ্রেড-১৩ থেকে গ্রেড-২০ [পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি] ভুক্ত পদে কর্ম কমিশনের মাধ্যমে প্রার্থী মনোনয়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত ক্ষমতাবলে 'The Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979' এর আওতায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রজাতন্ত্রের ৩য় থেকে ১৩তম গ্রেডের (পূর্বের ১ম ও ২য় শ্রেণির) বিভিন্ন পদে নিয়োগের সুপারিশ/পরামর্শ প্রদান করে আসছে। সম্প্রতি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের গ্রেড-১৩ থেকে গ্রেড-২০ (পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) পর্যন্ত পদে সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী মনোনয়ন প্রদানের বিষয়ে সরকারের নিকট হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত একটি প্রস্তাব কমিশনে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে সরকারের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো, জনবল এবং ভৌত অবকাঠামোর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব কমিশন হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডে (পূর্বতন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) কর্মচারী নিয়োগদানের বিষয়ে সরকার কর্তৃক যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা বাস্তবায়ন করার জন্য উক্ত রেগুলেশনের ৩, ৪, ৬ ও ৮ প্রবিধান সংশোধন করা আবশ্যক। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ২০২০' জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল রাষ্ট্রপতির ৩৪ নম্বর আদেশ এবং ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ২৫ নম্বর আদেশের মাধ্যমে গঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কার্যাবলি বাংলাদেশের সংবিধানের মূল চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। পরবর্তীতে তৎকালীন সামরিক শাসনামলে ১৯৭৭ সালে জারিকৃত অধ্যাদেশের মাধ্যমে কর্ম কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কার্যক্রমকে সংকুচিত করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪০ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭৭ সালের অধ্যাদেশ সংশোধন করে বাংলাদেশের সংবিধানের মূলভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩ জারি হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন নিয়োগের ফলাফল প্রস্তুতকরণে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন হতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

তৃতীয় অধ্যায়

পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মকর্তা মনোনয়ন

৩.১. পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদান

কমিশনের আওতাভুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশ প্রদান কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। তৃতীয় শ্রেণি হতে দ্বিতীয় [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] ও প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে পদোন্নতি এবং দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] গেজেটেড পদ থেকে প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] গেজেটেড পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়। পদোন্নতির সুপারিশ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়োগবিধি, ফিডার পদের চাকরিকাল, গ্রেডেশন তালিকা, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলা সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র এবং পদবিন্যাস ছক ইত্যাদি বিষয় যাচাই-বাছাই করে কর্ম কমিশন কর্তৃক পদোন্নতির সুপারিশ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে পদোন্নতির প্রস্তাব বিবেচনার জন্য বর্তমানে কর্ম কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে পদোন্নতির প্রস্তাব বিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম **অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম**

ক. পদোন্নতি সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলি

১. পদোন্নতির জন্য প্রস্তাবিত পদের নাম ও বেতনস্কেল :

২. পদোন্নতির যোগ্য শূন্য পদের সংখ্যা :

৩. পদোন্নতির জন্য প্রস্তাবিত পদ সংখ্যা :

৪. ফিডার পদ/পদসমূহের নাম ও বেতনস্কেল :

৫. ফিডার পদধারীদের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রার্থী সংখ্যা :

খ. পদোন্নতি সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা নম্বর	মন্তব্য
১.	পূর্ণাঙ্গ নিয়োগবিধির গেজেটের মূলকপি/সত্যায়িত ফটোকপি			
২.	যথাযথভাবে পূরণকৃত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল স্বাক্ষর সংবলিত পি.এস.সি. কর্তৃক নির্ধারিত পদবিন্যাস ছক			
৩.	নিয়োগবিধি অনুযায়ী সকল ফিডার পদধারীর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল ও স্বাক্ষর সংবলিত জ্যেষ্ঠতা তালিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দালিলিক প্রমাণসহ)			
৪.	জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ সংক্রান্ত সরকারের প্রকাশিত সকল বিধি-বিধান ও পদ্ধতি অনুসরণ করে জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে মর্মে কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র			
৫.	প্রস্তাবিত প্রার্থী/প্রার্থীগণ ব্যতীত জ্যেষ্ঠতা তালিকায় আর কোনো জ্যেষ্ঠ ফিডার পদধারী নেই মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র			
৬.	প্রস্তাবিত প্রার্থী/প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোনো বিভাগীয় মামলা/ফৌজদারি মামলা/দুদকের মামলা নেই বা ইতঃপূর্বে এ ধরনের কোনো মামলায় শাস্তিপ্রাপ্ত নন এ মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র			
৭.	প্রস্তাবিত প্রার্থী/প্রার্থীদের পূর্ববর্তী ০৫ (পাঁচ) বছর অথবা নিয়োগবিধির শর্তানুসারে যাচিত অভিজ্ঞতার সময়কালের মধ্যে যেটি কম সে সময়ের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন			

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা নম্বর	মন্তব্য
৮.	প্রার্থী/প্রার্থীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে ত্রুটি/বিচ্যুতি, বিরূপ মন্তব্য আছে কি-না			
৯.	বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে বিরূপ মন্তব্য থাকলে নিয়ম অনুযায়ী সে বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত সংবলিত অফিস আদেশের সত্যায়িত কপি (সংশ্লিষ্ট অনুবেদনে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ থাকতে হবে)			
১০.	পদোন্নতির জন্য আবশ্যক প্রশিক্ষণ/পরীক্ষা ইত্যাদি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে কি-না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
১১.	ফিডার পদে প্রয়োজনীয় সময়কালের অভিজ্ঞতা আছে কি-না			
১২.	একই ফিডার পদ থেকে একাধিক উচ্চতর পদে পদোন্নতির সুযোগ থাকলে সেক্ষেত্রে ফিডার পদধারীর পছন্দক্রম সংবলিত তথ্য			
১৩.	কোনো প্রস্তাবিত পদ পূরণ সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতে কোনো মামলা চালু/ আদালতের নিষেধাজ্ঞা/স্থগিতাদেশ আছে কি-না, থাকলে আদালতের আদেশের সত্যায়িত কপি			
১৪.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিয়োগবিধির শর্তানুযায়ী অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ সনদের সত্যায়িত কপি			
১৫.	সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা			

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

৩.২. ২০২৩ সালে পদোন্নতির সুপারিশ প্রদানের বিবরণ

২০২৩ সালে কমিশনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে পদোন্নতির জন্য ৪,২৩২ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর প্রস্তাব পাওয়া যায়। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে ৪,২১৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, পদোন্নতির জন্য বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, চাকরি সন্তোষজনক না হওয়া, বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি বিবেচনায় প্রস্তাবিত সব কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদোন্নতির সুপারিশ প্রদান করা সম্ভব হয় না। **[পরিশিষ্ট-২.৪]**

সারণি-৩ : ২০১৪—২০২৩ সাল পর্যন্ত পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান

[লেখচিত্র-৩]

সন	পদোন্নতির জন্য প্রস্তাবিত কর্মকর্তার সংখ্যা	সুপারিশপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা
২০১৪	১,৫০৮	১,২৩৯
২০১৫	১,৭১৭	১,৫৩১
২০১৬	২,১০৫	২,০৩৯
২০১৭	২,৬৮৯	২,৫২৩
২০১৮	৩,৩৪৬	৩,২১৭
২০১৯	২,৫৯৭	২,৫৭৮
২০২০	১,৯৯০	১,৯৩৭
২০২১	২,১০৩	২,০৩১
২০২২	২,৫৪৩	২,৪৬৯
২০২৩	৪,২৩২	৪,২১৬

৩.৩. মানোন্নয়নের সুপারিশের বিবরণ:

২০২৩ সালে কমিশনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে মানোন্নয়নের জন্য ১৪৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রস্তাব পাওয়া যায়। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসমূহ যাচাই করে ৯৩ জনের মানোন্নয়নের সুপারিশ করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ঘাটতি থাকায় অবশিষ্ট ৫৫ জনের মানোন্নয়নের সুপারিশ করা হয়নি।

[পরিশিষ্ট-২.৪(ক)]

লেখচিত্র-৩ ঃ পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশের সংখ্যা

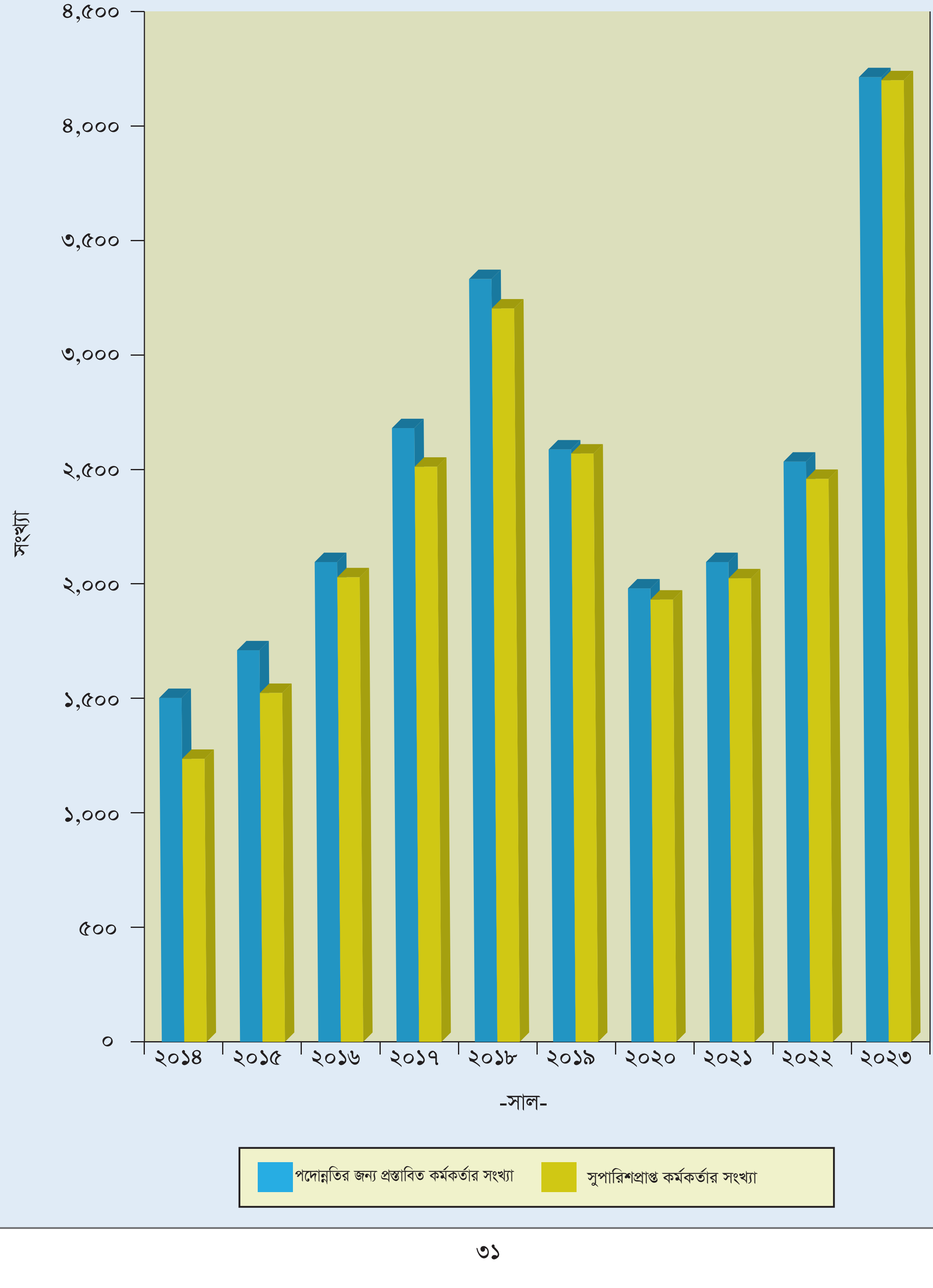

৩.৪. বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অসংগতি দূরীকরণের জন্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের আওতাভুক্ত পদসমূহে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অসংগতি দূরীকরণের জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হয়:

১. নিয়োগবিধি অনুযায়ী ফিডার পদে প্রয়োজনীয় মোট সময়ের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন মূল্যায়ন করতে হবে। এ সময়কাল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাব প্রেরণের পূর্ববর্তী বছর হতে গণনা করা হবে, যা কোনক্রমেই ৫ বছরের বেশি হবে না।

২. বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে কোনরূপ বিরূপ মন্তব্য না থাকলে এবং সার্বিক মূল্যায়ন চলতিমান ও তদূর্ধ্ব হলে এবং সেখানে পদোন্নতির যোগ্যতা সম্পর্কে যাই উল্লেখ থাকুক না কেন উক্ত প্রার্থী পদোন্নতির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন লেখার সময় কোন বিষয়ে 'গ' অথবা 'ঘ' ঘরে অনুস্বাক্ষর থাকার পরও পদোন্নতির জন্য সুপারিশকৃত হয়ে থাকলে এবং সামগ্রিক মূল্যায়ন চলতিমান বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের হয়ে থাকলে তিনি পদোন্নতির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৩. চলতিমানের নিম্নে বা তদনিম্নে মন্তব্যপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর গোপনীয় প্রতিবেদনে "পদোন্নতির যোগ্য নন" "এখনও পদোন্নতির যোগ্য নন" এ ধরনের মন্তব্য থাকলে ঐ কর্মকর্তার নাম পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা যাবে না। কমিশনের সুপারিশপত্রে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ না করার কারণ জানিয়ে দেয়া হবে।

৪. প্রতিবেদনকারী ও প্রতিস্বাক্ষরকারীর মন্তব্যের ক্ষেত্রে প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্তৃক লিপিবদ্ধ সুনির্দিষ্ট মন্তব্য প্রাধান্য পাবে; তবে, প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তা বিরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে থাকলে এবং প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা সুনির্দিষ্ট মন্তব্য ছাড়া শুধু 'কঠোর' মন্তব্য করলে প্রতিবেদনের বিরূপ মন্তব্য অবলোপিত হয়ে যাবে না। অনুরূপভাবে সুনির্দিষ্ট মন্তব্য ছাড়া শুধু 'নমনীয়'/'পক্ষপাতদুষ্ট' মন্তব্য করলেও প্রতিবেদনকারীর ভালো মন্তব্য খারাপ হয়ে যাবে না।

৫. প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা কোন মন্তব্য না করলে তিনি প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার মন্তব্যের সাথে একমত বলে ধরে নিতে হবে।

৬. প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য থাকলে এবং উক্ত বিরূপ মন্তব্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জানিয়ে রাখা বা অবলোপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আদেশ জারি না করা হয়ে থাকলে এবং সংশ্লিষ্ট গোপনীয় প্রতিবেদনে পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ না হয়ে থাকলে বিরূপ মন্তব্যকে বিরূপ মন্তব্য বলে বিবেচনা করা যাবে না। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এ ধরনের প্রতিবেদন ফেরত পাঠাতে হবে।

৭. একই ফরমে একাধিক বছরের গোপনীয় প্রতিবেদন লেখা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। পৃথক পৃথকভাবে লিখে পাঠাবার জন্য এ ধরনের প্রতিবেদন ফেরত পাঠানো হবে।

৮. কোন পঞ্জিকা বছরে প্রতিবেদনের মোট সময়কাল কমপক্ষে ৬ (ছয়) মাস হলে প্রতিবেদনটিকে সে বছরের গোপনীয় প্রতিবেদন হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার অধীনে যে সময় প্রকৃতপক্ষে চাকরিরত থাকেন সে সময়ই প্রতিবেদনের সময়কাল হিসাবে গণ্য হবে এবং গোপনীয় প্রতিবেদনের হেডলাইনে সে সময়কালই উল্লেখ করতে হবে।

৯. খণ্ডকালীন প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য থাকলে তার জন্যও ওপরের ৬ নম্বর উপানুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে।

১০. পদোন্নতির যোগ্য পদে এডহক/অস্থায়ী/চলতি দায়িত্ব/অফিসিয়েটিং ভিত্তিতে নিয়োজিত অথবা সম্প্রতি পদোন্নতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির গোপনীয় প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য না থাকা স ত্ত্বেও "পদোন্নতির যোগ্য নন"/"এখনও পদোন্নতির যোগ্য নন"/ "সম্প্রতি পদোন্নতি হয়েছে" এমন মন্তব্য থাকলে ঐ ব্যক্তির পূর্ববর্তী বছরের গোপনীয় প্রতিবেদনে "পদোন্নতির যোগ্য নন"/ "এখনও পদোন্নতির যোগ্য নন" এ ধরনের মন্তব্য থাকলে তার নাম পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা যাবে না।

১১. কোন প্রতিবেদনে কোন প্রকার ওভাররাইটিং থাকলে এবং তা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত না হলে ঐ প্রতিবেদন স্পষ্ট ও শুদ্ধ করে পাঠাবার জন্য ফেরত দেয়ার প্রয়োজন আছে কি-না সে সম্পর্কে কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

১২. যেসব প্রতিবেদনের কারণে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা হবে না এবং যেসব প্রতিবেদন বিরূপ মন্তব্য বা ওভাররাইটিং-এর কারণে ফেরত দেয়া হবে, সেগুলোর সত্যায়িত ফটোকপি সংরক্ষণ করতে হবে।

১৩. বর্ণিত ৬, ৭, ৯ ও ১১ নম্বর ক্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শূন্যপদে পদোন্নতির আওতায় পড়লে তার জন্য শূন্যপদ সংরক্ষণ করতে হবে।

১৪. কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বিভাগীয় মামলার কোন অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত হলে তার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে তা প্রতিফলিত হওয়া উচিত এবং এ কারণে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের মূল্যায়নের ভিত্তিতেই তার পদোন্নতির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

১৫. গোপনীয় প্রতিবেদনের সারাংশে কেবল বিরূপ মন্তব্য থাকলেই তার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট পরিচালক স্বাক্ষরদান করবেন, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক এবং উপপরিচালকের স্বাক্ষরই যথার্থ হবে (সারাংশে স্বাক্ষরদানকারী কর্মকর্তার পদবিযুক্ত সিল থাকা প্রয়োজন)।

১৬. কোন বিষয় উল্লিখিত নীতিমালার আওতায় না পড়লে বিষয়টি কমিশনের বিবেচনার জন্য পেশ করতে হবে।

৩.৪. তথ্যাদির অপ্রতুলতাজনিত অসুবিধাসমূহ

প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] কর্মকর্তাদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ভিন্ন ভিন্ন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যথাযথ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হলে তার যথার্থতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা তালিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পদোন্নতিযোগ্য কোন প্রার্থী কোন অবস্থায় যেন পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরযুক্ত কাগজপত্র প্রয়োজন।

কমিশন লক্ষ্য করেছে যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে পদোন্নতি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র/তথ্যাদিসহ যথাসময়ে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রেরণ করা হয় না। প্রায় সময় আংশিক কাগজপত্র প্রেরণ করা হয়। প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র পাওয়া না গেলে পদোন্নতি কার্যক্রম বিলম্বিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসমূহ চেয়ে কমিশন হতে বার বার তাগিদপত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পাওয়া যায় না। কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, দ্বিতীয় তাগিদপত্র প্রেরণের পরও যদি কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করা না হয় তবে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উক্ত বিষয়ে আর কোনো আগ্রহ নেই ধরে নেয়া হবে এবং উক্ত পদোন্নতি বিষয়ক সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হবে।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দ্বিতীয় শ্রেণির পদের ক্ষেত্রে পদোন্নতি/নিয়মিতকরণ/জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ/বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ সংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু অথবা কমিশন কর্তৃক পূর্বে স্থগিতকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব স্বাক্ষরিত আধা সরকারি (ডি.ও.) পত্র ব্যতীত কোন প্রস্তাব কমিশন কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ছাড়া দীর্ঘদিন পেন্ডিং বিভাগীয় মামলাসমূহের কার্যক্রম কমিশন কর্তৃক স্থগিত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার পর মন্ত্রণালয়ের সচিব স্বাক্ষরিত আধা সরকারি (ডি.ও.) পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/তথ্যাদি ব্যতীত স্থগিত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

আত্মীকরণ ও নিয়মিতকরণ বিধিমালার আওতায় চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ প্রদান

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংশ্লিষ্ট বিধি, প্রবিধির আলোকে আত্মীকরণ ও নিয়মিতকরণের মাধ্যমে কমিশনের আওতাভুক্ত পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উন্নয়নখাতভুক্ত প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা হলে তাদের চাকরি নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের প্রয়োজন হয়। প্রতিবছর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/ডকুমেন্টস/তথ্য পর্যালোচনা/যাচাই-বাছাই করে কমিশন যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ করে থাকে।

৪.১. জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী আত্মীকরণ বিধিমালা, ২০০০ অনুযায়ী নিয়মিতকরণের সুপারিশ

জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী আত্মীকরণ বিধিমালা, ২০০০ অনুযায়ী ২০২৩ সালে নিয়মিতকরণের জন্য কমিশনে কোন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।

৪.২. এডহক নিয়োগ নিয়মিতকরণ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালের ৯ এপ্রিল থেকে ১৯৮২ সালের ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজস্বখাতভুক্ত পদে এডহক ভিত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের চাকরি নিয়মিতকরণের উদ্দেশ্যে The Regularization of Ad-hoc Appointment Recruitment Rules, 1983 জারি করা হয়।

পরবর্তীতে ২৪.০১.১৯৮২ থেকে ১৭.০৫.১৯৮৬ তারিখের মধ্যে স্বাস্থ্য সার্ভিসে সহকারী সার্জন (ইন সার্ভিস ট্রেইনি) হিসেবে এডহক নিয়োগপ্রাপ্তদের চাকরি নিয়মিত করার জন্য জারিকৃত The Regularization of Ad-hoc Appointment Recruitment Rules, 1983 এর সংশোধনী ২০০৫ (এস.আর.ও. নম্বর ১৯৬-আইন/২০০৫/সম/বিধি-১/এম-২৫/৮৬(অংশ-১) জারি করা হয়। উক্ত এসআরও অনুযায়ী ২০২৩ সালে মোট ৯৫৬ জনের চাকরি নিয়মিত করার প্রস্তাব পাওয়া গেছে। সকল কাগজপত্র সঠিক থাকায় ৯৪২ জনের চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ করা হয়েছে।

[পরিশিষ্ট-২.৫]

৯ এপ্রিল ১৯৭২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৩ পর্যন্ত সরকারের রাজস্ব বাজেটের পদে এডহকভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের চাকরি নিয়মিতকরণের বিধান রেখে এডহক ভিত্তিক নিযুক্ত কর্মচারী নিয়মিতকরণ বিধিমালা, ১৯৯৪ জারি করা হয় এবং উক্ত বিধিমালার বিধি ৮ দ্বারা সকল প্রকার এডহক নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ১৫ জুলাই ২০০৯ তারিখ এস.আর.ও. নম্বর ১৯৬-আইন/২০০৯/সম(বিধি-১) এম-৫/২০০৯ জারির মাধ্যমে উক্ত বিধিমালার বিধি-৮ বিলুপ্ত করা হয় এবং এডহক নিয়োগ উন্মুক্ত করা হয়। সে সময় বাস্তবতার নিরিখে আবশ্যিক হওয়ায় এডহক ভিত্তিক নিযুক্ত কর্মচারী নিয়মিতকরণ বিধিমালা, ১৯৯৪ পুনরায় সংশোধন করে এস.আর.ও. নম্বর ৩ এর ২১৩-আইন/২০১২/০৫.১৭০.০২২.০৩.০৬.০১৬.২০১২ জারি করা হয়।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের এডহক ভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তাদের (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির) চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে ঃ

এডহক ভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] শ্রেণির চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

ক. এডহক নিয়োগপ্রাপ্তদের চাকরি নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম :

২. অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম :

৩. প্রার্থীর নাম ও জন্ম তারিখ :

৪. প্রস্তাবিত পদের নাম :

৫. পদের শ্রেণি ও বেতনস্কেল :

খ. এডহক নিয়োগপ্রাপ্তদের চাকরি নিয়মিতকরণ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা	মন্তব্য
১.	এডহক নিয়োগাদেশের কপি			
২.	এডহক নিয়োগে কমিশনের সম্মতিপত্র			
৩.	পদ-সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি			
৪.	পেপার কাটিংসহ জারিকৃত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি			
৫.	নিয়োগকালে গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশ			
৬.	পদ সৃষ্টির মঞ্জুরিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
৭.	পদ সৃষ্টির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সরকারি আদেশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
৮.	কমিশনের নির্ধারিত ছকে পদবিন্যাস ছক			
৯.	এডহক নিয়োগের সময় সরকারের প্রচলিত কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র			
১০.	নিয়োগবিধি অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা/অভিজ্ঞতা ছিল কি-না			
১১.	সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগকালে নিয়মিতকরণের জন্য প্রস্তাবিত কর্মকর্তার বয়স নিয়োগবিধি অনুযায়ী নির্ধারিত সীমার মধ্যে ছিল কি-না			
১২.	বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদ, বয়স প্রমাণের সনদ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সনদ			
১৩.	প্রস্তাবিত কর্মকর্তার নিয়োগাদেশ ও যোগদানপত্র			
১৪.	কর্মকালীন/সর্বোচ্চ ৫ বছরের হালনাগাদ বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন			
১৫.	নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত (সিল ও স্বাক্ষর সংবলিত) চাকরির ধারাবাহিকতার প্রত্যয়নপত্র			
১৬.	বিভাগীয়/ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য			

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** উল্লিখিত সকল কাগজপত্র (১৪ ও ১৫ নম্বর ক্রমিক ব্যতীত) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সংযুক্ত করা হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

৪.৩. উন্নয়ন খাতভুক্ত পদে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি নিয়মিতকরণ

উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিধিমালা, ২০০৫ অনুযায়ী নিয়মিতকরণের ব্যাপারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে ২০২৩ সালে মোট ২২১ জনের প্রস্তাব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সকল কাগজপত্র সঠিক থাকায় মোট ২০৮ জনের চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ প্রদান করা হয়। অবশিষ্ট ১৩ জনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকার কারণে নিয়মিতকরণ করা সম্ভব হয় নি।

[পরিশিষ্ট-২.৫(ক)]

নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ [বিশেষ বিধান] বিধিমালা, ২০১৯-অনুযায়ী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত ৫৩ জনের চাকরি নিয়মিতকরণের প্রস্তাব পাওয়া যায়। সকল কাগজপত্র সঠিক থাকায় ১২ জনের চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ করা হয়।

[পরিশিষ্ট-২.৫(খ)]

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের **১ম** শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও ২য় শ্রেণির [১০ম, **১১**তম, **১২**তম ও **১৩**তম গ্রেড] পদের পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য কমিশনের নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে :

উন্নয়ন প্রকল্প থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত ১ম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও ২য় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

ক. চাকরি নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম :

২. প্রার্থীর নাম ও জন্ম তারিখ :

৩. প্রস্তাবিত পদের নাম :

৪. পদের শ্রেণি ও বেতনস্কেল :

৫. নিয়মিতকরণের জন্য প্রযোজ্য বিধির নাম :

খ. নিয়মিতকরণ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা নম্বর	মন্তব্য
১.	উন্নয়ন প্রকল্প শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ সংবলিত কাগজপত্র/পিপির কপি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত কপি			
২.	নিয়োগকালীন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নিয়োগবিধি/ প্রচলিত বিধানের সত্যায়িত কপি			
৩.	প্রস্তাবিত কর্মকর্তার নিয়োগার্থে খবরের কাগজে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সত্যায়িত কপি			
৪.	যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত নিয়োগার্থে গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশের কপি			

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা নম্বর	মন্তব্য
৫.	নিয়োগবিধি/নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল কি-না			
৬.	উন্নয়ন প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগকালে নিয়মিতকরণের জন্য প্রস্তাবিত কর্মকর্তার বয়স প্রকল্প দলিল/নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সীমার মধ্যে ছিল কি-না			
৭.	প্রকল্পের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদ, বয়স প্রমাণের সনদ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সনদের সত্যায়িত কপি			
৮.	প্রস্তাবিত কর্মকর্তার উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োগাদেশ ও প্রকল্পে যোগদানপত্রের সত্যায়িত কপি			
৯.	প্রকল্প রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিপত্রের সত্যায়িত কপি			
১০.	প্রকল্প রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সম্মতিপত্রের সত্যায়িত কপি			
১১.	প্রকল্প রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত সরকারি অফিস আদেশের সত্যায়িত কপি			
১২.	প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তার রাজস্ব বাজেটের পদে সাময়িক/অস্থায়ী পদায়ন আদেশ ও প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে যোগদানপত্রের সত্যায়িত কপি			
১৩.	সর্বশেষ পদ সংরক্ষণ/স্থায়ীকরণের আদেশের সত্যায়িত কপি			
১৪.	নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল ও স্বাক্ষর সংবলিত রাজস্ব বাজেটের পদে নিয়োজিত হওয়ার পূর্বের এবং পরের চাকরির ধারাবাহিকতার প্রত্যয়নপত্র			
১৫.	প্রার্থীর নিয়মিতকরণের পূর্বের ৩ বছরের হালনাগাদ বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন			
১৬.	কর্মকর্তাকে প্রকল্পে নিয়োগকালে নির্বাচন/বাছাই কমিটির মাধ্যমে যথাযথভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র			
১৭.	বিভাগীয়/ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য			

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

পঞ্চম অধ্যায়

অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা ও উর্ধ্বতন পদে পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণ

৫.১. অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা

২৬টি ক্যাডার ও কিছু নন-ক্যাডার পদে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের চাকরিতে স্থায়ীকরণের জন্য সরকার নির্ধারিত বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এ লক্ষ্যে প্রতিবছর জুন এবং ডিসেম্বর মাসে দুবার ২৬টি ক্যাডার ও কয়েকটি নন-ক্যাডার (শ্রম অধিদপ্তর, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, বিনিয়োগ বোর্ড, নিবন্ধন অধিদপ্তর এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়) পদের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বিভাগীয় পরীক্ষার বিদ্যমান বিধিমালায় বি.সি.এস. (পুলিশ) ও বি.সি.এস. (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডার ব্যতীত অন্যান্য ক্যাডারে তিনটি পত্রের ও পুলিশ ক্যাডারে চারটি পত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রাণিসম্পদ ক্যাডারে শুধু একটি পত্রের (দ্বিতীয় পত্র : হিসাব) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের ওপর শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাদের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় :

১. প্রথম পত্র : আইন, বিধি ও পদ্ধতি;

২. দ্বিতীয় পত্র : হিসাব;

৩. তৃতীয় পত্র : সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের কাজকর্ম সম্বন্ধীয় বিষয়াবলি।

সকল ক্যাডারের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের বিষয় একই হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্যাডারের অভিন্ন সিলেবাস না থাকায় প্রত্যেকটি ক্যাডারের পরীক্ষা পৃথকভাবে গ্রহণ করতে হয়। এর ফলে সরকারের অহেতুক শ্রম, অর্থ ও সময়ের অপচয় হয়। কমিশন দীর্ঘদিন থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা অভিন্ন সিলেবাসে গ্রহণের জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়ে আসছে।

৫.২. ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

১. প্রথম অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা [জুন/২০২৩]

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ : ০২.০৩.২০২৩
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : ৫০০৩ জন
- যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা : ৫০০৩ জন
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ : ০৭.০৭.২০২৩ হতে ০৮.০৭.২০২৩
- ১ম পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ১৯৮০ জন
- ১ম পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ১৪৪৭ জন
- ২য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ১৯৪১ জন
- ২য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ১১১২ জন
- ৩য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ১৬৬৩ জন
- ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ১২০৭ জন
- ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ২৮.১১.২০২৩।

২. **দ্বিতীয় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা [ডিসেম্বর/২০২৩]**

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ : ০৯.১০.২০২৩
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : ৪৩৬৫ জন
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ : পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: ২০২২ সালের **১ম** অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষার ফলাফল ২৫.০৩.২০২৩ তারিখে প্রকাশিত হয়। উক্ত পরীক্ষায় **১ম** পত্রে ২৪০১ জন, ২য় পত্রে ২৩৯৯ জন ও ৩য় পত্রে ২৭৭৪ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়। ২০২২ সালের ২য় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষায় মোট আবেদনকারী ছিল ৫২৬২ জন। তন্মধ্যে যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা ৫২৩৩। উক্ত পরীক্ষা গত **১৭.০২.২০২৩** তারিখে শুরু হয়ে **১৮.০২.২০২৩** তারিখে শেষ হয়। এ পরীক্ষায় **১ম** পত্রে **১২৫২** জন, ২য় পত্রে **১০৬৫** জন এবং ৩য় পত্রে **১০৭৭** জন উত্তীর্ণ হয়েছে। **১৫.০৬.২০২৩** তারিখে এ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

সারণি-৫.১ : অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান

বছর		যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা
২০১৮	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	৪৮৮৩	২২০৮
	২য় অর্ধ-বার্ষিকী	৪৯৭৩	৩০৪৬
২০১৯	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	৪১২৮	১৮০৮
	২য় অর্ধ-বার্ষিকী	৩৪৪৬	২০৭৪
২০২০	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	কোভিড-১৯ এর কারণে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি	
	২য় অর্ধ-বার্ষিকী	৮৬৯৬	৪৭৮৩
২০২১	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	৬৪৩৫	৩৩৯৪
	২য় অর্ধ-বার্ষিকী	৪৮৮৬	২৪১০
২০২২	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	৬০২৭	১ম পত্রে উত্তীর্ণ = ২৪০১ জন ২য় পত্রে উত্তীর্ণ = ২৩৯৯ জন ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ = ২৭৭৪ জন
	২য় অর্ধ-বার্ষিকী	৫২৩৩	১ম পত্রে উত্তীর্ণ = ১২৫২ জন ২য় পত্রে উত্তীর্ণ = ১০৬৫ জন ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ = ১০৭৭ জন
২০২৩	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	৫০০৩	১ম পত্রে উত্তীর্ণ = ১৪৪৭ জন ২য় পত্রে উত্তীর্ণ = ১১১২ জন ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ = ১২০৭ জন

৫.৩. সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাগণের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। এ পরীক্ষাটি প্রতি পঞ্জিকা বছরে দুইবার অনুষ্ঠিত হয়। দুই পরীক্ষার মধ্যে অন্যূন ০৫ মাসের ব্যবধান থাকে এবং সাধারণভাবে পরীক্ষাসমূহ ফেব্রুয়ারি ও আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতি পঞ্জিকা বছরে অনুষ্ঠিত দুইটি পরীক্ষাতেই একজন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করতে পারেন। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাগণের স্বীয় পদে চাকরি স্থায়ী হলেও চাকরির মেয়াদ ০৪ বছর পূর্ণ হলে এবং যাদের চাকরির মেয়াদ ক্যাডার পদে ১৪ বছর পূর্ণ হয় নি তাঁরাই বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পদোন্নতির জন্য পরীক্ষা) বিধিমালার শর্ত সাপেক্ষে সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হন। সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য মোট ৩০০ নম্বরের নিম্নোক্ত ৩টি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় :

ক. প্রথম পত্র : বাংলাদেশ ও চলতি বিষয়াবলি;

খ. দ্বিতীয় পত্র : সকল সরকারি অফিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি ও পদ্ধতি;

গ. তৃতীয় পত্র : ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের নিজস্ব কার্যাবলির সংগে সম্পর্কিত বিষয়াবলি।

প্রতিটি পত্রের পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০ নম্বর এবং পরীক্ষার সময়সীমা ০৩ (তিন) ঘণ্টা। প্রতিটি বিষয়ের পাশ নম্বর ৫০%। ০১ জন প্রার্থী একসাথে একটি/দুইটি/তিনটি পত্রের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

উল্লেখ্য, শুধু বি.সি.এস. (টেলিকমিউনিকেশন) ক্যাডারের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের কার্যাবলির সাথে সম্পর্কিত ৩য় পত্রের ব্যবহারিক পরীক্ষা কমিশন কর্তৃক গঠিত ০৪ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ডের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষার্থী কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি পরীক্ষার্থীকে কমিশন কর্তৃক গঠিত বোর্ডের নিকট উপস্থাপনা করতে হয়। উপস্থাপনা সন্তোষজনক না হলে পরীক্ষার্থীকে অনুত্তীর্ণ ধরে নেয়া হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র ব্যতীত বর্তমানে ক্যাডার সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পত্রের মোট ৮০টি বিষয়ের ওপর প্রার্থী পাওয়া সাপেক্ষে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

৫.৪. ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

১. সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ২০২৩

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ : ২৭.১১.২০২২
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ২৯.১২.২০২২
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ : ০৯.০৪.২০২৩ থেকে ১১.০৪.২০২৩
- ১ম পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : ২৭৭৭
- ১ম পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ৭৬৬
- ১ম পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ৬৮৮
- ২য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : ২৮৮৮
- ২য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ১১৫৪
- ২য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ১০২৬
- ৩য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : ২৭২৬
- ৩য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ৭৮২
- ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ৭১৪
- ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ২৫.০৭.২০২৩

২. সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা, আগস্ট ২০২৩

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ : ০৯.০৫.২০২৩
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ২৭.০৬.২০২৩
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ : ১৬.০৯.২০২৩ থেকে ১৮.০৯.২০২৩
- ১ম পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : ২৫৬৩
- ১ম পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ১১১২
- ১ম পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ৯৮৬
- ২য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : ২৭৯৩
- ২য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ১১৮৫
- ২য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ৯৪৩
- ৩য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : ২৩০০
- ৩য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ১০৩৩
- ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ৯৪৯
- ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ১১.১২.২০২৩

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা আগস্ট, ২০২২ এর ফলাফল ০৯.০২.২০২৩ তারিখে প্রকাশ করা হয়। উক্ত পরীক্ষায় ১ম পত্রে ১,৬২১ জন, ২য় পত্রে ১,৬৪৭ জন এবং ৩য় পত্রে ১,৭৮১ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়।

সারণি-৫.২ : সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান

বছর		যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা		
			১ম পত্র	২য় পত্র	৩য় পত্র
২০১৯	ফেব্রুয়ারি	৫০৪৫	১৫১৮	১৯০৫	১৩৬৬
	আগস্ট	৩৭০৪	১১৩২	১০৪২	১০৮৬
২০২০	ফেব্রুয়ারি	৩১৮৫	১২৫৩	৯৭৬	১২১৭
	আগস্ট	৩৬০৯	২১৮৮	১৯২৭	২১৩৪
২০২১	ফেব্রুয়ারি	২৯৬৯	১৬২৩	১৮৫৮	১৫৩৯
	আগস্ট	৪৩৮৪	৮১৩	১১৪৩	৮৭৬
২০২২	ফেব্রুয়ারি	কোভিড-১৯ এর কারণে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি			
	আগস্ট	২৫৬৮	১৬২১	১৬৪৭	১৭৮১
২০২৩	ফেব্রুয়ারি	১ম পত্রে ২৭৭৭ ২য় পত্রে ২৮৮৮ ৩য় পত্রে ২৭২৬	৬৮৮	১০২৬	৭১৪
	আগস্ট	১ম পত্রে ২৫৬৩ ২য় পত্রে ২৭৯৩ ৩য় পত্রে ২৩০০	৯৮৬	৯৪৩	৯৪৯

৫.৫. সহকারী সচিব [ক্যাডার বহির্ভূত] কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা

সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) পদের যে সকল কর্মকর্তা নিজস্ব পদে স্থায়ী হয়েছেন ও উক্ত পদে ৪ বছর পূর্ণ হয়েছে এবং বয়স অনূর্ধ্ব ৫০ বছর তাঁরা সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল (পদোন্নতির জন্য) পরীক্ষা নীতিমালা, ২০১৮ এর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। প্রতি পঞ্জিকা বছরে দুইবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। দুই পরীক্ষার মধ্যে অন্যূন ০৫ মাসের ব্যবধান থাকে এবং সাধারণভাবে পরীক্ষাসমূহ জুন ও ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উক্ত পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য মোট ৩০০ নম্বরের নিম্নোক্ত ০৩টি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় :

ক. প্রথম পত্র : বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি;

খ. দ্বিতীয় পত্র : সাধারণ আইন, বিধি ও পদ্ধতি এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা; এবং

গ. তৃতীয় পত্র : সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) কর্মকর্তাদের নিজস্ব কার্যাবলির সংগে সম্পর্কিত বিষয়াবলি।

প্রতিটি পত্রের পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০ নম্বর এবং পরীক্ষার সময়সীমা ০৩ (তিন) ঘণ্টা। প্রতিটি বিষয়ের পাশ নম্বর ৪০%। ০১ জন প্রার্থী একই সাথে তিনটি বিষয়ে অথবা কম সংখ্যক বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

৫.৬. সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) কর্মকর্তাগণের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার তথ্য বিবরণী

১. সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা [জুন/২০২৩]

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ : ০২.০৫.২০২৩
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ১৮.০৫.২০২৩ (অনলাইনে) ও ৩০.০৫.২০২৩ (হার্ডকপি)
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : কোন যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যায়নি।

২. সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা [ডিসেম্বর/২০২৩]

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ : ২৫.০৯.২০২৩
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ১২.১০.২০২৩ (অনলাইনে) ও ২৬.১০.২০২৩ (হার্ডকপি)
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : কোন যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যায়নি।

৫.৭. সরকারের উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি বিধিমালা অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ

শিক্ষাগত যোগ্যতায় কম নম্বর প্রাপ্তির কারণে যে সকল কর্মকর্তা উপসচিব বা তদূর্ধ্ব পদে পদোন্নতি পেতে সক্ষম হন নি কমিশন সে সমস্ত কর্মকর্তাদের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে ৫ (পাঁচ) নম্বর অতিরিক্ত হিসাবে প্রদান করা হয়।

সরকারের উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি বিধিমালা, ২০০২-এর ২য় তফসিলের ২(ঙ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একই বিধিমালার ২(ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো কর্মকর্তার শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত নম্বরের ৬০ শতাংশের কম অর্থাৎ ১৫ নম্বরের কম হলে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মাধ্যমে উপযুক্ততা নিরূপণকল্পে উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালনে সক্ষম বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিধান রয়েছে। উক্ত বিধিমালার ২য় তফসিলের ২(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে নম্বর নির্ধারণের বিধান নিম্নরূপ:

ডিগ্রি	প্রথম বিভাগ/শ্রেণি	দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি	তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি
এস.এস.সি	৬	৪	২
এইচ.এস.সি	৬	৪	২
গ্র্যাজুয়েশন	৯	৬	৩
মাস্টার্স	৪	৩	২

উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি পেতে ইচ্ছুক সংশ্লিষ্ট পদের ফিডার পদধারী প্রার্থীদের মধ্যে যে সকল প্রার্থীর প্রাপ্ত নম্বর **১৫**-এর কম হবে সে সকল প্রার্থীকে নিম্নোক্ত সিলেবাস অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক আয়োজিত উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালনে সক্ষম বিষয়ে পদোন্নতি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়।

যাদের পদোন্নতির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার নম্বর কম হয় সে সব কর্মকর্তাদের জন্য সরকারের উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য সিলেবাস নিম্নরূপঃ

ক. ইংরেজি (মোট নম্বর ১০০, পাস নম্বর ৫০, সময় : ৩ ঘণ্টা, লিখিত পরীক্ষা, মাধ্যম-ইংরেজি)

১. অনুবাদ (বাংলা থেকে ইংরেজি)-**১০**

২. অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা)-**১০**

৩. দাপ্তরিক পত্র-২০

৪. ভাব উপলব্ধি (Comprehension)-**১৫**

৫. ইংরেজি রচনা (ন্যূনতম ২০০ শব্দের মধ্যে)-২৫

৬. সার-সংক্ষেপ-২০

খ. সাধারণ জ্ঞান (মোট নম্বর ১০০, পাস নম্বর : ৫০, সময় : ৩ ঘণ্টা, লিখিত পরীক্ষা, মাধ্যম-ইংরেজি)

১. প্রথম অংশ : বাংলাদেশ বিষয়াবলি-৫০

২. দ্বিতীয় অংশ : আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি-৫০

ষষ্ঠ অধ্যায়

নিয়োগবিধি, জ্যেষ্ঠতা ও শৃঙ্খলা বিষয়ক কার্যক্রম

৬.১. নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধনে পরামর্শ দান

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের জন্য নিয়োগবিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিশনের পরামর্শ গ্রহণে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে কমিশনের মতামত চাওয়া হলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কমিশন পরামর্শ প্রদান করে।

কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি অনুযায়ী একাধিক বিজ্ঞাপন জারির পরও সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধিতে বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার শর্ত পূরণ না করার কারণে যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান করা কমিশনের পক্ষে সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পদের নিয়োগবিধিতে উল্লিখিত সরাসরি নিয়োগের শর্ত পুনঃবিবেচনাপূর্বক বাস্তবসম্মত শর্ত সংযোজনের জন্য নিয়োগবিধি সংশোধনের বিষয়ে কমিশনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

বিভিন্ন সময় মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়োগবিধি সংশোধন/পরিবর্তন করে পদ আপগ্রেড করা হয়। কিন্তু পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিবর্তন করা হয় না। ফলে কমিশন কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের সময় পদের উপযোগী মানসম্মত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হলে অধিকাংশ প্রার্থী অকৃতকার্য হয়। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিয়োগবিধি প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধনের সময় সার্বিক বিবেচনা ও সমন্বয় করে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি অফিসের নিয়োগবিধি প্রণয়নের জন্য বর্তমানে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে :

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি অফিসের নিয়োগবিধি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

ক. মতামত প্রদানের জন্য সাধারণ তথ্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম :

২. অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম :

খ. প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা	মন্তব্য
১.	নিয়োগবিধি পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপ কমিটির সুপারিশ			
২.	প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশ			
৩.	বিদ্যমান নিয়োগবিধি ও প্রস্তাবিত নিয়োগবিধির তুলনামূলক বিবরণী			
৪.	প্রজ্ঞাপন আকারে প্রস্তাবিত খসড়া নিয়োগবিধির কপি			
৫.	সংশোধনের ক্ষেত্রে পূর্বের নিয়োগবিধি			
৬.	অর্গানোগ্রামের কপি			
৭.	প্রস্তাবিত পদসমূহের কার্যাবলি			
৮.	পদ সৃষ্টি/মানোন্নয়নের মঞ্জুরিপত্র			
৯.	পদ সৃষ্টি/মানোন্নয়নের জন্য জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিপত্র এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের জি.ও. (অর্থ মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠাঙ্কনসহ)			

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সকল কাগজপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সংযুক্ত করা হয়েছে]

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

৬.২. ২০২৩ সালে নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশ প্রদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- নিয়োগবিধি প্রণয়নের ১৫টি প্রস্তাব পাওয়া গেছে।
- কমিশন ১৫টি বিষয়েই সুপারিশ প্রদান করেছেন।

[পরিশিষ্ট-২.৬]

সারণি-৬.১ : ২০১৪—২০২৩ সাল পর্যন্ত নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশের পরিসংখ্যান

[লেখচিত্র-৬.১]

সাল	নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশ
২০১৪	১৭
২০১৫	১৬
২০১৬	১২
২০১৭	২১
২০১৮	২৯
২০১৯	২৩
২০২০	১৪
২০২১	১৬
২০২২	২১
২০২৩	১৫

৬.৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন উচ্চতর পদের মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড গঠন এবং নম্বর বন্টন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ছক

১৯.০২.২০১৭ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০১৭ সালের ১ম সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন উচ্চতর পদে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য সংশোধিত মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের রূপরেখা এবং উক্ত পদসমূহে সরাসরি প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ছক নিম্নরূপ:

ক. শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন উচ্চতর পদে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের গঠন

১.	কমিশনের চেয়ারম্যান/বিজ্ঞ সদস্য	: বোর্ডের চেয়ারম্যান
২.	একজন বিভাগীয় বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক মনোনীত)	: সদস্য
৩.	একজন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ (কমিশন কর্তৃক মনোনীত)	: সদস্য
৪.	একজন বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ [Eminent physician] একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি/ বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ (শুধু কারিগরি বিষয়ের ক্ষেত্রে)] (কমিশন কর্তৃক মনোনীত)	: সদস্য
৫.	একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব [Eminent person] (কমিশন কর্তৃক মনোনীত):	: সদস্য

লেখচিত্র-৬.১ ঃ নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশ

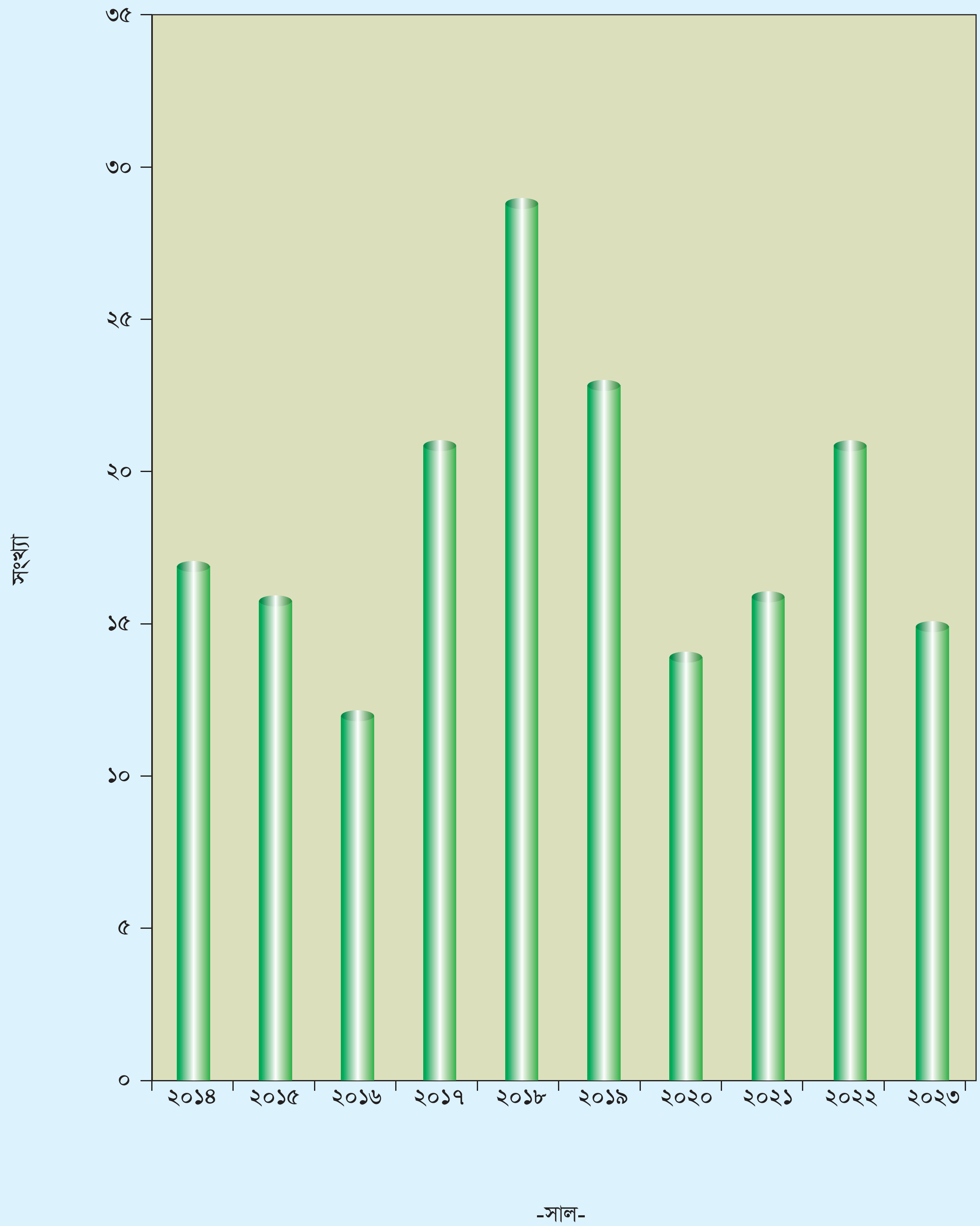

খ. উচ্চতর পদসমূহে সরাসরি প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ছক

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের উচ্চতর (৮ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড) পদসমূহে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য মৌখিক পরীক্ষা পদ্ধতি কার্যকর রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২ জুন ২০২২ তারিখের ৮০.০০.০০০০.৪০১.৩৫.০১৭.২১-৪৫৮ নম্বর অফিস আদেশের মাধ্যমে উচ্চতর গ্রেডের পদসমূহে সরাসরি প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ছক নিম্নরূপভাবে পুন:নির্ধারণ হয়েছে:

ক্র: নং	মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন	
১.	(ক) এম.বি.বি.এস. এর পরবর্তী উচ্চতর ডিগ্রিসমূহের ক্ষেত্রে প্রাপ্য মোট নম্বর-১০ (চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	বিভাজিত মূল্যায়ন নম্বর
	i) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১ বৎসর বা ১ বৎসরের কম মেয়াদী ডিপ্লোমা	০৩
	ii) ন্যূনতম দুই বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা	০৫
	iii) DMRD ও DMRT ডিগ্রী	০৭
	iv) বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিসিয়ানস ও সার্জনস এর FCPS ডিগ্রিধারী, স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে চার বৎসর বা তার অধিক মেয়াদের MD, MS ও বেসিক (Basic) বিষয়সমূহে M. phil ডিগ্রি	১০
	* বিশেষজ্ঞ শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে প্রার্থীর অর্জিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একাধিক ডিপ্লোমা ডিগ্রি ও অন্যান্য যোগ্যতার মধ্যে সর্বোচ্চ ডিগ্রির মূল্যায়ন নম্বর প্রদান করা হবে।	
	(খ) অতিরিক্ত/উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে প্রাপ্য মোট নম্বর-১০ (চিকিৎসক ব্যতীত অন্যান্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	বিভাজিত মূল্যায়ন নম্বর
	(i) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৬ মাস মেয়াদী/১ বৎসরের কম মেয়াদী ডিপ্লোমা	০২
	(ii) ন্যূনতম ১ বৎসরের ডিপ্লোমা অথবা ১ বৎসর মেয়াদী অর্জিত স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	০৩
	(iii) ন্যূনতম ২ বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা অথবা ১ বৎসরের অধিক মেয়াদী অর্জিত স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/ এমফিল/ সমমান ডিগ্রি	০৫
	(iv) পিএইচডি/সমমান ডিগ্রি	১০
	* অতিরিক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে প্রার্থীর অর্জিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একাধিক ডিপ্লোমা/ সোসাইটির মেম্বারশিপ/ ডিগ্রির মধ্যে সর্বোচ্চটির ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করা হবে। * নিয়োগ বিধিমালাতে উল্লিখিত ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য কোনও নম্বর প্রাপ্য হবেন না।	
২.	চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা: নিয়োগ বিধিমালাতে উল্লিখিত ন্যূনতম অভিজ্ঞতা এর অধিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রতি বছরের জন্য ০২ নম্বর করে সর্বোচ্চ ১০ নম্বর প্রাপ্য হবে; পূর্ণ বছর (১২ মাস) ব্যতীত বছরের কোন ভগ্নাংশ অভিজ্ঞতা হিসেবে গণ্য করা হবে না এবং আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ প্রার্থীর অভিজ্ঞতার শেষ দিবস (Cut off Date) হিসেবে গণনা করা হবে।	০-১০
৩.	গবেষণাপত্র/স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত প্রকাশনা: (ক) প্রার্থীর যোগ্যতা হিসেবে 'সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষণাপত্র/স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত প্রকাশনা' নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে শর্ত হিসাবে দেয়া থাকলে ন্যূনতম সংখ্যক গবেষণাপত্র/জার্নালের জন্য কোনও নম্বর প্রাপ্য হবেন না। তবে অতিরিক্ত সংখ্যক গবেষণাপত্র/জার্নালের মূখ্য লেখক (Principal Author) প্রতিটির গবেষণা প্রকাশনার জন্য ০১ নম্বর করে সর্বোচ্চ ৫টির জন্য ০৫ নম্বর এবং সহলেখক (Co-Author) হিসেবে প্রতিটির জন্য ০.৫ করে সর্বোচ্চ ০৫ টির জন্য ২.৫ নম্বর প্রদান করা হবে। মূল লেখক/সহলেখক হিসেবে ০৫টির অধিক প্রকাশনা বিবেচনা করা হবে না। (খ) নিয়োগ বিধিমালাতে নিয়োগ যোগ্যতা হিসেবে 'গবেষণাপত্র/স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশনা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে' উল্লেখ থাকলে মূখ্য লেখক (Principal Author) হিসেবে গবেষণাপত্র/প্রকাশনার প্রতিটির জন্য অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে ০১ নম্বর করে সর্বোচ্চ ৫টির জন্য ০৫ নম্বর এবং সহলেখক (Co-Author) হিসেবে প্রতিটির জন্য ০.৫ করে সর্বোচ্চ ০৫ টির জন্য ২.৫ নম্বর প্রদান করা যেতে পারে। মূল লেখক/সহ লেখক হিসেবে সর্বোচ্চ ০৫টির অধিক প্রকাশনা বিবেচনা করা হবে না।	০৫
৪.	ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন (প্রার্থীর বুদ্ধিমত্তা, নেতৃত্বের গুণাবলী, স্পষ্টভাবে অনুভূতি ও ভাবনা প্রকাশের সক্ষমতা (articulation), আত্মবিশ্বাস, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, শখ ইত্যাদি)	১৫
৫.	মৌখিক পরীক্ষার দক্ষতা/(performance)	* ৬০-৬৫
	* নিয়োগ বিধিমালাতে জার্নাল/গবেষণাপত্র আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে না থাকলে জার্নাল/গবেষণাপত্রের জন্য নির্ধারিত ০৫ নম্বর মৌখিক পরীক্ষার নম্বরের সাথে যোগ হবে।	

● নিয়োগ বিধিতে কোন পদে প্রার্থীর যোগ্যতার শর্তে অথবা বাছাইয়ের জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষা প্রযোজ্য হলে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে।

১. মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ এর তত্বাবধানে ২৫(পঁচিশ) নম্বরের (নিয়োগ বিধিমালাতে অন্যরূপ কোনও নির্দেশনা না থাকলে) ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে এতে পরীক্ষার পাশ নম্বর ১২(বারো) নির্ধারণ করা যেতে পারে।

২. ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থী কেবলমাত্র মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে মর্মে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা যেতে পারে।

● নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে কোনও নির্দিষ্ট পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বিকল্প শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার শর্ত থাকলে সেক্ষেত্রে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সমন্বয় করে ন্যূনতম যোগ্যতা বিবেচনা করা হবে। উচ্চতর অতিরিক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রার্থীর সর্বোচ্চ প্রাপ্য নম্বর বিবেচনা করতে হবে।

উদাহরণ: নিয়োগ বিধিমালা অনুসারে সরকারি কলেজের অধ্যাপক পদের নিয়োগের জন্য একাধিক বিকল্প শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে দু'টি নিম্নরূপ:

১) দ্বিতীয় শ্রেণি/সমমানের স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ পি-এইচ.ডি ডিগ্রি এবং ১০ বছরের অভিজ্ঞতা;

অথবা

২) প্রথম শ্রেণি/সমমানের স্নাতক সম্মানসহ ১ম শ্রেণি/সমমানের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং ১২ বছরে অভিজ্ঞতা।

আবার কোনও প্রার্থীর যোগ্যতা নিম্নরূপ হলে:

অধ্যাপক পদের একজন প্রার্থী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) এ ১ম শ্রেণি, স্নাতকোত্তর ১ম শ্রেণি এবং পি.এইচ.ডি ডিগ্রিধারী তাঁর ১৪ বছর অভিজ্ঞতা থাকলে নিয়োগ বিধিমালার শর্তানুসারে উপর্যুক্ত দুইটি শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই প্রার্থীকে মূল্যায়ন করা যায়। এক্ষেত্রে-

ক. ১ম শর্তের যোগ্যতা অনুসারে বর্ণিত প্রার্থীর পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা করা হলে শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য কোনও নম্বর প্রাপ্য হবেন না, ৪ বছরের অতিরিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য ০৮ নম্বর প্রাপ্য হবেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর মোট প্রাপ্য নম্বর হবে (০+০৮)=০৮।

খ. ২য় শর্তের যোগ্যতা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিকে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা করা হলে তিনি অতিরিক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য ১০ নম্বর এবং ০২ বছরের অতিরিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য ০৪ নম্বর প্রাপ্ত হবেন। ফলে তাঁর মোট প্রাপ্য নম্বর হবে (১০+৪)=১৪।

উপর্যুক্ত দুইটি শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যে ২য় শর্তের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা করা হলে প্রার্থী অধিক সুবিধাপ্রাপ্ত হবেন বিধায় ২য় শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্তে ন্যূনতম যোগ্যতা বিবেচনা করে নম্বর প্রদান করা হবে।

উল্লেখ্য, ৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের দশম বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখের ৮০.০০.০০০০.৪০৬.১৮.০০৬.২০-৫৪ নং অফিস আদেশের মাধ্যমে উচ্চতর গ্রেডের পদসমূহে সরাসরি প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মৌখিক পরীক্ষার পাশ নম্বর ৫০% নির্ধারণ করা হয়েছে।

৬.৪. জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন বিভিন্ন সময়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রস্তুত করে সরবরাহ করে থাকে। ২০২৩ সালে জ্যেষ্ঠতা কোন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।

৬.৫. সরকারি কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত বিষয়ে কমিশনের পরামর্শ প্রদান

সংবিধানের ১৪০(২)(ঘ) অনুচ্ছেদ ও Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 মোতাবেক প্রজাতন্ত্রের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] গেজেটেড পদে চাকরিরত কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত বিষয়ে গুরুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে কমিশনের সাথে সরকারের পরামর্শ করার বিধান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিধির ভিত্তিতে কমিশন প্রাপ্ত কাগজপত্র/তথ্য প্রমাণাদি বিচার-বিশ্লেষণান্তে সুপারিশ প্রদান করে থাকে। প্রতি বছর কয়েকশত সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত বিভাগীয় মামলার বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়। শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত বিভাগীয় মামলার বিষয়ে ইউনিট পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র/তথ্যাদি যাচাই-বাছাই করতে হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/ পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত মামলার বিষয়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এবং সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ অনুযায়ী রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সুপারিশ প্রদানের জন্য বর্তমানে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে :

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে কর্মরত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সুপারিশ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট :

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম :

ক. সাধারণ তথ্যাবলি

১.	অভিযুক্ত কর্মকর্তার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্যাডার ও পরিচিতি নম্বরসহ)	:
২.	জন্ম তারিখ ও পি.আর.এল. এ যাওয়ার তারিখ	:
৩.	চাকরিতে যোগদানের তারিখ, যোগদানকালীন পদ ও বেতন স্কেল	:
৪.	চাকরিতে স্থায়ী/নিয়মিত কি-না	:
৫.	শিক্ষানবিশকাল অবসান হয়েছে কি-না	:
৬.	অভিযোগ দায়েরকালে কর্মরত পদের নাম, যোগদানের তারিখ এবং এ পদের বেতনস্কেল	:
৭.	বর্ণিত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি/ দুদকের মামলা রুজু আছে কি-না বা কোনো ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত কি-না	:
৮.	অভিযুক্ত কর্মকর্তা সাময়িকভাবে বরখাস্ত রয়েছেন কি-না	:

খ. প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা	মন্তব্য
১.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ/অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী			
২.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় যথাযথভাবে জারির প্রমাণপত্র (অভিযুক্ত কর্মকর্তা নোটিশের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করলে প্রয়োজন নেই)			
৩.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			
৪.	অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেছেন কি-না এবং ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে কি-না			
৫.	ব্যক্তিগত শুনানি গৃহীত হলে তার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত			
৬.	তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগাদেশের কপি			
৭.	সাক্ষীদের জবানবন্দি ও দৈনন্দিন রেকর্ডপত্রসহ তদন্ত প্রতিবেদন (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			
৮.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ			
৯.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় যথাযথভাবে জারির প্রমাণপত্র (অভিযুক্ত কর্মকর্তা নোটিশের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করলে প্রয়োজন নেই)			
১০.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			
১১.	অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত			

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** সকল কাগজপত্র ও প্রমাণাদি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সংযুক্ত করা হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে কর্মরত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ অনুযায়ী রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় মতামত প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট :

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম :

ক. সাধারণ তথ্যাবলি

১. অভিযুক্ত কর্মকর্তার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্যাডার ও পরিচিতি নম্বরসহ) :

২. জন্ম তারিখ ও পি.আর.এল. এ যাওয়ার তারিখ :

৩. চাকরিতে যোগদানের তারিখ, যোগদানকালীন পদ ও বেতনস্কেল :

৪. চাকরিতে স্থায়ী/নিয়মিত কি-না :

৫. শিক্ষানবিশকাল অবসান হয়েছে কি-না :

৬. অভিযোগ দায়েরকালে কর্মরত পদের নাম, যোগদানের তারিখ এবং এ পদের বেতন স্কেল :

৭. বর্ণিত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি/দুদকের মামলা রুজু আছে কি-না বা কোনো ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত কি-না :

৮. অভিযুক্ত কর্মকর্তা সাময়িকভাবে বরখাস্ত রয়েছেন কি-না :

খ. প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা	মন্তব্য
১.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ/অভিযোগনামা ও অভিযোগের বিবরণী			
২.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় যথাযথভাবে জারির প্রমাণপত্র/দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে তার কপি (অভিযুক্ত কর্মকর্তা নোটিশের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করলে প্রয়োজন নেই)			
৩.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			
৪.	অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেছেন কি-না এবং ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে কি-না			
৫.	ব্যক্তিগত শুনানি গৃহীত হলে তার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত			
৬.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ			
৭.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় যথাযথভাবে জারির প্রমাণপত্র/দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে তার কপি (অভিযুক্ত কর্মকর্তা নোটিশের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করলে প্রয়োজন নেই)			
৮.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			
৯.	অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত			

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** সকল কাগজপত্র ও প্রমাণাদি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সংযুক্ত করা হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

৬.৬. বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও আবশ্যক কাগজপত্র/তথ্যাবলি

১. সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত রেকর্ডপত্র ও তথ্যাবলি প্রয়োজন হয়। যেমন–

ক. অভিযোগের বিবরণীসহ অভিযোগনামা (জারি করার প্রমাণপত্রের কপিসহ);

খ. অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত অভিযোগনামার জবাব (সংযুক্তি থাকলে তার কপি);

গ. তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগের আদেশের কপি;

ঘ. সাক্ষীদের জবানবন্দি, তদন্তকালীন দৈনন্দিন রেকর্ড এবং সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্রসহ তদন্ত প্রতিবেদন;

ঙ. দ্বিতীয় শোকজ নোটিশ (জারি করার প্রমাণপত্রের কপিসহ); এবং

চ. অভিযুক্তের দ্বিতীয় শোকজ নোটিশের জবাব (সংযুক্তি থাকলে তার কপি)।

২. সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র/তথ্যাবলি প্রয়োজন হয়। যেমন–

ক. অভিযোগনামা (জারি করার প্রমাণস্বরূপ কাগজপত্রের কপিসহ);

খ. অভিযুক্তের জবাব (সংযুক্তি থাকলে তার কপি);

গ. দ্বিতীয় শোকজ নোটিশ (জারি করার প্রমাণপত্রের কপিসহ); এবং

ঘ. অভিযুক্তের জবাব (সংযুক্তি থাকলে কপিসহ)।

২. উপর্যুক্ত তথ্য ছাড়াও অভিযুক্ত কর্মকর্তা সম্পর্কে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত তথ্যাদি প্রয়োজন হয়। যেমন–

ক. অভিযুক্ত কর্মকর্তার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্যাডার ও পরিচিতি নম্বরসহ);

খ. জন্ম তারিখ/পিআরএল-এ যাবার প্রাক্কলিত তারিখ;

গ. চাকরিতে যোগদানের তারিখ, যোগদানকালীন পদ ও বেতনস্কেল;

ঘ. চাকরিতে স্থায়ী/নিয়মিত কি-না;

ঙ. শিক্ষানবিশকাল শেষ হয়েছে কি-না;

চ. অভিযোগ দায়েরকালে কর্মরত পদের নাম এবং এ পদের বেতনস্কেল;

ছ. এ পদে অভিযুক্ত কর্মকর্তার যোগদানের তারিখ;

জ. বর্ণিত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি/দুদকের মামলা রুজু আছে কি-না বা কোনো ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত কি-না; এবং

ঝ. অভিযুক্ত কর্মকর্তা সাময়িকভাবে বরখাস্ত কি-না।

৬.৭. ২০২৩ সালে বিভাগীয় মামলায় কমিশনের পরামর্শ প্রদানের তথ্য বিবরণী

- কমিশনে প্রাপ্ত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা : ১১৪ টি
- মতামত প্রদানকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা : ১১৪ টি
- একমতকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা : ১১৪ টি
- দ্বিমতকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা : নাই

[পরিশিষ্ট-২.৭]

সারণি-৬.২ : বিভাগীয় মামলায় কমিশনের পরামর্শ প্রদানের বিবরণ (২০১৪-২০২৩)

[লেখচিত্র- ৬.২]

সাল	প্রাপ্ত মোট মামলার সংখ্যা	একমতকৃত মামলার সংখ্যা(%)	দ্বিমতকৃত মামলার সংখ্যা(%)	পরামর্শ প্রদানকৃত মামলার সংখ্যা(%)
২০১৪	১০২	৮৯ (৯০.৮২)	০৯ (৯.১৮)	৯৮ (৯৬.০৮)
২০১৫	৯১	৮৮(৯৬.৭০)	০৩ (৩.৩০)	৯১ (১০০.০০)
২০১৬	১২৩	১২০ (৯৭.৫৬)	০৩ (২.৪৪)	১২৩ (১০০.০০)
২০১৭	৯৪	৯৪ (১০০.০০)	০০ (০.০০)	৯৪ (১০০.০০)
২০১৮	৬৪	৬৪ (১০০.০০)	০০ (০.০০)	৬৪ (১০০.০০)
২০১৯	৬১	৬১ (১০০.০০)	০০ (০.০০)	৬১ (১০০.০০)
২০২০	৬৪	৬১ (৯৫.৩১)	০৩ (৪.৬৯)	৬৪ (১০০.০০)
২০২১	৫৮	৫৪ (৯৩.১০)	০৪ (৬.৯০)	৫৮ (১০০.০০)
২০২২	৯৭	৯৫ (৯৭.৯৪)	০২ (২.০৬)	৯৭ (১০০.০০)
২০২৩	১১৪	১১৪(১০০.০০)	০০(০.০০)	১১৪(১০০.০০)

লেখচিত্র-৬.২ ঃ বিভাগীয় মামলার কমিশনের পরামর্শ প্রদানের সংখ্যা

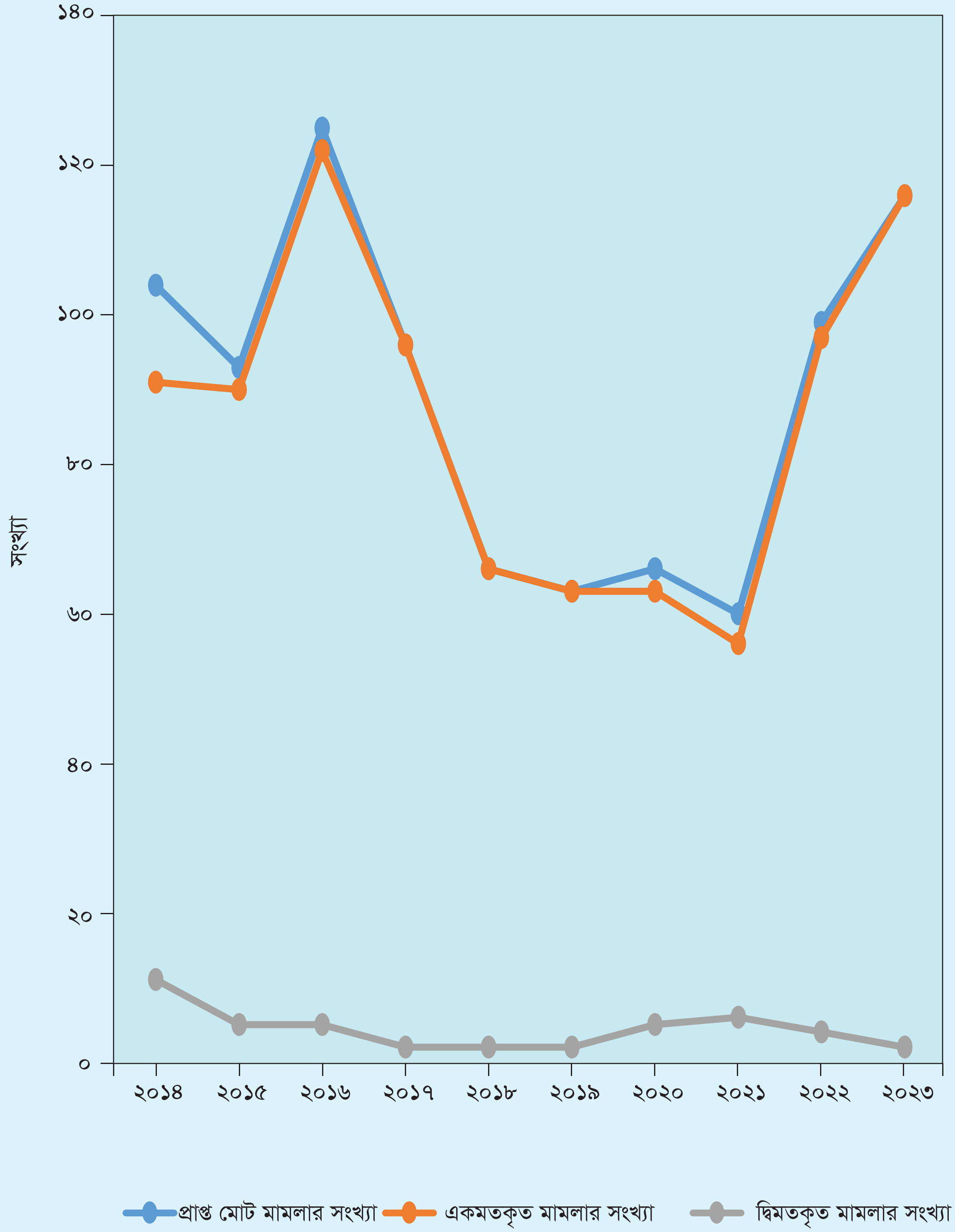

৬.৮. কমিশনের আইন অধিশাখা ও মামলা সংক্রান্ত

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা, শৃঙ্খলা, পদোন্নতিদান, চাকুরী নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, সার্ভিস ও নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন, পদোন্নতিদান ও বদলীকরণের জন্য প্রার্থীর উপযোগীতা নির্ণয় সম্পর্কে অনুসরণীয় নীতিসমূহ এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত কমিশনের উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে হয়। সাধারণত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কোন শর্ত, নিয়োগ পরীক্ষা, পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল, নিয়োগ বিধিমালা, পদোন্নতি, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে কমিশনের গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রার্থীদের কেউ কেউ সংক্ষুব্ধ হয়ে কমিশনকে পক্ষ করে রিট মামলা, সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল, এ.টি মামলা, এ.এ.টি মামলা, কনটেম্পট মামলা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা দায়ের করে থাকেন। কমিশনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার গুরুত্ব বিবেচনায় এবং কমিশনের কার্যক্রম স্বাভাবিক ও গতিশীল রাখার স্বার্থে আইন অধিশাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পক্ষে ও বিপক্ষে ০১.০১.২০২৩ খ্রি: থেকে ৩১.১২.২০২৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ১১৯ টি মামলা দায়ের করা হয়। এ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রায় ১৩২০ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তন্মধ্যে আইন অধিশাখা মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের বিজ্ঞ সলিসিটরের কার্যালয়, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার জেনারেল কার্যালয় এবং বিজ্ঞ এটর্নি জেনারেল এর কার্যালয়ের সাথে সমন্বয় পূর্বক কমিশনের নিয়োগকৃত ১৫ জন প্যানেল আইনজীবীর মাধ্যমে মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছে। ০১.০১.২০২৩ খ্রি: তারিখ হতে ৩১.১২.২০২৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মোট ১৩ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ২৫৩ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। নিয়োগকৃত প্যানেল আইনজীবীগণের লিগ্যাল/ইত্যাদি ফি অত্র শাখা থেকে পরিশোধ করা হয়। কমিশন সচিবালয়ের সকল ইউনিটের চাহিদামতে আইন অধিশাখা আইনগত বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা করে আসছে। এছাড়া কমিশনের যাচিতমতে আইন অধিশাখা বিভিন্ন আদালতে চলমান মামলা, বিভাগীয় মামলা, এবং বিবিধ সংক্রান্তে আইনগত মতামত প্রদান করে আসছে। কমিশনের চাহিতমতে ০১.০১.২০২৩ খ্রি: তারিখ হতে ৩১.১২.২০২৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৬৪ টি আইনগত মতামত প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত সর্বমোট ২৬৫ টি আইনগত মতামত প্রদান করা হয়েছে।

আইনের প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে ২৪, ২৭, ২৮ ও ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি. তারিখ কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'কর্মশালা, ট্রেনিং কার্যক্রম এবং সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্জিত আইনগত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার ফলে মামলা নিষ্পত্তিতে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে আইন অধিশাখা প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম সম্পন্ন করে যাচ্ছে।

সপ্তম অধ্যায়

মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সরকারি সংস্থাকে পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদান

৭.১. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য গঠিত বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির (ডি.পি.সি.) সভায় নিয়মিতভাবে কমিশনের প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়। প্রতিনিধিগণ বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত/পরামর্শ প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত বিষয়ে যথাযথ বিধি অনুসরণ না করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হলে কমিশন কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে পত্র দিয়ে তা অবহিত করা হয়। কমিশন লক্ষ্য করেছে যে, বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির (ডি.পি.সি.) সভাসমূহে কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যবৃন্দ নিয়মিত উপস্থিত থাকছেন এবং যথাযথ ভূমিকা পালন করছেন।

২০২৩ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে ৩,৭৬১টি বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রতিনিধি মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। কমিশনের প্রতিনিধিগণ ডি.পি.সি. সভায় সরকারি বিধি-বিধান বহির্ভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা পরিহারের বিষয়ে অধিক গুরুত্ব সহকারে দায়িত্ব পালন করেন এবং নিয়মিত কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

৭.২. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর-এর বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় কমিশনের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের নিয়মাবলি

কমিশন নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করেছে যে, বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভা বা বাছাই সংক্রান্ত কাজ ৭-৮ ঘণ্টা ধরে চলে। ফলে সভায় যোগদানকারী কর্মকর্তাবৃন্দ ঐ দিন কমিশন সচিবালয়ে আর কোনো কাজ করতে পারেন না। এতে কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ব্যাহত হয়। এ অবস্থা নিরসনকল্পে ও বাছাই কমিটির সভায় কমিশন প্রতিনিধির অর্থবহ ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে কমিশন নিম্নরূপ নিয়মাবলি প্রণয়ন করেছে যা কমিশন প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর এর পক্ষে অনুসরণ করা অপরিহার্য :

১. বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে কমিশনের প্রতিনিধিকে যাতায়াতসহ সর্বোচ্চ ৪ (চার) ঘণ্টার (যাতায়াতের জন্য দেড় ঘণ্টা, সভার জন্য আড়াই ঘণ্টা) জন্য অনুমতি দেয়া হয়। এ সময়ের মধ্যে কর্মকর্তা কমিশন সচিবালয়ে ফিরে আসবেন।

২. অফিস সময়ের মধ্যে সভা শেষ না হলে কমিশনের কর্মকর্তা বিকাল ৪:৩০ মিনিটের সময় কমিশন সচিবালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনের সদস্যের কাছ থেকে ফোনে অনুমতি নিয়ে সভায় অবস্থান করবেন।

৩. কোন সভা দীর্ঘ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান একাধিক দিনে সভা আহ্বান করতে পারে। তবে সভার মেয়াদ তিন দিনের বেশি হলে পূর্বাহ্নে কমিশনের সাথে পরামর্শ করে সময় নির্ধারণ করতে হবে।

৪. কোন কারণে ডি.পি.সি.'র সভা বিলম্বিত/দীর্ঘায়িত হলে যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে কমিশনের প্রতিনিধির পক্ষে অফিসে ফিরে আসা সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে তিনি ফোনে তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার এবং পরবর্তী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা (অর্থাৎ দুজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা)-কে অবহিত করে মৌখিক অনুমোদন গ্রহণ করবেন।

৫. কমিশনের প্রতিনিধিকে সভায় যোগদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের পরিচালকের সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

৭.৩. বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনের ছকের নমুনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নাম   সভার তারিখ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব/সংস্থা প্রধানের নাম :

১.	সভাপতি/আহ্বায়কের নাম ও পদবি	:
২.	সভার মূল আলোচ্যসূচি	:
৩.	কমিশনের প্রতিনিধির নাম ও পদবি	:
৪.	কমিশন থেকে সভার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সময়	:
৫.	সভা থেকে কমিশনে ফিরে আসার সময়	:

৬. **নিয়োগের জন্য বাছাই এর ক্ষেত্রে**

ক. বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ :

খ. শূন্য পদের সংখ্যা :

গ. আবেদনকারীর সংখ্যা :

ঘ. লিখিত পরীক্ষার তারিখ :

ঙ. লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা :

চ. মৌখিক পরীক্ষার জন্য আমন্ত্রিত প্রার্থীর সংখ্যা :

৭. **আলোচ্য সভায় নিয়োগের জন্য সুপারিশকৃত/বাছাইকৃত প্রার্থী সংক্রান্ত**

ক. সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা :

খ. কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কি-না :

গ. মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংরক্ষিত অপূরণকৃত পদের সংখ্যা :

৮. **পদোন্নতি/টাইমস্কেল প্রদানের ক্ষেত্রে**

ক. অনুমোদিত ও অবিসংবাদিত গ্রেডেশন তালিকা আছে কি-না :

খ. পদোন্নতির পদ (সমূহ) স্থায়ী কি-না :

গ. প্রস্তাবিত কর্মচারী (বৃন্দ) স্থায়ী কি-না :

ঘ. কোন সিনিয়র কর্মচারী অতিক্রান্ত (Supersede) হচ্ছে কি-না :

ঙ. এসিআর পর্যালোচনা করা হয়েছিল কি-না :

৯. নিয়মিতকরণের সময় কমিশন কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে কি-না (কমিশনের প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট ছক সাথে নিয়ে যাবেন) :

১০. সভাপতি কোনো বেআইনি বা অন্যায় সিদ্ধান্ত/প্রার্থীর তালিকা চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন কি-না :

১১. সভায় কমিশনের প্রতিনিধি কোন অর্থবহ বা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ/ভূমিকা রেখে থাকলে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

১২. সমাপনী মন্তব্য (যদি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য থাকে)। :

তারিখ :

কর্মকর্তার স্বাক্ষর
নাম ও পদবি

অষ্টম অধ্যায়
কমিশনের আর্থিক প্রতিবেদন

৮.১. আয়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। উক্ত কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহের জন্য কমিশন কর্তৃক চাকরি প্রত্যাশীদের নিকট থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষার ফি গ্রহণ করা হয়। বর্তমান বছরে উক্ত খাতে সর্বমোট ২৯,৭৫,৪৮,২৮০ টাকা এবং অন্যান্য খাতে ৫৪,৬৪,৪৩৬ টাকাসহ সর্বমোট ৩০,৩০,১২,৭১৬ টাকা আয় হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী আয়ের সম্পূর্ণ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

সারণি-৮.১ : ২০২৩ সালে বিভিন্ন খাতে আয়

ক্রমিক নম্বর	কোড নম্বর	আয়ের খাত	মোট আয় (টাকা)
১.	১৪১১২০২	গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সুদ	১৯,৯৩২
২.	১৪২২৩২৬	পরীক্ষা ফি	২৯,৭৫,৪৮,২৮০
৩.	১৪২৩৩২৬	অব্যবহৃত দ্রব্যাদি	৫০,৬৩,১০৪
৪.	১৪২৩২০৪	যানবাহন	৯৫,১৫২
৫.	৭২১৫১০১	গৃহ নির্মাণ অগ্রিম	৯৬,০০০
৬.	৭২১৫১০২	কম্পিউটার অগ্রিম	৪৮,০০০
৭.	৭২১৫১০৪	মোটর গাড়ি অগ্রিম	১,৩৫,২৫২
৮.	৭২১৫১০৫	মোটর সাইকেল অগ্রিম	৬,৯৯৬
		সর্বমোট আয়	৩০,৩০,১২,৭১৬

প্রতি অর্থ বছরের প্রারম্ভে অর্থ বিভাগ কর্তৃক কমিশনের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। আলোচ্য বছরে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খাত ও উপ-খাতে সর্বমোট ৭৪,৩৫,৬৪,২৭৯ টাকা ব্যয় হয়েছে।

সারণি-৮.২ : ২০২৩ সালে বিভিন্ন খাতে ব্যয়

ক্রমিক নম্বর	কোড নম্বর	খাত সমূহ	প্রধান কার্যালয় (টাকা)	৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১.	পরিচালন কার্যক্রম				
	৩১১১১০১	মাননীয় চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দের বেতন	১১৭৮০০০০	০	১১৭৮০০০০
		অন্যান্য কর্মকর্তাদের বেতন	৯৭০০৯৭১৬	৯০৬৩৯৮৯	১০৬০৭৩৭০৫
	৩১১১১১০	ছুাট নগদায়ন ভাতা (অফিসার)	১১৭৩৫১২৫	০	১১৭৩৫১২৫
	৩১১১২০১	মুল বেতন (কর্মচারী)	৩৯৬৩০০৬৯	৪৫৪৮০১৯	৪৪১৭৮০৮৮
	৩১১১২০৯	ছুাট নগদায়ন ভাতা (কর্মচারী)	১০১১৭৫০	৮৮১৬১৭	১৮৯৩৩৬৭
	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৮৯৮৬৯৯	৮৯১০০	৯৮৭৭৯৯
	৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	১৯৪৬০৩৯	২৯০০০০	২২৩৬০৩৯
	৩১১১৩১০	বাড়ী ভাড়া ভাতা	৫৮১৪৭১৭২	৫৬৯৫০৯৩	৬৩৮৪২২৬৫
	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৮১৯১৭০৪	৭৮৬৩৮৭	৮৯৭৮০৯১
	৩১১১৩১২	মোবাইল ভাতা	৩৬৭৭৮১	০	৩৬৭৭৮১
	৩১১১৩১৩	টেলিফোন নগদায়ন	১২২৫৭৫৪	৬২৪৬০	১২৮৮২১৪

ক্রমিক নম্বর	কোড নম্বর	খাত সমূহ	প্রধান কার্যালয় (টাকা)	৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৫৯৯১৩৪	৫৬৫০০	৬৫৫৬৩৪
	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	১০৫৪৮১	১৫২০০	১২০৬৮১
	৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	২২৭৬৫২৭০	২০৬৯৭৬০	২৪৮৩৫০৩০
	৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	৫৬৭৬৭৭২	০	৫৬৭৬৭৭২
	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	২৯৬৮৩২৬	১৩৯১২০	৩১০৭৪৪৬
	৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	২৬৮০৪৭	০	২৬৮০৪৭
	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	২৪৪৮১৯৩	২০৩৭৩২	২৬৫১৯২৫
	৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা	৩৮২৮৫০	০	৩৮২৮৫০
	৩১১১৩৩৯	পাচক ভাতা	৩১২৩৪৪৬	০	৩১২৩৪৪৬
	৩১১১৩৪০	নিরাপত্তা ভাতা	৩১২৩৪৪৬	০	৩১২৩৪৪৬
	৩১১১৩৪৪	খোরপোষ খাতা	৯০১৯৩	০	৯০১৯৩
	৩১১১৩৫২	বিশেষ ভাতা	৩২৬৩৩১০	৩২৩৯৪৯	৩৫৮৭২৫৯
		মোট পরিচালন ব্যয় =	২৭৬৭৫৮২৭৭	২৪২২৪৯২৬	৩০০৯৮৩২০৩
২.	প্রশাসনিক ব্যয়				
	৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	৭২৮৪০	১০২৬৩২	১৭৫৪৭২
	৩২১১১০৩	ক্ষতিপূরণ	৪৯৫০০	১৩০৭৮০	১৮০২৮০
	৩২১১১০৪	আনুঃ প্রতিঃ	২১৬৭২৬৮৫	০	২১৬৭২৬৮৫
	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	৬১৪২১৯৪	০	৬১৪২১৯৪
	৩২১১১০৯	শ্রমিকের মজুরী	২৫৪৫৮৪৫	৩৮৭৬৫০	২৯৩৩৪৯৫
	৩২১১১১০	আইন খরচ	১১৫২৫০০	০	১১৫২৫০০
	৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স	১৫৬৫৮৫৭	১২৯৪৮৬	১৬৯৫৩৪৩
	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	৮১১২০১৪	২৩৪৪৯৪	৮৩৪৬৫০৮
	৩২১১১১৫	পানি	৮৬৫৪১৭	৫৩৬৮৬	৯১৯১০৩
	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট	২৭৫২৬৪০	১৩৭১৬৯	২৮৮৯৮০৯
	৩২১১১১৯	ডাক	০	১৬০০০	১৬০০০
	৩২১১১২০	টেলিফোন	৬৭০০৯৮০	২২৪০৭২	৬৯২৫০৫২
	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৯৪৬০২৬৮	০	৯৪৬০২৬৮
	৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	১৩৪৬৯৬০	৬৭৫৫৪	১৪১৪৫১৪
	৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	০	২৪৫৩১০৫	২৪৫৩১০৫
		মোট প্রশাসনিক ব্যয়	**৬২৪৩৯৭০০**	**৩৯৩৬৬২৮**	৬৬৩৭৬৩২৮

ক্রমিক নম্বর	কোড নম্বর	খাত সমূহ	প্রধান কার্যালয় (টাকা)	৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
৩.	ফি চার্জ ও কমিশন				
	৩২২১১০৬	পণ্যের ভাড়া ও পরিবহন	৭৫০৫৯৩৮	২৪০১৩৫৮	৯৯০৭২৯৬
		মোট ফি চার্জ ও কমিশন	৭৫০৫৯৩৮	২৪০১৩৫৮	৯৯০৭২৯৬
	প্রশিক্ষণ				
	৩২৩১২০১	প্রশিক্ষণ	১৬৪৭৩৮৪	৯২৯৯৩	১৭৪০৩৭৭
	মোট প্রশিক্ষণ		১৬৪৭৩৮৪	৯২৯৯৩	১৭৪০৩৭৭
৪	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ও বদলী				
	৩২৪১১০১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	২১৪০৩২	৫০৫৮৫৬	৭১৯৮৮৮
		মোট অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	২১৪০৩২	৫০৫৮৫৬	৭১৯৮৮৮
৫.	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্টস				
	৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্টস	১৩১৫৭১৭৪	০	১৩১৫৭১৭৪
	৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানী	০	২৫১২০	২৫১২০
	মোট পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্টস		১৩১৫৭১৭৪	২৫১২০	১৩১৮২২৯৪
৬.	জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার সামগ্রী সরবরাহ				
	৩২৫৩১০৩	নিরাপত্তা সেবা সংগ্রহ	৬২৯১৯১৪	০	৬২৯১৯১৪
	জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার সামগ্রী সরবরাহ ঃ		৬২৯১৯১৪	০	৬২৯১৯১৪
৭.	মুদ্রণ ও মনিহারী				
	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৬৭৮৯৪০০	১২০২৮৫	৬৯০৯৬৮৫
	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাধাঁই	৩২৬২৭২৮৩	০	৩২৬২৭২৮৩
	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	৩৭৪৬২০৫	০	৩৭৪৬২০৫
	মোট মুদ্রণ ও মনিহারী		৪৩১৬২৮৮৮	১২০২৮৫	৪৩২৮৩১৭৩
৮.	সাধারণ সরবরাহ ও কাচাঁমাল সামগ্রী				
	৩২৫৬১০১	সাধারণ সরবরাহ	০	০	০
	৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	১০২৮৬৮৪২	৪৮৯৭২৩	১০৭৭৬৫৬৫
	৩২৫৬১০৬	পোষাক	৭৫৭৫৪৫	১২৬৯৫০	৮৮৪৪৯৫
	মোট সাধারণ সরবরাহ ও কাচাঁমাল সামগ্রী=		১১০৪৪৩৮৭	৬১৬৬৭৩	১১৬৬১০৬০
৯.	পেশাগত সেবা, সম্মানী বিশেষ ব্যয়				
	৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি	০	০	
	৩২৫৭২০৬	সম্মানী/পারিতোষিক (সরকারী কর্মচারী ব্যতীত)	২০৫৮৬০৮৬১	২৫৪০৫৩৬০	২৩১২৬৬২২১
	৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	১৩৬০১৪৮	২৪৫৪২০	১৬০৫৫৬৮
	মোট পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়		২০৭২২১০০৯	২৫৬৫০৭৮০	২৩২৮৭১৭৮৯

ক্রমিক নম্বর	কোড নম্বর	খাত সমূহ	প্রধান কার্যালয় (টাকা)	৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১০.	মেরামত ও সংরক্ষণ				
	৩২৫৮১০১	মোটরযান মেরামত	২৯৫৯৩৩৪	০	২৯৫৯৩৩৪
	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র মেরামত	৪৫১৬৯৩	১৫২৪৪০	৬০৪১৩৩
	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার মেরামত	১৩৮২০১০	১৫৫৩৮০	১৫৩৭৩৯০
	৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্তপাকি ও সরঞ্জামাদি	১৪৯৩৩৭৩	১৬৭৯৪০	১৬৬১৩১৩
	৩২৫৮১০৭	অনাবাসিক ভবন	২৭৫০৩৩	০	২৭৫০৩৩
	৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষন ব্যয়	৬৬০০০০০	০	৬৬০০০০০
	৩৮২১১০২	ভূমি উন্নয়ন কর	৩৪৮০০	০	৩৪৮০০
	৩৮২১১০৩	পৌর কর	১৪৫০০০০০	০	১৪৫০০০০০
		মোট মেরামত ও সংরক্ষণ	২৭৬৯৬২৪৩	৪৭৫৭৬০	২৮১৭২০০৩
১১.	সংরক্ষিত				
	৩৯১১১১১	সাধারণ থোক বরাদ্দ	-	-	-
		যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	-	-	-
	৪১১২১০১	মোটরযান ক্রয়	১৪৫৮৪৫০০	০	১৪৫৮৪৫০০
	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৪০৮২৩৮৮	১৭১২০০	৪২৫৩৫৮৮
	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	৭৮৩০৩৫২	২০৪৭৬৪	৮০৩৫১১৬
	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র ক্রয়	১২৬৯৭৭০	২৩১৯৮০	১৫০১৭৫০
		মোট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	২৭৭৬৭০১০	৬০৭৯৪৪	২৮৩৭৪৯৫৪
		সর্বমোট	৬৮,৪৯,০৫,৯৫৬	৫,৮৬,৫৮,৩২৩	৭৪,৩৫,৬৪,২৭৯
		কথায় (চুয়াত্তর কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার দুই শত উনআশি টাকা মাত্র)			

৮.৩. বিভিন্ন বছরে মোট আয় ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণ সারণি-৮.৩ এবং লেখচিত্র-৮-তে দেখানো হয়েছে

সারণি-৮.৩: বিভিন্ন বছরে মোট আয় ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণ

[লেখচিত্র-৮]

সাল	মোট আয়	মোট ব্যয়
২০১৯	৩৭,০৫,৯৬,১৩৬	৬৬,৭০,৮৯,১৯৯
২০২০	৩৭,২২,৬৫,৮৯৪	৪৭,৮৭,২৫,২৫৮
২০২১	৩৫,৮৪,৪৬,৪৩১	৬০,৫৭,৬৯,৩০৫
২০২২	২৬,৭৮,৪৭,৪৩৯	৭৩,৬২,৭৭,০০৫
২০২৩	৩০,৩০,১২,৭১৬	৭৪,৩৫,৬৪,২৭৯

লেখচিত্র-৮ ঃ বিভিন্ন বছরে মোট আয় ও ব্যয়

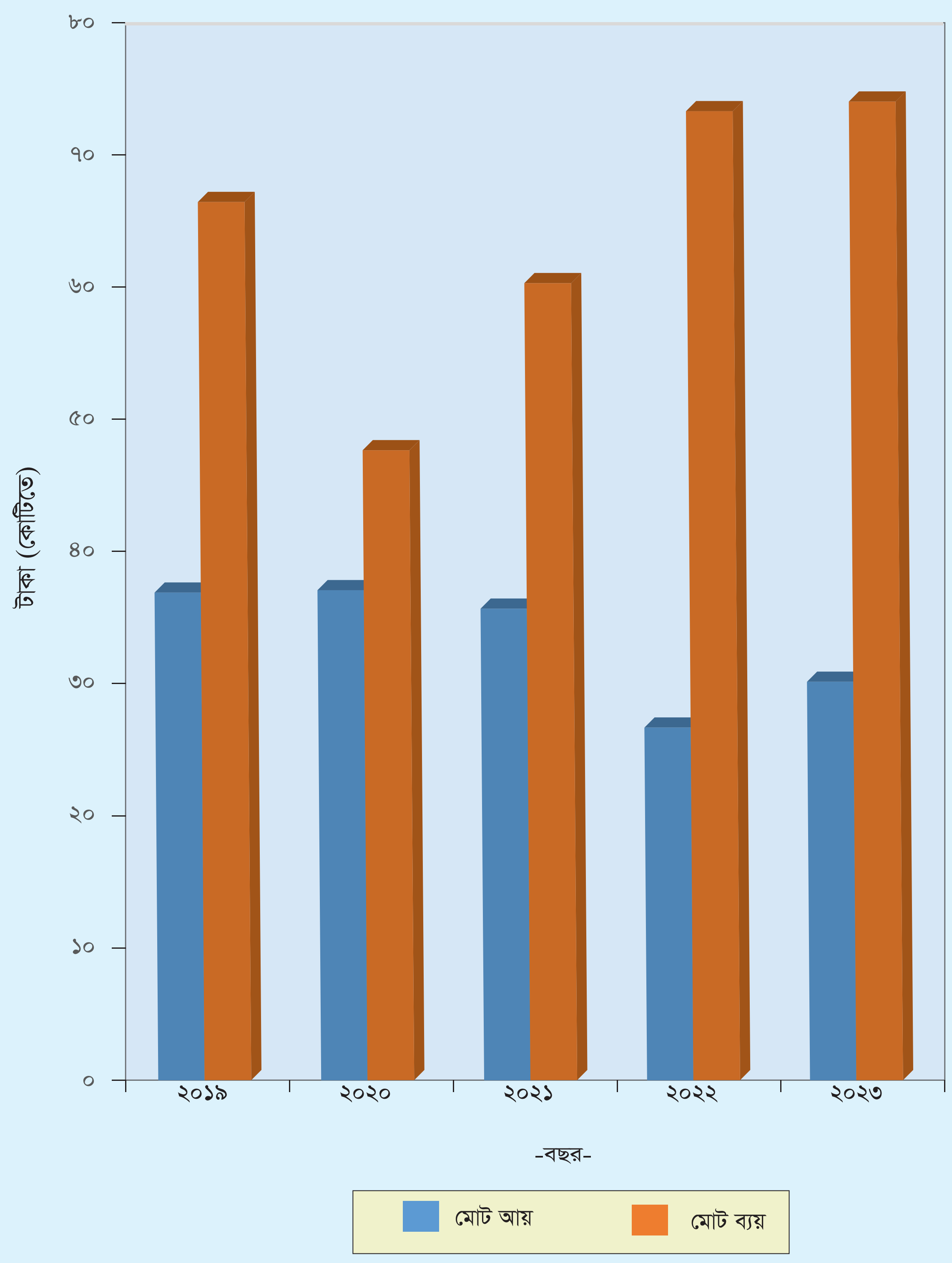

নবম অধ্যায়

কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ বিষয়ক কার্যক্রম

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া কমিশনের ওপর অর্পিত সাংবিধানিক দায়িত্ব স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রেখে কমিশন কর্তৃক নিয়োগ কার্যক্রমে যুগোপযোগীতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার, কর্মশালা/ওয়ার্কশপ এবং ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ, দেশ ও দেশের বাইরে প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়ে থাকে। কমিশনের সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিভাবে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল আরো সুচারুভাবে প্রয়োগ করা যায় এ সংক্রান্ত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে। ২০২৩ সালে সর্বমোট ০৮টি সেমিনার, ০৯টি কর্মশালা/ওয়ার্কশপ এবং ২৭টি ইন-হাউজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন নিম্নরূপ:

৯.১. ২০২৩ সালে বি.সি.এস. পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারের বর্ণনা

ক্র: নম্বর	ভেন্যু	অংশগ্রহণকারী	ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানের তারিখ	সময়	উপস্থিত প্রতিনিধি [আমন্ত্রিত]	মন্তব্য
১.	কমিশনের সভাকক্ষ	৪৫তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্ট সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও গোয়েন্দা সংস্থার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ	১১ মে ২০২৩	সকাল ১১:০০ মিনিট থেকে দুপুর ১২:৩০ মিনিট পর্যন্ত	৩০ জন	বিষয়: সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা সভাপতি: কমিশনের চেয়ারম্যান বিশেষ অতিথি: সদস্য অধ্যাপক ডাঃ উত্তম কুমার সাহা এবং সদস্য জনাব এস. এম. গোলাম ফারুক সেমিনার পেপার উপস্থাপন: জনাব মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার, সচিব
২.	৭১ মিলনায়তন	৪৫তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্ট সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় গ্রহণের জন্য কমিশন সচিবালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ	১৪ মে ২০২৩		১৮০ জন	বিষয়: সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা সভাপতি: কমিশন সচিবালয়ের সচিব প্রধান অতিথি: কমিশনের চেয়ারম্যান বিশেষ অতিথি: সদস্য অধ্যাপক ডাঃ উত্তম কুমার সাহা এবং সদস্য জনাব এস. এম. গোলাম ফারুক সেমিনার পেপার উপস্থাপন: জনাব মো: নেয়ামত উল্যাহ্‌, পরিচালক (ক্যাডার)
৩.	৭১ মিলনায়তন	৪৫তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্ট সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় গ্রহণের জন্য হলের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলপ্রধান [শিক্ষা প্রতিষ্ঠান]	১৫ মে ২০২৩		২৭০ জন	
৪.	৭১ মিলনায়তন	৪৫তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্ট সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় গ্রহণের জন্য এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দ	১৬ মে ২০২৩		১৮০ জন	
৫.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	৪৫তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্ট সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় গ্রহণের জন্য প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের শ্রুতিলেখক হিসেবে সহায়তা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট রোভার স্কাউট/গার্লস গাইড।	১৭ মে ২০২৩	সকাল ১১:০০ মিনিট	২০ জন	সভাপতি: জনাব আনন্দ কুমার বিশ্বাস পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) সেমিনার পেপার উপস্থাপন: জনাব মো: নেয়ামত উল্যাহ্‌, পরিচালক (ক্যাডার)
৬.	কমিশনের সভাকক্ষ	৪৫তম বি.সি.এস. এর আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও গোয়েন্দা সংস্থার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ।	১৪ নভেম্বর ২০২৩	বিকাল ৩:০০ মিনিট থেকে ৪:৩০ মিনিট পর্যন্ত	৬০ জন	বিষয়: সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা সভাপতি: কমিশনের চেয়ারম্যান বিশেষ অতিথি: সদস্য অধ্যাপক ডাঃ উত্তম কুমার সাহা এবং সদস্য জনাব কে এম আলী আজম সেমিনার পেপার উপস্থাপন: জনাব মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার, সচিব

ক্র: নম্বর	ভেন্যু	অংশগ্রহণকারী	ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানের তারিখ	সময়	উপস্থিত প্রতিনিধি [আমন্ত্রিত]	মন্তব্য
৭.	৭১ মিলনায়তন	৪৫তম বি.সি.এস. এর আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় গ্রহণের জন্য হলপ্রধান, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিশনের প্রতিনিধিবৃন্দ।	২০ নভেম্বর ২০২৩	সকাল ১০:৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১২:৩০ মিনিট পর্যন্ত	১৩০ জন	প্রধান অতিথি: কমিশনের চেয়ারম্যান বিশেষ অতিথি: সদস্য অধ্যাপক ডাঃ উত্তম কুমার সাহা এবং সদস্য জনাব কে এম আলী আজম সভাপতি: কমিশন সচিবালয়ের সচিব মহোদয় সেমিনার পেপার উপস্থাপন: জনাব মো: নেয়ামত উল্যাহ্, পরিচালক (ক্যাডার)
৮.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	৪৫তম বি.সি.এস. এর আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় গ্রহণের জন্য প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের সহায়তাকারী শ্রুতিলেখকদের সাথে।	২৩ নভেম্বর ২০২৩	সকাল ১১:০০ মিনিট থেকে দুপুর ১২:৩০ মিনিট পর্যন্ত	০৬ জন	বিষয়: সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা সভাপতি: জনাব আনন্দ কুমার বিশ্বাস পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) সেমিনার পেপার উপস্থাপন: জনাব মো: নেয়ামত উল্যাহ্, পরিচালক (ক্যাডার)

৯.২. ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত কর্মশালার বর্ণনা

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্টসহ লিখিত পরীক্ষার মডেল (নমুনা) প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মডারেশনের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষজ্ঞবৃন্দ (প্রশ্নকারক ও মডারেটর) এবং বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষার আবশ্যিক প্রতিটি বিষয়ের জন্য নমুনা প্রশ্ন চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞবৃন্দের সমন্বয়ে ২০২৩ সালে ০৪টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন নিম্নরূপ :

ক্র: নম্বর	ভেন্যু	অংশগ্রহণকারী	ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানের তারিখ	সময়	উপস্থিত প্রতিনিধি [আমন্ত্রিত]	মন্তব্য
১.	৭১ মিলনায়তন	'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সরকারী কর্ম কমিশনের আওতায় ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পরীক্ষাসমূহ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে Digital Strategy Design Lab (DSDL) প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষজ্ঞবৃন্দ ও কর্মকর্তাবৃন্দ	২২ জানুয়ারি ২০২৩	সকাল ৯.১৫ মিনিট হতে ৩.৪৫ মিনিট	৬০ জন	
২.			২৩ জানুয়ারি ২০২৩		৬০ জন	
৩.			২৪ জানুয়ারি ২০২৩		৬০ জন	
৪.			২৫ জানুয়ারি ২০২৩		৬০ জন	
৫.			২৬ জানুয়ারি ২০২৩		৫৯ জন	

ক্র: নম্বর	ভেন্যু	অংশগ্রহণকারী	ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানের তারিখ	সময়	উপস্থিত প্রতিনিধি [আমন্ত্রিত]	মন্তব্য
৬.	৭১ মিলনায়তন	বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষার মডেল (নমুনা) প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মডারেশনের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষজ্ঞবৃন্দ	১৩ আগস্ট ২০২৩	সকাল ১১:০০ মিনিট থেকে বিকাল ৪:০০ মিনিট পর্যন্ত	৫৫ জন	
৭.			১৪ আগস্ট ২০২৩		৬৩ জন	
৮.	৭১ মিলনায়তন	বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষার আবশ্যিক প্রতিটি বিষয়ের জন্য নমুনা প্রশ্ন চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞবৃন্দ	১৩ নভেম্বর ২০২৩	সকাল ১১:০০ মিনিট থেকে বিকাল ৪:০০ মিনিট পর্যন্ত	৩৫ জন	বিষয়: বি.সি.এস. লিখিত পরীক্ষার [আবশ্যিক বিষয়] মডেল প্রশ্ন চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত। সভাপতি: কমিশন সচিবালয়ের সচিব মহোদয় প্রধান অতিথি: কমিশনের চেয়ারম্যান বিশেষ অতিথি: সদস্য অধ্যাপক ডাঃ উত্তম কুমার সাহা এবং সদস্য জনাব এস. এম. গোলাম ফারুক
৯.			১৪ নভেম্বর ২০২৩		৫০ জন	

৯.৩. ২০২৩ সালে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের জন্য কর্মকর্তা মনোনয়ন সংক্রান্ত বর্ণনা

ক্রমিক নম্বর	ভেন্যু	অংশগ্রহণকারী	সেমিনার অনুষ্ঠানের তারিখ	সময়	আমন্ত্রিত প্রতিনিধি/ প্রশিক্ষণে মনোনীত কর্মকর্তা	মন্তব্য
১.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ (সহকারী সচিব/ সহকারী পরিচালক/ সমপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ)	৩১.০১. ২৩	সকাল ৯.১৫ মিনিট হতে ৩.৪৫ মিনিট	৩৬ জন	
২.	পরিকল্পনা কমিশন	ই-জিপি সিস্টেমে নিবন্ধিত ক্রয়কারী দপ্তর/ সংস্থার কর্মকর্তাগণের Tenderesrs database taining for Procuting Entity (PE) Users বিষয়ক প্রশিক্ষণে ০১ মনোনীত কর্মকর্তা	২৬.০৭.২৩	সকাল ৯.১৫ মিনিট হতে ৩.৪৫ মিনিট	০১ জন	
৩.		Ministry Assessment Format (MAF) বিষয়ক বিষয়ক প্রশিক্ষণে ০২ মনোনীত কর্মকর্তা	২৪.০৭. ২৩ থেকে ২৬.০৭.২৩		০২ জন	

ক্রমিক নম্বর	ভেন্যু	অংশগ্রহণকারী	সেমিনার অনুষ্ঠানের তারিখ	সময়	আমন্ত্রিত প্রতিনিধি/ প্রশিক্ষণে মনোনীত কর্মকর্তা	মন্তব্য
৪.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৩য় শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/ কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/ সমপর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ)	১০.০৯.২৩	সকাল ৯.১৫ মিনিট হতে ৩.৪৫ মিনিট	২৫ জন	**প্রশিক্ষণের বিষয়** সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪; নথি খোলা, সূচিকরণ, চলাচল, শ্রেণিকরণ, সংরক্ষণ ও বিনষ্টকরণ, নোট লিখন নথি উপস্থাপন, নোট লিখন; সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮; শুদ্ধাচার, শিষ্টাচার ও নৈতিকতা; সরকারি চাকরি আইন-২০১৮; সরকারি কর্মচারী নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা, ২০১৯; দাপ্তরিক কাজে ভদ্রতা, সেবধর্মিতা, পোশাক, মিতব্যয়িতা-বিদ্যুৎ ও পানি, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা; APA (Annual Performance Agreement); **প্রশিক্ষকের নাম ও পদবী** ১. জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন। ২. জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল সচিব, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়। ৩. ড. আব্দুল আলীম খান যুগ্ম সচিব, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়। ৪. জনাব মোঃ খাদেম উল কায়েস আইন উপদেষ্টা, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়। ৫. জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়। ৬. জনাব মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম মন্ডল পরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়। ৭. জনাব মোঃ শাহীন হোসেন পরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়। ৮. জনাব মোহাম্মদ আজিজুল হক পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়। ৯. জনাব জামিলা শবনম উপপরিচালক (প্রশাসন-১), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়।

ক্রমিক নম্বর	ভেন্যু	অংশগ্রহণকারী	সেমিনার অনুষ্ঠানের তারিখ	সময়	আমন্ত্রিত প্রতিনিধি/প্রশিক্ষণে মনোনীত কর্মকর্তা	মন্তব্য
৫.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ (প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/ সমপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ)	১১.০৯.২৩	সকাল ৯.১৫ মিনিট হতে ৩.৪৫ মিনিট	২১ জন	**প্রশিক্ষণের বিষয়** • সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪; • নথি খোলা, সূচিকরণ, চলাচল, শ্রেণিকরণ, সংরক্ষণ ও বিনষ্টকরণ, নোট লিখন নথি উপস্থাপন, নোট লিখন; • সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮; • শুদ্ধাচার, শিষ্টাচার ও নৈতিকতা; • সরকারি চাকরি আইন-২০১৮; • সরকারি কর্মচারী নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা, ২০১৯; • দাপ্তরিক কাজে ভদ্রতা, সেবধর্মিতা, পোশাক, মিতব্যয়িতা- বিদ্যুৎ ও পানি, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা; • APA (Annual Performance Agreement); **প্রশিক্ষকের নাম ও পদবী** ১. জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন। ২. জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল সচিব, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়। ৩. ড. আব্দুল আলীম খান যুগ্ম সচিব, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় ৪. জনাব মোঃ খাদেম উল কায়েস আইন উপদেষ্টা, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়। ৫. জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়। ৬. জনাব মোঃ হেদায়তুল ইসলাম মন্ডল পরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়। ৭. জনাব মোঃ শাহীন হোসেন পরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়। ৮. জনাব মোহাম্মদ আজিজুল হক পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়। ৯. জনাব জামিলা শবনম উপপরিচালক (প্রশাসন-১) বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়।
৬.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৩য় শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/ সমপর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ)	১২.০৯. ২৩		২৫ জন	
৭.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ (প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/ সমপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ)	১৩.০৯.২৩		২১ জন	
৮.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৩য় শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/ সমপর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ)	১৪.০৯.২৩		২৫ জন	
৯.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ (প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/ সমপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ)	১৭.০৯.২৩		২২ জন	
১০.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৩য় শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/ সমপর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ)	১৮.০৯.২৩		২৫ জন	
১১.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ (প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/ সমপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ)	১৯.০৯.২৩		২০ জন	
১২.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৩য় শ্রেণির সমপর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/ কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/ সমপর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ)	২০.০৯.২৩		২৪ জন	

ক্রমিক নম্বর	ভেন্যু	অংশগ্রহণকারী	সেমিনার অনুষ্ঠানের তারিখ	সময়	আমন্ত্রিত প্রতিনিধি/প্রশিক্ষণে মনোনীত কর্মকর্তা	মন্তব্য
১৩.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৩য় শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ (গাড়ী চালকবৃন্দ)	২১.০৯.২৩	সকাল ৯.১৫ মিনিট হতে ৩.৪৫ মিনিট	৩৫ জন	**প্রশিক্ষণের বিষয়** পথে প্রদর্শিত বিভিন্ন চিহ্ন/সংকেত সম্পর্কে জানা ও করণীয়; • গাড়ি রাস্তায় চলাচলের বিষয়ে চালকের করণীয়; • পেট্রোল/অকটেন/ডিজেল খরচ কমানোর উপর এবং এ সংক্রান্ত সরকারি আদেশ/ নির্দেশনা/ নিয়মাবলী; • যানবাহনের প্রাথমিক ধারণা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ লগ বই পূরণ ও অধিকাল ভাতা প্রদান/প্রাপ্তি; • ইগনেশন সিস্টেম, স্টিয়ারিং সিস্টেম, ইঞ্জিন পারফরমেন্স; • যানবাহনের নিরাপত্তা, চুরি, দুর্ঘটনা ইত্যাদিতে করণীয়; **প্রশিক্ষকের নাম ও পদবী** **বিআরটিএ থেকে প্রেরিত প্রতিনিধি**
১৪.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ (অফিস সহায়ক/ সমপর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ)	২৪.০৯. ২৩	সকাল ৯.৩০ মিনিট হতে ৩.৪৫ মিনিট	২৫ জন	**প্রশিক্ষণের বিষয়** সার্ভিস বুক রক্ষণাবেক্ষণ, দাপ্তরিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির যথাযথ ব্যবহারে নৈতিকতা; ● গোপনীয় অনুবেদন অনুশাসনমালা-২০২০; ● রুলস অফ বিজনেস; • সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪; • নথি খোলা, সূচিকরণ, চলাচল, শ্রেণিকরণ, সংরক্ষণ ও বিনষ্টকরণ, নোট লিখন নথি উপস্থাপন, নোট লিখন; • সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮; • শুদ্ধাচার, শিষ্টাচার ও নৈতিকতা; • সরকারি চাকরি আইন-২০১৮; • সরকারি কর্মচারী নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা, ২০১৯; • দাপ্তরিক কাজে ভদ্রতা, সেবাধর্মিতা, পোশাক, মিতব্যয়িতা- বিদ্যুৎ ও পানি, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা; • APA (Annual Performance Agreement);
১৫.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের (সহকারী সচিব/ সহকারী পরিচালক/ সমপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ)	২৫.০৯.২৩	সকাল ৯.৩০ মিনিট হতে ৩.৪৫ মিনিট	২০ জন	
১৬.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ (অফিস সহায়ক/ সমপর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ)	২৬.০৯.২৩		২৫ জন	
১৭.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ (সহকারী সচিব/ সহকারী পরিচালক/ সমপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ)	২৭.০৯.২৩		২১ জন	
১৮.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ (অফিস সহায়ক/ সমপর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ)	০৮.১০. ২৩		২৭ জন	

ক্রমিক নম্বর	ভেন্যু	অংশগ্রহণকারী	সেমিনার অনুষ্ঠানের তারিখ	সময়	আমন্ত্রিত প্রতিনিধি/প্রশিক্ষণে মনোনীত কর্মকর্তা	মন্তব্য
১৯.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ (অফিস সহায়ক/ সমপর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ)	০৯.১০.২৩		২৫ জন	**প্রশিক্ষকের নাম ও পদবী** ১. জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন। ২. জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল সচিব, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়। ৩. আব্দুল আলীম খান যুগ্ম সচিব, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়। ৪. জনাব মোঃ খাদেম উল কায়েস আইন উপদেষ্টা, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়। ৫. জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুনপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়। ৬. জনাব মোঃ হেদায়তুল ইসলাম মন্ডল পরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়। ৭. জনাব মোঃ শাহীন হোসেন পরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়। ৮. জনাব মোহাম্মদ আজিজুল হক পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়। ৯. জনাব জামিলা শবনম উপপরিচালক (প্রশাসন-১), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়।
২০.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ (অফিস সহায়ক/ সমপর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ)	১১.১০. ২৩		২৫ জন	
২১.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ (উপসচিব/ পরিচালক/ সমপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ)	১২.১০.২০২৩	সকাল ৯.৩০মিনিট হতে ৩.৪৫ মিনিট	২২ জন	
২২.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ (অফিস সহায়ক/ সমপর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ)	১৫.১০.২০২৩		২৫ জন	
২৩.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ (সিনিয়র সহকারী সচিব/ উপপরিচালক/ সমপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ)	১৬.১০.২০২৩		৩০ জন	

ক্রমিক নম্বর	ভেন্যু	অংশগ্রহণকারী	সেমিনার অনুষ্ঠানের তারিখ	সময়	আমন্ত্রিত প্রতিনিধি/প্রশিক্ষণে মনোনীত কর্মকর্তা	মন্তব্য
২৪.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ (একান্ত সচিব/ সিনিয়র সহকারী সচিব/ উপপরিচালক/ পরিচালক/ সমপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ)	২৪.১২.২০২৩	সকাল ৯.৩০ মিনিট হতে ৩.৪৫ মিনিট	৩০ জন	**প্রশিক্ষণের বিষয়** • সাংবিধানিক আইন এবং পিএসসি'র আইনগত কর্মপরিধি; • বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩; • মোবাইল কোর্ট আইন; • The Code of Criminal Procedure; • প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৮০; • প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৭৫; • উচ্চ আদালতে মামলার প্রকার ও খাপসমূহ এবং এর ব্যবহারিক দিক, কেস স্টাডি এবং তামাদির বিধান; • মামলার বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ, দফাওয়ারি জবাব প্রস্তুত; রায়ের আইনি বিশ্লেষণ; রায়ের সারমর্শ লিখন ও • বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া; এবং • Fact, Marshalling of fact, Fact in Issue, Fast in Law সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং Legal Drafting পদ্ধতি বা কৌশল; **প্রশিক্ষকের নাম ও পদবী** ১. জনাব মো: সোহরাব হোসাইন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, ঢাকা। ২. জনাব মো: হাসানুজ্জামান কল্লোল সচিব, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়, ঢাকা। ৩. জনাব মোঃ খাদেম উল কায়েস আইন উপদেষ্টা, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়, ঢাকা। ৪. জনাব রুনা নাহিদ আকতার সলিসিটর, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা। এবং ৫. জনাব আনন্দ কুমার বিশ্বাস পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।
২৫.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ (সহকারী পরিচালক/ উপপরিচালক/ সমপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ)	২৭.১২.২০২৩		৩০ জন	
২৬.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ (সহকারী পরিচালক/ সমপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ/ প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ/ সমপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ)	২৮.১২. ২৩		৩০ জন	
২৭.	কমিশন সচিবালয়ের সভাকক্ষ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ (সহকারী পরিচালক/ সমপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ/ প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ / সমপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ)	৩১.১২. ২৩		৩০ জন	

৯.৪. শিক্ষা সফর ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। কমিশন তার সকল কার্যক্রমে শতভাগ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন চাকরি প্রত্যাশীদের নিকট একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার সুনাম অক্ষুন্ন রেখে চলছে। তদুপরি কমিশনের কার্যক্রমকে আরও যুগোপযোগী ও ডিজিটালাইজড করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কমিশনের প্রতিনিধি হিসেবে কর্মকর্তাদের বিদেশে শিক্ষা ভ্রমণ এক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সিভিল সার্ভিস/পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কমিশন কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাদের বিদেশে শিক্ষা ভ্রমণে প্রেরণ করা হয়। এ ধরনের শিক্ষা ভ্রমণ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়াকে অধিকতর গতিশীল ও যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্য

- বিভিন্ন দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রক্রিয়া, নিয়োগ পরীক্ষার ধরন, ব্যবস্থাপনা, ফলাফল প্রস্তুতকরণ ও যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচন/সুপারিশকরণ পদ্ধতির বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন;
- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন।

৯.৫. শিক্ষা সফরে সংশ্লিষ্ট দেশের সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা হয়। শিক্ষা সফর শেষে সফরকারী কমিশনের প্রতিনিধিদল সংশ্লিষ্ট দেশের নিয়োগ পদ্ধতির ইতিবাচক দিকগুলো কমিশনে উপস্থাপন করেন। এ ছাড়াও কমিশনের প্রতিনিধিদল সংশ্লিষ্ট দেশের নিয়োগ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে কমিশনের নিকট সুপারিশ করে থাকে। সুপারিশের ইতিবাচক দিকগুলো বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিয়োগ পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করার বিষয়ে কমিশন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করে থাকে। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করে থাকে। শিক্ষা সফরে ও প্রশিক্ষণে অর্জিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা কমিশনের পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং ফলাফল ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। **উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ২০২৩ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন হতে কোন প্রতিনিধিদল বিদেশে শিক্ষা সফর করেন নি।**

৯.৬. কমিশনের কার্যক্রমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও অনুসৃত উত্তমচর্চা

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বর্তমানে কর্ম কমিশন তার কার্যপদ্ধতিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। এক্ষেত্রে কমিশন শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য রোডম্যাপ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কমিশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন আকারে প্রস্তুত করে নিয়মিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্ম কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণের নিয়মিত অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃমন্ত্রণালয়ভিত্তিক সভা এবং নৈতিকতা ও সুশাসন বিষয়ে প্রশিক্ষণ সেশনের আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া, সাংবিধানিক অনুশাসনের আওতায় প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে বিগত বছরের চলমান কার্যাবলির পাশাপাশি সম্প্রতি কর্ম কমিশন কর্তৃক নিম্নোক্ত উত্তমচর্চাসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে :

ক. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় বি.পি.এস.সি. সচিবালয়ের জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ অংশ হিসেবে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৫২৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ই-নথি (গুড গভর্নেন্স) বিষয়ে কমিশন ও সচিবালয়ের ২৩৮ জন ১ম হতে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ দেয়ার পর বি.পি.এস.সি. এবং বি.পি.এস.সি. সচিবালয়ে ই-নথি চালু করা হয়; Office Management and Administrative Procedure বিষয়ে ৪র্থ শ্রেণিসহ সকল পর্যায়ের ২৫৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, এবং Office Management and Administrative Procedure (Including E-filing) বিষয়ে ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের ২৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তাছাড়া কর্ম কমিশন পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কার্যক্রম ২০২৩ সালে সমাপ্ত করেছে যা কমিশনের ওপর অর্পিত সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে কমিশনের সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। পরিশেষে, কমিশনের সকল কার্যক্রমে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক প্রদেয় সেবা আরো সহজতর হয়েছে যার সুফল বর্তমানে সেবাগ্রহীতারা পাচ্ছে।

দশম অধ্যায়

বি.সি.এস. পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত তথ্য বিন্যাস/বিশ্লেষণ

২০২৩ সালে ৪১তম বি.সি.এস. এবং ৪৩ তম বি.সি.এস. পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। ৪১তম বি.সি.এস. এবং ৪৩ তম বি.সি.এস.সহ অন্যান্য বি.সি.এস. পরীক্ষার পরিসংখ্যান অনুসরণে কিছু তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

৪১তম বি.সি.এস. সংক্রান্ত বিবরণী

১০.১. বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ

৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তথ্য সারণি-**১০.১** (লেখচিত্র-**১০.১** [ক], লেখচিত্র-**১০.১** [খ] ও লেখচিত্র-**১০.১** [গ]) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোট ৪,০৪,৫১৩ জন যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে পুরুষ ২,৪৯,৭৩৭(৬১.৭৪%) জন, মহিলা ১,৫৪,৭৪৩(৩৮.২৫%) জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থী ৩৩(০.০১%) জন অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা বেশি। যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৮১,৪২১(২০.১৩%) জন, রাজশাহী বিভাগে ৫৯,৫১৮(১৪.৭১%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৭৫,৪৮৯(১৮.৬৬%) জন, খুলনা বিভাগে ৬০,৫৫৩(১৪.৯৭%) জন, বরিশাল বিভাগে ২৫,৮১১(৬.৩৮%) জন, সিলেট বিভাগে ১৫,৯৬৫(৩.৯৫%) জন, রংপুর বিভাগে ৫১,৫৭২(১২.৭৪৯%) জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৩৪,১৮৪(৮.৪৫%) জন। তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঢাকা বিভাগে প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, দ্বিতীয় অবস্থানে চট্টগ্রাম বিভাগ, তৃতীয় অবস্থানে খুলনা বিভাগ, চতুর্থ অবস্থানে রাজশাহী বিভাগ, পঞ্চম অবস্থানে রংপুর বিভাগ, ষষ্ঠ অবস্থানে ময়মনসিংহ বিভাগ,সপ্তম অবস্থানে বরিশাল বিভাগ এবং অষ্টম অবস্থানে সিলেট বিভাগ।

প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ **২১**,০৫৬ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ ১৬,৮১২(৭৯.৮৪%) এবং মহিলা ৪,২৪৪(২০.১৬%) অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা বেশি। উল্লেখ্য যোগ্য আবেদনকারীর তুলনায় প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ মহিলা প্রার্থীর শতকরা হার তুলনামূলক কম। যোগ্য আবেদনকারী মহিলা প্রার্থী ছিল ৩৮.২৬% এবং প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ ২০.১৬%। প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ **২১**,০৫৬ জন প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৪,০৩৩(১৯.১৫%) জন, রাজশাহী বিভাগে ৩,১২০(১৪.৮২%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩,৪৮০(১৬.৫৩%) জন, খুলনা বিভাগে ৩,৩৬৩(১৫.৯৭%) জন, বরিশাল বিভাগে ১,২৩৩(৫.৮৬%) জন, সিলেট বিভাগে ৬৫৫(৩.১১%) জন, রংপুর বিভাগে ২,৯৩৫(১৩.৯৪%) জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ২,২৩৭(১০.৬২%) জন। তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঢাকা বিভাগে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, দ্বিতীয় অবস্থানে চট্টগ্রাম বিভাগ।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ **১৩**,০০০ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ ১০,২৭৯(৭৯.০৭%) জন এবং মহিলা ২,৭২১(২০.৯৩%) জন অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা বেশি। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ **১৩**,০০০ জন প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগের প্রার্থী সংখ্যা ছিল ২৬৫৯(২০.৪৫%) জন, রাজশাহী বিভাগে ১,৮৩৬(১৪.১২%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২,২৯৫(১৭.৬৫%) জন, খুলনা বিভাগে ১,৯৬৪(১৫.১১%) জন, বরিশাল বিভাগে ৭৫৪(৫.৮০%) জন, সিলেট বিভাগে ৪২৫(৩.২৭%) জন, রংপুর বিভাগে ১,৭১৭(১৩.২১%) জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ১,৩৫০(১০.৩৮%)। তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঢাকা বিভাগে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, দ্বিতীয় অবস্থানে চট্টগ্রাম বিভাগ।

সুপারিশপ্রাপ্ত ২,৫১৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ১,৮৪৪ জন পুরুষ এবং মহিলা ৬৭২ জন অর্থাৎ ৭৩.২৯% পুরুষ এবং ২৬.৭১% মহিলা। সুপারিশপ্রাপ্ত ২,৫১৬ জন প্রার্থীর মধ্যে সর্বাধিক সুপারিশপ্রাপ্ত হিসেবে প্রথম অবস্থানে রয়েছেন ঢাকা বিভাগ ৫২৩(২০.৭৯%) জন, দ্বিতীয় অবস্থানে চট্টগ্রাম বিভাগ ৪৬২(১৮.৩৬%) জন।

৪১ তম বিসিএস পরীক্ষায় অনুযায়ী বিভাগভিত্তিক (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ) সুপারিশের হার যথাক্রমে ২০.৭৯%, ১৪.৮৬%, ১৮.৩৬%, ১৪.৭৯%, ৫.১৭%, ৩.৫৪%, ১৩% ও ৯.৫০% । উল্লেখ্য ২০২২ সালের জনশুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী বিভাগভিত্তিক (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ) জনসংখ্যার হার যথাক্রমে ২৬.৭৭%, ১২.৩২%, ২০.১০%, ১০.৫৫%, ৫.৫১%, ৬.৬৮% ,১০.৬৬% ও ৭.৪০% ।

১০.২. সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ

৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি তথ্য সারণি-**১০.২** (লেখচিত্র-**১০.২**) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত ৮১৬ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে ঢাকা বিভাগে ১৪৫(১৭.৭৭%) জন, রাজশাহী বিভাগে ৯০(১১.০৩%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৩৮(১৬.৯১%) জন, খুলনা বিভাগে ৮৯(১০.৯১%) জন, বরিশাল বিভাগে ৩৮(৪.৬৬%) জন, সিলেট বিভাগে ২২(২.৭০%) জন, রংপুর বিভাগে ৭০(৮.৫৮%) জন ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৫১(৬.২৫%) জন এবং মহিলা প্রার্থী রয়েছে ঢাকা বিভাগে ৫১(৬.২৫%) জন, রাজশাহী বিভাগে ১৯(২.৩৩%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩৬(৪.৪১%) জন, খুলনা বিভাগে ২০(২.৪৫%) জন, বরিশাল বিভাগে ৪(০.৪৯%) জন, সিলেট বিভাগে ৯(১.১০%) জন, রংপুর বিভাগে ১৮(২.২১%) জন ও ময়মনসিংহ বিভাগে ১৬(১.৯৬%) জন।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১৪৫(১৭.৭৭%) জন, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ১৩৮(১৬.৯১%) জন, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ৯০(১১.০৩%) জন, চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ৮৯(১০.৯১%) জন, পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ৭০(৮.৫৮%) জন, ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগ অর্থাৎ ৫১(৬.২৫%) জন, সপ্তম অবস্থানে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ৩৮(৪.৬৫%) জন এবং অষ্টম অবস্থানে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ১২(২.৭০%) জন। মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৫১(৬.২৫%) জন, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ৩৬(৪.৪১%) জন, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে খুলনা অর্থাৎ ২০(২.৪৫%) জন, চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ১৯(২.৩৩%) জন, পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ১৮(২.২১%) জন, ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগ অর্থাৎ ১৬(১.৯৬%), সপ্তম অবস্থানে রয়েছে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ৯(১.১০%)জন এবং অষ্টম অবস্থানে রয়েছে বরিশাল অর্থাৎ ৪(০.৪৯) জন। এ সারণি হতে আরও দেখা যায় যে, সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত ৮১৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৮টি বিভাগে পুরুষ প্রার্থী মোট ৬৪৩(৭৮.৮০%) জন এবং মহিলা প্রার্থী মোট ১৭৩(২১.২০%) জন চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থী তুলনামূলক বেশি চাকরি পেয়েছে।

১০.৩. কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ

৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি তথ্য সারণি-**১০.৩** (লেখচিত্র-**১০.৩**) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত ৮১০ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে ঢাকা বিভাগে ১০৩(১২.৭২%) জন, রাজশাহী বিভাগে ১০১(১২.৪৭%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৭৯(৯.৭৫%) জন, খুলনা বিভাগে ৮৩(১০.২৫%) জন, বরিশাল বিভাগে ২৭(৩.৩৩%) জন, সিলেট বিভাগে ১৭(২.১০%) জন, রংপুর বিভাগে ১০১(১২.৪৭%) জন ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৬৩(৭.৭৮%) জন এবং মহিলা প্রার্থী রয়েছে ঢাকা বিভাগে ৪৪(৫.৪৩%) জন, রাজশাহী বিভাগে ৪৮(৫.৯৩%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩২(৩.৯৫%) জন, খুলনা বিভাগে ২৯(৩.৫৮%) জন, বরিশাল বিভাগে ৯(১.১১%) জন, সিলেট বিভাগে ৪(০.৪৯%) জন, রংপুর বিভাগে ৩৯(৪.৮১%) জন ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৩১(৩.৮৩%) জন।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১০৩(১২.৭২%) জন, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে যুগ্মভাবে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ১০১(১২.৪৭%) জন, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ৮৩(১০.২৫%) জন, চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ৭৯(৯.৭৫%) জন, পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগ অর্থাৎ ৬৩(৭.৭৮%) জন, ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ২৭(৩.৩৩%) জন, ও সপ্তম অবস্থানে রয়েছে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ১৭(২.১০%) জন। মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে রাজশাহী বিভাগে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৪৮(৫.৯৩%) জন, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ঢাকা বিভাগ অর্থাৎ ৪৪(৫.৪৩%) জন, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ৩৯(৪.৮১%) জন, চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ৩২(৩.৯৫%) জন, পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগ অর্থাৎ ৩১(৩.৮৩%) জন, ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ২৯(৩.৫৮%) জন, সপ্তম অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ৯(১.১১%) জন ও অষ্টম অবস্থানে রয়েছে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ৪(০.৪৯%) জন। এ সারণি হতে আরও দেখা যায় যে, কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত ৮১০ জন প্রার্থীর মধ্যে ৮টি বিভাগে পুরুষ প্রার্থী মোট ৫৭৪(৭০.৮৬%) জন এবং মহিলা প্রার্থী মোট ২৩৬(২৯.১৪%) জন চাকরি পেয়েছেন, অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থীগণ তুলনামূলক বেশি চাকরি পেয়েছেন।

১০.৪. সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ

৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি তথ্য সারণি-**১০.৪** (লেখচিত্র-**১০.৪**) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত ৮৯০ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে ঢাকা বিভাগে ১১৫(১২.৯২%) জন, রাজশাহী বিভাগে ৭২(৮.০৯%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৩৯(১৫.৬২%) জন, খুলনা বিভাগে ১১৭(১৩.১৫%) জন, বরিশাল বিভাগে ৩১(৩.৪৮%) জন, সিলেট বিভাগে ২৬(২.৯২%) জন, রংপুর বিভাগে ৭৪(৮.৩১%) জন ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৫৩(৫.৯৬%) জন এবং মহিলা প্রার্থী রয়েছে ঢাকা বিভাগে ৬৫(৭.৩০%) জন, রাজশাহী বিভাগে ৪৪(৪.৯৪%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩৮(৪.২৭%) জন, খুলনা বিভাগে ৩৪(৩.৮২%) জন, বরিশাল বিভাগে ২১(২.৩৬%) জন, সিলেট বিভাগে ১১(১.২৪%) জন, রংপুর বিভাগে ২৫(২.৮১%) জন ও ময়মনসিংহ বিভাগে ২৫(২.৮১%) জন।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশকৃত পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগে পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১৩৯(১৫.৬২%) জন, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ১১৭(১৩.১৫%) জন, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ঢাকা বিভাগ অর্থাৎ ১১৫(১২.৯২%) জন, চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ৭৪(৮.৩১%) জন, পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ৭২(৮.০৯%) জন, ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগ অর্থাৎ ৫৩(৫.৯৬%) জন, সপ্তম অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ৩১(৩.৪৮%) জন এবং অষ্টম অবস্থানে রয়েছে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ২৬(২.৯২%) জন। মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৬৫(৭.৩০%) জন, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ৪৪(৪.৯৪%) জন, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ৩৮(৪.২৭%)জন, চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ৩৪(৩.৮২%) জন, পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে যুগ্মভাবে রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগ অর্থাৎ ২৫(২.৮১%) জন, ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ২১(২.৩৬%) জন ও সপ্তম অবস্থানে রয়েছে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ১১(১.২৪%) জন। এ সারণি হতে আরও দেখা যায় যে, সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত ৮৯০ জন প্রার্থীর মধ্যে ৮টি বিভাগে পুরুষ প্রার্থী মোট ৬২৭(৭০.৪৫%) জন এবং মহিলা প্রার্থী মোট ২৬৩(২৯.৫৫%) জন চাকরি পেয়েছেন, অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থী তুলনামূলক বেশি চাকরি পেয়েছেন।

১০.৫. সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি বিবরণ: ঢাকা বিভাগ

৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে ঢাকা বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি তথ্য সারণি **১০.৫** (লেখচিত্র **১০.৫**) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ঢাকা বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত ৫৬৩ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে ঢাকা জেলায় ৬১(১১.৬৬%) জন, গাজীপুর জেলায় ৩৩(৬.৩১%) জন, নারায়ণগঞ্জ জেলায় ১৯(৩.৬৩%) জন, নরসিংদী জেলায় ২৯(৫.৫৪%) জন, মুন্সীগঞ্জ জেলায় ১০(১.৯১%) জন, মানিকগঞ্জ জেলায় ২০(৩.৮২%) জন, টাঙ্গাইল জেলায় ৫১(৯.৭৫%) জন, কিশোরগঞ্জ জেলায় ৩৩(৬.৫১%) জন, ফরিদপুর জেলায় ৩১(৫.৯৩%) জন, মাদারীপুর জেলায় ২১(৪.০২%) জন, শরীয়তপুর জেলায় ১৫(২.৮৭%) জন, গোপালগঞ্জ জেলায় ২২(৪.২১%) জন ও রাজবাড়ী জেলায় ১৮(৩.৪৪%) জন এবং মহিলা প্রার্থী রয়েছে ঢাকা জেলায় ৩৯(৭.৪৬%) জন, গাজীপুর জেলায় ১৩(২.৫৯%), নারায়ণগঞ্জ জেলায় ১১(২.১০%) জন, নরসিংদী জেলায় ১৫(২.৮৭%) জন, মুন্সীগঞ্জ জেলায় ৪(০.৭৬%) জন, মানিকগঞ্জ জেলায় ৫(০.৯৬%) জন, টাঙ্গাইল জেলায় ২৪(৪.৫৯%) জন, কিশোরগঞ্জ জেলায় ১৮(৩.৪৪%) জন, ফরিদপুর জেলায় ৫(০.৯৬%) জন, মাদারিপুর জেলায় ৪(০.৭৬%) জন, শরীয়তপুর জেলায় ৬(১.১৫%) জন, গোপালগঞ্জ জেলায় ৮(১.৫৩%) জন ও রাজবাড়ী জেলায় ৮(১.৫৩%) জন।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশকৃত পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা জেলায় পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৬১(১১.৬৬%) জন ও ২য় অবস্থানে টাঙ্গাইল জেলা ৫১(৯.৭৫%) জন এবং সুপারিশকৃত মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা জেলায় মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৯(৭.৪৬%) ও ২য় অবস্থানে টাঙ্গাইল জেলা ২৪(৪.৫৯%) জন।

১০.৬. সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি বিবরণ: রাজশাহী বিভাগ

৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে রাজশাহী বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি তথ্য সারণি ১০.৬ (লেখচিত্র ১০.৬) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, রাজশাহী বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত ৩৭৪ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে রাজশাহী জেলায় ৫৭(১৫.২৪%) জন, নাটোর জেলায় ২৬(৬.৯৫%) জন, নওগাঁ জেলায় ২১(৫.৬১%) জন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ১৪(৩.৭৪%) জন, পাবনা জেলায় ৩৩(৮.৮২%) জন, সিরাজগঞ্জ জেলায় ৪৬(১২.৩০%) জন, বগুড়া জেলায় ৫২(১৩.৯০%) জন ও জয়পুরহাট জেলায় ১৪(৩.৭৪%) জন এবং মহিলা প্রার্থী রয়েছে রাজশাহী জেলায় ২৬(৬.৯৫%) জন, নাটোর জেলায় ৯(২.৪১%) জন, নওগাঁ জেলায় ৫(১.৩৪%) জন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ৮(২.১৪%) জন, পাবনা জেলায় ২৫(৬.৬৮%) জন, সিরাজগঞ্জ জেলায় ১৯(৫.০৮%) জন, বগুড়া জেলায় ১২(৩.২১%) জন ও জয়পুরহাট জেলায় ৭(১.৮৭%) জন।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশকৃত পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে রাজশাহী জেলায় পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৫৭(১৫.২৪%) জন ও ২য় অবস্থানে বগুড়া জেলা ৫২(১৩.৯০%) জন এবং সুপারিশকৃত মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে রাজশাহী জেলার মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ২৬(৬.৯৫%) ও ২য় অবস্থানে পাবনা জেলা অর্থাৎ ২৫(৬.৬৮%) জন।

১০.৭. সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি বিবরণ: চট্টগ্রাম বিভাগ

৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে চট্টগ্রাম বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি তথ্য সারণি ১০.৭ (লেখচিত্র ১০.৭) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত ৪৬২ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে চট্টগ্রাম জেলায় ১০৪(২২.৫১%) জন, কুমিল্লা জেলায় ৭৫(১৬.২৩%) জন, চাঁদপুর জেলায়

৪৪(৯.৫২%) জন, নোয়াখালী জেলায় ২৯(৬.২৮%) জন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ৩৫(৭.৫৮%) জন, লক্ষ্মীপুর জেলায় ২৩(৪.৯৮%) জন, ফেনী জেলায় ১৮(৩.৯০%) জন, রাঙ্গামাটি জেলায় ০(০.০০%) জন, খাগড়াছড়ি জেলায় ১(০.২২%) জন, বান্দরবান জেলায় ২(০.৪৩%) জন ও কক্সবাজার জেলায় ২৫(৫.৪১%) জন এবং মহিলা প্রার্থী চট্টগ্রাম জেলায় ৩০(৬.৪৯%) জন, কুমিল্লা জেলায় ১৪(৩.০৩%) জন, চাঁদপুর জেলায় ১৫(৩.২৫%) জন, নোয়াখালী জেলায় ৯(১.৯৫%) জন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ১৫(৩.২৫%) জন, লক্ষ্মীপুর জেলায় ৬(১.৩০%) জন, ফেনী জেলায় ৮(১.৭৩%) জন, রাঙ্গামাটি জেলায় ১(০.২২%) জন, খাগড়াছড়ি জেলায় ২(০.৪৩%) জন, বান্দরবান জেলায় ০(০.০০%) জন ও কক্সবাজার জেলায় ৬(১.৩০%) জন।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশকৃত পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে চট্টগ্রাম জেলায় পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১০৪(২২.৫১%) জন ও ২য় অবস্থানে কুমিল্লা জেলা ৭৫(১৬.২৩%) জন এবং সুপারিশকৃত মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে চট্টগ্রাম জেলায় মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩০(৬.৪৯%) ও ২য় অবস্থানে যুগ্মভাবে চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া অর্থাৎ জেলা ১৫(৩.২৫%) জন।

১০.৮. সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি বিবরণ: খুলনা বিভাগ

৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে খুলনা বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি তথ্য সারণি ১০.৮ (লেখচিত্র ১০.৮) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, খুলনা বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত ৩৭২ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে খুলনা জেলায় ৩৭(৯.৯৫%) জন, কুষ্টিয়া জেলায় ৩৭(৯.৯৫%) জন, চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১৭(৪.৫৭%) জন, ঝিনাইদাহ জেলায় ৪৬(১২.৩৭%) জন, নড়াইল জেলায় ১৮(৪.৮৪%) জন, বাগেরহাট জেলায় ১৭(৪.৫৭%) জন, মাগুরা জেলায় ১২(৩.২৩%) জন, যশোর জেলায় ৪৯(১৩.১৭%) জন, সাতক্ষীরা জেলায় ৪৩(১১.৫৬%) জন ও মেহেরপুর জেলায় ১৩(৩.৪৯%) জন এবং মহিলা প্রার্থী রয়েছে খুলনা জেলায় ১৫(৪.০৩%) জন, কুষ্টিয়া জেলায় ১২(৩.২২%) জন, চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৫(১.৩৪%) জন, ঝিনাইদাহ জেলায় ১১(২.৯৬%) জন, নড়াইল জেলায় ৪(১.০৮%) জন, বাগেরহাট জেলায় ৩(০.৮১%) জন, মাগুরা জেলায় ৩(০.৮১%) জন, যশোর জেলায় ১৭(৪.৫৭%) জন, সাতক্ষীরা জেলায় ১১(২.৯৬%) জন ও মেহেরপুর জেলায় ২(০.৫৪%) জন।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশকৃত পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে যশোর জেলায় পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৪৯(১৩.১৭%) জন ও ২য় অবস্থানে ঝিনাইদাহ জেলা ৪৬(১২.৩৭%) জন এবং সুপারিশকৃত মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে যশোর জেলায় মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১৭(৪.৫৭%) ও ২য় অবস্থানে খুলনা জেলা অর্থাৎ ১৫(৪.০৩%) জন।

১০.৯. সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি বিবরণ: বরিশাল বিভাগ

৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে বরিশাল বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি তথ্য সারণি ১০.৯ (লেখচিত্র ১০.৯) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বরিশাল বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত ১৩০ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে বরিশাল জেলায় ৩৯(৩০.০০%) জন, পিরোজপুর জেলায় ১৬(১২.৩১%) জন, পটুয়াখালী জেলায় ১৩(১০.০০%) জন, ভোলা জেলায় ৯(৬.৯২%) জন, ঝালকাঠি জেলায় ৯(৬.৯২%) জন ও বরগুনা জেলায় ১০(৭.৬৯%) জন এবং মহিলা প্রার্থী রয়েছে বরিশাল জেলায় ১৭(১৩.০৮%) জন, পিরোজপুর জেলায় ৩(২.৩১%) জন, পটুয়াখালী জেলায় ৭(৫.৩৮%) জন, ভোলা জেলায় ০(০.০০%) জন, ঝালকাঠি জেলায় ৫(৩.৮৫%) জন ও বরগুনা জেলায় ২(১.৫৪%) জন।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশকৃত পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে বরিশাল জেলায় পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৯(৩০.০০%) জন ও ২য় অবস্থানে পিরোজপুর জেলা ১৬(১২.৩১%) জন এবং সুপারিশকৃত মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে বরিশাল জেলায় মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১৭(১৩.০৮%) ও ২য় অবস্থানে পটুয়াখালী জেলা অর্থাৎ ৭(৫.৩৮%) জন।

১০.১০. সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি বিবরণ: সিলেট বিভাগ

৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সিলেট বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি তথ্য সারণি ১০.১০ (লেখচিত্র ১০.১০) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সিলেট বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত ৮৯ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে সিলেট জেলায় ২৩(২৫.৮৪%) জন, মৌলভীবাজার জেলায় ১২(১৩.৪৮%) জন, সুনামগঞ্জ জেলায় ১৭(১৯.১০%) জন ও হবিগঞ্জ জেলায় ১৩(১৪.৬১%) জন এবং মহিলা প্রার্থী রয়েছে সিলেট জেলায় ৬(৬.৭৪%) জন, মৌলভীবাজার জেলায় ৪(৪.৪৯%) জন, সুনামগঞ্জ জেলায় ৪(৪.৪৯%) জন ও হবিগঞ্জ জেলায় ১০(১১.২৪%) জন।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশকৃত পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে সিলেট জেলায় পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ২৩(২৫.৮৪%) জন ও ২য় অবস্থানে সুনামগঞ্জ জেলা ১৭(১৯.১০%) জন এবং সুপারিশকৃত মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে হবিগঞ্জ জেলায় মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১০(১১.২৪%) ও ২য় অবস্থানে সিলেট জেলা ৬(৬.৭৪%) জন।

১০.১১. সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি বিবরণ: রংপুর বিভাগ

৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে রংপুর বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি তথ্য সারণি ১০.১১ (লেখচিত্র ১০.১১) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, রংপুর বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত ৩২৭ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে রংপুর জেলায় ৫০(১৫.২৯%) জন, গাইবান্ধা জেলায় ৩৮(১১.৬২%) জন, দিনাজপুর জেলায় ৪১(১২.৫৪%) জন, ঠাকুরগাঁও জেলায় ২৩(৭.০৩%) জন, পঞ্চগড় জেলায় ১২(৩.৬৭%) জন, কুড়িগ্রাম জেলায় ৩৩(১০.০৯%) জন, নীলফামারী জেলায় ২৮(৮.৫৬%) জন ও লালমনিরহাট জেলায় ২০(৬.১২%) এবং মহিলা প্রার্থী রয়েছে রংপুর জেলায় ২৩(৭.০৩%) জন, গাইবান্ধা জেলায় ৯(২.৭৫%) জন, দিনাজপুর জেলায় ১১(৩.৩৬%) জন, ঠাকুরগাঁও জেলায় ১৩(৩.৯৮%) জন, পঞ্চগড় জেলায় ৩(০.৯২%) জন, কুড়িগ্রাম জেলায় ৮(২.৪৫%) জন, নীলফামারী জেলায় ৮(২.৪৫%) জন, ও লালমনিরহাট জেলায় ৭(২.১৪%)।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশকৃত পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে রংপুর জেলায় পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৫০(১৫.২৯%) জন ও ২য় অবস্থানে দিনাজপুর জেলা ৪১(১২.৫৪%) জন এবং সুপারিশকৃত মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে রংপুর জেলায় মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ২৩(৭.০৩%) ও ২য় অবস্থানে ঠাকুরগাঁও জেলা ১৩(৩.৯৮%) জন।

১০.১২. সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি বিবরণ: ময়মনসিংহ বিভাগ

৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে ঢাকা বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি তথ্য সারণি ১০.১২ (লেখচিত্র ১০.১২) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ময়মনসিংহ বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত ২৩৯ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে ময়মনসিংহ জেলায় ৮৫(৩১.৬০%) জন, জামালপুর জেলায় ৩৩(১৩.৮১%) জন, শেরপুর জেলায় ১৬(৬.৬৯%) জন ও নেত্রকোনা জেলায় ৩৩(১৩.৮১%) এবং মহিলা প্রার্থী রয়েছে ময়মনসিংহ জেলায় ৩৩(১২.২৭%) জন, জামালপুর জেলায় ১৩(৫.৪৪%) জন, শেরপুর জেলায় ৮(৩.৩৫%) জন ও নেত্রকোনা জেলায় ১৮(৭.৫৩%) জন।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশকৃত পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে ময়মনসিংহ জেলায় পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৮৫(৩১.৬০%) জন ও ২য় অবস্থানে যুগ্মভাবে জামালপুর ও নেত্রকোনা জেলা ৩৩(১৩.৮১%) জন এবং সুপারিশকৃত মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে ময়মনসিংহ জেলায় মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৩(১২.২৭%) ও ২য় অবস্থানে নেত্রকোনা জেলা ১৮(৭.৫৩%) জন।

১০.১৩. বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বয়সওয়ারি বিবরণ

৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বয়সওয়ারি তথ্য সারণি-১০.১৩ (লেখচিত্র-১০.১৩) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রিলিমিনারি টেস্টের জন্য যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে পুরুষ ২,৪৯,৭৩৭(৬১.৭৪%) জন, মহিলা ১,৫৪,৭৪৩(৩৮.২৫%) জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থী ৩৩(০.০১%) জন অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা বেশি। যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে ২১-২৩, ২৩-২৫, ২৫-২৭, ২৭-২৯ ও ২৯-এর উর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী যথাক্রমে ১৩.১৬%, ৩১.৫৩%, ২৯.৯৯%, ২০.১২% ও ৫.২০%। তথ্য সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২৩-২৫ বছর বয়সের প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ৩১.৫৩% এবং ২৯ এর উর্ধ্বে বয়সের প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে কম ৫.২০%।

প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে দেখা যায় ২১-২৩, ২৩-২৫, ২৫-২৭, ২৭-২৯ ও ২৯-এর উর্ধ্বে বয়সের প্রার্থ যথাক্রমে ১০.৯৯%, ৩২.০৭%, ৩৩.৮৩%, ১৯.৬১% ও ৩.৫০%।তথ্য সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২৫-২৭ বয়সের প্রার্থীগণ সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৩.৮৩% উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ২৯-এর উর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী সবচেয়ে কম অর্থাৎ ৩.৫০% উত্তীর্ণ হয়েছে।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে ২১-২৩, ২৩-২৫, ২৫-২৭, ২৭-২৯ ও ২৯-এর উর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী যথাক্রমে, ১২.৯৪%, ৩৪.২১%, ৩২.২৯%, ১৭.৫৮% ও ২.৯৮% । তথ্য সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২৩-২৫ বছর বয়সের প্রার্থীগণ সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৪.২১% উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ২৯-এর উর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী সবচেয়ে কম অর্থাৎ ২.৯৮% উত্তীর্ণ হয়েছে।

চূড়ান্তভাবে সুপারিশকৃত প্রার্থীদের মধ্যে দেখা যায়, ২১-২৩, ২৩-২৫, ২৫-২৭, ২৭-২৯ ও ২৯-এর উর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী যথাক্রমে ১৯.৪৪%, ৩৯.৯০%, ২৭.৯৪%, ১১.০৫% ও ১.৬৭% সুপারিশ করা হয়েছে। তথ্য সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২৩-২৫ বছর বয়সের প্রার্থীগণ সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৯.৯০% সুপারিশ পেয়েছে এবং ২৯-এর উর্ধ্বে বয়সের প্রার্থীগণ সবচেয়ে কম অর্থাৎ ১.৬৭% প্রার্থী সুপারিশ পেয়েছে।

১০.১৪. ৪১ তম বি. সি. এস পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ডিসিপ্লিনভিত্তিক বিবরণঃ

৪১ তম বি. সি. এস পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ডিসিপ্লিনভিত্তিক তথ্য বিবরণী-১০.১৪ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আবেদনকারী ৪,০৪, ৫১৩ জন প্রার্থীর মধ্যে মানবিক বিভাগের প্রার্থী ১৫২৪৯২ (৩৭.৬০%), বিজ্ঞান বিভাগের প্রার্থী ৯১৫৩৪ (২২.৫৭%), ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের প্রার্থী ৮৭৮২৮ (২১.৬৫%), প্রকৌশল বিভাগের প্রার্থী ৩৬০৯৮ (৮.৯০%), চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রার্থী ২২৭১৫ (৫.৬০%) এবং অন্যান্য বিভাগের প্রার্থী ১৩৮৪৬ (৩.৪১%) জন। তথ্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্যে মানবিক বিভাগের প্রার্থী সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৭.৬০% এবং দ্বিতীয় অবস্থানে বিজ্ঞান বিভাগের প্রার্থী অর্থাৎ ২২.৫৭%।

প্রিলিমিনারী টেস্টে উত্তীর্ণ ২১০৫৬ জন প্রার্থীর মধ্যে মানবিক বিভাগের প্রার্থী ৬৮৩০ (৩২.৪৪%), বিজ্ঞান বিভাগের প্রার্থী ৬,৫০০ (৩০.৮৭%), ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের প্রার্থী ২৫৬৫ (১২.১৮%), প্রকৌশল বিভাগের প্রার্থী ২৯৫৪ (১৪.০৩%), চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রার্থী ৯৯৮ (৪.৭৪%) এবং অন্যান্য বিভাগের প্রার্থী ১২০৯ (৫.৭৪%) জন। তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রিলিমিনারী টেস্টে উত্তীর্ণদের মধ্যে প্রথম অবস্থানে রয়েছে মানবিক বিভাগের প্রার্থী ৩২.৪৪% এবং দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বিজ্ঞান বিভাগের প্রার্থী ৩০.৮৭% জন।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৩০০০ জন প্রার্থীর মধ্যে মানবিক বিভাগের প্রার্থী ৩৭৪৬ (২৮.৮২%), বিজ্ঞান বিভাগের প্রার্থী ৪২৪৯ (৩২.৬৮%) ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের প্রার্থী ১৫৪২ (১১.৮৬%), প্রকৌশল বিভাগের প্রার্থী ২২৩৫ (১৭.১৯%), চিকিৎসা বিভাগের প্রার্থী ৪২৮ (৩.২৯%) এবং অন্যান্য বিভাগের প্রার্থী ৮০০ (৬.১৫%) জন। সারণী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগের প্রার্থী সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩২.৬৮% এবং দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মানবিক বিভাগের প্রার্থী অর্থাৎ ২৮.৮২%।

লেখচিত্র ১০.১৪ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত ২৫১৬ জন প্রার্থীর মধ্যে মানবিক বিভাগের প্রার্থী ৫৮৮ (২৩.৩৭%), বিজ্ঞান বিভাগের প্রার্থী ৯১১ (৩৬.২১%), ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের প্রার্থী ২২৬ (৮.৯৮%), প্রকৌশল বিভাগের প্রার্থী ৪২৬ (১৬.৯৩%), চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রার্থী ২৯৭ (১১.৮০%) এবং অন্যান্য বিভাগের প্রার্থী ৬৮ (২.৭০%)। তথ্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগের প্রার্থী সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৬.২১% এবং দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মানবিক বিভাগ অর্থাৎ ২৩.৩৭%। উল্লেখ্য, আবেদনকারী হিসেবে মানবিক বিভাগের প্রার্থীরা প্রথম অবস্থানে থাকলেও সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগের প্রার্থীরা প্রথম অবস্থানে রয়েছে।

৪৩তম বি.সি.এস. সংক্রান্ত বিবরণী

১০.১৫. বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক বিভাগওয়ারি বিবরণ

৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তথ্য সারণি-১০.১৫ (লেখচিত্র-১০.১৫ [ক], লেখচিত্র-১০.১৫ [খ] ও লেখচিত্র-১০.১৫[গ]) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোট ৪,৪২,৮৩১ জন যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে পুরুষ ২,৬৭,৮১৩(৬০.৪৮%) জন, মহিলা ১,৭৫,০০০(৩৯.৫২%) জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থী ১৮(০.০০৪%) জন অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা বেশি। যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৯৩,২৮৪(২১.০৭%) জন, রাজশাহী বিভাগে ৬৫১০৮(১৪.৭০%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৮২৭৭২(১৮.৬৯%) জন, খুলনা বিভাগে ৬৪৩৩৪(১৪.৫৩%) জন, বরিশাল বিভাগে ২৮৯৫৪(৬.৫৪%) জন, সিলেট বিভাগে ১৫,৪০১(৩.৪৮%) জন, রংপুর বিভাগে ৫৬২৪২(১২.৭০%) জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৩৬৭৩৬(৮.৩০%) জন। তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঢাকা বিভাগে প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, দ্বিতীয় অবস্থানে চট্টগ্রাম বিভাগ, তৃতীয় অবস্থানে রাজশাহী বিভাগ, চতুর্থ অবস্থানে খুলনা বিভাগ, পঞ্চম অবস্থানে রংপুর বিভাগ, ষষ্ঠ অবস্থানে ময়মনসিংহ বিভাগ,সপ্তম অবস্থানে বরিশাল বিভাগ এবং অষ্টম অবস্থানে সিলেট বিভাগ।

প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ ১৫২২৯ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ ১২৬৬৬(৮৩.১৭%) এবং মহিলা ২৫৬৩(১৬.৮৩%) অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা বেশি। উল্লেখ্য, যোগ্য আবেদনকারীর তুলনায় প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ মহিলা প্রার্থীর শতকরা হার তুলনামূলক কম। যোগ্য আবেদনকারী মহিলা প্রার্থী ছিল ৩,৯.৫২% এবং প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ ১৬.৮৩%। প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ ১৫,২২৯ জন প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৩,১৫৬(২০.৭২%) জন, রাজশাহী বিভাগে ২,১৬৫(১৪.২২%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২৬৫৩(১৭.৪২%) জন, খুলনা বিভাগে ২,২৬০(১৪.৮৪%) জন, বরিশাল বিভাগে ৯৪৩(৬.১৯%) জন, সিলেট বিভাগে ৪৮৬(৩.১৯%) জন, রংপুর বিভাগে ২,০১৪(১৩.২২%) জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ১৫৫২(১০.১৯%) জন। তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঢাকা বিভাগে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, দ্বিতীয় অবস্থানে চট্টগ্রাম বিভাগ।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৯,৮৪০ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ ৮,১০৫(৮২.৩৭%) জন এবং মহিলা ১,৭৩৫(১৭.৬৩%) জন অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা বেশি। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৯,৮৪০ জন প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগের প্রার্থী সংখ্যা ছিল ২১০৪(২১.৩৮%) জন, রাজশাহী বিভাগে ১,৩৮৩(১৪.০৫%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৭৭৮(১৮.০৭%) জন, খুলনা বিভাগে ১৪২৪(১৪.৪৭%) জন, বরিশাল বিভাগে ৬৫৫(৬.৬৬%) জন, সিলেট বিভাগে ২৯২(২.৯৭%) জন, রংপুর বিভাগে ১,২০৯(১২.২৯%) জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৯৯৫(১০.১১%)। তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঢাকা বিভাগে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, দ্বিতীয় অবস্থানে চট্টগ্রাম বিভাগ।

সুপারিশপ্রাপ্ত ২১৬৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৭৪২ জন পুরুষ এবং মহিলা ৪২১ জন অর্থাৎ ৮০.৫৪% পুরুষ এবং ১৯.৪৬% মহিলা। সুপারিশপ্রাপ্ত ২১৬৩ জন প্রার্থীর মধ্যে সর্বাধিক সুপারিশপ্রাপ্ত হিসেবে প্রথম অবস্থানে রয়েছেন ঢাকা বিভাগ ৪৭১(২১.৭৮%) জন, দ্বিতীয় অবস্থানে চট্টগ্রাম বিভাগ ৩৬৯(১৭.০৬%) জন।

৪৩ তম বিসিএস পরীক্ষায় অনুযায়ী বিভাগভিত্তিক (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ) সুপারিশের হার যথাক্রমে ২১.৭৮%, ১৪.৮৪%, ১৭.০৬%, ১৩.৫৫%, ৬.৮৯%, ২.৩১%, ১৩.৫৫% ও ১০.০৩% । উল্লেখ্য ২০২২ সালের জনশুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী বিভাগভিত্তিক (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ) জনসংখ্যার হার যথাক্রমে ২৬.৭৭%, ১২.৩২%, ২০.১০%, ১০.৫৫%, ৫.৫১%, ৬.৬৮% ,১০.৬৬% ও ৭.৪০% ।

১০.১৬. সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ

৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি তথ্য সারণি-১০.১৬ (লেখচিত্র-১০.১৬) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত ৬৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে ঢাকা বিভাগে ১৩১(২০.৩১%) জন, রাজশাহী বিভাগে ৬৭(১০.৩৯%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১১৪(১৭.৬৭%) জন, খুলনা বিভাগে ৬৮(১০.৫৪%) জন, বরিশাল বিভাগে ৩৪(৫.২৭%) জন, সিলেট বিভাগে ১২(১.৮৬%) জন, রংপুর বিভাগে ৬৩(৯.৭৭%) জন ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৪৬(৭.১৩%) জন এবং মহিলা প্রার্থী রয়েছে ঢাকা বিভাগে ৩৩(৫.১২%) জন, রাজশাহী বিভাগে ১১(১.৭১%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২৩(৩.৫৭%) জন, খুলনা বিভাগে ১৪(২.১৭%) জন, বরিশাল বিভাগে ৯(১.৪০%) জন, সিলেট বিভাগে ১(০.১৬%) জন, রংপুর বিভাগে ৭(১.০৯%) জন ও ময়মনসিংহ বিভাগে ১২(১.৮৬%) জন।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১৩১(২০.৩১%) জন, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ১১৪(১৭.৬৭%) জন, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ৬৮(১০.৫৪%) জন, চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ৬৭(১০.৩৯%) জন, পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ৬৩(৯.৭৭%) জন, ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগ অর্থাৎ ৪৬(৭.১৩%) জন, সপ্তম অবস্থানে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ৩৪(৫.২৭%) জন এবং অষ্টম অবস্থানে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ১২(১.৮৬%) জন। মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৩(৫.১২%) জন, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ২৩(৩.৫৭%) জন, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে খুলনা অর্থাৎ ১৪(২.১৭%) জন, চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগ অর্থাৎ ১২(১.৮৬%) জন, পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ১১(১.৭১%) জন, ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ৯(১.৪০%), সপ্তম অবস্থানে রয়েছে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ৭(১.০৯%)জন এবং অষ্টম অবস্থানে রয়েছে সিলেট অর্থাৎ ১(০.১৬) জন। এ সারণি হতে আরও দেখা যায় যে, সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত ৬৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৮টি বিভাগে পুরুষ প্রার্থী মোট ৫৩৫(৮২.৯৫%) জন এবং মহিলা প্রার্থী মোট ১১০(১৭.০৫%) জন চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থী তুলনামূলক বেশি চাকরি পেয়েছে।

১০.১৭. কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ

৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি তথ্য সারণি-১০.১৭. (লেখচিত্র-১০.১৭.) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত ৬১৯ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে ঢাকা বিভাগে ৮৬(১৩.৮৯%) জন, রাজশাহী বিভাগে ৯৬(১৫.৫১%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫৯(৯.৫৩%) জন, খুলনা বিভাগে ৬৫(১০.৫০%) জন, বরিশাল বিভাগে ৩২(৫.১৭%) জন, সিলেট বিভাগে ১৪(২.২৬%) জন, রংপুর বিভাগে ৭৮(১২.৬০%) জন ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৫৫(৮.৮৯%) জন এবং মহিলা প্রার্থী রয়েছে ঢাকা বিভাগে ২৬(৪.২০%) জন, রাজশাহী বিভাগে ২২(৩.৫৫%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৪(২.২৬%) জন, খুলনা বিভাগে ১৭(২.৭৫%) জন, বরিশাল বিভাগে ৭(১.১৩%) জন, সিলেট বিভাগে ২(০.৩২%) জন, রংপুর বিভাগে ২৩(৩.৭২%) জন ও ময়মনসিংহ বিভাগে ২৩(৩.৭২%) জন।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে রাজশাহী বিভাগে পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৯৬(১৫.৫১%) জন, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ঢাকা বিভাগ অর্থাৎ ৮৬(১৩.৮৯%) জন, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ৭৮(১২.৬০%) জন, চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ৬৫(১০.৫০%) জন, পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ৫৯(৯.৫৩%) জন, ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগ অর্থাৎ ৫৫(৮.৮৯%) জন, সপ্তম অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ৩২(৫.১৭%) জন ও অষ্টম অবস্থানে সিলেট বিভাগ ১৪(২.২৬%) অর্থাৎ মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ২৬(৪.২০%) জন, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে যুগ্মভাবে রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগ অর্থাৎ ২৩(৩.৭২%) জন, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ২২(৩.৫৫%) জন, চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ১৭(২.৭৫%) জন, পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ১৪(২.২৬%) জন, ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ৭(১.১৩%) জন ও সপ্তম অবস্থানে রয়েছে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ২(০.৩২%) জন। এ সারণি হতে আরও দেখা যায় যে, কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত ৬১৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ৮টি বিভাগে পুরুষ প্রার্থী মোট ৪৮৫(৭৮.৩৫%) জন এবং মহিলা প্রার্থী মোট ১৩৪(২১.৬৫%) জন চাকরি পেয়েছেন, অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থীগণ তুলনামূলক বেশি চাকরি পেয়েছেন।

১০.১৮. শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ

৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় শিক্ষা শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি তথ্য সারণি-১০.১৮ (লেখচিত্র-১০.১৮) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত ৮৯৯ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে ঢাকা বিভাগে ১৫৮(১৭.৫৮%) জন, রাজশাহী বিভাগে ৯৭(১০.৮৯%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১২২(১৩.৫৭%) জন, খুলনা বিভাগে ১০২(১১.৩৫%) জন, বরিশাল বিভাগে ৫৭(৬.৩৪%) জন, সিলেট বিভাগে ১৬(১.৭৮%) জন, রংপুর বিভাগে ৯৯(১১.০১%) জন ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৬৮(৭.৫৬%) জন এবং মহিলা প্রার্থী রয়েছে ঢাকা বিভাগে ৩৭(৪.১২%) জন, রাজশাহী বিভাগে ২৮(৩.১১%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩৭(৪.১২%) জন, খুলনা বিভাগে ২৭(৩.০০%) জন, বরিশাল বিভাগে ১০(১.১১%) জন, সিলেট বিভাগে ৫(০.৫৬%) জন, রংপুর বিভাগে ২৩(২.৫৬%) জন ও ময়মনসিংহ বিভাগে ১৩(১.৪৫%) জন।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশকৃত পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১৫৮(১৭.৫৮%) জন, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ১২২(১৩.৫৭%) জন, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ১০২(১১.৩৫%) জন, চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ৯৯(১১.০১%) জন, পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ৯৭(১০.৭৯%) জন, ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগ অর্থাৎ ৬৮(৭.৫৬%) জন, সপ্তম অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ৫৭(৬.৩৪%) জন এবং অষ্টম অবস্থানে রয়েছে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ১৬(১.৭৮%) জন। মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে যুগ্মভাবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৭(৪.১২%) জন, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ২৮(৩.১১%) জন, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ২৭(৩.০০%)জন, চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ২৩(২.৫৬%) জন, পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে ও ময়মনসিংহ বিভাগ অর্থাৎ ১৩(১.৪৫%) জন, ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ১০(২১.১১%) জন ও সপ্তম অবস্থানে রয়েছে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ৫(০.৫৬%) জন। এ সারণি হতে আরও দেখা যায় যে, সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত ৮৯৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ৮টি বিভাগে পুরুষ প্রার্থী মোট ৭২২(৮০.৩১%) জন এবং মহিলা প্রার্থী মোট ১৭৭(১৯.৬৯%) জন চাকরি পেয়েছেন, অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থী তুলনামূলক বেশি চাকরি পেয়েছেন।

১০.১৯. সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি বিবরণ: ঢাকা বিভাগ

৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও শিক্ষা ক্যাডারে ঢাকা বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি তথ্য সারণি ১০.১৯ (লেখচিত্র ১০.১৯) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ঢাকা বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত ৪৭১ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে ঢাকা জেলায় ৫৯(১২.৫৩%) জন, গাজীপুর জেলায় ২৬(৫.৫২%) জন, নারায়ণগঞ্জ জেলায় ১৮(৩.৮২%) জন, নরসিংদী জেলায় ৩২(৬.৭৯%) জন, মুন্সীগঞ্জ জেলায় ১৩(২.৭৬%) জন, মানিকগঞ্জ জেলায় ২৩(৪.৮৮%) জন, টাঙ্গাইল জেলায় ৫০(১০.৬২%) জন, কিশোরগঞ্জ জেলায় ৪৮(১০.১৯%) জন, ফরিদপুর জেলায় ১৮(৩.৮২%) জন, মাদারীপুর জেলায় ২৪(৫.১০%) জন, শরীয়তপুর জেলায় ১৭(৩.৬১%) জন, গোপালগঞ্জ জেলায় ২৩(৪.৮৮%) জন ও রাজবাড়ী জেলায় ২৪(৫.১০%) জন এবং মহিলা প্রার্থী রয়েছে ঢাকা জেলায় ২৩(৪.৮৮%) জন, গাজীপুর জেলায় ৪(০.৮৫%), নারায়ণগঞ্জ জেলায় ৬(১.২৭%) জন, নরসিংদী জেলায় ১৯(৪.০৩%) জন, মুন্সীগঞ্জ জেলায় ৩(০.৬৪%) জন, মানিকগঞ্জ জেলায় ১(০.২১%) জন, টাঙ্গাইল জেলায় ১২(২.৫৫%) জন, কিশোরগঞ্জ জেলায় ৮(১.৭০%) জন, ফরিদপুর জেলায় ৮(১.৭০%) জন, মাদারিপুর জেলায় ২(০.৪২%) জন, শরীয়তপুর জেলায় ১(০.২১%) জন, গোপালগঞ্জ জেলায় ৭(১.৪৯%) জন ও রাজবাড়ী জেলায় ২(০.৪২%) জন।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশকৃত পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা জেলায় পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৫৯(১২.৫৩%) জন ও ২য় অবস্থানে টাঙ্গাইল জেলা ৫০(১০.৬২%) জন এবং সুপারিশকৃত মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা জেলায় মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ২৩(৪.৮৮%) ও ২য় অবস্থানে নরসিংদী জেলা ১৯(৪.০৩%) জন।

১০.২০. সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি বিবরণ: রাজশাহী বিভাগ

৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও শিক্ষা ক্যাডারে রাজশাহী বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি তথ্য সারণি ১০.২০ (লেখচিত্র ১০.২০) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, রাজশাহী বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত ৩২১ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে রাজশাহী জেলায় ৫০(১৫.৫৮%) জন, নাটোর জেলায় ১৩(৪.০৫%) জন, নওগাঁ জেলায় ৩৬(১১.২১%) জন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ২১(৬.৫৪%) জন, পাবনা জেলায় ২১(৬.৫৪%) জন, সিরাজগঞ্জ জেলায় ৪৫(১৪.০২%) জন, বগুড়া জেলায় ৫৬(১৭.৪৫%) জন ও জয়পুরহাট জেলায় ১৮(৫.৬১%) জন এবং মহিলা প্রার্থী রয়েছে রাজশাহী জেলায় ৯(২.৮০%) জন, নাটোর জেলায় ৩(০.৯৩%) জন, নওগাঁ জেলায় ১০(৩.১২%) জন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ৬(১.৮৭%) জন, পাবনা জেলায় ৮(২.৪৯%) জন, সিরাজগঞ্জ জেলায় ৯(২.৮০%) জন, বগুড়া জেলায় ১২(৩.৭৪%) জন ও জয়পুরহাট জেলায় ৪(১.২৫%) জন।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশকৃত পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে বগুড়া জেলায় পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৫৬(১৭.৪৫%) জন ও ২য় অবস্থানে রাজশাহী জেলা ৫০(১৫.৫৮%) জন এবং সুপারিশকৃত মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে বগুড়া জেলার মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১২(৩.৭৪%) ও ২য় অবস্থানে পাবনা জেলা অর্থাৎ ১০(৩.১২%) জন।

১০.২১. সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি বিবরণ: চট্টগ্রাম বিভাগ

৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে চট্টগ্রাম বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি তথ্য সারণি ১০.২১ (লেখচিত্র ১০.২১) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত ৩৬৯ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে চট্টগ্রাম জেলায় ৭২(১৯.৫১%) জন, কুমিল্লা জেলায় ৬১(১৬.৫৩%) জন, চাঁদপুর জেলায় ৩৫(৯.৪৯%) জন, নোয়াখালী জেলায় ২২(৫.৯৬%) জন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ৪৫(১২.২০%) জন, লক্ষ্মীপুর জেলায় ১৩(৩.৫২%) জন, ফেনী জেলায় ১৩(৩.৫২%) জন, রাঙ্গামাটি জেলায় ১(০.২৭%) জন, খাগড়াছড়ি জেলায় ১(১.৬৩%) জন, বান্দরবান জেলায় ২(০.৫৪%) জন ও কক্সবাজার জেলায় ২৫(৬.৭৮%) জন এবং মহিলা প্রার্থী চট্টগ্রাম জেলায় ২৬(৭.০৫%) জন, কুমিল্লা জেলায় ১৫(৪.০৭%) জন, চাঁদপুর জেলায় ৬(১.৬৩%) জন, নোয়াখালী জেলায় ৩(০.৮১%) জন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ১১(২.৯৮%) জন, লক্ষ্মীপুর জেলায় ৪(১.০৮%) জন, ফেনী জেলায় ১(০.২৭%) জন, রাঙ্গামাটি জেলায় ১(০.২৭%) জন, খাগড়াছড়ি জেলায় ২(০.৫৪%) জন, বান্দরবান জেলায় ১(০.২৭%) জন ও কক্সবাজার জেলায় ৪(১.০৮%) জন।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশকৃত পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে চট্টগ্রাম জেলায় পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৭২(১৯.৫১%) জন ও ২য় অবস্থানে কুমিল্লা জেলা ৬১(১৬.৫৩%) জন এবং সুপারিশকৃত মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে চট্টগ্রাম জেলায় মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ২৬(৭.০৫%) ও ২য় অবস্থানে কুমিল্লা জেলা অর্থাৎ ১৫(৪.০৭%) জন।

১০.২২. সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি বিবরণ: খুলনা বিভাগ

৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে খুলনা বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি তথ্য সারণি ১০.২২ (লেখচিত্র ১০.২২) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, খুলনা বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত ২৯৩ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে খুলনা জেলায় ২৮(৯.৫৬%) জন, কুষ্টিয়া জেলায় ২৮(৯.৫৬%) জন, চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১৪(৪.৭৮%) জন, ঝিনাইদাহ জেলায় ২৮(৯.৫৬%) জন, নড়াইল জেলায় ১০(৩.৪১%) জন, বাগেরহাট জেলায় ১৯(৬.৪৮%) জন, মাগুরা জেলায় ১২(৪.১০%) জন, যশোর জেলায় ৪৯(১৬.৭২%) জন, সাতক্ষীরা জেলায় ৪০(১৩.৬৫%) জন ও মেহেরপুর জেলায় ৭(২.৩৯%) জন এবং মহিলা প্রার্থী রয়েছে খুলনা জেলায় ৯(৩.০৭%) জন, কুষ্টিয়া জেলায় ৫(১.৭১%) জন, চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৮(২.৭৩%) জন, ঝিনাইদাহ জেলায় ৬(২.০৫%) জন, নড়াইল জেলায় ২(০.৬৮%) জন, বাগেরহাট জেলায় ৩(১.০২%) জন, মাগুরা জেলায় ১(০.৩৪%) জন, যশোর জেলায় ১২(৪.১০%) জন, সাতক্ষীরা জেলায় ১১(৩.৭৫%) জন ও মেহেরপুর জেলায় ১(০.৩৪%) জন।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশকৃত পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে যশোর জেলায় পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৪৯(১৬.৭২%) জন ও ২য় অবস্থানে সাতক্ষীরা জেলা ৪০(১৩.৬৫%) জন এবং সুপারিশকৃত মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে যশোর জেলায় মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১২(৪.১০%) ও ২য় অবস্থানে সাতক্ষীরা জেলা অর্থাৎ ১১(৩.৭৫%) জন।

১০.২৩. সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি বিবরণ: বরিশাল বিভাগ

৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও শিক্ষা ক্যাডারে বরিশাল বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি তথ্য সারণি ১০.২৩ (লেখচিত্র ১০.২৩) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বরিশাল বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত ১৪৯ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে বরিশাল জেলায় ৩৫(২৩.৪৯%) জন, পিরোজপুর জেলায় ১৬(১০.৭৪%) জন, পটুয়াখালী জেলায় ৩১(২০.৮১%) জন, ভোলা জেলায় ১০(৬.৭১%) জন, ঝালকাঠি জেলায় ১৪(৯.৪০%) জন ও বরগুনা জেলায় ১৮(১২.০৮%) জন এবং মহিলা প্রার্থী রয়েছে বরিশাল জেলায় ১১(৭.৩৮%) জন, পিরোজপুর জেলায় ৫(৩.৩৬%) জন, পটুয়াখালী জেলায় ৪(২.৬৮%) জন, ভোলা জেলায় ৩(২.০১%) জন, ঝালকাঠি জেলায় ১(০.৬৭%) জন ও বরগুনা জেলায় ১(০.৬৭%) জন।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশকৃত পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে বরিশাল জেলায় পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৫(২৩.৪৯%) জন ও ২য় অবস্থানে পটুয়াখালী জেলা ৩১(২০.৮১%) জন এবং সুপারিশকৃত মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে বরিশাল জেলায় মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১১(৭.৩৮%) ও ২য় অবস্থানে পিরোজপুর জেলা অর্থাৎ ৫(৩.৩৬%) জন।

১০.২৪. সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি বিবরণ: সিলেট বিভাগ

৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও শিক্ষা ক্যাডারে সিলেট বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি তথ্য সারণি ১০.২৪ (লেখচিত্র ১০.২৪) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সিলেট বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত ৫০ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে সিলেট জেলায় ১২(২৪.০০%) জন, মৌলভীবাজার জেলায় ৮(১৬.০০%) জন, সুনামগঞ্জ জেলায় ১০(২০.০০%) জন ও হবিগঞ্জ জেলায় ১২(২৪.০০%) জন এবং মহিলা প্রার্থী রয়েছে সিলেট জেলায় ০(০.০০%) জন, মৌলভীবাজার জেলায় ১(২.০০%) জন, সুনামগঞ্জ জেলায় ৪(৮.০০%) জন ও হবিগঞ্জ জেলায় ৩(৬.০০%) জন।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশকৃত পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে যুগ্মভাবে সিলেট ও হবিগঞ্জ জেলায় পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১২(২৪.০০%) জন ও ২য় অবস্থানে সুনামগঞ্জ জেলা ১০(২০.০০%) জন এবং সুপারিশকৃত মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলায় মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৪(৮.০০%) ও ২য় অবস্থানে হবিগঞ্জ জেলা ৩(৬.০০%) জন।

১০.২৫. সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি বিবরণ: রংপুর বিভাগ

৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও শিক্ষা ক্যাডারে রংপুর বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি তথ্য সারণি ১০.২৫ (লেখচিত্র ১০.২৫) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, রংপুর বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত ২৯৩ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে রংপুর জেলায় ৪২(১৪.৩৩%) জন, গাইবান্ধা জেলায় ৩৫(১১.৯৫%) জন, দিনাজপুর জেলায় ৫০(১৭.০৬%) জন, ঠাকুরগাঁও জেলায় ২৫(৮.৫৩%) জন, পঞ্চগড় জেলায় ১০(৩.৪১%) জন, কুড়িগ্রাম জেলায় ৩০(১০.২৪%) জন, নীলফামারী জেলায় ৩৫(১১.৯৫%) জন ও লালমনিরহাট জেলায় ১৫(৫.১২%) এবং মহিলা প্রার্থী রয়েছে রংপুর জেলায় ৯(৩.০৭%) জন, গাইবান্ধা জেলায় ৭(২.৩৯%) জন, দিনাজপুর জেলায় ১২(৪.১০%) জন, ঠাকুরগাঁও জেলায় ৫(১.৭১%) জন, পঞ্চগড় জেলায় ৩(১.০২%) জন, কুড়িগ্রাম জেলায় ৬(২.০৫%) জন, নীলফামারী জেলায় ৫(১.৭১%) জন, ও লালমনিরহাট জেলায় ৪(১.৩৭%)।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশকৃত পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে দিনাজপুর জেলায় পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৫০(১৭.০৬%) জন ও ২য় অবস্থানে রংপুর জেলা ৪২(১৪.৩৩%) জন এবং সুপারিশকৃত মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে দিনাজপুর জেলায় মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১২(৪.১০%) ও ২য় অবস্থানে রংপুর জেলা ৯(৩.০৭%) জন।

১০.২৬. সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি বিবরণ: ময়মনসিংহ বিভাগ

৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ কারিগরি/প্রফেশনাল ও শিক্ষা ক্যাডারে ময়মনসিংহ বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি তথ্য সারণি ১০.২৬ (লেখচিত্র ১০.২৬) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ময়মনসিংহ বিভাগ হতে সুপারিশপ্রাপ্ত ২১৭ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে ময়মনসিংহ জেলায় ৮৩(৩৮.২৫%) জন, জামালপুর জেলায় ৩৫(১৬.১৩%) জন, শেরপুর জেলায় ১৮(৮.২৯%) জন ও নেত্রকোনা জেলায় ১১(৫.০৭) এবং মহিলা প্রার্থী রয়েছে ময়মনসিংহ জেলায় ২১(৯.৬৮%) জন, জামালপুর জেলায় ৮(৩.৬৯%) জন, শেরপুর জেলায় ৮(৩.৬৯%) জন ও নেত্রকোনা জেলায় ১১(৫.০৭%) জন।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশকৃত পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে ময়মনসিংহ জেলায় পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৮৩(৩৮.২৫%) জন ও ২য় অবস্থানে জামালপুর জেলা ৩৫(১৬.১৩%) জন এবং সুপারিশকৃত মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে ময়মনসিংহ জেলায় মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ২১(৯.৬৮%) ও ২য় অবস্থানে নেত্রকোনা জেলা ১১(৫.০৭%) জন।

১০.২৭. বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বয়সওয়ারি বিবরণ

৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বয়সওয়ারি তথ্য সারণি-১০.২৭ (লেখচিত্র-১০.২৭) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে পুরুষ ২,৬৭,৮১৩(৬০.৪৮%) জন, মহিলা ১,৭৫,০০০(৩৯.৫২%) জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থী ১৮(০.০০৪%) জন অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা বেশি। যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে ২১-২৩, ২৩-২৫, ২৫-২৭, ২৭-২৯ ও ২৯-এর ঊর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী যথাক্রমে ১০.৯১%, ৩২.০১%, ৩০.৭৭%, ২১.৪৬% ও ৪.৮৫%। তথ্য সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২৩-২৫ বছর বয়সের প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ৩২.০১% এবং ২৯ এর ঊর্ধ্বে বয়সের প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে কম ৪.৮৫%।

প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে দেখা যায় ২১-২৩, ২৩-২৫, ২৫-২৭, ২৭-২৯ ও ২৯-এর ঊর্ধ্বে বয়সের প্রার্থ যথাক্রমে ৬.৪২%, ২৮.৬৬%, ৩৬.৭০%, ২৪.৩০% ও ৩.৯২%। তথ্য সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২৫-২৭ বয়সের প্রার্থীগণ সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৬.৭০% উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ২৯-এর ঊর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী সবচেয়ে কম অর্থাৎ ৩.৯২% উত্তীর্ণ হয়েছে।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে ২১-২৩, ২৩-২৫, ২৫-২৭, ২৭-২৯ ও ২৯-এর উর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী যথাক্রমে, ৭.৯৩%, ৩১.৭৮%, ৩৬.১৪%, ২১.১৮% ও ২.৯৮% । তথ্য সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২৫-২৭ বছর বয়সের প্রার্থীগণ সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৬.১৪% উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ২৯-এর উর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী সবচেয়ে কম অর্থাৎ ২.৯৮% উত্তীর্ণ হয়েছে।

চূড়ান্তভাবে সুপারিশকৃত প্রার্থীদের মধ্যে দেখা যায়, ২১-২৩, ২৩-২৫, ২৫-২৭, ২৭-২৯ ও ২৯-এর উর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী যথাক্রমে ১৩.৬৮%, ৩৭.৬৮%, ৩২.২৭%, ১৪.৬৬% ও ১.৭১% সুপারিশ করা হয়েছে। তথ্য সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২৩-২৫ বছর বয়সের প্রার্থীগণ সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৭.৬৮% সুপারিশ পেয়েছে এবং ২৯-এর উর্ধ্বে বয়সের প্রার্থীগণ সবচেয়ে কম অর্থাৎ ১.৭১% প্রার্থী সুপারিশ পেয়েছে।

১০.২৮. ৪৩ তম বিসিএস পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ডিসিপ্লিনভিত্তিক বিবরণ

৪৩তম বি. সি. এস পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ডিসিপ্লিনভিত্তিক তথ্য বিবরণী-**১০.২৮** বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, আবেদনকারী ৪৪২৮৩১ জন প্রার্থীর মধ্যে মানবিক বিভাগের প্রার্থী ১৬৪০৫৮ (৪০.৫৬%), বিজ্ঞান বিভাগের প্রার্থী ১০২০১৮ (২৫.২২%), ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের প্রার্থী ৯৬৮২৩ (২৩.৯৪%), প্রকৌশল বিভাগের প্রার্থী ৪৭৩১৫ (১০.৬৮%), চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রার্থী ১৫৬৬৫ (৩.৫৪%) এবং অন্যান্য বিভাগের প্রার্থী ১৬৯৫২ (৩.৮৩%) জন। তথ্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্যে মানবিক বিভাগের প্রার্থী সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৪০.৫৬% এবং দ্বিতীয় অবস্থানে বিজ্ঞান বিভাগের প্রার্থী অর্থাৎ ২৫.২২% ।

প্রিলিমিনারী টেস্টে উত্তীর্ণ **১৫২২৯** জন প্রার্থীর মধ্যে মানবিক বিভাগের প্রার্থী ৪৭০০ (৩০.৮৬%), বিজ্ঞান বিভাগের প্রার্থী ৪৭৪৯ (৩১.১৮%), ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের প্রার্থী ১৮৬২ (১২.২৩), প্রকৌশল বিভাগের প্রার্থী ২৫১৮ (১৬.৫৩%), চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রার্থী ৪০৩ (২.৬৫%) এবং অন্যান্য বিভাগের প্রার্থী ৯৯৭ (৬.৫৫%) জন। তথ্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, প্রিলিমিনারী টেস্টে উত্তীর্ণদের মধ্যে প্রথম অবস্থানে রয়েছে বিজ্ঞান বিভাগের প্রার্থী **৩১.১৮%** এবং দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মানবিক বিভাগের প্রার্থী ৩০.৮৬% জন।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৯৮৪০ জন প্রার্থীর মধ্যে মানবিক বিভাগের প্রার্থী ২৫১০ (২৫.৫১%), বিজ্ঞান বিভাগের প্রার্থী ৩২৬৯ (৩৩.২২%), ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের প্রার্থী **১১৫৭** (১১.৭৬%), প্রকৌশল বিভাগের প্রার্থী **১৯১৮** (১৯.৪৯%), চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রার্থী ২৯৯ (৩.০৪%) এবং অন্যান্য বিভাগের প্রার্থী ৬৮৭ (৬.৯৮%) জন। সারণী বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগের প্রার্থী সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৩.২২% এবং দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মানবিক বিভাগের প্রার্থী অর্থাৎ ২৫.৫১% ।

লেখচিত্র ১০.২৮ বিশ্লেষণ করলে দেখা □ায় ে□, সুপারিশ প্রাপ্ত **২১৬৩** জন প্রার্থীর মধ্যে মানবিক বিভাগের প্রার্থী ৫১৭ (২৩.৯০%), বিজ্ঞান বিভাগের প্রার্থী ৮২৫ (৩৮.১৪%), ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের প্রার্থী **১৭৭** (৮.১৮%), প্রকৌশল বিভাগের প্রার্থী ৪৯৯ (২৩.০৭%), চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রার্থী ১০০ (৪.৬২%) এবং অন্যান্য বিভাগের প্রার্থী ৪৫ (২.০৮%)। তথ্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগের প্রার্থী সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৮.১৪% এবং দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মানবিক বিভাগ অর্থাৎ ২৩.৯০%। উল্লেখ্য আবেদনকারী হিসেবে মানবিক বিভাগের প্রার্থীরা প্রথম অবস্থানে থাকলেও সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগের প্রার্থীরা প্রথম অবস্থানে রয়েছে।

বিভিন্ন বি.সি.এস এর তুলনামূলক বিবরণী

১০.২৯. বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণঃ

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ সারণি-**১০.২৯** (লেখচিত্র-**১০.২৯**) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৩৭তম বি.সি.এস., ৩৮তম বি.সি.এস., ৪০তম বি.সি.এস., ৪১তম বি.সি.এস. ও ৪৩তম বি.সি.এস. হতে সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ প্রার্থী যথাক্রমে ৩৫৩(৭৬.১%) জন, ৪৬৫(৭৫.৭৬%), ৪৫৩(৭৮.৯২%) জন, ৬৪৩(৭৮.৮%) ও ৫৩৫(৮২.৯৫%) এবং মহিলা প্রার্থী যথাক্রমে **১১১**(২৩.৯%), **১৪৮**(২৪.১৪%) জন, **১২১**(২১.০৮%) জন, **১৭৩**(২১.২%) জন ও **১১০**(১৭.০৫%) জন।

উক্ত সারণি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পুরুষ প্রার্থীদের মধ্য হতে ৪৩ তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় তুলনামূলক সবচেয়ে বেশি চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৮২.৯৫% এবং মহিলা প্রার্থীদের মধ্য হতে ৩৮তম বিসিএস পরীক্ষায় তুলনামূলক সবচেয়ে বেশি চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ২৪.১৪% ।

১০.৩০. বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভিাগওয়ারি বিবরণ সারণি-১০.৩০(লেখচিত্র-১০.৩০) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস., ৪০তম বি.সি.এস., ৪১তম বি.সি.এস., ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. ও ৪৩তম বি.সি.এস. হতে কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ প্রার্থী যথাক্রমে ৩৬০০(৫৩.০০%) জন, ৪৫৩(৭২.২৫%) জন, ৫৭৮(৭১.৩৬%) জন, ২০৩৯(৫০.৯৮%) জন ও ৪৮৫(৭৮.৩৫%) জন এবং মহিলা প্রার্থী যথাক্রমে ৩১৯২(৪৭.০০%) জন, ১৭৪(২৭.৭৫%) জন, ২৩২(২৮.৬৪%) জন, ১৯৬১(৪৯.০৩%) জন ও ১৩৪(২১.৬৫%) জন।

উক্ত সারণি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পুরুষ প্রার্থীদের মধ্য হতে ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৭৮.৩৫% এবং মহিলা প্রার্থীদের মধ্য হতে ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৪৯.০৩% ।

১০.৩১. বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ সারণি-১০.৩১ (লেখচিত্র-১০.৩১) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৩৭তম বি.সি.এস., ৩৮তম বি.সি.এস., ৪০তম বি.সি.এস., ৪১তম বি.সি.এস. ও ৪৩তম বি.সি.এস. হতে শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ প্রার্থী যথাক্রমে ৭৬৩(৭৬.৩৮%) জন, ১৫৭(৭৪.৮%) জন, ৫৬৬(৭৩.৭০%) জন, ৫৪৬(৭১.৬৫%) জন ও ৬২৭(৭০.৪৫%) ও ৭২২(৮০.৩১%) এবং মহিলা প্রার্থী যথাক্রমে ৫৩(২৫.২%) জন, ২০২(২৬.৩০%) জন, ২১৬(২৮.৩৫%) জন, ২৬৩(২৯.৫৫%) জন ও ১৭৭(১৯.৬৯%)|

উক্ত সারণি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পুরুষ প্রার্থীদের মধ্য হতে ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় তুলনামূলক সবচেয়ে বেশি চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৮০.৩১% এবং মহিলা প্রার্থীদের মধ্য হতে ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় তুলনামূলক সবচেয়ে বেশি চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ২৯.৫৫% ।

১০.৩২. বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারী এবং সুপারিশকৃত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক তুলনামূলক বিবরণ

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা ও সুপারিশকৃত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক তুলনামূলক বিবরণ সারণি ১০.৩২ (লেখচিত্র-১০.৩২) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস., ৪০তম বি.সি.এস., ৪১তম বি.সি.এস., ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. ও ৪৩তম বি.সি.এস. হতে পুরুষ প্রার্থী যথাক্রমে ১৬৪০১(৪৩.৬৫%) জন, ২৫৪০০১(৬১.৬২%) জন, ২৪৯৭৬৩(৬১.৭৪%) জন, ১৩৬৭৬(৪৪.০৮%) জন ও ২৬৭৮২৫(৬০.৪৮%) জন এবং মহিলা প্রার্থী যথাক্রমে ২১১৭৫(৫৬.৩৫%) জন, ১৫৮২১৪(৩৮.৩৮%) জন, ১৫৪৭৫০(৩৮.২৬%) জন ১৭৩৫০(৫৫.৯২%) ও ১৭৫০০৬(৩৯.৫২%)জন। উক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ৪১তম বি.সি.এস. এ পুরুষ প্রার্থী তুলনামূলক বেশি অর্থাৎ ৬১.৭৪% এবং মহিলা প্রার্থী তুলনামূলক কম অর্থাৎ ৩৮.২৬% আবেদন করেছেন। অন্যদিকে, ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ পুরুষ প্রার্থী তুলনামূলক কম অর্থাৎ ৪৩.৬৫% এবং মহিলা প্রার্থী তুলনামূলক বেশি অর্থাৎ ৫৬.৩৫% আবেদন করেছেন।

সুপারিশকৃত প্রার্থীদের মধ্যে ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস., ৪০তম বি.সি.এস., ৪১তম বি.সি.এস., ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. ও ৪৩তম বি.সি.এস. হতে পুরুষ প্রার্থী যথাক্রমে ৩৬০০(৫৩.০০%) জন, ১৪৫২(৭৩.৯৭%) জন, ১৮৪৪(৭৩.২৯%) জন, ২০৩৯(৫০.৯৮%) জন ও ১৭৪২(৮০.৫৪%) এবং মহিলা প্রার্থী যথাক্রমে ৩১৯২(৪৭.০০%) জন, ৫১১(২৬.০৩%) জন ৬৭২(২৬.৭১%), ১৯৬১(৪৯.০২%) ও ৪২১(১৯.৪৬%) জন। উক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৪৩তম বি.সি.এস. হতে তুলনামূলক বেশি পুরুষ প্রার্থী অর্থাৎ ৮০.৫৪% এবং তুলনামূলক কম মহিলা প্রার্থী অর্থাৎ ১৯.৪৬% সুপারিশ পেয়েছেন। পক্ষান্তরে, ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. হতে তুলনামূলক কম পুরুষ প্রার্থী অর্থাৎ ৫০.৯৮% এবং তুলনামূলক অধিক মহিলা প্রার্থী অর্থাৎ ৪৯.০২% সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন।

১০.৩৩. বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার শূন্যপদ, যোগ্য আবেদনকারী, পূরণকৃত পদ ও চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদানে ব্যয়িত সময়ের বিবরণ

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার শূন্যপদ, যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা, পূরণকৃত পদ ও চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদানে ব্যয়িত সময়ের বিবরণ সারণি ১০.৩৩ (লেখচিত্র-১০.৩৩) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৩৯তম(বিশেষ) বি.সি.এস., ৪০তম বি.সি.এস., ৪১তম বি.সি.এস., ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. ও ৪৩তম বি.সি.এস. এর মাধ্যমে প্রার্থী সুপারিশে ব্যয়িত সময় যথাক্রমে ১ বছর ২২ দিন, ৩ বছর ৬ মাস ২০ দিন, ৩ বছর ৮ মাস ৭দিন, ১০ মাস ৬ দিন ও ৩ বছর ২৭ দিন। উক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় যে, তুলনামূলকভাবে প্রার্থী মনোনয়নে ৪১তম বি.সি.এস. এ অধিক সময় অর্থাৎ ৩ বছর ৮ মাস ০৭ দিন এবং ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ কম সময় অর্থাৎ ১০ মাস ৬ দিন ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য ৪১তম বি.সি.এস. এর কার্যক্রম কোভিড-১৯ এর কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এছাড়াও, লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র দুজন পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকায় এবং দুজন পরীক্ষকের মধ্যে নম্বরের পার্থক্য ২০% এর বেশি হওয়ার কারণে তৃতীয় পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয় এ কাজে কিছু সময় ব্যয় হয় ফলে চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদান বিলম্বিত হয়।

১০.৩৪. বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশকৃত প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক বিবরণ

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশকৃত জেন্ডারভিত্তিক প্রার্থীদের বিবরণী সারণি-১০.৩৪ (লেখচিত্র-১০.৩৪) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে, ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ ৩৬০০(৫৩.০০%) জন, ৪০তম বি.সি.এস. এ ১৪৫২(৭৩.৯৭%) জন, ৪১তম বি.সি.এস. এ ১৮৪৪(৭৩.২৯%) জন, ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ ২০৩৯(৫০.৯৮%) জন ও ৪৩তম বি.সি.এস. এ ১৭৪২(৮০.৫৪%) জন, । উক্ত সারণি হতে আরও দেখা যায় যে, বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে ৪৩তম বি.সি.এস. এ সবচেয়ে বেশি চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৮০.৫৪% এবং ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ সবচেয়ে কম চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৫০.৯৮%।

আবার সুপারিশকৃত প্রার্থীদের মধ্যে মহিলা প্রার্থী রয়েছে ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ ৩১৯২(৪৭.০০%) জন, ৪০তম বি.সি.এস. এ ৫১১(২৬.০৩%) জন ৪১তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ ৬৭২(২৬.৭১%) জন, ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ ১৯৬১(৪৯.০২%) জন ও ৪৩তম বি.সি.এস. এ ৪২১(১৯.৪৬%) জন। উক্ত সারণি থেকে আরও দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ সবচেয়ে বেশি চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৪৯.০২% এবং ৪৩তম বি.সি.এস. এ কম চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ১৯.৪৬% ।

১০.৩৫. বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারী এবং সুপারিশকৃত প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক প্রার্থীদের বৈবাহিক অবস্থার তুলনামূলক বিবরণ

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার যোগ্য আবেদনকারী ও সুপারিশকৃত জেন্ডারভিত্তিক প্রার্থীদের বৈবাহিক অবস্থার তুলনামূলক বিবরণ সারণি ১০.৩৫ (লেখচিত্র ১০.৩৫) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস., ৪০তম বি.সি.এস., ৪১তম বি.সি.এস., ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. ও ৪৩তম বি.সি.এস. এ বিবাহিত প্রার্থী যথাক্রমে ১৬৪১৬(৪৩.৬৯%) জন, ৯৬০৫২(২৩.৩০%) জন, ৯০৫৩৭(২২.৩৮%) জন, ১৪৯১৪(৪৮.০৭%) জন ও ১১৮২৪৫(২৬.৭০%) জন এবং অবিবাহিত প্রার্থী যথাক্রমে ২১১৬০(৫৬.৩১%) জন, ৩১৬১৬৩(৭৬.৭০%), জন ৩১৩৯৭৬(৭৭.৬২%) জন, ১৬১১২(৫১.৯৩%) জন ও ৩২৪৫৮৬(৭৩.৩০) জন। উক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ বিবাহিত প্রার্থী তুলনামূলক বেশি অর্থাৎ ৪৮.০৭% এবং ৪১ তম বি.সি.এস. এ বিবাহিত প্রার্থী তুলনামূলক কম অর্থাৎ ২২.৩৮% আবেদন করেছেন। অন্যদিকে ৪১ তম বি.সি.এস. এ অবিবাহিত প্রার্থী তুলনামূলক বেশি অর্থাৎ ৭৭.৬২% এবং ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ অবিবাহিত প্রার্থী তুলনামূলক কম অর্থাৎ ৫১.৯৩% আবেদন করেছেন।

সুপারিশকৃত প্রার্থীদের মধ্যে ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস., ৪০তম বি.সি.এস. ৪১তম বি.সি.এস., ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. ও ৪৩তম বি.সি.এস. হতে বিবাহিত প্রার্থী যথাক্রমে ২৯৮০(৪৩.৮৮%) জন, ২৮৬(১৪.৫৭%) জন, ৪০৭(১৬.১৮%) জন, ১৮২৬(৪৫.৬৫%) জন ও ৩৫৮(১৬.৫৫%) জন এবং অবিবাহিত প্রার্থী যথাক্রমে ৩৮১২(৫৬.১২%) জন, ১৬৭৭(৮৫.৪৩%) জন, ২১০৯(৮৩.৮২%) জন, ২১৭৪(৫৪.৩৫%) জন ও ১৮০৫(৮৩.৪৫%) জন। উক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. হতে বিবাহিত প্রার্থী তুলনামূলক বেশি অর্থাৎ ৪৫.৬৫% এবং ৪০তম বি.সি.এস. হতে বিবাহিত প্রার্থী তুলনামূলক কম অর্থাৎ ১৪.৫৭% সুপারিশ পেয়েছেন। অন্যদিকে, ৪০তম বি.সি.এস. হতে অবিবাহিত প্রার্থী তুলনামূলক বেশি অর্থাৎ ৮৫.৪৩% এবং ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. হতে অবিবাহিত প্রার্থী তুলনামূলক কম অর্থাৎ ৫৪.৩৫% সুপারিশ পেয়েছেন।

সারণি ১০.১: ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান
লেখচিত্র-১০.১ [ক], ১০.১ [খ] ও ১০.১ [গ]

বিভাগের নাম	২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা (সংখ্যা ও %)	যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা				প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
		পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	তৃতীয় লিঙ্গ (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ সংখ্যা ও %	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)
ঢাকা	৪৪২১৫১০৭ ২৬.৭৭	৪৬৫৬৫ ১১.৫১	৩৪৮৪৬ ৮.৬১	১০ ০.০০২	৮১৪২১ ২০.১৩	৩১৪৫ ১৪.৯৪	৮৮৮ ৪.২২	৪০৩৩ ১৯.১৫	২০৬৬ ১৫.৮৯	৫৯৩ ৪.৫৬	২৬৫৯ ২০.৪৫	৩৬৩ ১৪.৪৩	১৬০ ৬.৩৬	৫২৩ ২০.৭৯
রাজশাহী	২০৩৫৩১১৯ ১২.৩২	৩৬৯২২ ৯.১৩	২২৫৯২ ৫.৫৮	৪ ০.০০১	৫৯৫১৮ ১৪.৭১	২৪৪৭ ১১.৬২	৬৭৩ ৩.২০	৩১২০ ১৪.৮২	১৪১৯ ১০.৯২	৪১৭ ৩.২১	১৮৩৬ ১৪.১২	২৬৩ ১০.৪৫	১১১ ৪.৪১	৩৭৪ ১৪.৮৬
চট্টগ্রাম	৩৩২০২৩২৬ ২০.১০	৪৭৮১৫ ১১.৮২	২৭৬৭১ ৬.৮৪	৩ ০.০০১	৭৫৪৮৯ ১৮.৬৬	২৮৯৫ ১৩.৭৫	৫৮৫ ২.৭৮	৩৪৮০ ১৬.৫৩	১৮৯৮ ১৪.৬০	৩৯৭ ৩.০৫	২২৯৫ ১৭.৬৫	৩৫৬ ১৪.১৫	১০৬ ৪.২১	৪৬২ ১৮.৩৬
খুলনা	১৭৪১৬৬৪৫ ১০.৫৫	৩৮১৯০ ৯.৪৪	২২৩৫৭ ৫.৫৩	৬ ০.০০১	৬০৫৫৩ ১৪.৯৭	২৭০৭ ১২.৮৬	৬৫৬ ৩.১২	৩৩৬৩ ১৫.৯৭	১৫৭৩ ১২.১০	৩৯১ ৩.০১	১৯৬৪ ১৫.১১	২৮৯ ১১.৪৯	৮৩ ৩.৩০	৩৭২ ১৪.৭৯
বরিশাল	৯১০০১০২ ৫.৫১	১৬৫২৯ ৪.০৯	৯২৮০ ২.২৯	২ ০.০০০৫	২৫৮১১ ৬.৩৮	৯৮১ ৪.৬৬	২৫২ ১.২০	১২৩৩ ৫.৮৬	৬০৯ ৪.৬৮	১৪৫ ১.১২	৭৫৪ ৫.৮০	৯৬ ৩.৮২	৩৪ ১.৩৫	১৩০ ৫.১৭
সিলেট	১১০৩৪৮৬৩ ৬.৬৮	৯৮৯৮ ২.৪৫	৬০৬৭ ১.৫০	০ ০.০০	১৫৯৬৫ ৩.৯৫	৫৪২ ২.৫৭	১১৩ ০.৫৪	৬৫৫ ৩.১১	৩৪০ ২.৬২	৮৫ ০.৬৫	৪২৫ ৩.২৭	৬৫ ২.৫৮	২৪ ০.৯৫	৮৯ ৩.৫৪
রংপুর	১৭৬১০৯৫৬ ১০.৬৬	৩২৯০৭ ৮.১৩	১৮৬৫৮ ৪.৬১	৭ ০.০০২	৫১৫৭২ ১২.৭৪৯	২৩৫৩ ১১.১৭	৫৮২ ২.৭৬	২৯৩৫ ১৩.৯৪	১৩৪৭ ১০.৩৬	৩৭০ ২.৮৫	১৭১৭ ১৩.২১	২৪৫ ৯.৭৪	৮২ ৩.২৬	৩২৭ ১৩.০০
ময়মনসিংহ	১২২২৫৪৯৮ ৭.৪০	২০৯১১ ৫.১৭	১৩২৭২ ৩.২৮	১ ০.০০০২	৩৪১৮৪ ৮.৪৫	১৭৪২ ৮.২৭	৪৯৫ ২.৩৫	২২৩৭ ১০.৬২	১০২৭ ৭.৯০	৩২৩ ২.৪৮	১৩৫০ ১০.৩৮	১৬৭ ৬.৬	৭২ ২.৯	২৩৯ ৯.৫
সর্বমোট	১৬৫১৫৮৬১৬ ১০০.০০	২৪৯৭৩৭ ৬১.৭৪	১৫৪৭৪৩ ৩৮.২৫	৩৩ ০.০১	৪০৪৫১৩ ১০০	১৬৮১২ ৭৯.৮৪	৪২৪৪ ২০.১৬	২১০৫৬ ১০০	১০২৭৯ ৭৯.০৭	২৭২১ ২০.৯৩	১৩০০০ ১০০	১৮৪৪ ৭৩.২৯	৬৭২ ২৬.৭১	২৫১৬ ১০০

লেখচিত্র-১০.১ [ক] ঃ ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারী এবং বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা (শতকরা হার)

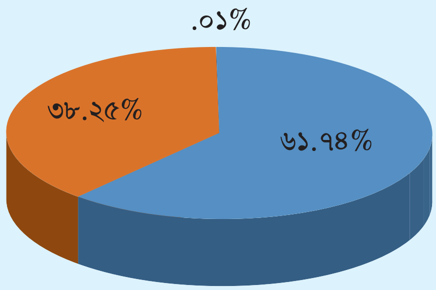

যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা (শতকরা হার)

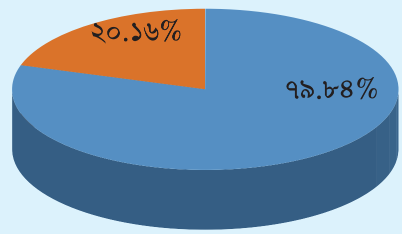

প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা (শতকরা হার)

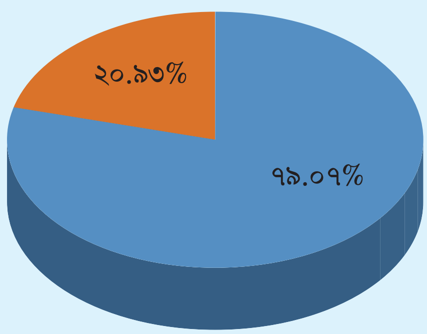

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা (শতকরা হার)

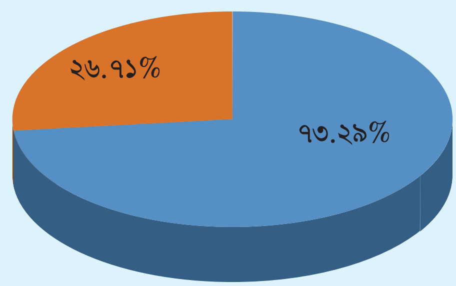

সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা (শতকরা হার)

পুরুষ মহিলা তৃতীয় লিঙ্গ

লেখচিত্র-১০.১ [খ] ঃ ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশকৃত প্রার্থীদের বিভাগভিত্তিক শতকরা হার

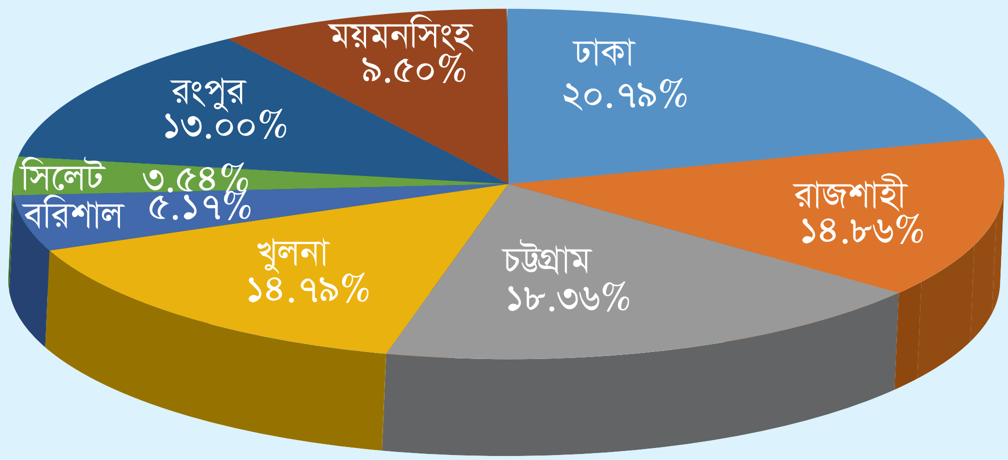

লেখচিত্র-১০.১ [গ] ঃ ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগভিত্তিক সংখ্যা

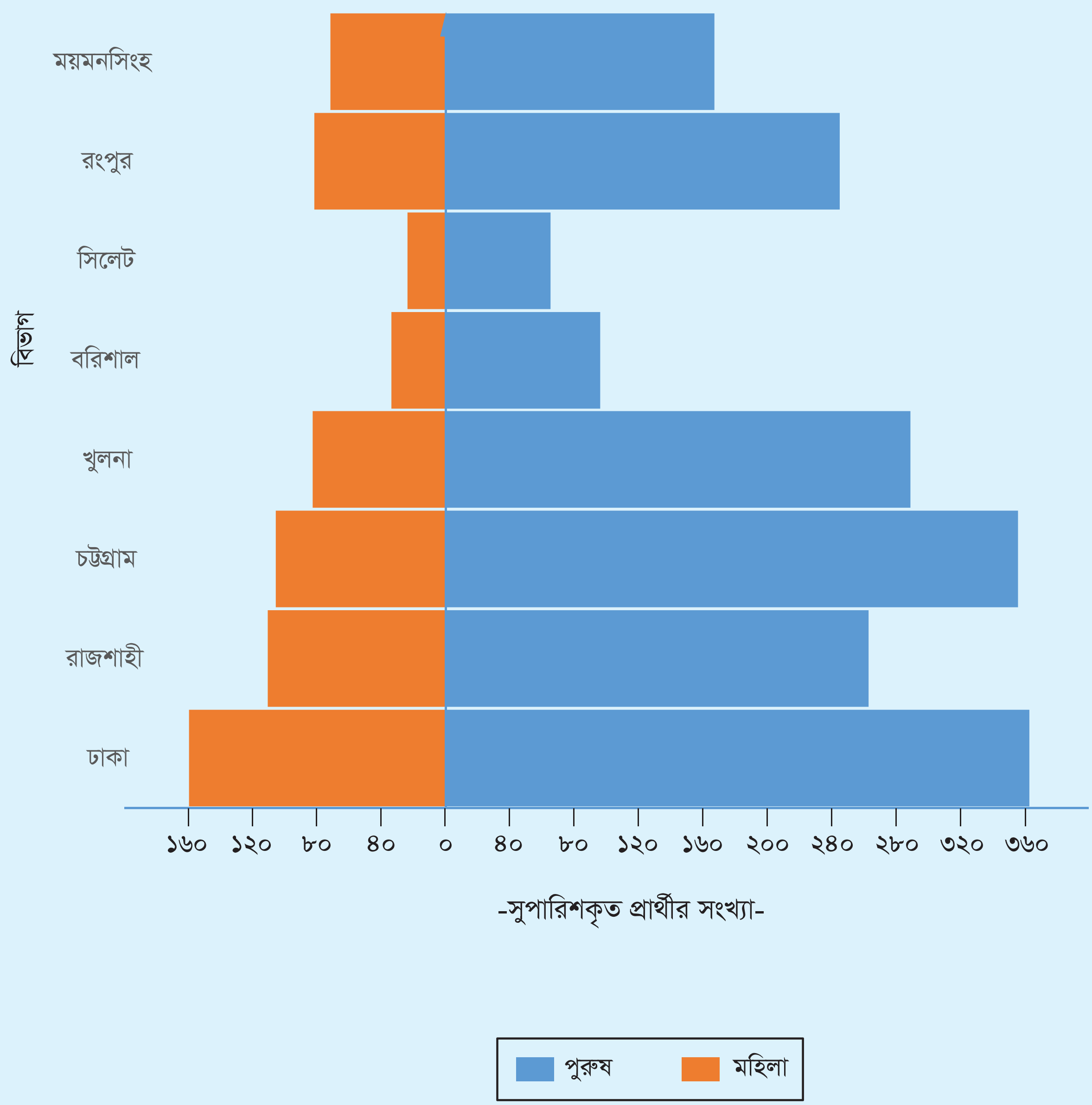

সারণি ১০.২: ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম																		সর্বমোট (সংখ্যা ও %)
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ		মোট		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)
বি.সি.এস. (প্রশাসন)	৫৪ ৬.৬২	১৯ ২.৩৩	৩৩ ৪.০৪	৯ ১.১০	৫৮ ৭.১১	১৭ ২.০৮	৩৩ ৪.০৪	৯ ১.১০	১২ ১.৪৭	১ ০.১২	৮ ০.৯৮	৬ ০.৭৪	২৫ ৩.০৬	১১ ১.৩৫	১৫ ১.৮৪	১২ ১.৪৭	২৩৮ ২৯.১৭	৮৪ ১০.২৯	৩২২ ৩৯.৪৬
বি.সি.এস. (আনসার)	৩ ০.৩৭	০ ০.০০	৪ ০.৪৯	০ ০.০০	২ ০.২৫	১ ০.১২	৫ ০.৬১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৪ ০.৪৯	১ ০.১২	৩ ০.৩৭	০ ০.০০	২১ ২.৫৭	২ ০.২৫	২৩ ২.৮২
বি.সি.এস. (নিরীক্ষা ও হিসাব)	২ ০.২৫	৪ ০.৪৯	৩ ০.৩৭	০ ০.০০	৫ ০.৬১	১ ০.১২	৩ ০.৩৭	২ ০.২৫	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	১ ০.১২	১ ০.১২	১ ০.১২	০ ০.০০	১৬ ১.৯৬	৯ ১.১০	২৫ ৩.০৬
বি.সি.এস. (সমবায়)	৪ ০.৪৯	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	২ ০.২৫	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৮ ০.৯৮	০ ০.০০	৮ ০.৯৮
বি.সি.এস. (শুল্ক ও আবগারি)	৬ ০.৭৪	১ ০.১২	৪ ০.৪৯	০ ০.০০	৪ ০.৪৯	২ ০.২৫	৪ ০.৪৯	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	২০ ২.৪৫	৩ ০.৩৭	২৩ ২.৮২
বি.সি.এস. (পরিবার পরিকল্পনা)	৩৩ ৪.০৪	১৫ ১.৮৪	১৬ ১.৯৬	৫ ০.৬১	২৬ ৩.১৯	৮ ০.৯৮	২২ ২.৭০	৪ ০.৪৯	৮ ০.৯৮	১ ০.১২	৫ ০.৬১	১ ০.১২	১৬ ১.৯৬	২ ০.২৫	৯ ১.১০	২ ০.২৫	১৩৫ ১৬.৫৪	৩৮ ৪.৬৬	১৭৩ ২১.২০
বি.সি.এস. (খাদ্য)	০ ০.০০	১ ০.১২	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২৫	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৫ ০.৬১	১ ০.১২	৬ ০.৭৪
বি.সি.এস. (পররাষ্ট্র)	৭ ০.৮৬	০ ০.০০	৩ ০.৩৭	২ ০.২৫	৪ ০.৪৯	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	২ ০.২৫	১ ০.১২	২ ০.২৫	০ ০.০০	২১ ২.৫৭	৩ ০.৩৭	২৪ ২.৯৪
বি.সি.এস. (তথ্য) সহঃ পরিচালক ও সমমানের পদ	৩ ০.৩৭	৩ ০.৩৭	২ ০.২৫	০ ০.০০	৪ ০.৪৯	২ ০.২৫	০ ০.০০	১ ০.১২	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	৩ ০.৩৭	১ ০.১২	১ ০.১২	০ ০.০০	১৫ ১.৮৪	৭ ০.৮৬	২২ ২.৭০
বি.সি.এস. (তথ্য) সহঃ পরিচালক অনুষ্ঠান	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৫ ০.৬১	২ ০.২৫	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	৮ ০.৯৮	৩ ০.৩৭	১১ ১.৩৫

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম																		সর্বমোট (সংখ্যা ও %)
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ		মোট		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)
বি.সি.এস. (তথ্য) সহঃ বার্তা নিয়ন্ত্রক	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২৫	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	৩ ০.৩৭	২ ০.২৫	৫ ০.৬১
বি.সি.এস. (পুলিশ)	২২ ২.৭০	২ ০.২৫	১২ ১.৪৭	০ ০.০০	১৪ ১.৭২	১ ০.১২	১০ ১.২৩	০.০০	১০ ১.২৩	০ ০.০০	৪ ০.৪৯	০ ০.০০	১১ ১.৩৫	০ ০.০০	১৩ ১.৫৯	১ ০.১২	৯৬ ১১.৭৬	৪ ০.৪৯	১০০ ১২.২৫
বি.সি.এস. (ডাক)	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২৫	০ ০.০০	২ ০.২৫
বি.সি.এস. (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক)	২ ০.২৫	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	২ ০.২৫	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	৮ ০.৯৮	০ ০.০০	৮ ০.৯৮
বি.সি.এস. (কর)	৬ ০.৭৪	৪ ০.৪৯	১০ ১.২৩	৩ ০.৩৭	১১ ১.৩৫	০ ০.০০	৫ ০.৬১	৩ ০.৩৭	৪ ০.৪৯	২ ০.২৫	২ ০.২৫	১ ০.১২	৪ ০.৪৯	১ ০.১২	৩ ০.৩৭	১ ০.১২	৪৫ ৫.৫১	১৫ ১.৮৪	৬০ ৭.৩৫
বি.সি.এস. (বাণিজ্য)	১ ০.১২	২ ০.২৫	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২৫	২ ০.২৫	৪ ০.৪৯
সর্বমোট	১৪৫ ১৭.৭৭	৫১ ৬.২৫	৯০ ১১.০৩	১৯ ২.৩৩	১৩৮ ১৬.৯১	৩৬ ৪.৪১	৮৯ ১০.৯১	২০ ২.৪৫	৩৮ ৪.৬৬	৪ ০.৪৯	২২ ২.৭০	৯ ১.১০	৭০ ৮.৫৮	১৮ ২.২১	৫১ ৬.২৫	১৬ ১.৯৬	৬৪৩ ৭৮.৮০	১৭৩ ২১.২০	৮১৬ ১০০

লেখচিত্র-১০.২ : ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারের সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগভিত্তিক সংখ্যা

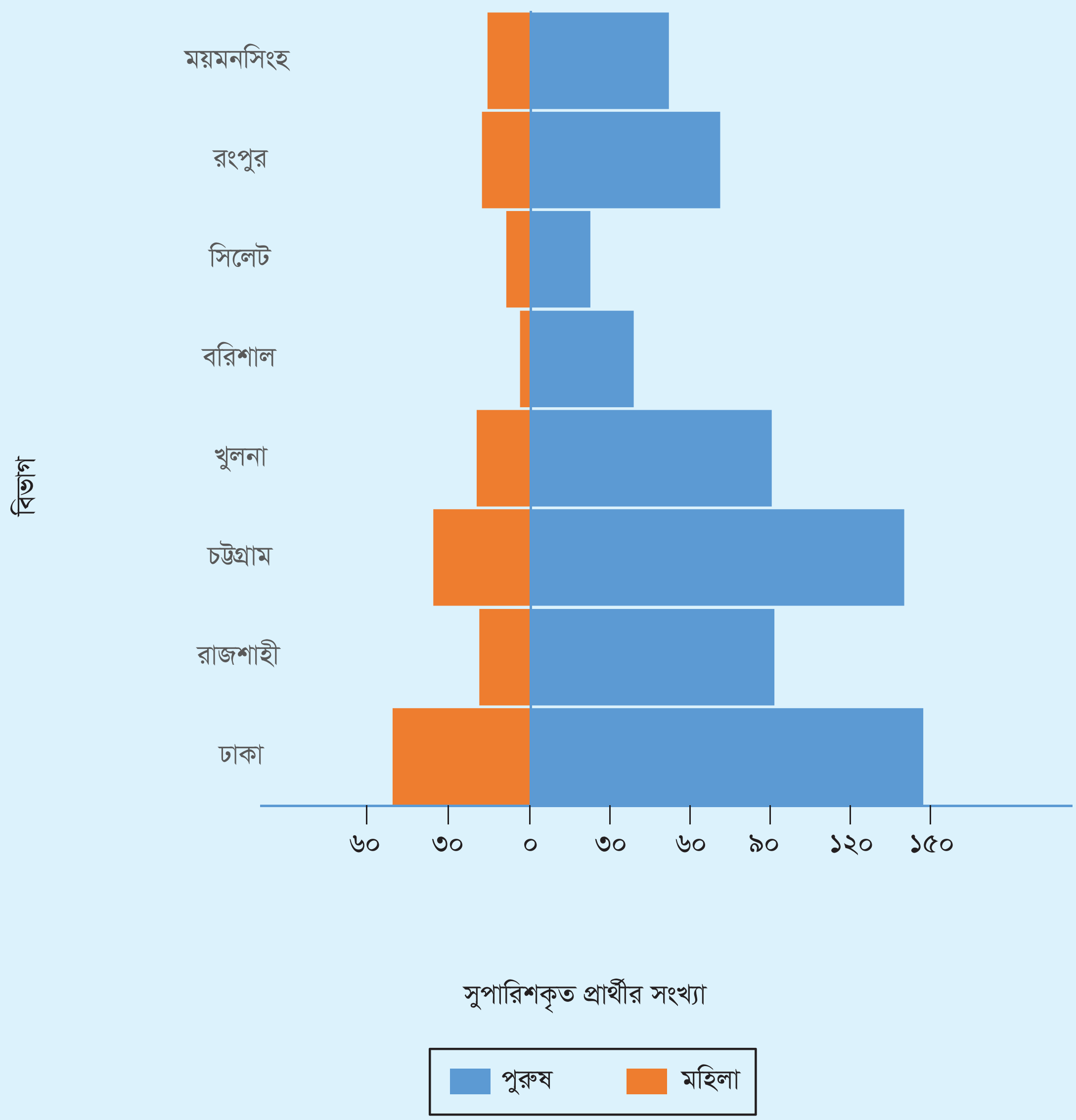

সারণি ১০.৩: ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম																		সর্বমোট (সংখ্যা ও %)
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ		মোট		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)
বি.সি.এস. (কৃষি) কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	১৫ ১.৮৫	৫ ০.৬২	২৮ ৩.৪৬	১১ ১.৩৬	৭ ০.৮৬	৪ ০.৪৯	২১ ২.৫৯	৩ ০.৩৭	৬ ০.৭৪	১ ০.১২	৪ ০.৪৯	০ ০.০০	৩৬ ৪.৪৪	১৩ ১.৬০	১৭ ২.১০	১২ ১.৪৮	১৩৪ ১৬.৫৪	৪৯ ৬.০৫	১৮৩ ২২.৫৯
বি.সি.এস. (কৃষি) কৃষি বিপণন কর্মকর্তা	৮ ০.৯৯	১ ০.১২	৫ ০.৬২	২ ০.২৫	০ ০.০০	১ ০.১২	১ ০.১২	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	৩ ০.৩৭	০ ০.০০	১১ ১.৩৬	৫ ০.৬২	১ ০.১২	২ ০.২৫	২৯ ৩.৫৮	১২ ১.৪৮	৪১ ৫.০৬
বি.সি.এস. (কৃষি) বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২৫	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	৫ ০.৬২	১ ০.১২	৬ ০.৭৪
বি.সি.এস. (মৎস্য) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৬ ০.৭৪	৩ ০.৩৭	৫ ০.৬২	২ ০.২৫	২ ০.২৫	২ ০.২৫	৩ ০.৩৭	২ ০.২৫	২ ০.২৫	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৬ ০.৭৪	১ ০.১২	৬ ০.৭৪	১ ০.১২	৩০ ৩.৭০	১১ ১.৩৬	৪১ ৫.০৬
বি.সি.এস. (মৎস্য) একুয়াকালচারিস্ট	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২	১ ০.১২
বি.সি.এস. (মৎস্য) বায়োমেট্রিশিয়ান	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২
বি.সি.এস. (মৎস্য) বায়োলজিস্ট	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২
বি.সি.এস. (মৎস্য) ফিসারিজ টেকনোলজিস্ট	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২৫	০ ০.০০	২ ০.২৫
বি.সি.এস. (মৎস্য) টেকনোলজিস্ট	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২
বি.সি.এস. (মৎস্য) মাইক্রোবায়োলজিস্ট	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম																		সর্বমোট (সংখ্যা ও %)
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ		মোট		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)
বি.সি.এস. (খাদ্য) সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী/সমমানের পদ	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২
বি.সি.এস. (বন) সহকারী বন সংরক্ষক	৩ ০.৩৭	২ ০.২৫	২ ০.২৫	৩ ০.৩৭	৬ ০.৭৪	৫ ০.৬২	১ ০.১২	৩ ০.৩৭	১ ০.১২	১ ০.১২	১ ০.১২	০ ০.০০	৫ ০.৬২	০ ০.০০	৩ ০.৩৭	০ ০.০০	২২ ২.৭২	১৪ ১.৭৩	৩৬ ৪.৪৪
বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) সহকারী সার্জন	১৫ ১.৮৫	৬ ০.৭৪	১১ ১.৩৬	৮ ০.৯৯	১২ ১.৪৮	২ ০.২৫	১৪ ১.৭৩	১০ ১.২৩	৮ ০.৯৯	১ ০.১২	২ ০.২৫	১ ০.১২	৬ ০.৭৪	২ ০.২৫	৭ ০.৮৬	৩ ০.৩৭	৭৫ ৯.২৬	৩৩ ৪.০৭	১০৮ ১৩.৩৩
বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) সহকারী ডেন্টাল সার্জন	২৪ ২.৯৬	২৩ ২.৮৪	১১ ১.৩৬	১৭ ২.১০	১৩ ১.৬০	১৬ ১.৯৮	১৪ ১.৭৩	৬ ০.৭৪	১ ০.১২	৫ ০.৬২	৩ ০.৩৭	২ ০.২৫	১১ ১.৩৬	১১ ১.৩৬	৬ ০.৭৪	৮ ০.৯৯	৮৩ ১০.২৫	৮৮ ১০.৮৬	১৭১ ২১.১১
বি.সি.এস. (তথ্য) সহকারী বেতার প্রকৌশলী	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	২ ০.২৫	১ ০.১২	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	৮ ০.৯৯	১ ০.১২	৯ ১.১১
বি.সি.এস.(পশুসম্পদ) ভেটেরিনারি সার্জন/ এসও/ থানা লাইভস্টক অফিসার/ প্রভাষক	৩ ০.৩৭	৩ ০.৩৭	১৪ ১.৭৩	২ ০.২৫	৬ ০.৭৪	০ ০.০০	৬ ০.৭৪	২ ০.২৫	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২	১ ০.১২	৯ ১.১১	২ ০.২৫	৬ ০.৭৪	৩ ০.৩৭	৪৬ ৫.৬৮	১৩ ১.৬০	৫৯ ৭.২৮
বি.সি.এস. (পশুসম্পদ) পিডিও/ এপিডিও/ জু-অফিসার	০ ০.০০	০ ০.০০	৫ ০.৬২	১ ০.১২	১ ০.১২	০ ০.০০	২ ০.২৫	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৪ ০.৪৯	১ ০.১২	৩ ০.৩৭	০ ০.০০	১৫ ১.৮৫	২ ০.২৫	১৭ ২.১০
বি.সি.এস. (জনস্বাস্থ্য কৌশল) সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৬ ০.৭৪	০ ০.০০	৮ ০.৯৯	০ ০.০০	৯ ১.১১	০ ০.০০	৩ ০.৩৭	০ ০.০০	২ ০.২৫	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৩ ০.৩৭	৩ ০.৩৭	২ ০.২৫	০ ০.০০	৩৩ ৪.০৭	৩ ০.৩৭	৩৬ ৪.৪৪
বি.সি.এস. (গণপূর্ত) সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	১০ ১.২৩	০ ০.০০	৪ ০.৪৯	১ ০.১২	৮ ০.৯৯	১ ০.১২	৩ ০.৩৭	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	২ ০.২৫	০ ০.০০	৩ ০.৩৭	১ ০.১২	২ ০.২৫	০ ০.০০	৩৩ ৪.০৭	৩ ০.৩৭	৩৬ ৪.৪৪

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম																		সর্বমোট (সংখ্যা ও %)
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ		মোট		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)
বি.সি.এস. (গণপূর্ত) সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম)	৪ ০.৪৯	০ ০.০০	১ ০.১২	১ ০.১২	৪ ০.৪৯	০ ০.০০	২ ০.২৫	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১৪ ১.৭৩	১ ০.১২	১৫ ১.৮৫
বি.সি.এস. (রেলওয়ে প্রকৌশল) সহকারী যন্ত্র প্রকৌশলী	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৩ ০.৩৭	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৩ ০.৩৭	০ ০.০০	৭ ০.৮৬	১ ০.১২	৮ ০.৯৯
বি.সি.এস. (রেলওয়ে প্রকৌশল) সহকারী সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২
বি.সি.এস. (সড়ক ও জনপথ) সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৫ ০.৬২	১ ০.১২	৩ ০.৩৭	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	৬ ০.৭৪	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	২ ০.২৫	০ ০.০০	১৮ ২.২২	২ ০.২৫	২০ ২.৪৭
বি.সি.এস. (সড়ক ও জনপথ) সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	৩ ০.৩৭	০ ০.০০	৩ ০.৩৭
বি.সি.এস (পরিসংখ্যান) পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	৪ ০.৪৯	০ ০.০০	২ ০.২৫	০ ০.০০	১ ০.১২	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২৫	০ ০.০০	১১ ১.৩৬	১ ০.১২	১২ ১.৪৮
সর্বমোট	১০৩ ১২.৭২	৪৪ ৫.৪৩	১০১ ১২.৪৭	৪৮ ৫.৯৩	৭৯ ৯.৭৫	৩২ ৩.৯৫	৮৩ ১০.২৫	২৯ ৩.৫৮	২৭ ৩.৩৩	৯ ১.১১	১৭ ২.১০	৪ ০.৪৯	১০১ ১২.৪৭	৩৯ ৪.৮১	৬৩ ৭.৭৮	৩১ ৩.৮৩	৫৭৪ ৭০.৮৬	২৩৬ ২৯.১৪	৮১০ ১০০

লেখচিত্র-১০.৩ : ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় কারিগরি ক্যাডারের সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগভিত্তিক সংখ্যা

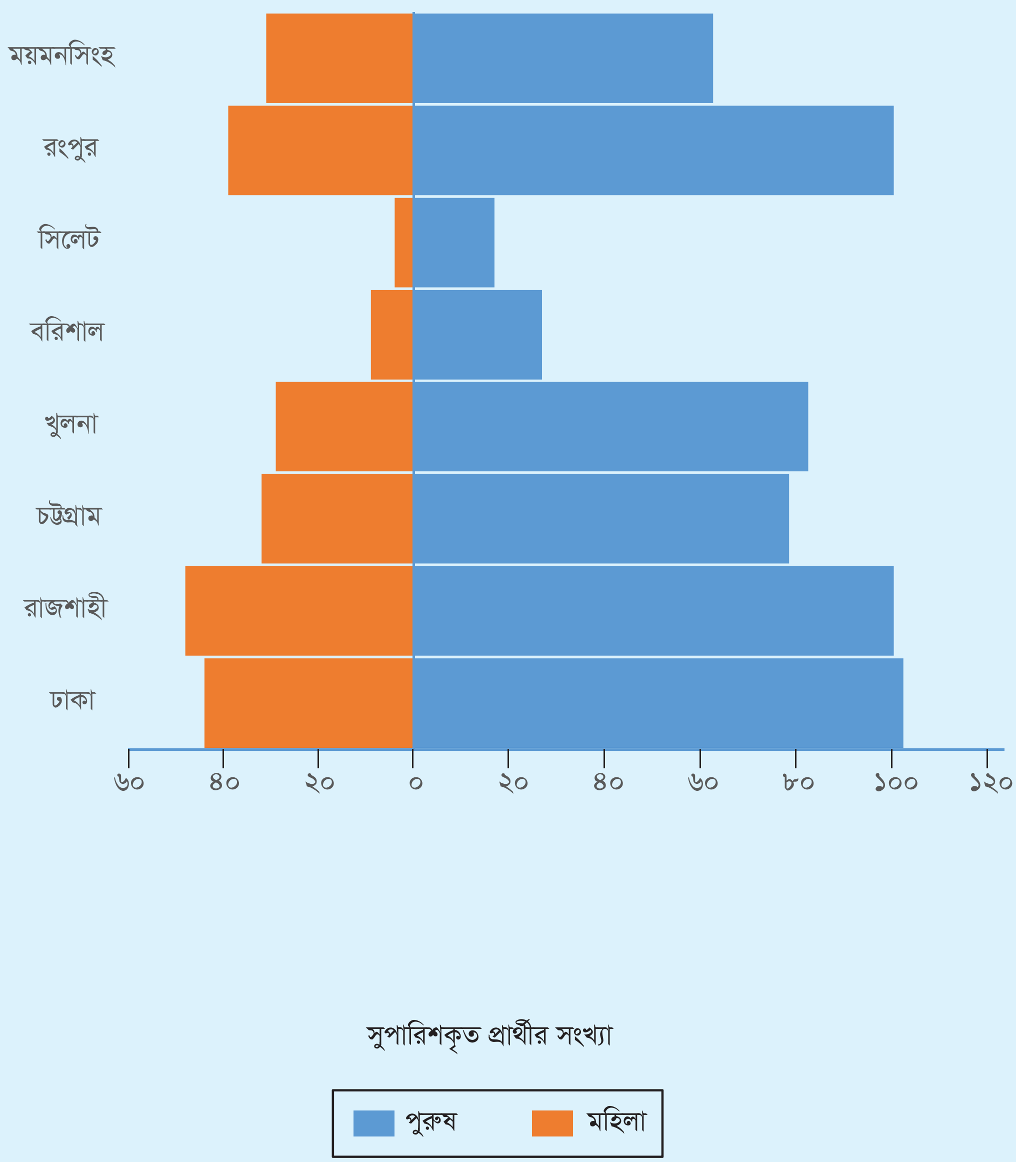

সারণি ১০.৪: ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম																		সর্বমোট (সংখ্যা ও %)
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ		মোট		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)
বি.সি.এস. শিক্ষা (বাংলা)	৪ ০.৪৫	১০ ১.১২	৩ ০.৩৪	১ ০.১১	৫ ০.৫৬	৪ ০.৪৫	৭ ০.৭৯	০ ০.০০	২ ০.২২	০ ০.০০	৩ ০.৩৪	৪ ০.৪৫	২ ০.২২	২ ০.২২	৩ ০.৩৪	১ ০.১১	২৯ ৩.২৬	২২ ২.৪৭	৫১ ৫.৭৩
বি.সি.এস. শিক্ষা (ইংরেজি)	৩ ০.৩৪	২ ০.২২	৬ ০.৬৭	৮ ০.৯০	১২ ১.৩৫	৬ ০.৬৭	৫ ০.৫৬	১ ০.১১	২ ০.২২	২ ০.২২	৪ ০.৪৫	০ ০.০০	৩ ০.৩৪	২ ০.২২	২ ০.২২	৪ ০.৪৫	৩৭ ৪.১৬	২৫ ২.৮১	৬২ ৬.৯৭
বি.সি.এস. শিক্ষা (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	৬ ০.৬৭	৫ ০.৫৬	৬ ০.৬৭	২ ০.২২	৮ ০.৯০	৩ ০.৩৪	৫ ০.৫৬	৫ ০.৫৬	২ ০.২২	৩ ০.৩৪	১ ০.১১	০ ০.০০	৬ ০.৬৭	৪ ০.৪৫	২ ০.২২	২ ০.২২	৩৬ ৪.০৪	২৪ ২.৭০	৬০ ৬.৭৪
বি.সি.এস. শিক্ষা (দর্শন)	৭ ০.৭৯	৩ ০.৩৪	৪ ০.৪৫	৪ ০.৪৫	৫ ০.৫৬	০ ০.০০	৯ ১.০১	৬ ০.৬৭	২ ০.২২	১ ০.১১	০ ০.০০	১ ০.১১	৬ ০.৬৭	২ ০.২২	৩ ০.৩৪	১ ০.১১	৩৬ ৪.০৪	১৮ ২.০২	৫৪ ৬.০৭
বি.সি.এস. শিক্ষা (অর্থনীতি)	৫ ০.৫৬	৬ ০.৬৭	৫ ০.৫৬	২ ০.২২	১৭ ১.৯১	২ ০.২২	১২ ১.৩৫	২ ০.২২	৩ ০.৩৪	৫ ০.৫৬	৩ ০.৩৪	৩ ০.৩৪	৮ ০.৯০	১ ০.১১	১ ০.১১	১ ০.১১	৫৪ ৬.০৭	২২ ২.৪৭	৭৬ ৮.৫৪
বি.সি.এস. শিক্ষা (প্রাণিবিদ্যা)	৯ ১.০১	৭ ০.৭৯	১০ ১.১২	৮ ০.৯০	৪ ০.৪৫	৪ ০.৪৫	১ ০.১১	৩ ০.৩৪	০ ০.০০	১ ০.১১	১ ০.১১	০ ০.০০	৩ ০.৩৪	১ ০.১১	৪ ০.৪৫	১ ০.১১	৩২ ৩.৬০	২৫ ২.৮১	৫৭ ৬.৪০
বি.সি.এস. শিক্ষা (ইতিহাস)	৪ ০.৪৫	১ ০.১১	০ ০.০০	৪ ০.৪৫	৩ ০.৩৪	০ ০.০০	৯ ১.০১	৫ ০.৫৬	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৭ ০.৭৯	১ ০.১১	২ ০.২২	২ ০.২২	২৬ ২.৯২	১৩ ১.৪৬	৩৯ ৪.৩৮
বি.সি.এস. শিক্ষা (সমাজকল্যাণ)	৪ ০.৪৫	৩ ০.৩৪	০ ০.০০	১ ০.১১	৩ ০.৩৪	১ ০.১১	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	২ ০.২২	২ ০.২২	২ ০.২২	০ ০.০০	৫ ০.৫৬	১ ০.১১	১৭ ১.৯১	৯ ১.০১	২৬ ২.৯২
বি.সি.এস. শিক্ষা (রসায়ন)	৮ ০.৯০	২ ০.২২	৩ ০.৩৪	২ ০.২২	৯ ১.০১	২ ০.২২	১০ ১.১২	১ ০.১১	২ ০.২২	০ ০.০০	০ ০	০ ০	৪ ০.৪৫	২ ০.২২	৭ ০.৭৯	০ ০.০০	৪৩ ৪.৮৩	৯ ১.০১	৫২ ৫.৮৪
বি.সি.এস. শিক্ষা (ইসলাম শিক্ষা)	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	১ ০.১১

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম: ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ		মোট		সর্বমোট (সংখ্যা ও %)
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)
বি.সি.এস. শিক্ষা (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)	৪ ০.৪৫	০ ০.০০	৫ ০.৫৬	১ ০.১১	১১ ১.২৪	৩ ০.৩৪	১১ ১.২৪	২ ০.২২	২ ০.২২	০ ০.০০	২ ০.২২	০ ০.০০	৫ ০.৫৬	০ ০.০০	১ ০.১১	২ ০.২২	৪১ ৪.৬১	৮ ০.৯০	৪৯ ৫.৫১
বি.সি.এস. শিক্ষা (পদার্থ বিদ্যা)	৫ ০.৫৬	৩ ০.৩৪	৭ ০.৭৯	২ ০.২২	৭ ০.৭৯	১ ০.১১	৭ ০.৭৯	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	৯ ১.০১	২ ০.২২	৭ ০.৭৯	১ ০.১১	৪৩ ৪.৮৩	১০ ১.১২	৫৩ ৫.৯৬
বি.সি.এস. শিক্ষা (উদ্ভিদ বিদ্যা)	৬ ০.৬৭	৬ ০.৬৭	৮ ০.৯০	৩ ০.৩৪	৬ ০.৬৭	৪ ০.৪৫	৬ ০.৬৭	৩ ০.৩৪	৩ ০.৩৪	২ ০.২২	০ ০	০ ০	৬ ০.৬৭	৩ ০.৩৪	২ ০.২২	২ ০.২২	৩৭ ৪.১৬	২৩ ২.৫৮	৬০ ৬.৭৪
বি.সি.এস. শিক্ষা (সমাজবিজ্ঞান)	৩ ০.৩৪	৩ ০.৩৪	১ ০.১১	১ ০.১১	৪ ০.৪৫	১ ০.১১	৪ ০.৪৫	১ ০.১১	০ ০.০০	৩ ০.৩৪	১ ০.১১	০ ০.০০	১ ০.১১	৩ ০.৩৪	০ ০.০০	২ ০.২২	১৪ ১.৫৭	১৪ ১.৫৭	২৮ ৩.১৫
বি.সি.এস. শিক্ষা (গণিত)	৮ ০.৯০	৩ ০.৩৪	২ ০.২২	০ ০.০০	৭ ০.৭৯	০ ০.০০	৫ ০.৫৬	১ ০.১১	১ ০.১১	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	৫ ০.৫৬	০ ০.০০	৩ ০.৩৪	১ ০.১১	৩২ ৩.৬০	৫ ০.৫৬	৩৭ ৪.১৬
বি.সি.এস. শিক্ষা (ভূগোল)	৩ ০.৩৪	০ ০.০০	১ ০.১১	১ ০.১১	৩ ০.৩৪	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০.০০	০.০০	২ ০.২২	১ ০.১১	১১ ১.২৪	৩ ০.৩৪	১৪ ১.৫৭
বি.সি.এস. শিক্ষা (মৃত্তিকা বিজ্ঞান)	১ ০.১১	১ ০.১১	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	২ ০.২২	২ ০.২২	৪ ০.৪৫
বি.সি.এস. শিক্ষা (হিসাব বিজ্ঞান)	১৯ ২.১৩	৩ ০.৩৪	৭ ০.৭৯	১ ০.১১	১৫ ১.৬৯	৩ ০.৩৪	১১ ১.২৪	১ ০.১১	৩ ০.৩৪	০ ০.০০	৫ ০.৫৬	০ ০.০০	৩ ০.৩৪	০ ০.০০	৩ ০.৩৪	০ ০.০০	৬৬ ৭.৪২	৮ ০.৯০	৭৪ ৮.৩১
বি.সি.এস. শিক্ষা (মার্কেটিং)	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২২	০ ০.০০	২ ০.২২
বি.সি.এস. শিক্ষা (ব্যবস্থাপনা)	১২ ১.৩৫	২ ০.২২	২ ০.২২	১ ০.১১	১৭ ১.৯১	২ ০.২২	৯ ১.০১	১ ০.১১	৬ ০.৬৭	২ ০.২২	১ ০.১১	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	৫ ০.৫৬	০ ০.০০	৫৩ ৫.৯৬	৮ ০.৯০	৬১ ৬.৮৫

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম																		সর্বমোট (সংখ্যা ও %)
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ		মোট		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)
বি.সি.এস. শিক্ষা (মনোবিজ্ঞান)	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	২ ০.২২	৩ ০.৩৪
বি.সি.এস. শিক্ষা (কৃষি বিজ্ঞান)	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০	০ ০	১ ০.১১	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২২	১ ০.১১	৩ ০.৩৪
বি.সি.এস. শিক্ষা (পরিসংখ্যান)	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	১ ০.১১	২ ০.২২	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	৫ ০.৫৬	২ ০.২২	৭ ০.৭৯
বি.সি.এস. শিক্ষা (গার্হস্থ্য অর্থনীতি)	০ ০.০০	২ ০.২২	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	২ ০.২২	০ ০.০০	৭ ০.৭৯	৭ ০.৭৯
বি.সি.এস. শিক্ষা (লোকসঙ্গীত)	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	১ ০.১১
বি.সি.এস. শিক্ষা (সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ) (ইংরেজি)	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	১ ০.১১
বি.সি.এস. শিক্ষা (সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ) (শিক্ষা)	২ ০.২২	১ ০.১১	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০	০ ০	২ ০.২২	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৬ ০.৬৭	২ ০.২২	৮ ০.৯০
সর্বমোট	১১৫ ১২.৯২	৬৫ ৭.৩০	৭২ ৮.০৯	৪৪ ৪.৯৪	১৩৯ ১৫.৬২	৩৮ ৪.২৭	১১৭ ১৩.১৫	৩৪ ৩.৮২	৩১ ৩.৪৮	২১ ২.৩৬	২৬ ২.৯২	১১ ১.২৪	৭৪ ৮.৩১	২৫ ২.৮১	৫৩ ৫.৯৬	২৫ ২.৮১	৬২৭ ৭০.৪৫	২৬৩ ২৯.৫৫	৮৯০ ১০০

লেখচিত্র-১০.৪ ঃ ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগভিত্তিক সংখ্যা

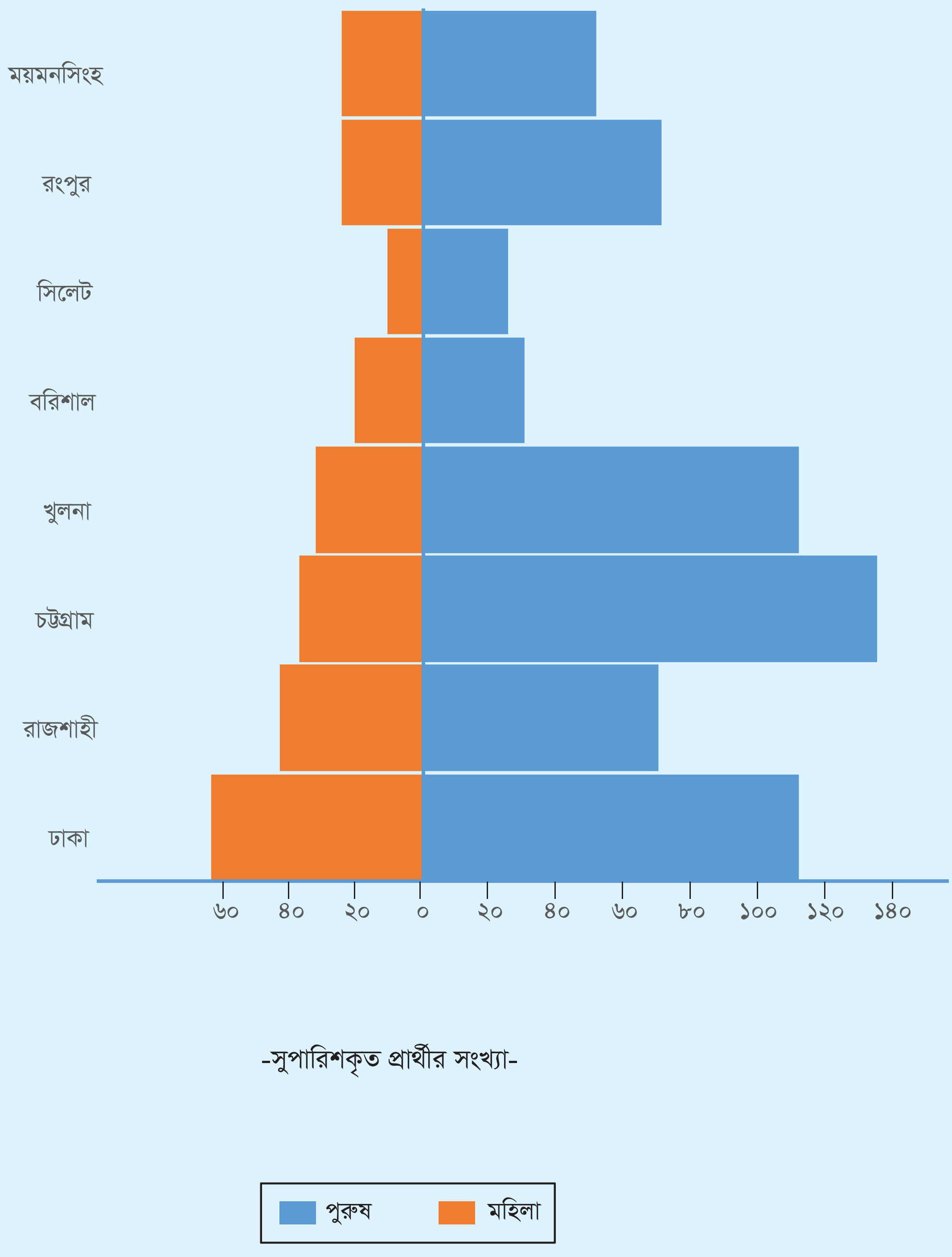

সারণি ১০.৫: ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
ঢাকা	৩১ ১৫.৮২	২০ ১০.২০	৫১ ২৬.০২	১৯ ১২.৯৩	৬ ৪.০৮	২৫ ১৭.০১	১১ ৬.১১	১৩ ৭.২২	২৪ ১৩.৩৩	৬১ ১১.৬৬	৩৯ ৭.৪৬	১০০ ১৯.১২
গাজীপুর	১৩ ৬.৬৩	১ ০.৫১	১৪ ৭.১৪	১০ ৬.৮০	৮ ৫.৪৪	১৮ ১২.২৪	১০ ৫.৫৬	৪ ২.২২	১৪ ৭.৭৮	৩৩ ৬.৩১	১৩ ২.৪৯	৪৬ ৮.৮০
নারায়ণগঞ্জ	৭ ৩.৫৭	২ ১.০২	৯ ৪.৫৯	৫ ৩.৪০	১ ০.৬৮	৬ ৪.০৮	৭.০০ ৩.৮৯	৮.০০ ৪.৪৪	১৫.০০ ৮.৩৩	১৯ ৩.৬৩	১১ ২.১০	৩০ ৫.৭৪
নরসিংদি	৯ ৪.৫৯	৮ ৪.০৮	১৭ ৮.৬৭	৮ ৫.৪৪	৪ ২.৭২	১২ ৮.১৬	১২ ৬.৬৭	৩ ১.৬৭	১৫ ৮.৩৩	২৯ ৫.৫৪	১৫ ২.৮৭	৪৪ ৮.৪১
মুন্সিগঞ্জ	৫ ২.৫৫	০ ০.০০	৫ ২.৫৫	১ ০.৬৮	২ ১.৩৬	৩ ২.০৪	৪ ২.২২	২ ১.১১	৬ ৩.৩৩	১০ ১.৯১	৪ ০.৭৬	১৪ ২.৬৮
মানিকগঞ্জ	৬ ৩.০৬	২ ১.০২	৮ ৪.০৮	৪ ২.৭২	২ ১.৩৬	৬ ৪.০৮	১০ ৫.৫৬	১ ০.৫৬	১১ ৬.১১	২০ ৩.৮২	৫ ০.৯৬	২৫ ৪.৭৮
টাঙ্গাইল	২২ ১১.২২	৫ ২.৫৫	২৭ ১৩.৭৮	২১ ১৪.২৯	৭ ৪.৭৬	২৮ ১৯.০৫	৮ ৪.৪৪	১২ ৬.৬৭	২০ ১১.১১	৫১ ৯.৭৫	২৪ ৪.৫৯	৭৫ ১৪.৩৪
কিশোরগঞ্জ	১৩ ৬.৬৩	৭ ৩.৫৭	২০ ১০.২০	১০ ৬.৮০	৪ ২.৭২	১৪ ৯.৫২	১০ ৫.৫৬	৭ ৩.৮৯	১৭ ৯.৪৪	৩৩ ৬.৩১	১৮ ৩.৪৪	৫১ ৯.৭৫
ফরিদপুর	১০ ৫.১০	০ ০.০০	১০ ৫.১০	৭ ৪.৭৬	২ ১.৩৬	৯ ৬.১২	১৪ ৭.৭৮	৩ ১.৬৭	১৭ ৯.৪৪	৩১ ৫.৯৩	৫ ০.৯৬	৩৬ ৬.৮৮
মাদারিপুর	৮ ৪.০৮	১ ০.৫১	৯ ৪.৫৯	৫ ৩.৪০	১ ০.৬৮	৬ ৪.০৮	৮ ৪.৪৪	২ ১.১১	১০ ৫.৫৬	২১ ৪.০২	৪ ০.৭৬	২৫ ৪.৭৮
শরীয়তপুর	৪ ২.০৪	১ ০.৫১	৫ ২.৫৫	৪ ২.৭২	২ ১.৩৬	৬ ৪.০৮	৭ ৩.৮৯	৩ ১.৬৭	১০ ৫.৫৬	১৫ ২.৮৭	৬ ১.১৫	২১ ৪.০২
গোপালগঞ্জ	১১ ৫.৬১	২ ১.০২	১৩ ৬.৬৩	৫ ৩.৪০	৩ ২.০৪	৮ ৫.৪৪	৬ ৩.৩৩	৩ ১.৬৭	৯ ৫	২২ ৪.২১	৮ ১.৫৩	৩০ ৫.৭৪
রাজবাড়ী	৬ ৩.০৬	২ ১.০২	৮ ৪.০৮	৪ ২.৭২	২ ১.৩৬	৬ ৪.০৮	৮ ৪.৪৪	৪ ২.২২	১২ ৬.৬৭	১৮ ৩.৪৪	৮ ১.৫৩	২৬ ৪.৯৭
মোট	১৪৫ ৭৩.৯৮	৫১ ২৬.০২	১৯৬ ১০০	১০৩ ৭০.০৭	৪৪ ২৯.৯৩	১৪৭ ১০০	১১৫ ৬৩.৮৯	৬৫ ৩৬.১১	১৮০ ১০০	৩৬৩ ৬৯.৪১	১৬০ ৩০.৫৯	৫২৩ ১০০

লেখচিত্র-১০.৫ ঃ ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি লেখচিত্র: ঢাকা বিভাগ

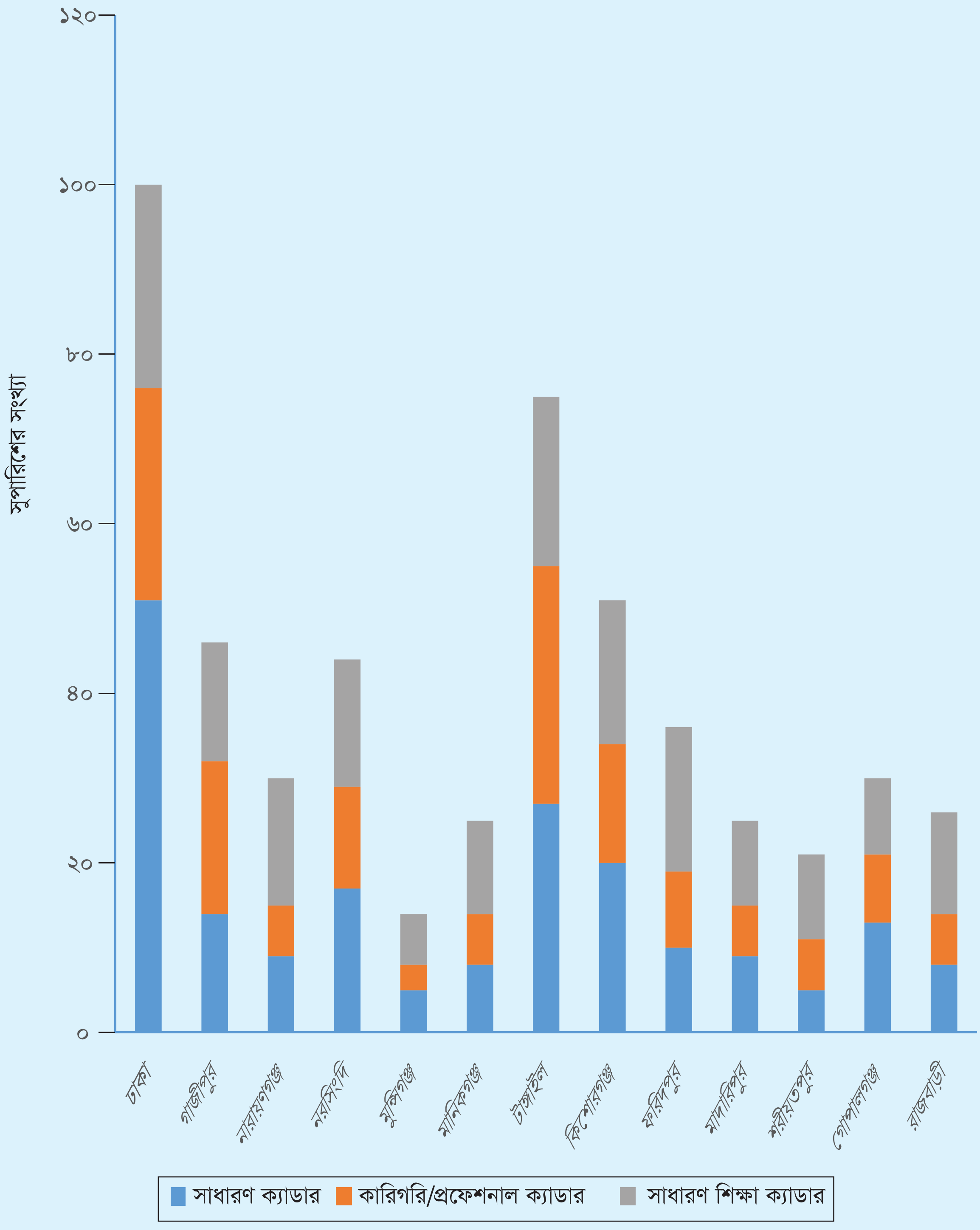

সারণি ১০.৬: ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
রাজশাহী	২২ ২০.১৮	৪ ৩.৬৭	২৬ ২৩.৮৫	১৫ ১০.০৭	১৩ ৮.৭২	২৮ ১৮.৭৯	২০ ১৭.২৪	৯ ৭.৭৬	২৯ ২৫.০০	৫৭ ১৫.২৪	২৬ ৬.৯৫	৮৩ ২২.১৯
নাটোর	৬ ৫.৫০	১ ০.৯২	৭ ৬.৪২	১১ ৭.৩৮	৫ ৩.৩৬	১৬ ১০.৭৪	৯ ৭.৭৬	৩ ২.৫৯	১২ ১০.৩৪	২৬ ৬.৯৫	৯ ২.৪১	৩৫ ৯.৩৬
নওগাঁ	৯ ৮.২৬	০ ০.০০	৯ ৮.২৬	৬ ৪.০৩	৪ ২.৬৮	১০ ৬.৭১	৬ ৫.১৭	১ ০.৮৬	৭ ৬.০৩	২১ ৫.৬১	৫ ১.৩৪	২৬ ৬.৯৫
চাঁপাই নবাবগঞ্জ	২ ১.৮৩	১ ০.৯২	৩ ২.৭৫	৮ ৫.৩৭	২ ১.৩৪	১০ ৬.৭১	৪ ৩.৪৫	৫ ৪.৩১	৯ ৭.৭৬	১৪ ৩.৭৪	৮ ২.১৪	২২ ৫.৮৮
পাবনা	১২ ১১.০১	৬ ৫.৫০	১৮ ১৬.৫১	১২ ৮.০৫	১০ ৬.৭১	২২ ১৪.৭৭	৯ ৭.৭৬	৯ ৭.৭৬	১৮ ১৫.৫২	৩৩ ৮.৮২	২৫ ৬.৬৮	৫৮ ১৫.৫১
সিরাজগঞ্জ	১৬ ১৪.৬৮	৪ ৩.৬৭	২০ ১৮.৩৫	১৭ ১১.৪১	৯ ৬.০৪	২৬ ১৭.৪৫	১৩ ১১.২১	৬ ৫.১৭	১৯ ১৬.৩৮	৪৬ ১২.৩০	১৯ ৫.০৮	৬৫ ১৭.৩৮
বগুড়া	২০ ১৮.৩৫	১ ০.৯২	২১ ১৯.২৭	২৫ ০.১৭	৪ ০.০৩	২৯ ০.১৯	৭ ৬.০৩	৭ ৬.০৩	১৪ ১২.০৭	৫২ ১৩.৯০	১২ ৩.২১	৬৪ ১৭.১১
জয়পুরহাট	৩ ২.৭৫	২ ১.৮৩	৫ ৪.৫৯	৭ ৪.৭০	১ ০.৬৭	৮ ৫.৩৭	৪ ৩.৪৫	৪ ৩.৪৫	৮ ৬.৯০	১৪ ৩.৭৪	৭ ১.৮৭	২১ ৫.৬১
মোট	৯০ ৮২.৫৭	১৯ ১৭.৪৩	১০৯ ১০০	১০১ ৬৭.৭৯	৪৮ ৩২.২১	১৪৯ ১০০	৭২ ৬২.০৭	৪৪ ৩৭.৯৩	১১৬ ১০০	২৬৩ ৭০.৩২	১১১ ২৯.৬৮	৩৭৪ ১০০

লেখচিত্র-১০.৬ ঃ ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি লেখচিত্র: রাজশাহী বিভাগ

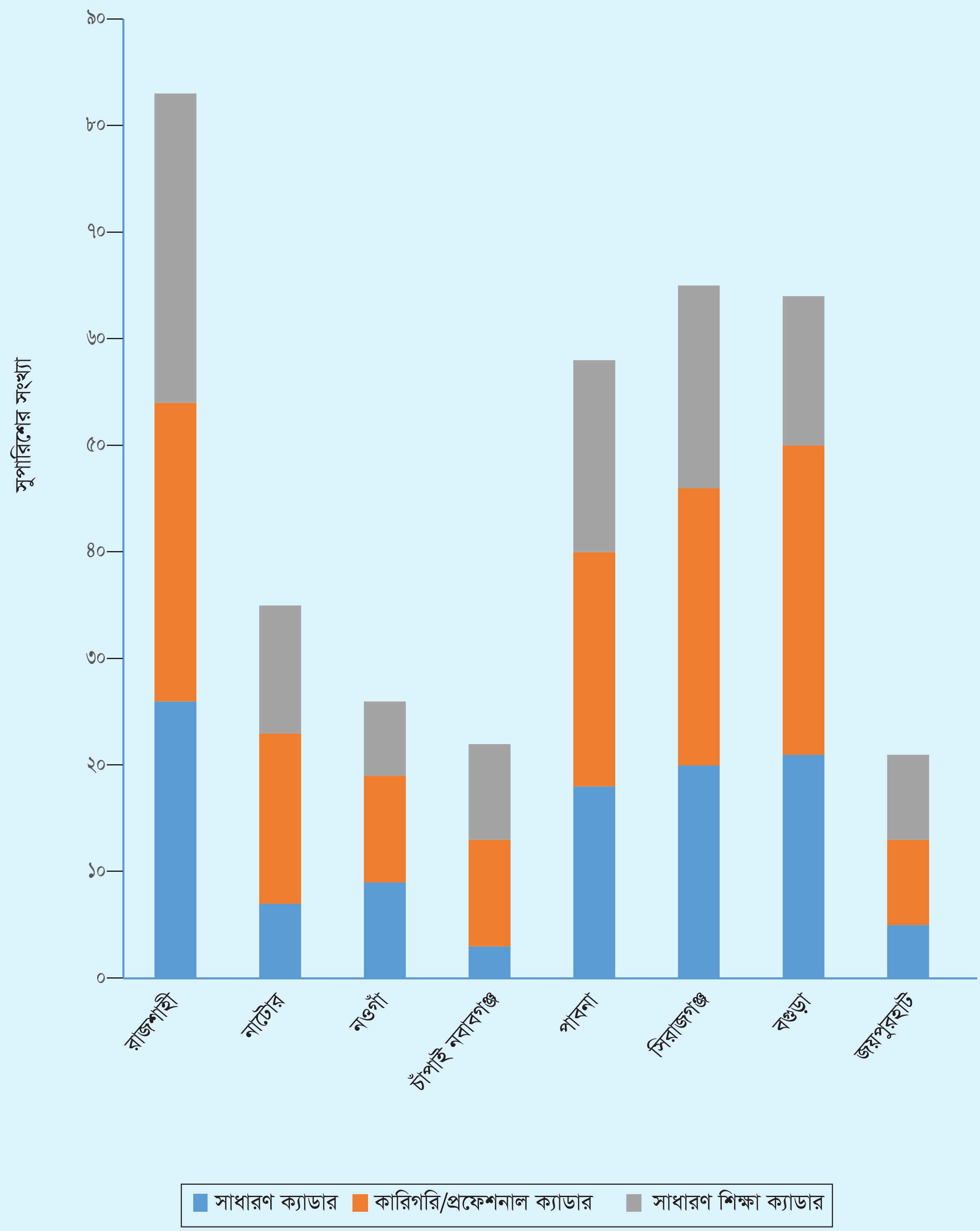

সারণি ১০.৭: ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
চট্টগ্রাম	৪১ ২৩.৫৬	৮ ৪.৬০	৪৯ ২৮.১৬	২৩ ২০.৭২	৮ ৭.২১	৩১ ২৭.৯৩	৪০ ২২.৬০	১৪ ৭.৯১	৫৪ ৩০.৫১	১০৪ ২২.৫১	৩০ ৬.৪৯	১৩৪ ২৯.০০
কুমিল্লা	২৬ ১৪.৯৪	২ ১.১৫	২৮ ১৬.০৯	২৩ ২০.৭২	৬ ৫.৪১	২৯ ২৬.১৩	২৬ ১৪.৬৯	৬ ৩.৩৯	৩২ ১৮.০৮	৭৫ ১৬.২৩	১৪ ৩.০৩	৮৯ ১৯.২৬
চাঁদপুর	২০ ১১.৪৯	৬ ৩.৪৫	২৬ ১৪.৯৪	৭ ৬.৩১	৪ ৩.৬০	১১ ৯.৯১	১৭ ৯.৬০	৫ ২.৮২	২২ ১২.৪৩	৪৪ ৯.৫২	১৫ ৩.২৫	৫৯ ১২.৭৭
নোয়াখালী	১১ ৬.৩২	৩ ১.৭২	১৪ ৮.০৫	৭ ৬.৩১	৪ ৩.৬০	১১ ৯.৯১	১১ ৬.২১	২ ১.১৩	১৩ ৭.৩৪	২৯ ৬.২৮	৯ ১.৯৫	৩৮ ৮.২৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৫ ৮.৬২	৭ ৪.০২	২২ ১২.৬৪	৭ ৬.৩১	১ ০.৯০	৮ ৭.২১	১৩ ৭.৩৪	৭ ৩.৯৫	২০ ১১.৩০	৩৫ ৭.৫৮	১৫ ৩.২৫	৫০ ১০.৮২
লক্ষ্মীপুর	৯ ৫.১৭	৩ ১.৭২	১২ ৬.৯০	৩ ২.৭০	২ ১.৮০	৫ ৪.৫০	১১ ৬.৩৩	১ ০.৫৮	১২ ৬.৯১	২৩ ৪.৯৮	৬ ১.৩০	২৯ ৬.২৮
ফেনী	৬ ৩.৪৫	৪ ২.৩০	১০ ৫.৭৫	৫ ৪.৫০	৩ ২.৭০	৮ ৭.২১	৭ ৩.৯৫	১ ০.৫৬	৮ ৪.৫২	১৮ ৩.৯০	৮ ১.৭৩	২৬ ৫.৬৩
রাঙ্গামাটি	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.৯০	১ ০.৯০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.২২	১ ০.২২
খাগড়াছড়ি	১ ০.৫৭	০ ০.০০	১ ০.৫৭	০ ০.০০	১ ০.৯০	১ ০.৯০	০ ০.০০	১ ০.৫৬	১ ০.৫৬	১ ০.২২	২ ০.৪৩	৩ ০.৬৫
বান্দরবান	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.৯০	০ ০.০০	১ ০.৯০	১ ০.৫৬	০ ০.০০	১ ০.৫৬	২ ০.৪৩	০ ০.০০	২ ০.৪৩
কক্সবাজার	৯ ৫.১৭	৩ ১.৭২	১২ ৬.৯০	৩ ২.৭০	২ ১.৮০	৫ ৪.৫০	১৩ ৭.৩৪	১ ০.৫৬	১৪ ৭.৯১	২৫ ৫.৪১	৬ ১.৩০	৩১ ৬.৭১
মোট	১৩৮ ৭৯.৩১	৩৬ ২০.৬৯	১৭৪ ১০০	৭৯ ৭১.১৭	৩২ ২৮.৮৩	১১১ ১০০	১৩৯ ৭৮.৫৩	৩৮ ২১.৪৭	১৭৭ ১০০	৩৫৬ ৭৭.০৬	১০৬ ২২.৯৪	৪৬২ ১০০

লেখচিত্র-১০.৭ ঃ ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি লেখচিত্র: চট্টগ্রাম বিভাগ

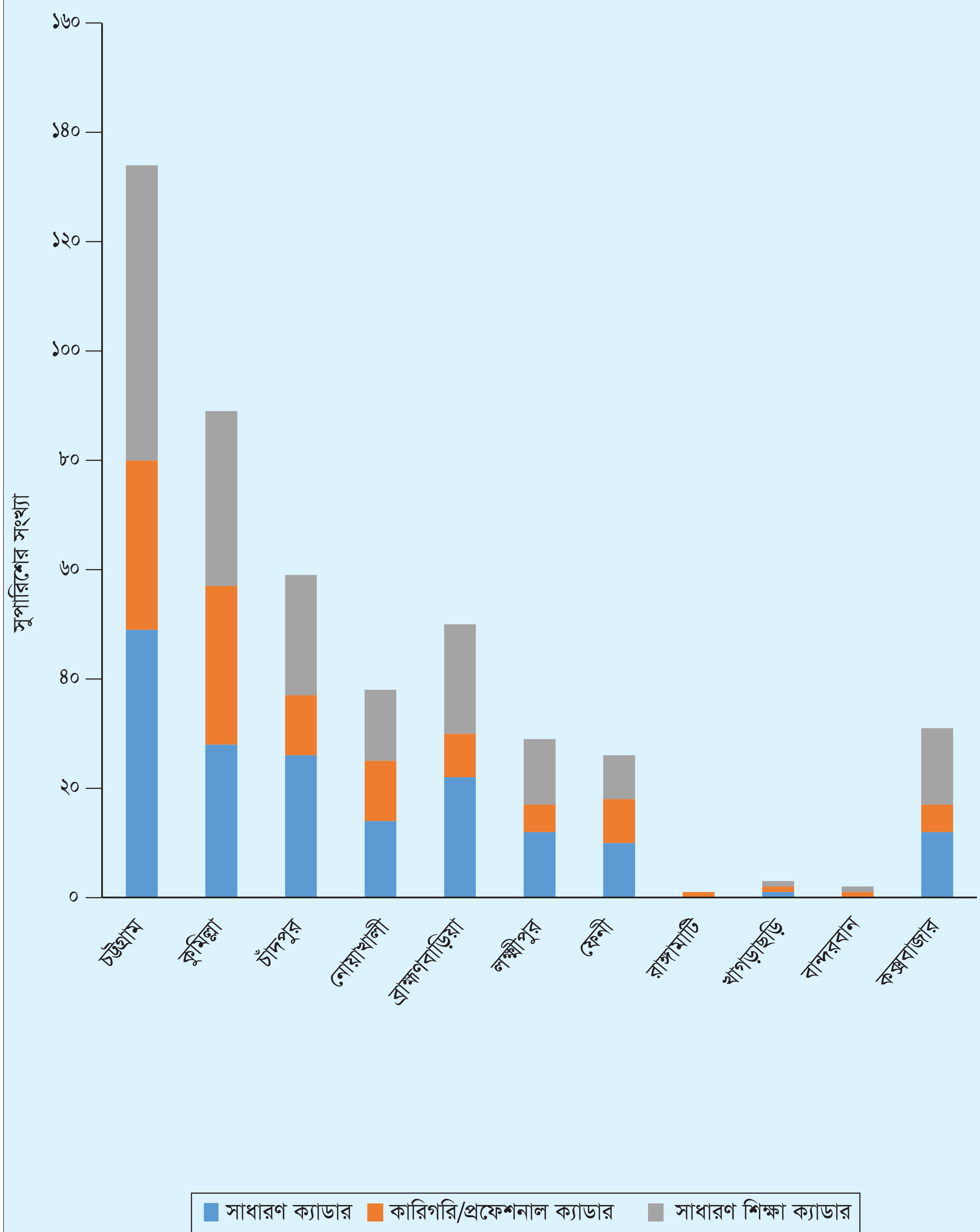

সারণি ১০.৮: ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
খুলনা	১২ ১১.০১	১ ০.৯২	১৩ ১১.৯৩	১৭ ১৫.১৮	৯ ৮.০৪	২৬ ২৩.২১	৮ ৫.৩০	৫ ৩.৩১	১৩ ৮.৬১	৩৭ ৯.৯৫	১৫ ৪.০৩	৫২ ১৩.৯৮
কুষ্টিয়া	১৫ ১৩.৭৬	২ ১.৮৩	১৭ ১৫.৬০	১১ ৯.৮২	৩ ২.৬৮	১৪ ১২.৫০	১১ ৭.২৮	৭ ৪.৬৪	১৮ ১১.৯২	৩৭ ৯.৯৫	১২ ৩.২২	৪৯ ১৩.১৭
চুয়াডাঙ্গা	৩ ২.৭৫	১ ০.৯২	৪ ৩.৬৭	৯ ৮.০৪	১ ০.৮৯	১০ ৮.৯৩	৫ ৩.৩১	৩ ১.৯৯	৮ ৫.৩০	১৭ ৪.৫৭	৫ ১.৩৪	২২ ৫.৯১
ঝিনাইদহ	১৬ ১৪.৬৮	৫ ৪.৫৯	২১ ১৯.২৭	৬ ৫.৩৬	২ ১.৭৯	৮ ৭.১৪	২৪ ১৫.৮৯	৪ ২.৬৫	২৮ ১৮.৫৪	৪৬ ১২.৩৭	১১ ২.৯৬	৫৭ ১৫.৩২
নড়াইল	৭ ৬.৪২	২ ১.৮৩	৯ ৮.২৬	৫ ৪.৪৬	১ ০.৮৯	৬ ৫.৩৬	৬ ৩.৯৭	১ ০.৬৬	৭ ৪.৬৪	১৮ ৪.৮৪	৪ ১.০৮	২২ ৫.৯১
বাগেরহাট	৩ ২.৭৫	০ ০.০০	৩ ২.৭৫	৪ ৩.৫৭	২ ১.৭৯	৬ ৫.৩৬	১০ ৬.৬২	১ ০.৬৬	১১ ৭.২৮	১৭ ৪.৫৭	৩ ০.৮১	২০ ৫.৩৮
মাগুরা	৫ ৪.৫৯	০ ০.০০	৫ ৪.৫৯	২ ১.৭৯	১ ০.৮৯	৩ ২.৬৮	৫ ৩.৩১	২ ১.৩২	৭ ৪.৬৪	১২ ৩.২৩	৩ ০.৮১	১৫ ৪.০৩
যশোর	১২ ১১.০১	৬ ৫.৫০	১৮ ১৬.৫১	১৮ ১৬.০৭	৫ ৪.৪৬	২৩ ২০.৫৪	১৯ ১২.৫৮	৬ ৩.৯৭	২৫ ১৬.৫৬	৪৯ ১৩.১৭	১৭ ৪.৫৭	৬৬ ১৭.৭৪
সাতক্ষীরা	১৩ ১১.৯৩	২ ১.৮৩	১৫ ১৩.৭৬	১০ ৮.৯৩	৫ ৪.৪৬	১৫ ১৩.৩৯	২০ ১৩.২৫	৪ ২.৬৫	২৪ ১৫.৮৯	৪৩ ১১.৫৬	১১ ২.৯৬	৫৪ ১৪.৫২
মেহেরপুর	৩ ২.৭৫	১ ০.৯২	৪ ৩.৬৭	১ ০.৮৯	০ ০.০০	১ ০.৮৯	৯ ৫.৯৬	১ ০.৬৬	১০ ৬.৬২	১৩ ৩.৪৯	২ ০.৫৪	১৫ ৪.০৩
মোট	৮৯ ৮১.৬৫	২০ ১৮.৩৫	১০৯ ১০০	৮৩ ৭৪.১১	২৯ ২৫.৮৯	১১২ ১০০	১১৭ ৭৭.৪৮	৩৪ ২২.৫২	১৫১ ১০০	২৮৯ ৭৭.৬৯	৮৩ ২২.৩১	৩৭২ ১০০

লেখচিত্র-১০.৮ ঃ ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি লেখচিত্র: খুলনা বিভাগ

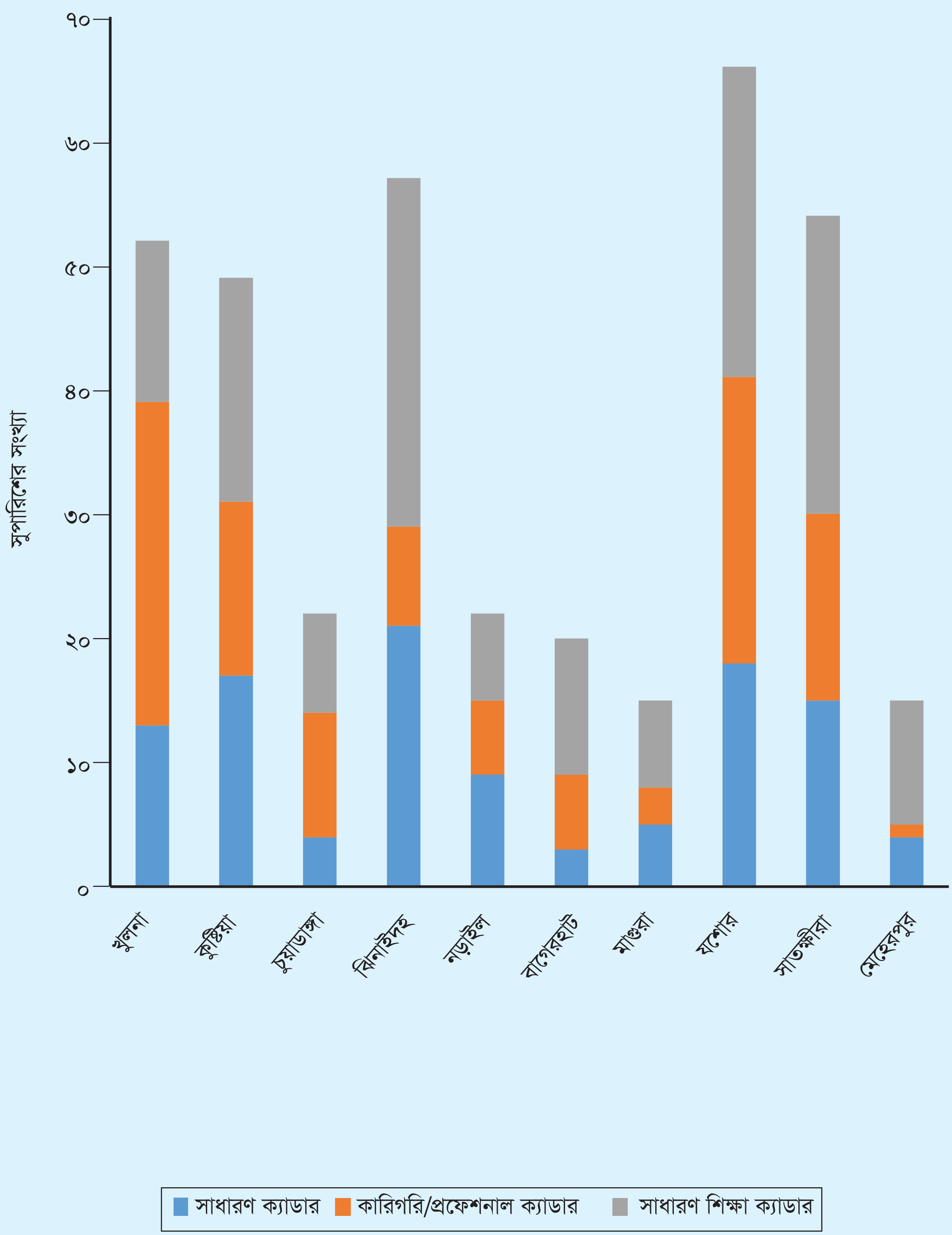

সারণি ১০.৯ : ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
বরিশাল	১৭ ৪০.৪৮	৩ ৭.১৪	২০ ৪৭.৬২	১১ ৩০.৫৬	৪ ১১.১১	১৫ ৪১.৬৭	১১ ২১.১৫	১০ ১৯.২৩	২১ ৪০.৩৮	৩৯ ৩০.০০	১৭ ১৩.০৮	৫৬ ৪৩.০৮
পিরোজপুর	৮ ১৯.০৫	০ ০.০০	৮ ১৯.০৫	৫ ১৩.৮৯	১ ২.৭৮	৬ ১৬.৬৭	৩ ৫.৭৭	২ ৩.৮৫	৫ ৯.৬২	১৬ ১২.৩১	৩ ২.৩১	১৯ ১৪.৬২
পটুয়াখালী	২ ৪.৭৬	০ ০.০০	২ ৪.৭৬	৬ ১৬.৬৭	৩ ৮.৩৩	৯ ২৫.০০	৫ ৯.৬২	৪ ৭.৬৯	৯ ১৭.৩১	১৩ ১০.০০	৭ ৫.৩৮	২০ ১৫.৩৮
ভোলা	৩ ৭.১৪	০ ০.০০	৩ ৭.১৪	৩ ৮.৩৩	০ ০.০০	৩ ৮.৩৩	৩ ৫.৭৭	০ ০.০০	৩ ৫.৭৭	৯ ৬.৯২	০ ০.০০	৯ ৬.৯২
ঝালকাঠি	৫ ১১.৯০	১ ২.৩৮	৬ ১৪.২৯	০ ০.০০	১ ২.৭৮	১ ২.৭৮	৪ ৭.৬৯	৩ ৫.৭৭	৭ ১৩.৪৬	৯ ৬.৯২	৫ ৩.৮৫	১৪ ১০.৭৭
বরগুনা	৩ ৭.১৪	০ ০.০০	৩ ৭.১৪	২ ৫.৫৬	০ ০.০০	২ ৫.৫৬	৫ ৯.৬২	২ ৩.৮৫	৭ ১৩.৪৬	১০ ৭.৬৯	২ ১.৫৪	১২ ৯.২৩
মোট	৩৮ ৯০.৪৮	৪ ৯.৫২	৪২ ১০০	২৭ ৭৫	৯ ২৫	৩৬ ১০০	৩১ ৫৯.৬২	২১ ৪০.৩৮	৫২ ১০০	৯৬ ৭৩.৮৫	৩৪ ২৬.১৫	১৩০ ১০০

লেখচিত্র-১০.৯ ঃ ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি লেখচিত্র: বরিশাল বিভাগ

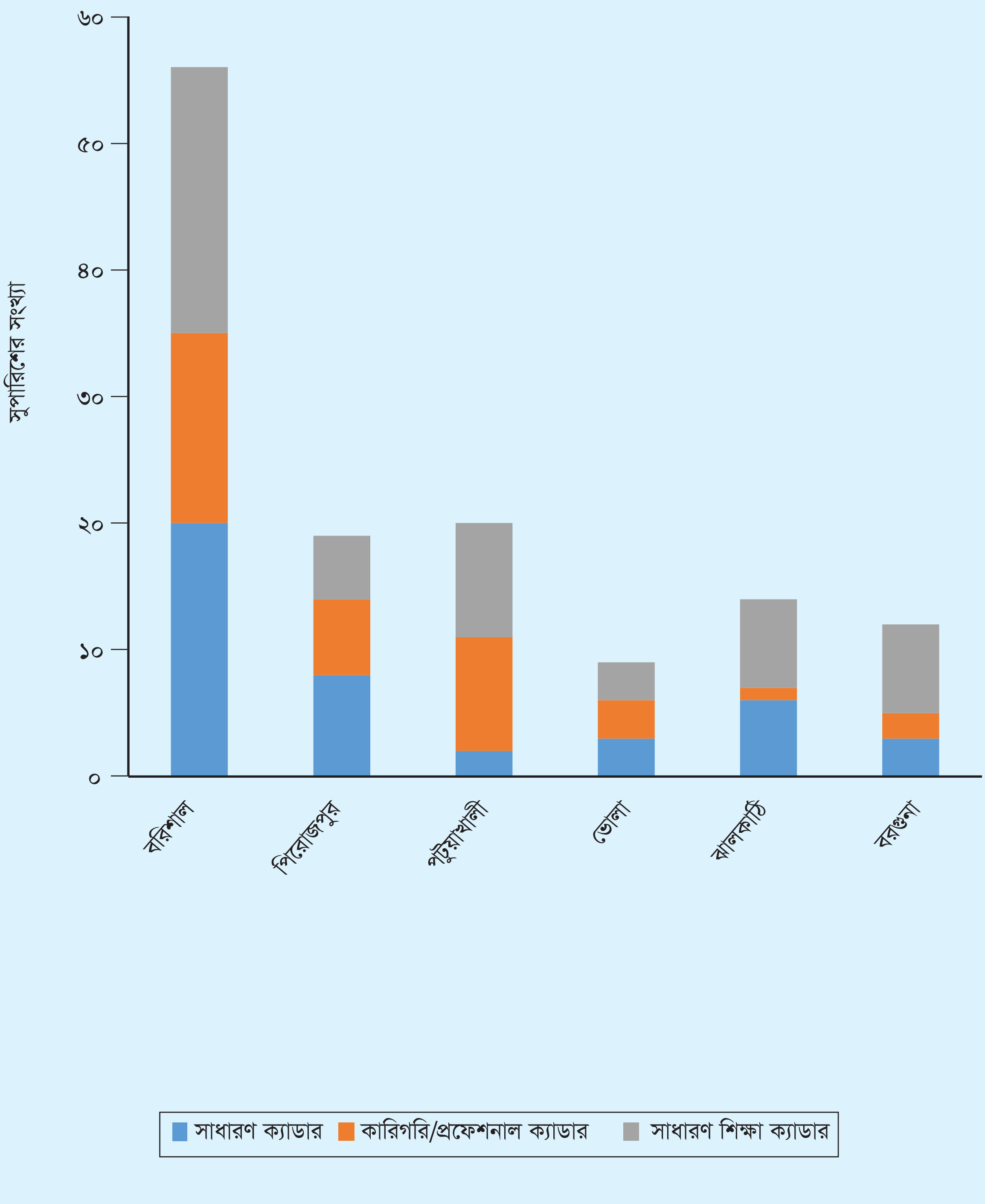

সারণি ১০.১০: ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
সিলেট	৬ ১৯.৩৫	১ ৩.২৩	৭ ২২.৫৮	৬ ২৮.৫৭	১ ৪.৭৬	৭ ৩৩.৩৩	১১ ২৯.৭৩	৪ ১০.৮১	১৫ ৪০.৫৪	২৩ ২৫.৮৪	৬ ৬.৭৪	২৯ ৩২.৫৮
মৌলভীবাজার	২ ৬.৪৫	১ ৩.২৩	৩ ৯.৬৮	৩ ১৪.২৯	১ ৪.৭৬	৪ ১৯.০৫	৭ ১৮.৯২	২ ৫.৪১	৯ ২৪.৩২	১২ ১৩.৪৮	৪ ৪.৪৯	১৬ ১৭.৯৮
সুনামগঞ্জ	৫ ১৬.১৩	২ ৬.৪৫	৭ ২২.৫৮	৫ ২৩.৮১	১ ৪.৭৬	৬ ২৮.৫৭	৭ ১৮.৯২	১ ২.৭০	৮ ২১.৬২	১৭ ১৯.১০	৪ ৪.৪৯	২১ ২৩.৬০
হবিগঞ্জ	৯ ২৯.০৩	৫ ১৬.১৩	১৪ ৪৫.১৬	৩ ১৪.২৯	১ ৪.৭৬	৪ ১৯.০৫	১ ২.৭০	৪ ১০.৮১	৫ ১৩.৫১	১৩ ১৪.৬১	১০ ১১.২৪	২৩ ২৫.৮৪
মোট	২২ ৭০.৯৭	৯ ২৯.০৩	৩১ ১০০	১৭ ৮০.৯৫	৪ ১৯.০৫	২১ ১০০	২৬ ৭০.২৭	১১ ২৯.৭৩	৩৭ ১০০	৬৫ ৭৩.০৩	২৪ ২৬.৯৭	৮৯ ১০০

লেখচিত্র-১০.১০ ঃ ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি লেখচিত্র: সিলেট বিভাগ

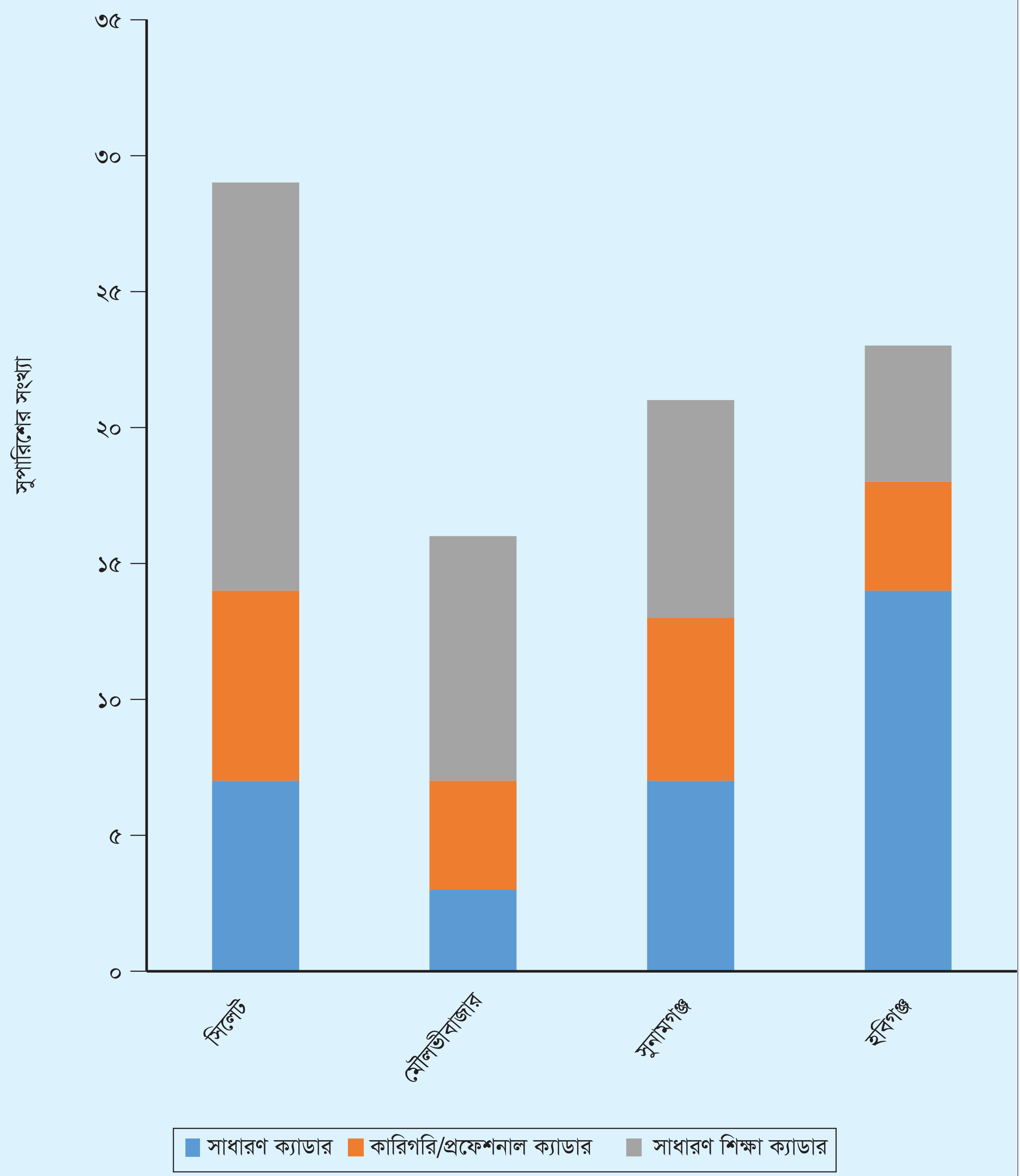

সারণি ১০.১১: ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
রংপুর	১৬ ১৮.১৮	৬ ৬.৮২	২২ ২৫.০০	২৪ ১৭.১৪	১২ ৮.৫৭	৩৬ ২৫.৭১	১০ ১০.১০	৫ ৫.০৫	১৫ ১৫.১৫	৫০ ১৫.২৯	২৩ ৭.০৩	৭৩ ২২.৩২
গাইবান্ধা	১৪ ১৫.৯১	২ ২.২৭	১৬ ১৮.১৮	১০ ৭.১৪	৩ ২.১৪	১৩ ৯.২৯	১৪ ১৪.১৪	৪ ৪.০৪	১৮ ১৮.১৮	৩৮ ১১.৬২	৯ ২.৭৫	৪৭ ১৪.৩৭
দিনাজপুর	১০ ১১.৩৬	৩ ৩.৪১	১৩ ১৪.৭৭	১৯ ১৩.৫৭	৫ ৩.৫৭	২৪ ১৭.১৪	১২ ১২.১২	৩ ৩.০৩	১৫ ১৫.১৫	৪১ ১২.৫৪	১১ ৩.৩৬	৫২ ১৫.৯০
ঠাকুরগাঁও	৬ ৬.৮২	০ ০.০০	৬ ৬.৮২	৯ ৬.৪৩	৭ ৫.০০	১৬ ১১.৪৩	৮ ৮.০৮	৬ ৬.০৬	১৪ ১৪.১৪	২৩ ৭.০৩	১৩ ৩.৯৮	৩৬ ১১.০১
পঞ্চগড়	২ ২.২৭	০ ০.০০	২ ২.২৭	৭ ৫.০০	১ ০.৭১	৮ ৫.৭১	৩ ৩.০৩	২ ২.০২	৫ ৫.০৫	১২ ৩.৬৭	৩ ০.৯২	১৫ ৪.৫৯
কুড়িগ্রাম	৬ ৬.৮২	৩ ৩.৪১	৯ ১০.২৩	১৯ ১৩.৫৭	৪ ২.৮৬	২৩ ১৬.৪৩	৮ ৮.০৮	১ ১.০১	৯ ৯.০৯	৩৩ ১০.০৯	৮ ২.৪৫	৪১ ১২.৫৪
নীলফামারী	১৩ ১৪.৭৭	১ ১.১৪	১৪ ১৫.৯১	৬ ৪.২৯	৪ ২.৮৬	১০ ৭.১৪	৯ ৯.০৯	৩ ৩.০৩	১২ ১২.১২	২৮ ৮.৫৬	৮ ২.৪৫	৩৬ ১১.০১
লালমনিরহাট	৩ ৩.৪১	৩ ৩.৪১	৬ ৬.৮২	৭ ৫.০০	৩ ২.১৪	১০ ৭.১৪	১০ ১০.১০	১ ১.০১	১১ ১১.১১	২০ ৬.১২	৭ ২.১৪	২৭ ৮.২৬
মোট	৭০ ৭৯.৫৫	১৮ ২০.৪৫	৮৮ ১০০	১০১ ৭২.১৪	৩৯ ২৭.৮৬	১৪০ ১০০	৭৪ ৭৪.৭৫	২৫ ২৫.২৫	৯৯ ১০০	২৪৫ ৭৪.৯২	৮২ ২৫.০৮	৩২৭ ১০০

লেখচিত্র-১০.১১ ঃ ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি লেখচিত্র: রংপুর বিভাগ

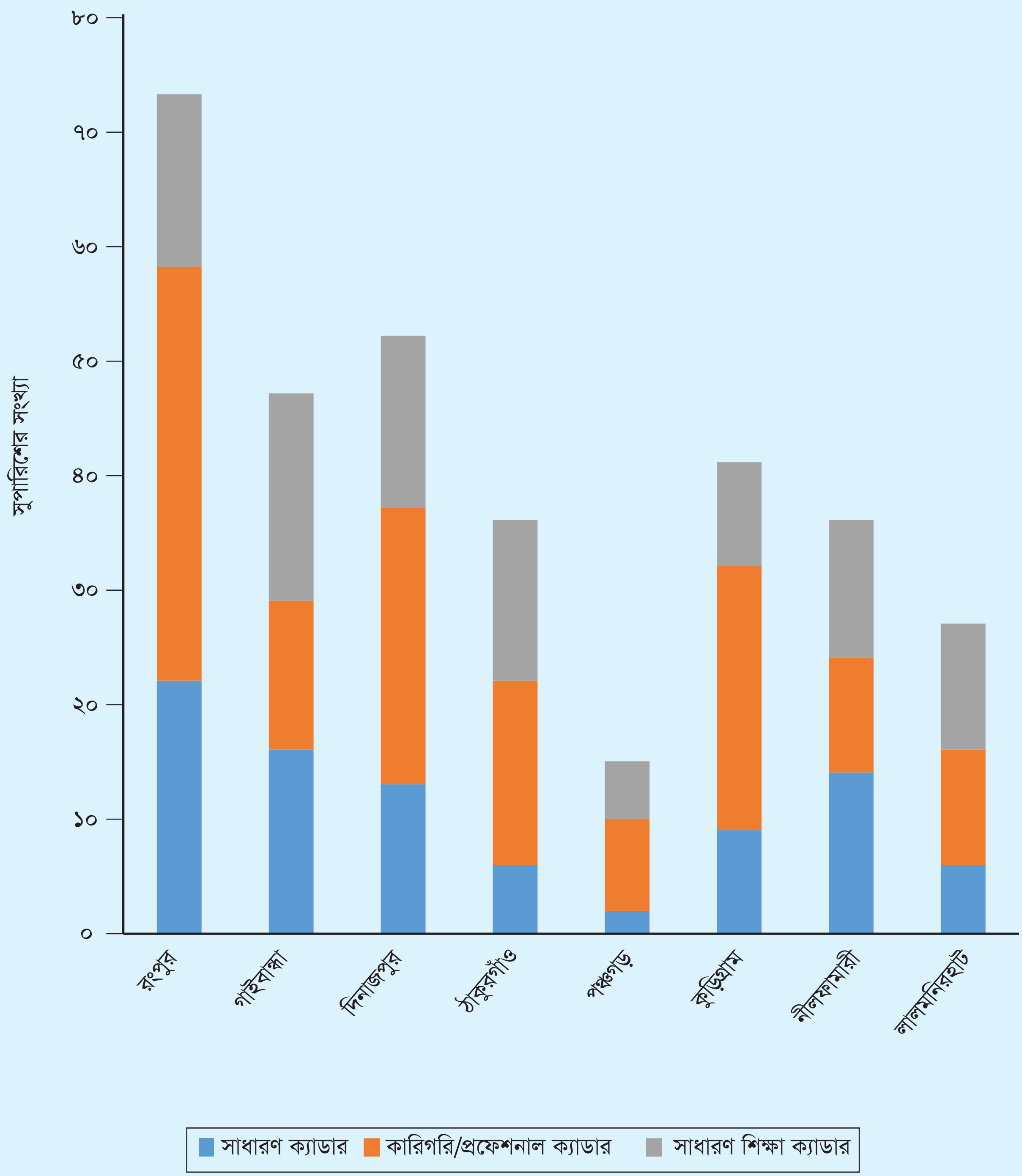

সারণি ১০.১২: ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
ময়মনসিংহ	২৪ ৩৫.৮২	৮ ১১.৯৪	৩২ ৪৭.৭৬	৪০ ৪২.৫৫	১৫ ১৫.৯৬	৫৫ ৫৮.৫১	২১ ২৬.৯২	১০ ১২.৮২	৩১ ৩৯.৭৪	৮৫ ৩১.৬০	৩৩ ১২.২৭	১১৮ ৪৩.৮৭
জামালপুর	১০ ১৪.৯৩	৪ ৫.৯৭	১৪ ২০.৯০	১২ ১২.৭৭	৪ ৪.২৬	১৬ ১৭.০২	১১ ১৪.১০	৫ ৬.৪১	১৬ ২০.৫১	৩৩ ১৩.৮১	১৩ ৫.৪৪	৪৬ ১৯.২৫
শেরপুর	৬ ৮.৯৬	১ ১.৪৯	৭ ১০.৪৫	৪ ৪.২৬	৫ ৫.৩২	৯ ৯.৫৭	৬ ৭.৬৯	২ ২.৫৬	৮ ১০.২৬	১৬ ৬.৬৯	৮ ৩.৩৫	২৪ ১০.০৪
নেত্রকোণা	১১ ১৬.৪২	৩ ৪.৪৮	১৪ ২০.৯০	৭ ৭.৪৫	৭ ৭.৪৫	১৪ ১৪.৮৯	১৫ ১৯.২৩	৮ ১০.২৬	২৩ ২৯.৪৯	৩৩ ১৩.৮১	১৮ ৭.৫৩	৫১ ২১.৩৪
মোট	৫১ ৭৬.১২	১৬ ২৩.৮৮	৬৭ ১০০	৬৩ ৬৭.০২	৩১ ৩২.৯৮	৯৪ ১০০	৫৩ ৬৭.৯৫	২৫ ৩২.০৫	৭৮ ১০০	১৬৭ ৬৯.৮৭	৭২ ৩০.১৩	২৩৯ ১০০

সারণি ১০.১৩: ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বয়সের শ্রেণিবিন্যাস	যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা				প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	তৃতীয় লিঙ্গ (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
২১—২৩	৩০৩৫১ ৭.৫০	২২৮৬১ ৫.৬৫	৫ ০.০০১	৫৩২১৭ ১৩.১৬	১৮৭২ ৮.৮৯	৪৪৩ ২.১০	২৩১৫ ১০.৯৯	১৩৫৪ ১০.৪২	৩২৮ ২.৫২	১৬৮২ ১২.৯৪	৩৭৭ ১৪.৯৮	১১২ ৪.৪৫	৪৮৯ ১৯.৪৪
২৩—২৫	৭৫৪৬৩ ১৮.৬৬	৫২০৫৮ ১২.৮৭	১৩ ০.০০৩	১২৭৫৩৪ ৩১.৫৩	৫৩৪০ ২৫.৩৬	১৪১২ ৬.৭১	৬৭৫২ ৩২.০৭	৩৫২০ ২৭.০৮	৯২৭ ৭.১৩	৪৪৪৭ ৩৪.২১	৭৩৫ ২৯.২১	২৬৯ ১০.৬৯	১০০৪ ৩৯.৯০
২৫—২৭	৭৬০৭৫ ১৮.৮১	৪৫২৩৭ ১১.১৮	৬ ০.০০১	১২১৩১৮ ২৯.৯৯	৫৬১৬ ২৬.৬৭	১৫০৭ ৭.১৬	৭১২৩ ৩৩.৮৩	৩২৫৯ ২৫.০৭	৯৩৯ ৭.২২	৪১৯৮ ৩২.২৯	৫০৫ ২০.০৭	১৯৮ ৭.৮৭	৭০৩ ২৭.৯৪
২৭—২৯	৫৩৫৭১ ১৩.২৪	২৭৮১২ ৬.৮৮	৭ ০.০০২	৮১৩৯০ ২০.১২	৩৩৭১ ১৬.০১	৭৫৯ ৩.৬০	৪১৩০ ১৯.৬১	১৮৩১ ১৪.০৮	৪৫৪ ৩.৪৯	২২৮৫ ১৭.৫৮	১৯৮ ৭.৮৭	৮০ ৩.১৮	২৭৮ ১১.০৫
২৯-এর উর্ধ্বে	১৪২৭৭ ৩.৫৩	৬৭৭৫ ১.৬৭	২ ০.০০০৫	২১০৫৪ ৫.২০	৬১৩ ২.৯১	১২৩ ০.৫৮	৭৩৬ ৩.৫০	৩১৫ ২.৪২	৭৩ ০.৫৬	৩৮৮ ২.৯৮	২৯ ১.১৫	১৩ ০.৫২	৪২ ১.৬৭
সর্বমোট	২৪৯৭৩৭ ৬১.৭৪	১৫৪৭৪৩ ৩৮.২৫	৩৩ ০.০১	৪০৪৫১৩ ১০০	১৬৮১২ ৭৯.৮৪	৪২৪৪ ২০.১৬	২১০৫৬ ১০০	১০২৭৯ ৭৯.০৭	২৭২১ ২০.৯৩	১৩০০০ ১০০	১৮৪৪ ৭৩.২৯	৬৭২ ২৬.৭১	২৫১৬ ১০০

লেখচিত্র-১০.১৩ : ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার সুপারিশকৃত প্রার্থীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক লেখচিত্র।

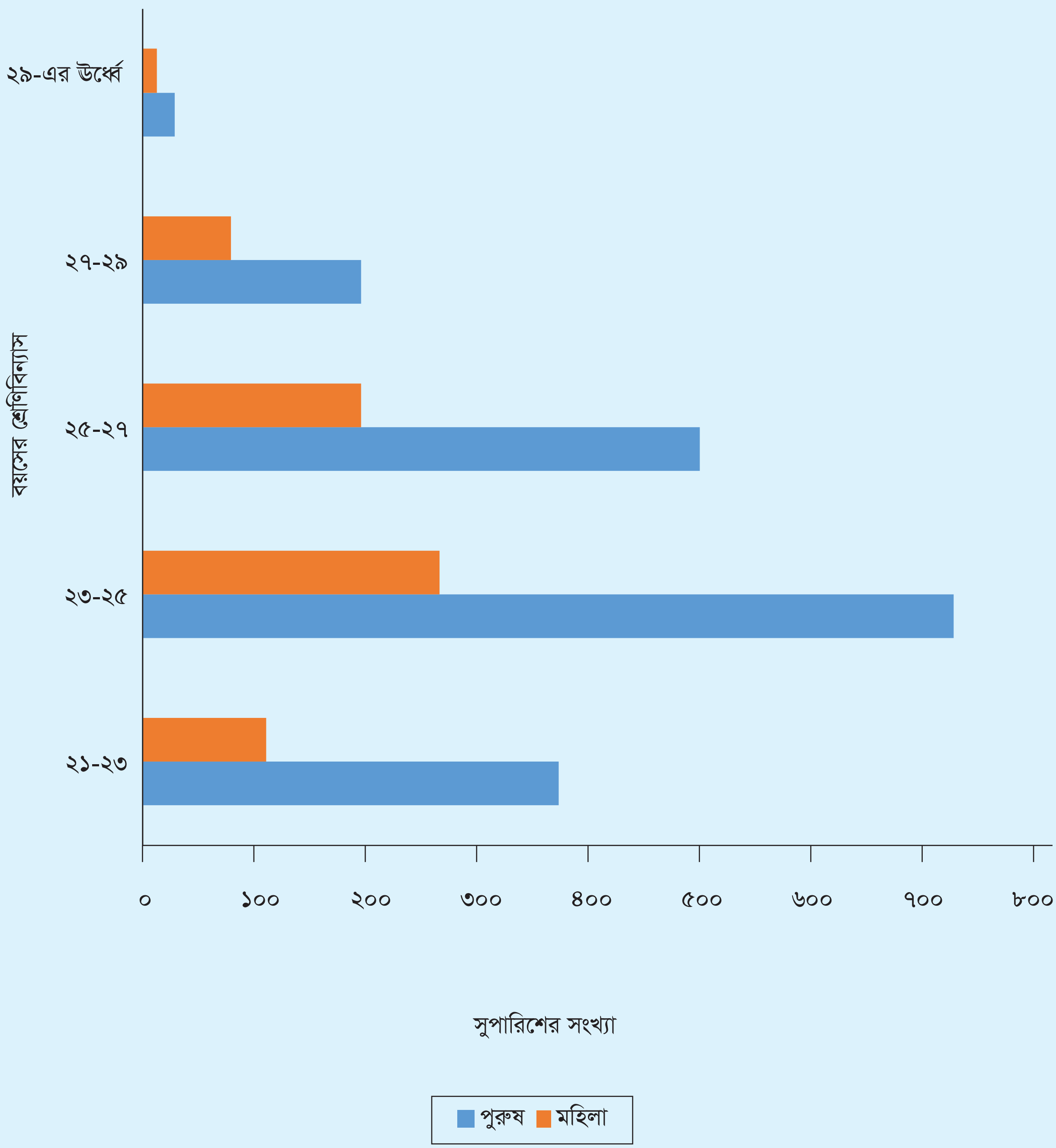

সারণি : ১০. ১৪. ৪১ তম বিসিএস পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ডিসিপ্লিনভিত্তিক বিবরণ

বিভাগের নাম	যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা				প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	তৃতীয় লিংগ (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
মানবিক	৮৭০৯২ ২১.৪৭	৬৫৩৮১ ১৬.১২	১৯ ০.০০৫	১৫২৪৯২ ৩৭.৬০	৫২১৫ ২৪.৭৭	১৬১৫ ৭.৬৭	৬৮৩০ ৩২.৪৪	২৭৫৯ ২১.২২	৯৮৭ ৭.৫৯	৩৭৪৬ ২৮.৮২	৩৯৩ ১৫.৬২	১৯৫ ৭.৭৫	৫৮৮ ২৩.৩৭
বিজ্ঞান	৫৪৭৬৪ ১৩.৫০	৩৬৭৬৫ ৯.০৬	৫ ০.০০১	৯১৫৩৪ ২২.৫৭	৫০৩৫ ২৩.৯১	১৪৬৫ ৬.৯৬	৬৫০০ ৩০.৮৭	৩২৫৫ ২৫.০৪	৯৯৪ ৭.৬৫	৪২৪৯ ৩২.৬৮	৬৪৭ ২৫.৭২	২৬৪ ১০.৪৯	৯১১ ৩৬.২১
ব্যবসায় শিক্ষা	৫৮৬৫২ ১৪.৪৬	২৯১৬৯ ৭.১৯	৭ ০.০০২	৮৭৮২৮ ২১.৬৫	২১৮৯ ১০.৪০	৩৭৬ ১.৭৯	২৫৬৫ ১২.১৮	১৩০৭ ১০.০৫	২৩৫ ১.৮১	১৫৪২ ১১.৮৬	১৯৩ ৭.৬৭	৩৩ ১.৩১	২২৬ ৮.৯৮
প্রকৌশল	২৯২৮৫ ৭.২২	৬৮১৩ ১.৬৮	০ ০.০০০	৩৬০৯৮ ৮.৯০	২৭২১ ১২.৯২	২৩৩ ১.১১	২৯৫৪ ১৪.০৩	২০৪০ ১৫.৬৯	১৯৫ ১.৫০	২২৩৫ ১৭.১৯	৩৮৩ ১৫.২২	৪৩ ১.৭১	৪২৬ ১৬.৯৩
চিকিৎসা বিজ্ঞান	১০৪১৬ ২.৫৭	১২২৯৯ ৩.০৩	০ ০.০০	২২৭১৫ ৫.৬০	৬৩৬ ৩.০২	৩৬২ ১.৭২	৯৯৮ ৪.৭৪	২৫৬ ১.৯৭	১৭২ ১.৩২	৪২৮ ৩.২৯	১৭০ ৬.৭৬	১২৭ ৫.০৫	২৯৭ ১১.৮০
অন্যান্য	৯৫২৮ ২.৩৫	৪৩১৬ ১.০৬	২ ০.০০	১৩৮৪৬ ৩.৪১	১০১৬ ৪.৮৩	১৯৩ ০.৯২	১২০৯ ৫.৭৪	৬৬২ ৫.০৯	১৩৮ ১.০৬	৮০০ ৬.১৫	৫৮ ২.৩১	১০ ০.৪০	৬৮ ২.৭০
সর্বমোট	২৪৯৭৩৭ ৬১.৫৭	১৫৪৭৪৩ ৩৮.১৫	৩৩ ০.০১	৪০৪৫১৩ ১০০	১৬৮১২ ৭৯.৮৪	৪২৪৪ ২০.১৬	২১০৫৬ ১০০	১০২৭৯ ৭৯.০৭	২৭২১ ২০.৯৩	১৩০০০ ১০০	১৮৪৪ ৭৩.২৯	৬৭২ ২৬.৭১	২৫১৬ ১০০

লেখচিত্র-১০.১৪ ঃ ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের স্নাতক/সম্মান পর্যায়ে অধীত বিষয় (মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, প্রকৌশল, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অন্যান্য) এর লেখচিত্র

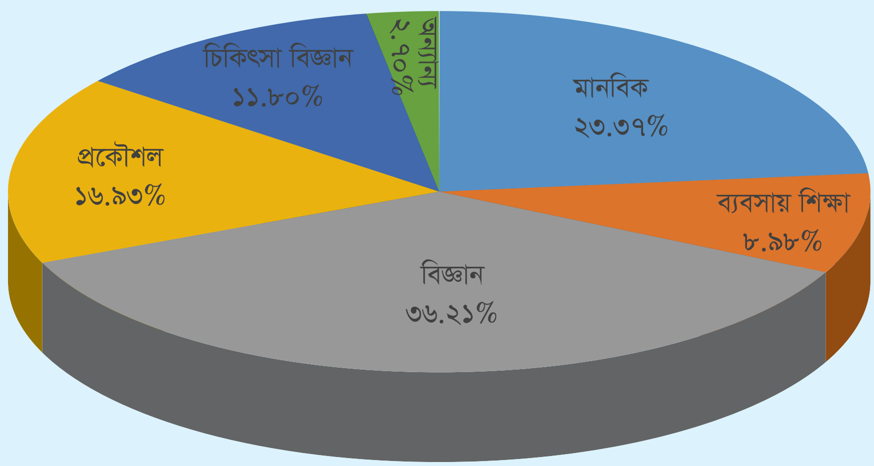

সারণি ১০.১৫: ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান

লেখচিত্র-১০.১৫ [ক], ১০.১৫ [খ] ও ১০.১৫ [গ]

বিভাগের নাম	২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা (সংখ্যা ও %)	যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা				প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
		পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	তৃতীয় লিঙ্গ (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)
ঢাকা	৪৪২১৫১০৭ ২৬.৭৭	৫১৯৩২ ১১.৭৩	৪১৩৪৯ ৯.৩৪	৩ ০.০০১	৯৩২৮৪ ২১.০৭	২৫৭৫ ১৬.৯১	৫৮১ ৩.৮২	৩১৫৬ ২০.৭২	১৭০০ ১৭.২৮	৪০৪ ৪.১১	২১০৪ ২১.৩৮	৩৭৫ ১৭.৩৪	৯৬ ৪.৪৪	৪৭১ ২১.৭৮
রাজশাহী	২০৩৫৩১১৯ ১২.৩২	৩৯৭১৬ ৮.৯৭	২৫৩৯০ ৫.৭৩	২ ০.০০০৫	৬৫১০৮ ১৪.৭০	১৮০০ ১১.৮২	৩৬৫ ২.৪০	২১৬৫ ১৪.২২	১১২৭ ১১.৪৫	২৫৬ ২.৬০	১৩৮৩ ১৪.০৫	২৬০ ১২.০২	৬১ ২.৮২	৩২১ ১৪.৮৪
চট্টগ্রাম	৩৩২০২৩২৬ ২০.১০	৫১৫৫২ ১১.৬৪	৩১২১৬ ৭.০৫	৪ ০.০০১	৮২৭৭২ ১৮.৬৯	২২৬৬ ১৪.৮৮	৩৮৭ ২.৫৪	২৬৫৩ ১৭.৪২	১৪৮৯ ১৫.১৩	২৮৯ ২.৯৪	১৭৭৮ ১৮.০৭	২৯৫ ১৩.৬৪	৭৪ ৩.৪২	৩৬৯ ১৭.০৬
খুলনা	১৭৪১৬৬৪৫ ১০.৫৫	৩৯৬৯৫ ৮.৯৬	২৪৬৩৮ ৫.৫৬	১ ০.০০০২	৬৪৩৩৪ ১৪.৫৩	১৮৮৯ ১২.৪০	৩৭১ ২.৪৪	২২৬০ ১৪.৮৪	১১৯৯ ১২.১৮	২২৫ ২.২৯	১৪২৪ ১৪.৪৭	২৩৫ ১০.৮৬	৫৮ ২.৬৮	২৯৩ ১৩.৫৫
বরিশাল	৯১০০১০২ ৫.৫১	১৮১৯৮ ৪.১১	১০৭৫৩ ২.৪৩	৩ ০.০০১	২৮৯৫৪ ৬.৫৪	৭৯৮ ৫.২৪	১৪৬ ০.৯৬	৯৪৩ ৬.১৯	৫৪৯ ৫.৫৮	১০৬ ১.০৮	৬৫৫ ৬.৬৬	১২৪ ৫.৭৩	২৫ ১.১৬	১৪৯ ৬.৮৯
সিলেট	১১০৩৪৮৬৩ ৬.৬৮	৯২৮৪ ২.১০	৬১১৭ ১.৩৮	০ ০.০০	১৫৪০১ ৩.৪৮	৩৯৮ ২.৬১	৮৮ ০.৫৮	৪৮৬ ৩.১৯	২৩২ ২.৩৬	৬০ ০.৬১	২৯২ ২.৯৭	৪২ ১.৯৪	৮ ০.৩৭	৫০ ২.৩১
রংপুর	১৭৬১০৯৫৬ ১০.৬৬	৩৫৩২১ ৭.৯৮	২০৯১২ ৪.৭২	৪ ০.০০১	৫৬২৪২ ১২.৭০	১৬৬৭ ১০.৯৫	৩৪৭ ২.২৮	২০১৪ ১৩.২২	১০০৩ ১০.১৯	২০৬ ২.০৯	১২০৯ ১২.২৯	২৪২ ১১.১৯	৫১ ২.৩৬	২৯৩ ১৩.৫৫
ময়মনসিংহ	১২২২৫৪৯৮ ৭.৪০	২২১১৬ ৪.৯৯	১৪৬২০ ৩.৩০	১ ০.০০০২	৩৬৭৩৬ ৮.৩০	১২৭৪ ৮.৩৭	২৭৮ ১.৮৩	১৫৫২ ১০.১৯	৮০৬ ৮.১৯	১৮৯ ১.৯২	৯৯৫ ১০.১১	১৬৯ ৭.৮১	৪৮ ২.২২	২১৭ ১০.০৩
সর্বমোট	১৬৫১৫৮৬১৬ ১০০.০০	২৬৭৮১৩ ৬০.৪৮	১৭৫০০০ ৩৯.৫২	১৮ ০.০০৪	৪৪২৮৩১ ১০০	১২৬৬৬ ৮৩.১৭	২৫৬৩ ১৬.৮৩	১৫২২৯ ১০০	৮১০৫ ৮২.৩৭	১৭৩৫ ১৭.৬৩	৯৮৪০ ১০০	১৭৪২ ৮০.৫৪	৪২১ ১৯.৪৬	২১৬৩ ১০০

লেখচিত্র-১০.১৫ [ক] ঃ ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারী এবং বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা (শতকরা হার)

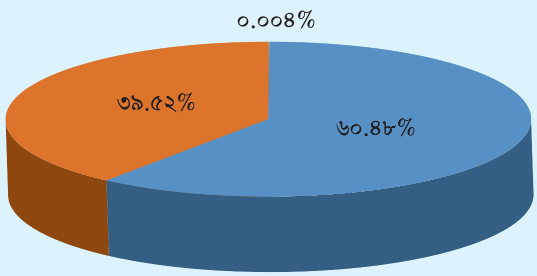

যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা (শতকরা হার)

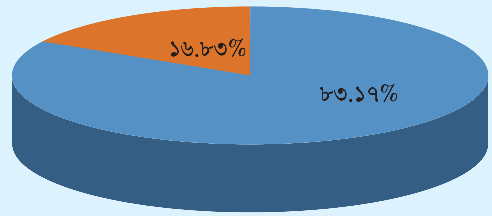

প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা (শতকরা হার)

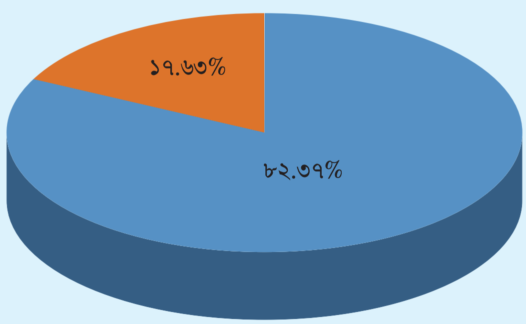

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা
(শতকরা হার)

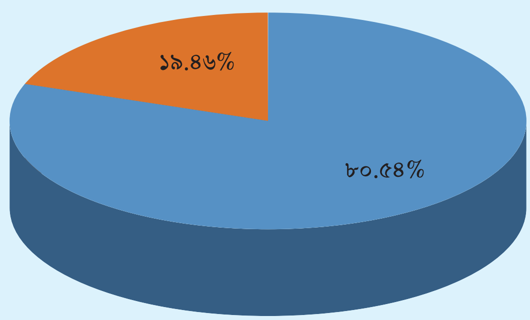

সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা (শতকরা হার)

পুরুষ   মহিলা   তৃতীয় লিঙ্গ

লেখচিত্র-১০.১৫ [খ] ঃ ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশকৃত প্রার্থীদের বিভাগভিত্তিক শতকরা হার

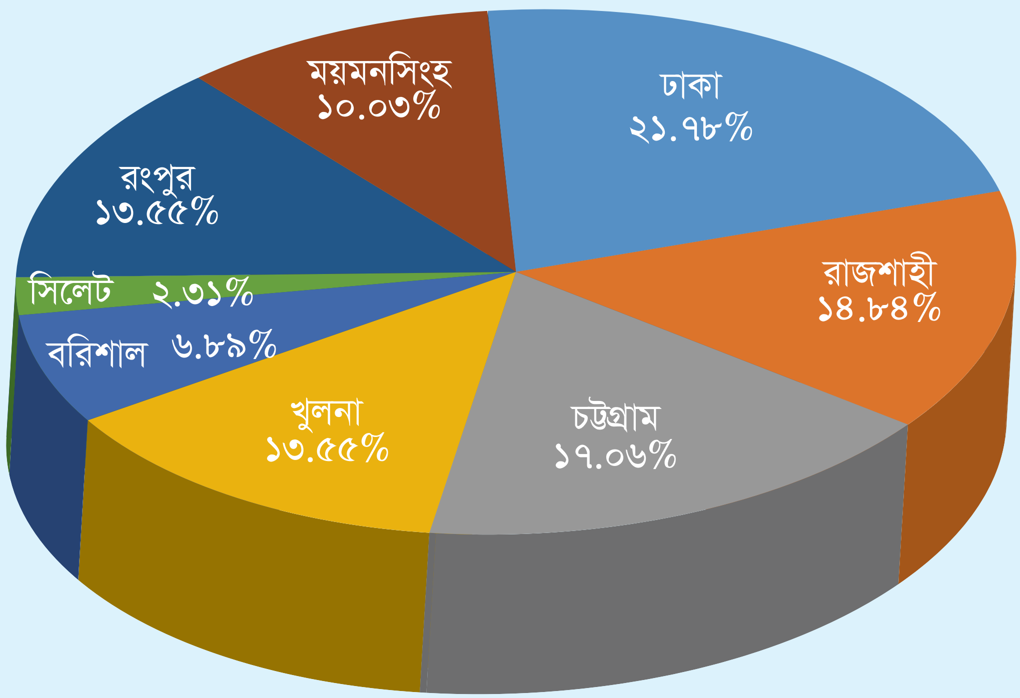

লেখচিত্র-১০.১৫ [গ] ঃ ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগভিত্তিক সংখ্যা

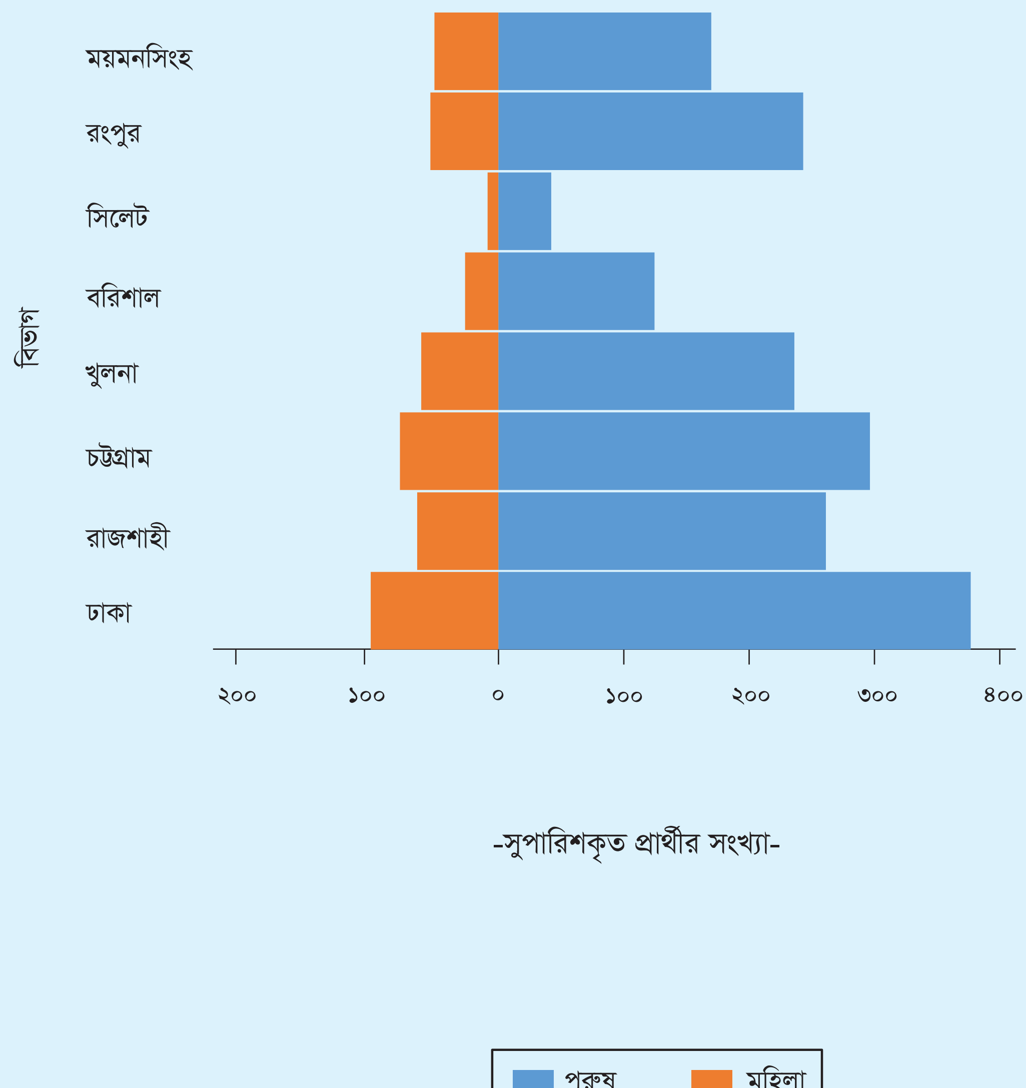

সারণি ১০.১৬: ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম																		সর্বমোট (সংখ্যা ও %)
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ		মোট		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)
বি.সি.এস. (প্রশাসন)	৬২ ৯.৬১	১৯ ২.৯৫	৩৫ ৫.৪৩	৭ ১.০৯	৫০ ৭.৭৫	৯ ১.৪০	২৪ ৩.৭২	৮ ১.২৪	১৭ ২.৬৪	৬ ০.৯৩	৭ ১.০৯	০ ০.০০	৩০ ৪.৬৫	১ ০.১৬	১৮ ২.৭৯	৭ ১.০৯	২৪৩ ৩৭.৬৭	৫৭ ৮.৮৪	৩০০ ৪৬.৫১
বি.সি.এস. (নিরীক্ষা ও হিসাব)	৪ ০.৬২	১ ০.১৬	৮ ১.২৪	১ ০.১৬	৭ ১.০৯	২ ০.৩১	৩ ০.৪৭	১ ০.১৬	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.৩১	১ ০.১৬	৪ ০.৬২	০ ০.০০	২৯ ৪.৫০	৬ ০.৯৩	৩৫ ৫.৪৩
বি.সি.এস. (সমবায়)	৪ ০.৬২	২ ০.৩১	০ ০.০০	০ ০.০০	৪ ০.৬২	১ ০.১৬	২ ০.৩১	০ ০.০০	২ ০.৩১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.৩১	০ ০.০০	১ ০.১৬	১ ০.১৬	১৫ ২.৩৩	৪ ০.৬২	১৯ ২.৯৫
বি.সি.এস. (শুল্ক ও আবগারি)	৫ ০.৭৮	০ ০.০০	২ ০.৩১	০ ০.০০	৩ ০.৪৭	০ ০.০০	৩ ০.৪৭	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	১৪ ২.১৭	০ ০.০০	১৪ ২.১৭
বি.সি.এস. (পরিবার পরিকল্পনা)	২ ০.৩১	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৫ ০.৭৮	০ ০.০০	৫ ০.৭৮
বি.সি.এস. (খাদ্য)	২ ০.৩১	১ ০.১৬	২ ০.৩১	১ ০.১৬	৩ ০.৪৭	০ ০.০০	৪ ০.৬২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	১ ০.১৬	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	১৩ ২.০২	৩ ০.৪৭	১৬ ২.৪৮
বি.সি.এস. (পররাষ্ট্র)	৫ ০.৭৮	১ ০.১৬	১ ০.১৬	০ ০.০০	৮ ১.২৪	১ ০.১৬	২ ০.৩১	০ ০.০০	২ ০.৩১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.৩১	০ ০.০০	৩ ০.৪৭	০ ০.০০	২৩ ৩.৫৭	২ ০.৩১	২৫ ৩.৮৮
বি.সি.এস. (তথ্য) সহঃ পরিচালক ও সমমানের পদ	৪ ০.৬২	৪ ০.৬২	০ ০.০০	১ ০.১৬	৩ ০.৪৭	১ ০.১৬	৩ ০.৪৭	১ ০.১৬	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.৩১	১ ০.১৬	০ ০.০০	১ ০.১৬	১৩ ২.০২	৯ ১.৪০	২২ ৩.৪১
বি.সি.এস. (তথ্য) সহঃ পরিচালক, অনুষ্ঠান	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৬	১ ০.১৬	১ ০.১৬	২ ০.৩১

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম																		সর্বমোট (সংখ্যা ও %)
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ		মোট		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)
বি.সি.এস. (পুলিশ)	২৫ ৩.৮৮	৩ ০.৪৭	৭ ১.০৯	১ ০.১৬	১৫ ২.৩৩	৩ ০.৪৭	১৬ ২.৪৮	০.০০	৪ ০.৬২	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	১৩ ২.০২	১ ০.১৬	১০ ১.৫৫	১ ০.১৬	৯১ ১৪.১১	৯ ১.৪০	১০০ ১৫.৫০
বি.সি.এস. (ডাক)	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.৩১	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৩ ০.৪৭	০ ০.০০	৩ ০.৪৭
বি.সি.এস. (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক)	২ ০.৩১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৩ ০.৪৭	০ ০.০০	৩ ০.৪৭
বি.সি.এস. (কর)	১৬ ২.৪৮	২ ০.৩১	১১ ১.৭১	০ ০.০০	১৭ ২.৬৪	৬ ০.৯৩	৯ ১.৪০	৪ ০.৬২	৬ ০.৯৩	৩ ০.৪৭	৩ ০.৪৭	১ ০.১৬	১১ ১.৭১	২ ০.৩১	৯ ১.৪০	১ ০.১৬	৮২ ১২.৭১	১৯ ২.৯৫	১০১ ১৫.৬৬
সর্বমোট	১৩১ ২০.৩১	৩৩ ৫.১২	৬৭ ১০.৩৯	১১ ১.৭১	১১৪ ১৭.৬৭	২৩ ৩.৫৭	৬৮ ১০.৫৪	১৪ ২.১৭	৩৪ ৫.২৭	৯ ১.৪০	১২ ১.৮৬	১ ০.১৬	৬৩ ৯.৭৭	৭ ১.০৯	৪৬ ৭.১৩	১২ ১.৮৬	৫৩৫ ৮২.৯৫	১১০ ১৭.০৫	৬৪৫ ১০০

লেখচিত্র-১০.১৬ ঃ ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারের সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগভিত্তিক সংখ্যা

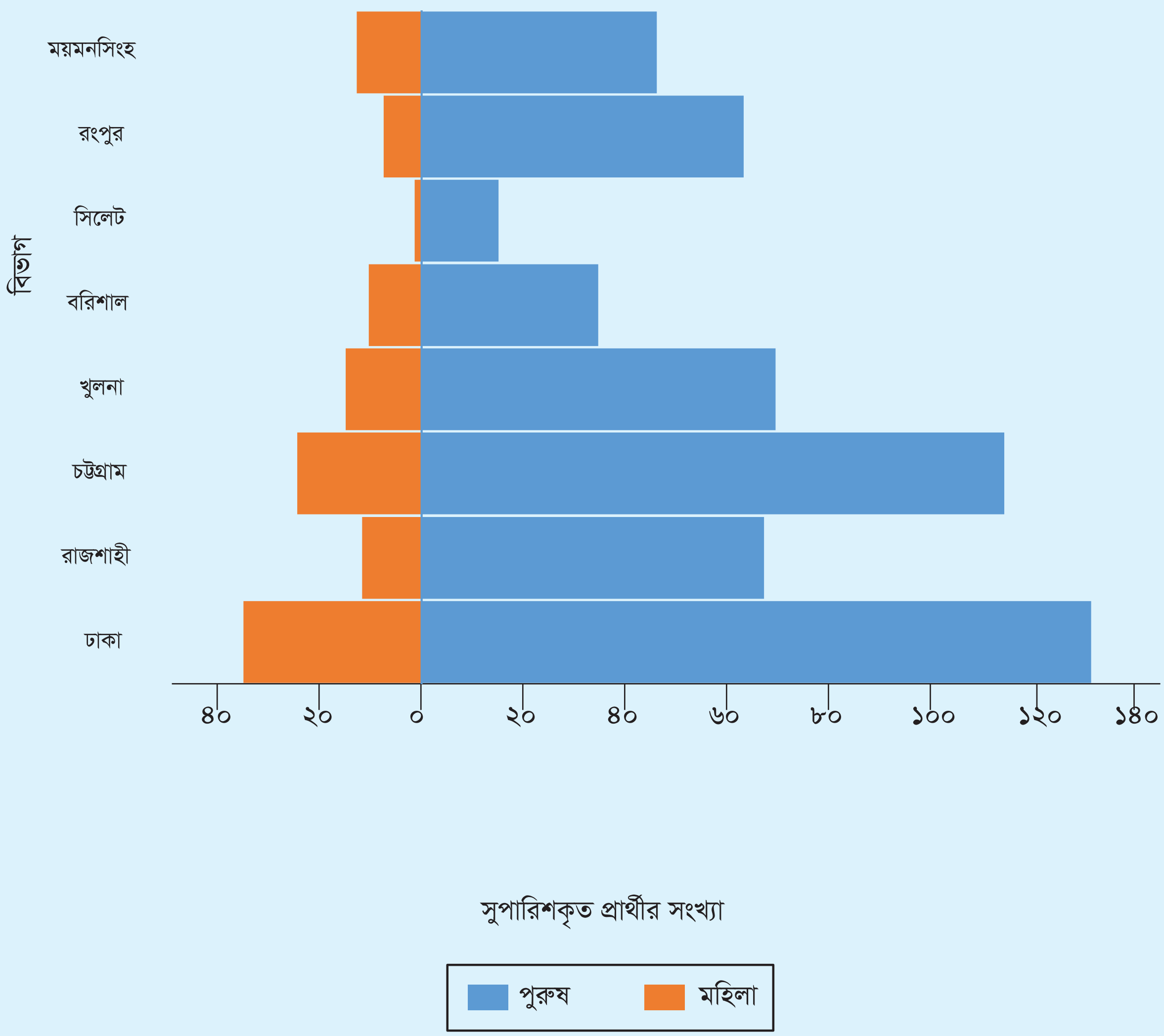

সারণি ১০.১৭: ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম																		সর্বমোট (সংখ্যা ও %)
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ		মোট		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)
বি.সি.এস. (কৃষি) কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	১৯ ৩.০৭	২০ ৩.২৩	৩২ ৫.১৭	৮ ১.২৯	৭ ১.১৩	৪ ০.৬৫	১৪ ২.২৬	১০ ১.৬২	১৩ ২.১০	৪ ০.৬৫	১ ০.১৬	১ ০.১৬	২৬ ৪.২০	৯ ১.৪৫	২১ ৩.৩৯	১১ ১.৭৮	১৩৩ ২১.৪৯	৬৭ ১০.৮২	২০০ ৩২.৩১
বি.সি.এস. (কৃষি) বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	২ ০.৩২	০ ০.০০	২ ০.৩২	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৬	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.৩২	১ ০.১৬	৭ ১.১৩	৩ ০.৪৮	১০ ১.৬২
বি.সি.এস. (মৎস্য) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৮ ১.২৯	১ ০.১৬	৬ ০.৯৭	২ ০.৩২	৩ ০.৪৮	০ ০.০০	১৩ ২.১০	১ ০.১৬	০ ০.০০	১ ০.১৬	১ ০.১৬	০ ০.০০	৫ ০.৮১	৬ ০.৯৭	২ ০.৩২	২ ০.৩২	৩৮ ৬.১৪	১৩ ২.১০	৫১ ৮.২৪
বি.সি.এস. (খাদ্য) সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী/ সমমানের পদ	৩ ০.৪৮	০ ০.০০	৪ ০.৬৫	০ ০.০০	৩ ০.৪৮	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	২ ০.৩২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	১৫ ২.৪২	০ ০.০০	১৫ ২.৪২
বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) সহকারী ডেন্টাল সার্জন	১৫ ২.৪২	২ ০.৩২	৭ ১.১৩	৭ ১.১৩	৭ ১.১৩	৬ ০.৯৭	৯ ১.৪৫	৫ ০.৮১	১ ০.১৬	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	৪ ০.৬৫	৩ ০.৪৮	৪ ০.৬৫	৪ ০.৬৫	৪৮ ৭.৭৫	২৭ ৪.৩৬	৭৫ ১২.১২
বি.সি.এস. (তথ্য) সহকারী বেতার প্রকৌশলী	৮ ১.২৯	০ ০.০০	৯ ১.৪৫	১ ০.১৬	৭ ১.১৩	০ ০.০০	৬ ০.৯৭	০ ০.০০	৪ ০.৬৫	১ ০.১৬	১ ০.১৬	০ ০.০০	৩ ০.৪৮	০ ০.০০	৩ ০.৪৮	০ ০.০০	৪১ ৬.৬২	২ ০.৩২	৪৩ ৬.৯৫
বি.সি.এস.(পশুসম্পদ) ভেটেরিনারি সার্জন/ এসও/থানা লাইভস্টক অফিসার/ প্রভাষক	১০ ১.৬২	০ ০.০০	১১ ১.৭৮	৩ ০.৪৮	৭ ১.১৩	১ ০.১৬	৯ ১.৪৫	০ ০.০০	৪ ০.৬৫	০ ০.০০	৫ ০.৮১	১ ০.১৬	২৭ ৪.৩৬	৫ ০.৮১	১২ ১.৯৪	৫ ০.৮১	৮৫ ১৩.৭৩	১৫ ২.৪২	১০০ ১৬.১৬
বি.সি.এস. (পশুসম্পদ) পিডিও/ এপিডিও/জু-অফিসার	১ ০.১৬	২ ০.৩২	৭ ১.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.৩২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	৫ ০.৮১	০ ০.০০	৩ ০.৪৮	০ ০.০০	১৯ ৩.০৭	২ ০.৩২	২১ ৩.৩৯
বি.সি.এস. (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল) সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	১০ ১.৬২	১ ০.১৬	৮ ১.২৯	১ ০.১৬	১২ ১.৯৪	০ ০.০০	৬ ০.৯৭	০ ০.০০	৩ ০.৪৮	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	৪ ০.৬৫	০ ০.০০	৪ ০.৬৫	০ ০.০০	৪৮ ৭.৭৫	২ ০.৩২	৫০ ৮.০৮

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম																		সর্বমোট (সংখ্যা ও %)
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ		মোট		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)
বি.সি.এস. (গণপূর্ত) সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৩ ০.৪৮	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৪ ০.৬৫	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	২ ০.৩২	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	২ ০.৩২	০ ০.০০	১৪ ২.২৬	০ ০.০০	১৪ ২.২৬
বি.সি.এস. (রেলওয়ে প্রকৌশল) সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী	১ ০.১৬	০ ০.০০	৫ ০.৮১	০ ০.০০	৪ ০.৬৫	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১৩ ২.১০	০ ০.০০	১৩ ২.১০
বি.সি.এস. (রেলওয়ে প্রকৌশল) সহকারী যন্ত্রপ্রকৌশলী	১ ০.১৬	০ ০.০০	৩ ০.৪৮	০ ০.০০	২ ০.৩২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.৩২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৯ ১.৪৫	০ ০.০০	৯ ১.৪৫
বি.সি.এস. (রেলওয়ে প্রকৌশল) সহকারী সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.৩২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.৩২	০ ০.০০	২ ০.৩২
বি.সি.এস. (রেলওয়ে প্রকৌশল) সহকারী সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী	২ ০.৩২	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	২ ০.৩২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৭ ১.১৩	০ ০.০০	৭ ১.১৩
বি.সি.এস. (সড়ক ও জনপথ) সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	১ ০.১৬	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.৩২	১ ০.১৬	৩ ০.৪৮
বি.সি.এস (পরিসংখ্যান) পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৬	১ ০.১৬	১ ০.১৬	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	৩ ০.৪৮	২ ০.৩২	৫ ০.৮১
বি.সি.এস (সমবায়) গবেষণা কর্মকর্তা	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	১ ০.১৬
সর্বমোট	৮৬ ১৩.৮৯	২৬ ৪.২০	৯৬ ১৫.৫১	২২ ৩.৫৫	৫৯ ৯.৫৩	১৪ ২.২৬	৬৫ ১০.৫০	১৭ ২.৭৫	৩২ ৫.১৭	৭ ১.১৩	১৪ ২.২৬	২ ০.৩২	৭৮ ১২.৬০	২৩ ৩.৭২	৫৫ ৮.৮৯	২৩ ৩.৭২	৪৮৫ ৭৮.৩৫	১৩৪ ২১.৬৫	৬১৯ ১০০

লেখচিত্র-১০.১৭ : ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় কারিগরি ক্যাডারের সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগভিত্তিক সংখ্যা

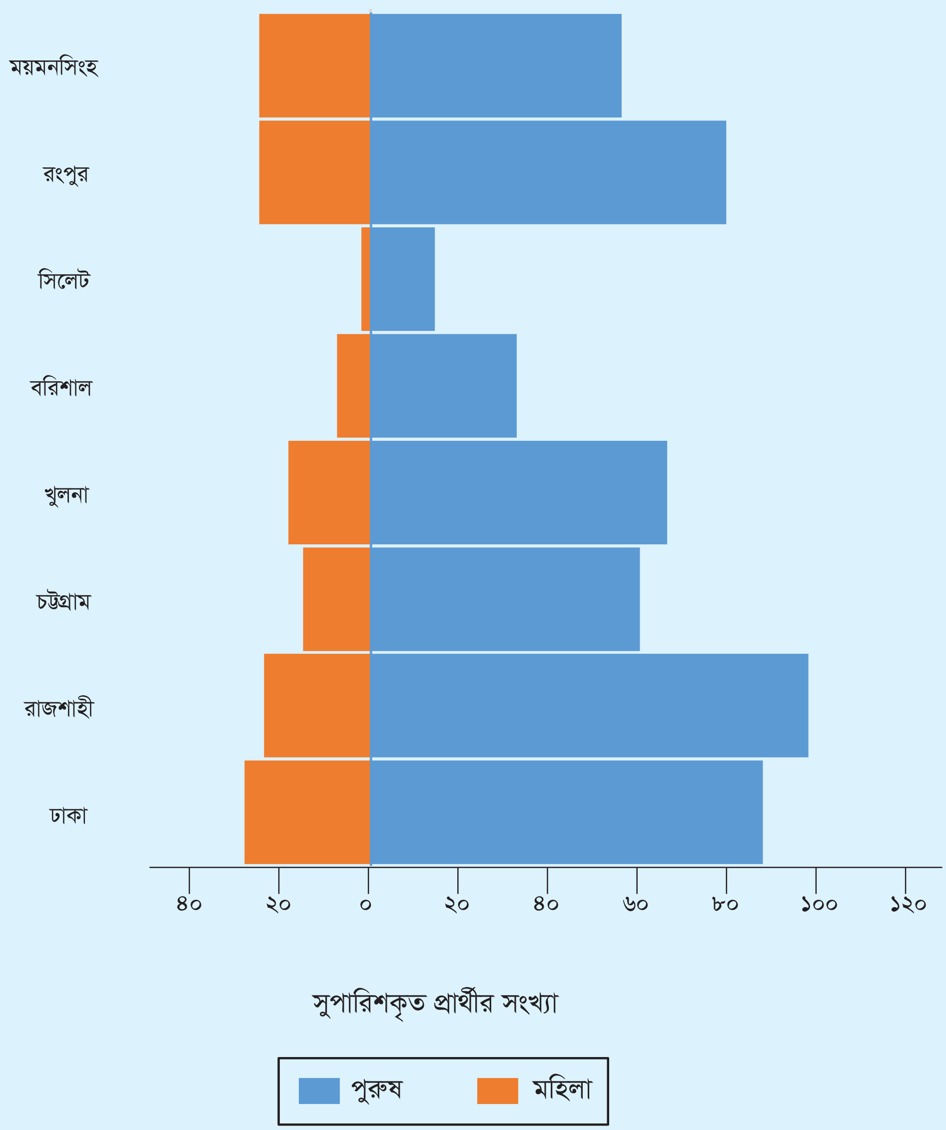

সারণি ১০.১৮: ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম																		
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ		মোট		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)
বি.সি.এস. শিক্ষা (বাংলা)	৮ ০.৮৯	২ ০.২২	৪ ০.৪৪	১ ০.১১	৮ ০.৮৯	০ ০.০০	১২ ১.৩৩	১ ০.১১	৪ ০.৪৪	২ ০.২২	১ ০.১১	১ ০.১১	২ ০.২২	২ ০.২২	৬ ০.৬৭	০ ০.০০	৪৫ ৫.০১	৯ ১.০০	৫৪ ৬.০১
বি.সি.এস. শিক্ষা (ইংরেজি)	৫ ০.৫৬	৩ ০.৩৩	৬ ০.৬৭	৫ ০.৫৬	৮ ০.৮৯	৭ ০.৭৮	৪ ০.৪৪	৪ ০.৪৪	১ ০.১১	১ ০.১১	৪ ০.৪৪	১ ০.১১	৬ ০.৬৭	৩ ০.৩৩	৬ ০.৬৭	২ ০.২২	৪০ ৪.৪৫	২৬ ২.৮৯	৬৬ ৭.৩৪
বি.সি.এস. শিক্ষা (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	১৮ ২.০০	২ ০.২২	৩ ০.৩৩	১ ০.১১	৭ ০.৭৮	২ ০.২২	৫ ০.৫৬	১ ০.১১	৫ ০.৫৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৪ ০.৪৪	০ ০.০০	৪ ০.৪৪	২ ০.২২	৪৬ ৫.১২	৮ ০.৮৯	৫৪ ৬.০১
বি.সি.এস. শিক্ষা (দর্শন)	৪ ০.৪৪	৪ ০.৪৪	৫ ০.৫৬	২ ০.২২	৬ ০.৬৭	১ ০.১১	৪ ০.৪৪	৪ ০.৪৪	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৭ ০.৭৮	২ ০.২২	৪ ০.৪৪	১ ০.১১	৩০ ৩.৩৪	১৪ ১.৫৬	৪৪ ৪.৮৯
বি.সি.এস. শিক্ষা (অর্থনীতি)	১০ ১.১১	৩ ০.৩৩	০ ০.০০	৩ ০.৩৩	১০ ১.১১	১ ০.১১	২ ০.২২	২ ০.২২	৬ ০.৬৭	২ ০.২২	১ ০.১১	১ ০.১১	৪ ০.৪৪	২ ০.২২	৩ ০.৩৩	২ ০.২২	৩৬ ৪.০০	১৬ ১.৭৮	৫২ ৫.৭৮
বি.সি.এস. শিক্ষা (প্রাণিবিদ্যা)	৮ ০.৮৯	২ ০.২২	৭ ০.৭৮	২ ০.২২	৬ ০.৬৭	৬ ০.৬৭	৩ ০.৩৩	৪ ০.৪৪	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	৬ ০.৬৭	১ ০.১১	২ ০.২২	০ ০.০০	৩২ ৩.৫৬	১৬ ১.৭৮	৪৮ ৫.৩৪
বি.সি.এস. শিক্ষা (ইতিহাস)	৫ ০.৫৬	০ ০.০০	৪ ০.৪৪	০ ০.০০	৪ ০.৪৪	৩ ০.৩৩	৪ ০.৪৪	০ ০.০০	২ ০.২২	০ ০.০০	২ ০.২২	০ ০.০০	৮ ০.৮৯	১ ০.১১	৪ ০.৪৪	০ ০.০০	৩৩ ৩.৬৭	৪ ০.৪৪	৩৭ ৪.১২
বি.সি.এস. শিক্ষা (সমাজকল্যাণ)	২ ০.২২	১ ০.১১	১ ০.১১	২ ০.২২	২ ০.২২	০ ০.০০	১ ০.১১	২ ০.২২	৪ ০.৪৪	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২২	০ ০.০০	২ ০.২২	০ ০.০০	১৪ ১.৫৬	৫ ০.৫৬	১৯ ২.১১
বি.সি.এস. শিক্ষা (রসায়ন)	৬ ০.৬৭	১ ০.১১	১২ ১.৩৩	১ ০.১১	৭ ০.৭৮	৩ ০.৩৩	৭ ০.৭৮	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৪ ০.৪৪	২ ০.২২	২ ০.২২	০ ০.০০	৩৯ ৪.৩৪	৭ ০.৭৮	৪৬ ৫.১২
বি.সি.এস. শিক্ষা (ইসলাম শিক্ষা)	১ ০.১১	০ ০.০০	১ ০.১১	১ ০.১১	৩ ০.৩৩	০ ০.০০	৩ ০.৩৩	১ ০.১১	২ ০.২২	২ ০.২২	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২২	০ ০.০০	১৩ ১.৪৫	৪ ০.৪৪	১৭ ১.৮৯
বি.সি.এস. শিক্ষা (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)	৭ ০.৭৮	১ ০.১১	৬ ০.৬৭	২ ০.২২	৩ ০.৩৩	১ ০.১১	১১ ১.২২	০ ০.০০	৩ ০.৩৩	১ ০.১১	০ ০.০০	১ ০.১১	১২ ১.৩৩	০ ০.০০	৪ ০.৪৪	৩ ০.৩৩	৪৬ ৫.১২	৯ ১.০০	৫৫ ৬.১২
বি.সি.এস. শিক্ষা (পদার্থ বিদ্যা)	৬ ০.৬৭	১ ০.১১	৫ ০.৫৬	১ ০.১১	৪ ০.৪৪	২ ০.২২	৫ ০.৫৬	০ ০.০০	৩ ০.৩৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১০ ১.১১	১ ০.১১	৬ ০.৬৭	১ ০.১১	৩৯ ৪.৩৪	৬ ০.৬৭	৪৫ ৫.০১

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম																	
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ		মোট		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)
বি.সি.এস. শিক্ষা (উদ্ভিদ বিদ্যা)	৫ ০.৫৬	৪ ০.৪৪	১৩ ১.৪৫	২ ০.২২	৩ ০.৩৩	১ ০.১১	৭ ০.৭৮	২ ০.২২	৪ ০.৪৪	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৫ ০.৫৬	১ ০.১১	৪ ০.৪৪	১ ০.১১	৪১ ৪.৫৬	১১ ১.২২	৫২ ৫.৭৮
বি.সি.এস. শিক্ষা (সমাজবিজ্ঞান)	৬ ০.৬৭	২ ০.২২	২ ০.২২	১ ০.১১	১ ০.১১	১ ০.১১	৬ ০.৬৭	১ ০.১১	১ ০.১১	০ ০.০০	৪ ০.৪৪	০ ০.০০	৪ ০.৪৪	১ ০.১১	২ ০.২২	১ ০.১১	২৬ ২.৮৯	৭ ০.৭৮	৩৩ ৩.৬৭
বি.সি.এস. শিক্ষা (গণিত)	৭ ০.৭৮	২ ০.২২	২ ০.২২	০ ০.০০	৩ ০.৩৩	১ ০.১১	০ ০.০০	১ ০.১১	৩ ০.৩৩	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	২ ০.২২	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	১৮ ২.০০	৫ ০.৫৬	২৩ ২.৫৬
বি.সি.এস. শিক্ষা (ভূগোল)	৩ ০.৩৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৩ ০.৩৩	১ ০.১১	৩ ০.৩৩	০ ০.০০	১১ ১.২২	১ ০.১১	১২ ১.৩৩
বি.সি.এস. শিক্ষা (মৃত্তিকা বিজ্ঞান)	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	২ ০.২২	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৫ ০.৫৬	০ ০.০০	৫ ০.৫৬
বি.সি.এস. শিক্ষা (হিসাব বিজ্ঞান)	২১ ২.৩৪	২ ০.২২	১ ০.১১	১ ০.১১	৬ ০.৬৭	৪ ০.৪৪	৫ ০.৫৬	১ ০.১১	৪ ০.৪৪	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	২ ০.২২	০ ০.০০	২ ০.২২	০ ০.০০	৪২ ৪.৬৭	৮ ০.৮৯	৫০ ৫.৫৬
বি.সি.এস. শিক্ষা (মার্কেটিং)	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৫ ০.৫৬	০ ০.০০	২ ০.২২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	৮ ০.৮৯	১ ০.১১	৯ ১.০০
বি.সি.এস. শিক্ষা (ব্যবস্থাপনা)	১৩ ১.৪৫	৪ ০.৪৪	৩ ০.৩৩	২ ০.২২	১১ ১.২২	২ ০.২২	৯ ১.০০	১ ০.১১	৮ ০.৮৯	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	২ ০.২২	১ ০.১১	৪ ০.৪৪	০ ০.০০	৫১ ৫.৬৭	১০ ১.১১	৬১ ৬.৭৯
বি.সি.এস. শিক্ষা (ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং)	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	১ ০.১১
বি.সি.এস. শিক্ষা (মনোবিজ্ঞান)	২ ০.২২	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	৭ ০.৭৮	১ ০.১১	৮ ০.৮৯
বি.সি.এস. শিক্ষা (কৃষি বিজ্ঞান)	১ ০.১১	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২২	১ ০.১১	৩ ০.৩৩
বি.সি.এস. শিক্ষা (পরিসংখ্যান)	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২২	০ ০.০০	০ ০.০০	৩ ০.৩৩	০ ০.০০	৩ ০.৩৩
বি.সি.এস. শিক্ষা (আরবি)	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২২	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২২	১ ০.১১	৩ ০.৩৩

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম																		
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ		মোট		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)
বি.সি.এস. শিক্ষা (গার্হস্থ্য অর্থনীতি)	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৩ ০.৩৩	৩ ০.৩৩
বি.সি.এস. শিক্ষা (সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ) (ইংরেজি)	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	১ ০.১১	২ ০.২২
বি.সি.এস. কারিগরি শিক্ষা ইন্সট্রাক্টর (টেক/সিভিল)	৫ ০.৫৬	১ ০.১১	২ ০.২২	০ ০.০০	৩ ০.৩৩	০ ০.০০	২ ০.২২	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২২	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	১৬ ১.৭৮	১ ০.১১	১৭ ১.৮৯
বি.সি.এস. কারিগরি শিক্ষা ইন্সট্রাক্টর (টেক/ইলেকট্রিকাল)	৩ ০.৩৩	০ ০.০০	২ ০.২২	০ ০.০০	২ ০.২২	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৩ ০.৩৩	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	১২ ১.৩৩	০ ০.০০	১২ ১.৩৩
বি.সি.এস. কারিগরি শিক্ষা, ইন্সট্রাক্টর (টেক/মেকানিক্যাল)	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২২	০ ০.০০	২ ০.২২
বি.সি.এস. কারিগরি শিক্ষা, ইন্সট্রাক্টর (টেক/ইলেকট্রনিক্স)	৩ ০.৩৩	০ ০.০০	২ ০.২২	০ ০.০০	৩ ০.৩৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	৯ ১.০০	০ ০.০০	৯ ১.০০
বি.সি.এস. কারিগরি শিক্ষা ইন্সট্রাক্টর (টেক/পাওয়ার)	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	১ ০.১১
বি.সি.এস. কারিগরি শিক্ষা, ইন্সট্রাক্টর (টেক/কেমিক্যাল)	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	১ ০.১১
বি.সি.এস. কারিগরি শিক্ষা ইন্সট্রাক্টর (টেক/আর্কিটেকেক্সা)	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	১ ০.১১
বি.সি.এস. কারিগরি শিক্ষা ইন্সট্রাক্টর (টেক/সিভিল উড)	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	১ ০.১১	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২২	০ ০.০০	২ ০.২২

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম																		
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ		মোট		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)
বি.সি.এস. কারিগরি শিক্ষা ইন্সট্রাক্টর (নন টেক/গণিত, পদার্থ)	৩	০	১	০	১	০	০	১	১	০	০	০	০	০	১	০	৭	১	৮
	০.৩৩	০.০০	০.১১	০.০০	০.১১	০.০০	০.০০	০.১১	০.১১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.১১	০.০০	০.৭৮	০.১১	০.৮৯
বি.সি.এস. কারিগরি শিক্ষা ওয়ার্কশপ সুপার(সিভিল)	১	০	১	০	২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১	০	৫	০	৫
	০.১১	০.০০	০.১১	০.০০	০.২২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.১১	০.০০	০.৫৬	০.০০	০.৫৬
বি.সি.এস. কারিগরি শিক্ষা ওয়ার্কশপ সুপার(ইলেক্ট্রিকাল))	০	০	০	০	১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১	০	১
	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.১১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.১১	০.০০	০.১১
বি.সি.এস. কারিগরি শিক্ষা ওয়ার্কশপ সুপার(টেক/ মেকানিক্যাল)	১	০	৩	০	২	০	৩	০	০	০	০	০	৩	০	৩	০	১৫	০	১৫
	০.১১	০.০০	০.৩৩	০.০০	০.২২	০.০০	০.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৩৩	০.০০	০.৩৩	০.০০	১.৬৭	০.০০	১.৬৭
বি.সি.এস. কারিগরি শিক্ষা ওয়ার্কশপ সুপার(ইলেকট্রনিক্স)	০	০	০	০	১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১	০	১
	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.১১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.১১	০.০০	০.১১
বি.সি.এস. কারিগরি শিক্ষা ওয়ার্কশপ সুপার(পাওয়ার)	২	০	২	০	২	০	১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৭	০	৭
	০.২২	০.০০	০.২২	০.০০	০.২২	০.০০	০.১১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৭৮	০.০০	০.৭৮
বি.সি.এস. কারিগরি শিক্ষা ইন্সটাক্টর (টেক)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১	০	০	০	১	০	১
	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.১১	০.০০	০.০০	০.০০	০.১১	০.০০	০.১১
বি.সি.এস. কারিগরি শিক্ষা ওয়ার্কশপ সুপার (টেক)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১	০	০	০	১	০	১
	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.১১	০.০০	০.০০	০.০০	০.১১	০.০০	০.১১
সর্বমোট	১৫৮	৩৭	৯৭	২৮	১২২	৩৭	১০২	২৭	৫৭	১০	১৬	৫	৯৯	২৩	৬৮	১৩	৭২২	১৭৭	৮৯৯
	১৭.৫৮	৪.১২	১০.৭৯	৩.১১	১৩.৫৭	৪.১২	১১.৩৫	৩.০০	৬.৩৪	১.১১	১.৭৮	০.৫৬	১১.০১	২.৫৬	৭.৫৬	১.৪৫	৮০.৩১	১৯.৬৯	১০০

লেখচিত্র-১০.১৮ ঃ ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারের সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগভিত্তিক সংখ্যা

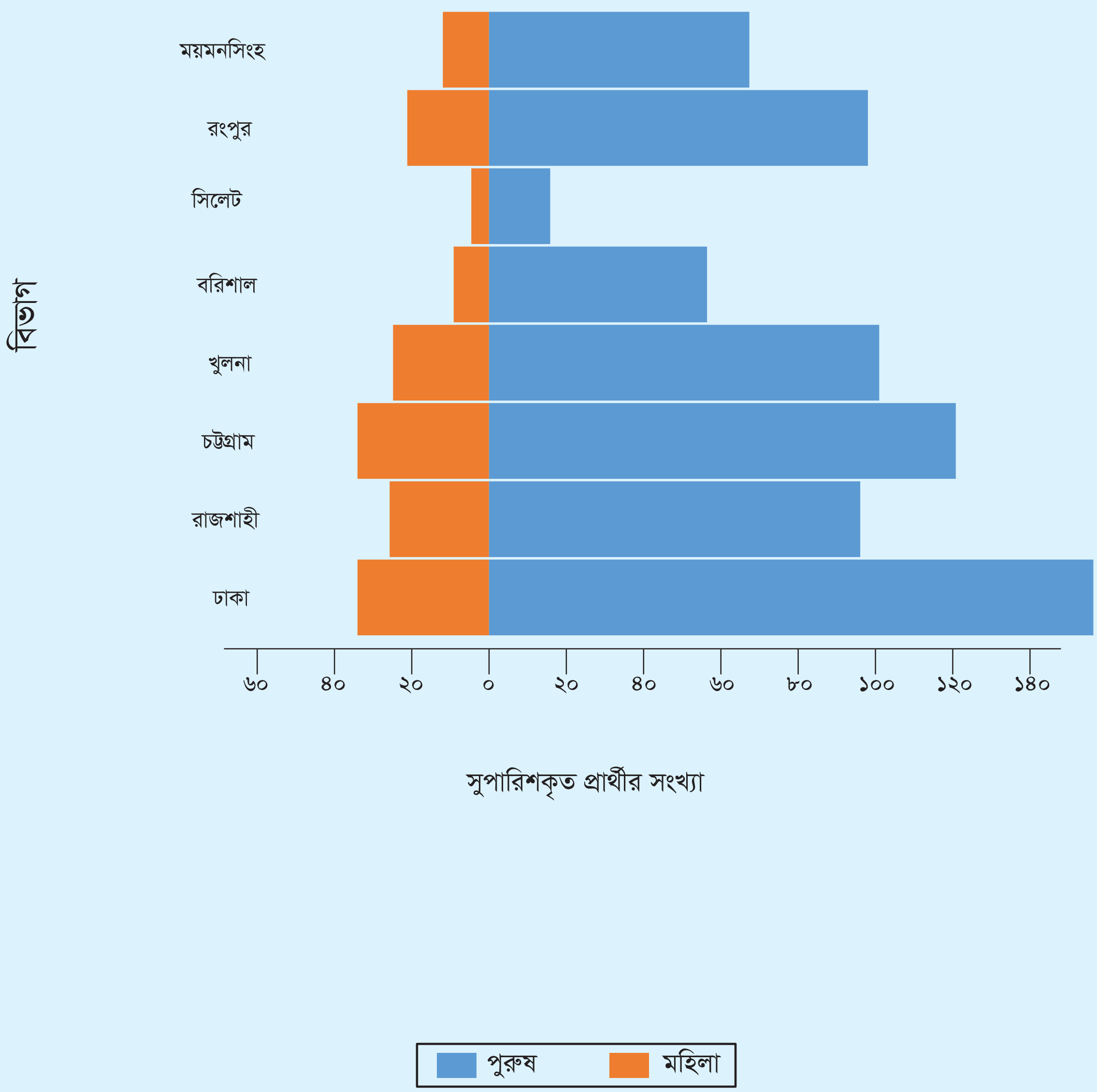

সারণি ১০.১৯: ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
ঢাকা	৩০ ৬.৩৭	১০ ২.১২	৪০ ৮.৪৯	১৪ ২.৯৭	৬ ১.২৭	২০ ৪.২৫	১৫ ৩.১৮	৭ ১.৪৯	২২ ৪.৬৭	৫৯ ১২.৫৩	২৩ ৪.৮৮	৮২ ১৭.৪১
গাজীপুর	৭ ১.৪৯	২ ০.৪২	৯ ১.৯১	৫ ১.০৬	২ ০.৪২	৭ ১.৪৯	১৪ ২.৯৭	০ ০.০০	১৪ ২.৯৭	২৬ ৫.৫২	৪ ০.৮৫	৩০ ৬.৩৭
নারায়ণগঞ্জ	৬ ১.২৭	২ ০.৪২	৮ ১.৭০	৫ ১.০৬	১ ০.২১	৬ ১.২৭	৭ ১.৪৯	৩ ০.৬৪	১০ ২.১২	১৮ ৩.৮২	৬ ১.২৭	২৪ ৫.১০
নরসিংদি	৮ ১.৭০	৫ ১.০৬	১৩ ২.৭৬	১২ ২.৫৫	৫ ১.০৬	১৭ ৩.৬১	১২ ২.৫৫	৯ ১.৯১	২১ ৪.৪৬	৩২ ৬.৭৯	১৯ ৪.০৩	৫১ ১০.৮৩
মুন্সিগঞ্জ	৪ ০.৮৫	২ ০.৪২	৬ ১.২৭	৩ ০.৬৪	০ ০.০০	৩ ০.৬৪	৬ ১.২৭	১ ০.২১	৭ ১.৪৯	১৩ ২.৭৬	৩ ০.৬৪	১৬ ৩.৪০
মানিকগঞ্জ	৬ ১.২৭	০ ০.০০	৬ ১.২৭	৭ ১.৪৯	০ ০.০০	৭ ১.৪৯	১০ ২.১২	১ ০.২১	১১ ২.৩৪	২৩ ৪.৮৮	১ ০.২১	২৪ ৫.১০
টাঙ্গাইল	১৯ ৪.০৩	৪ ০.৮৫	২৩ ৪.৮৮	১৪ ২.৯৭	৬ ১.২৭	২০ ৪.২৫	১৭ ৩.৬১	২ ০.৪২	১৯ ৪.০৩	৫০ ১০.৬২	১২ ২.৫৫	৬২ ১৩.১৬
কিশোরগঞ্জ	১৯ ৪.০৩	১ ০.২১	২০ ৪.২৫	১০ ২.১২	২ ০.৪২	১২ ২.৫৫	১৯ ৪.০৩	৫ ১.০৬	২৪ ৫.১০	৪৮ ১০.১৯	৮ ১.৭০	৫৬ ১১.৮৯
ফরিদপুর	৭ ১.৪৯	২ ০.৪২	৯ ১.৯১	৩ ০.৬৪	৪ ০.৮৫	৭ ১.৪৯	৮ ১.৭০	২ ০.৪২	১০ ২.১২	১৮ ৩.৮২	৮ ১.৭০	২৬ ৫.৫২
মাদারিপুর	১০ ২.১২	০ ০.০০	১০ ২.১২	১ ০.২১	০ ০.০০	১ ০.২১	১৩ ২.৭৬	২ ০.৪২	১৫ ৩.১৮	২৪ ৫.১০	২ ০.৪২	২৬ ৫.৫২
শরীয়তপুর	৩ ০.৬৪	১ ০.২১	৪ ০.৮৫	৩ ০.৬৪	০ ০.০০	৩ ০.৬৪	১১ ২.৩৪	০ ০.০০	১১ ২.৩৪	১৭ ৩.৬১	১ ০.২১	১৮ ৩.৮২
গোপালগঞ্জ	৮ ১.৭০	২ ০.৪২	১০ ২.১২	৬ ১.২৭	০ ০.০০	৬ ১.২৭	৯ ১.৯১	৫ ১.০৬	১৪ ২.৯৭	২৩ ৪.৮৮	৭ ১.৪৯	৩০ ৬.৩৭
রাজবাড়ী	৪ ০.৮৫	২ ০.৪২	৬ ১.২৭	৩ ০.৬৪	০ ০.০০	৩ ০.৬৪	১৭ ৩.৬১	০ ০.০০	১৭ ৩.৬১	২৪ ৫.১০	২ ০.৪২	২৬ ৫.৫২
মোট	১৩১ ২৭.৮১	৩৩ ৭.০১	১৬৪ ৩৪.৮২	৮৬ ১৮.২৬	২৬ ৫.৫২	১১২ ২৩.৭৮	১৫৮ ৩৩.৫৫	৩৭ ৭.৮৬	১৯৫ ৪১.৪০	৩৭৫ ৭৯.৬২	৯৬ ২০.৩৮	৪৭১ ১০০

লেখচিত্র-১০.১৯ ঃ ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি লেখচিত্র: ঢাকা বিভাগ

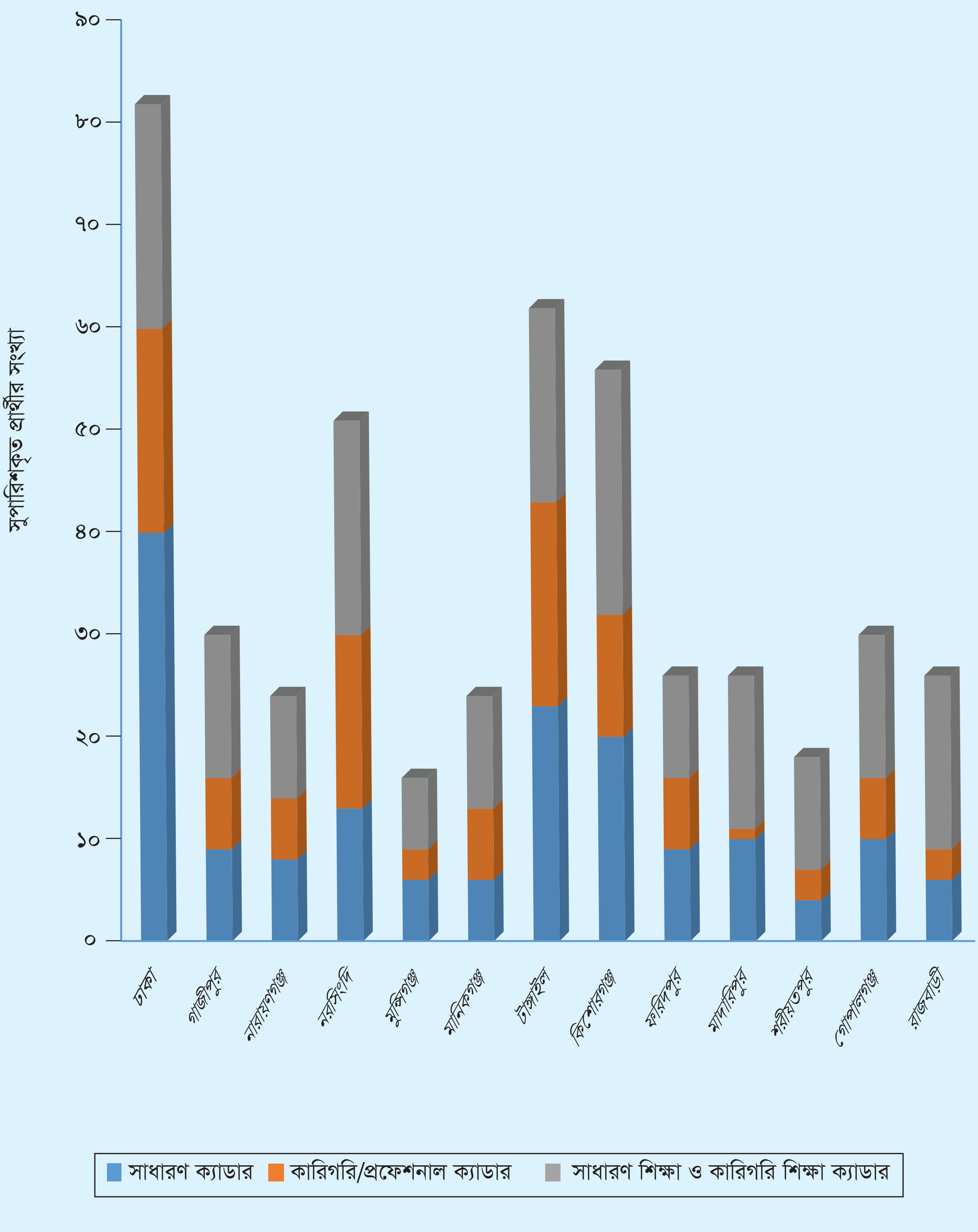

সারণি ১০.২০: ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
রাজশাহী	১৭ ৫.৩০	১ ০.৩১	১৮ ৫.৬১	১৩ ৪.০৫	২ ০.৬২	১৫ ৪.৬৭	২০ ৬.২৩	৬ ১.৮৭	২৬ ৮.১০	৫০ ১৫.৫৮	৯ ২.৮০	৫৯ ১৮.৩৮
নাটোর	৫ ১.৫৬	০ ০.০০	৫ ১.৫৬	৬ ১.৮৭	১ ০.৩১	৭ ২.১৮	২ ০.৬২	২ ০.৬২	৪ ১.২৫	১৩ ৪.০৫	৩ ০.৯৩	১৬ ৪.৯৮
নওগাঁ	৮ ২.৪৯	২ ০.৬২	১০ ৩.১২	১৪ ৪.৩৬	৪ ১.২৫	১৮ ৫.৬১	১৪ ৪.৩৬	৪ ১.২৫	১৮ ৫.৬১	৩৬ ১১.২১	১০ ৩.১২	৪৬ ১৪.৩৩
চাঁপাই নবাবগঞ্জ	২ ০.৬২	১ ০.৩১	৩ ০.৯৩	৯ ২.৮০	২ ০.৬২	১১ ৩.৪৩	১০ ৩.১২	৩ ০.৯৩	১৩ ৪.০৫	২১ ৬.৫৪	৬ ১.৮৭	২৭ ৮.৪১
পাবনা	৫ ১.৫৬	৪ ১.২৫	৯ ২.৮০	১০ ৩.১২	২ ০.৬২	১২ ৩.৭৪	৬ ১.৮৭	২ ০.৬২	৮ ২.৪৯	২১ ৬.৫৪	৮ ২.৪৯	২৯ ৯.০৩
সিরাজগঞ্জ	১৪ ৪.৩৬	১ ০.৩১	১৫ ৪.৬৭	১৯ ৫.৯২	৬ ১.৮৭	২৫ ৭.৭৯	১২ ৩.৭৪	২ ০.৬২	১৪ ৪.৩৬	৪৫ ১৪.০২	৯ ২.৮০	৫৪ ১৬.৮২
বগুড়া	১১ ৩.৪৩	২ ০.৬২	১৩ ৪.০৫	২১ ৬.৫৪	২ ০.৬২	২৩ ৭.১৭	২৪ ৭.৪৮	৮ ২.৪৯	৩২ ৯.৯৭	৫৬ ১৭.৪৫	১২ ৩.৭৪	৬৮ ২১.১৮
জয়পুরহাট	৫ ১.৫৬	০ ০.০০	৫ ১.৫৬	৪ ১.২৫	৩ ০.৯৩	৭ ২.১৮	৯ ২.৮০	১ ০.৩১	১০ ৩.১২	১৮ ৫.৬১	৪ ১.২৫	২২ ৬.৮৫
মোট	৬৭ ২০.৮৭	১১ ৩.৪৩	৭৮ ২৪.৩০	৯৬ ২৯.৯১	২২ ৬.৮৫	১১৮ ৩৬.৭৬	৯৭ ৩০.২২	২৮ ৮.৭২	১২৫ ৩৮.৯৪	২৬০ ৮১.০০	৬১ ১৯.০০	৩২১ ১০০

লেখচিত্র-১০.২০ ঃ ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি লেখচিত্র: রাজশাহী বিভাগ

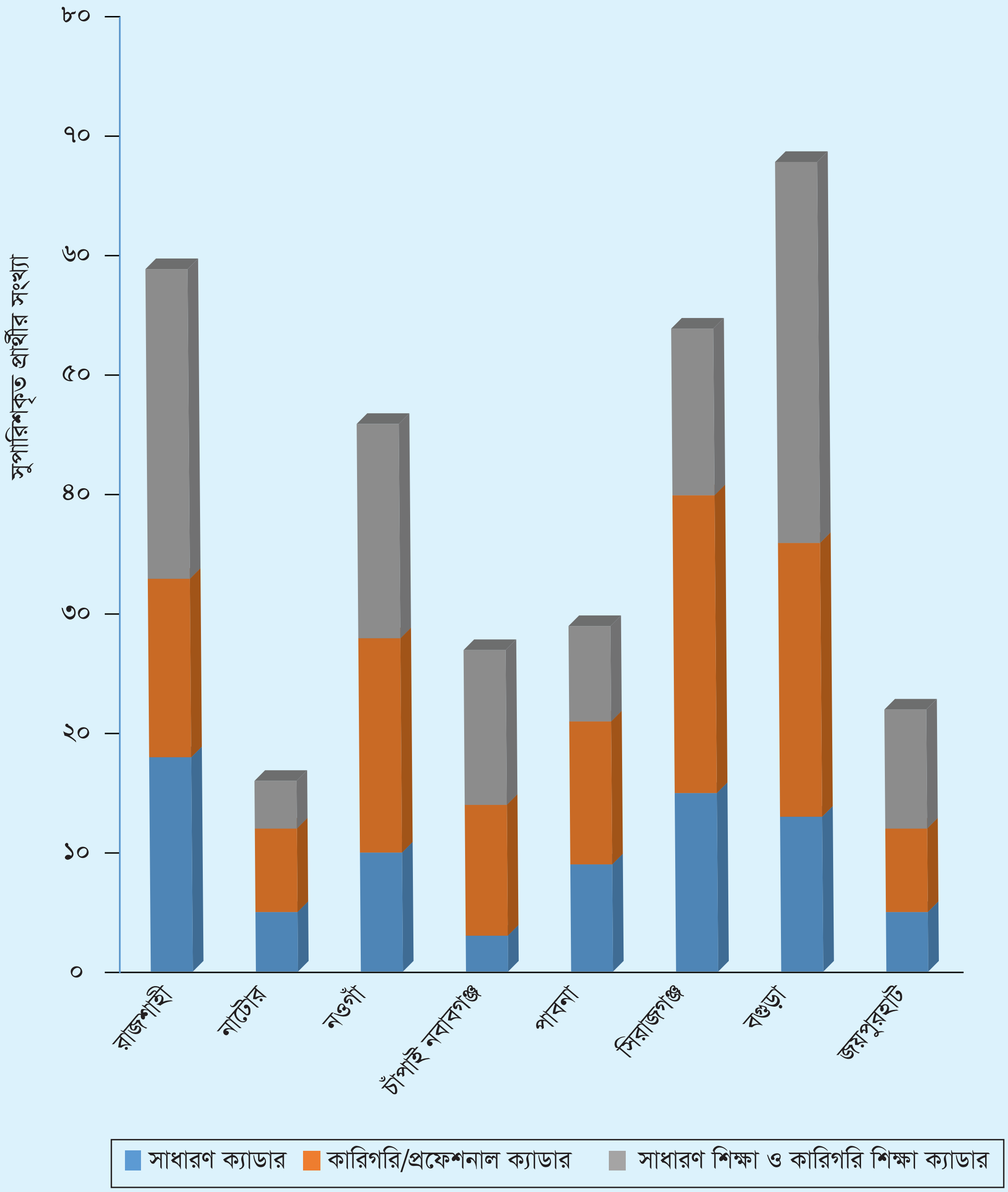

সারণি ১০.২১: ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
চট্টগ্রাম	২৯ ৭.৮৬	৬ ১.৬৩	৩৫ ৯.৪৯	১৪ ৩.৭৯	৭ ১.৯০	২১ ৫.৬৯	২৯ ৭.৮৬	১৩ ৩.৫২	৪২ ১১.৩৮	৭২ ১৯.৫১	২৬ ৭.০৫	৯৮ ২৬.৫৬
কুমিল্লা	১৯ ৫.১৫	৪ ১.০৮	২৩ ৬.২৩	১৫ ৪.০৭	৪ ১.০৮	১৯ ৫.১৫	২৭ ৭.৩২	৭ ১.৯০	৩৪ ৯.২১	৬১ ১৬.৫৩	১৫ ৪.০৭	৭৬ ২০.৬০
চাঁদপুর	১৯ ৫.১৫	৪ ১.০৮	২৩ ৬.২৩	৪ ১.০৮	১ ০.২৭	৫ ১.৩৬	১২ ৩.২৫	১ ০.২৭	১৩ ৩.৫২	৩৫ ৯.৪৯	৬ ১.৬৩	৪১ ১১.১১
নোয়াখালী	১২ ৩.২৫	১ ০.২৭	১৩ ৩.৫২	৬ ১.৬৩	০ ০.০০	৬ ১.৬৩	৪ ১.০৮	২ ০.৫৪	৬ ১.৬৩	২২ ৫.৯৬	৩ ০.৮১	২৫ ৬.৭৮
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৪ ৩.৭৯	২ ০.৫৪	১৬ ৪.৩৪	৯ ২.৪৪	২ ০.৫৪	১১ ২.৯৮	২২ ৫.৯৬	৭ ১.৯০	২৯ ৭.৮৬	৪৫ ১২.২০	১১ ২.৯৮	৫৬ ১৫.১৮
লক্ষ্মীপুর	৪ ১.০৮	১ ০.২৭	৫ ১.৩৬	৩ ০.৮১	০ ০.০০	৩ ০.৮১	৬ ১.৬৩	৩ ০.৮১	৯ ২.৪৪	১৩ ৩.৫২	৪ ১.০৮	১৭ ৪.৬১
ফেনী	৫ ১.৩৬	০ ০.০০	৫ ১.৩৬	২ ০.৫৪	০ ০.০০	২ ০.৫৪	৬ ১.৬৩	১ ০.২৭	৭ ১.৯০	১৩ ৩.৫২	১ ০.২৭	১৪ ৩.৭৯
রাঙ্গামাটি	০ ০.০০	১ ০.২৭	১ ০.২৭	১ ০.২৭	০ ০.০০	১ ০.২৭	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.২৭	১ ০.২৭	২ ০.৫৪
খাগড়াছড়ি	২ ০.৫৪	১ ০.২৭	৩ ০.৮১	২ ০.৫৪	০ ০.০০	২ ০.৫৪	২ ০.৫৪	১ ০.২৭	৩ ০.৮১	৬ ১.৬৩	২ ০.৫৪	৮ ২.১৭
বান্দরবান	১ ০.২৭	১ ০.২৭	২ ০.৫৪	১ ০.২৭	০ ০.০০	১ ০.২৭	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.৫৪	১ ০.২৭	৩ ০.৮১
কক্সবাজার	৯ ২.৪৪	২ ০.৫৪	১১ ২.৯৮	২ ০.৫৪	০ ০.০০	২ ০.৫৪	১৪ ৩.৭৯	২ ০.৫৪	১৬ ৪.৩৪	২৫ ৬.৭৮	৪ ১.০৮	২৯ ৭.৮৬
মোট	১১৪ ৩০.৮৯	২৩ ৬.২৩	১৩৭ ৩৭.১৩	৫৯ ১৫.৯৯	১৪ ৩.৭৯	৭৩ ১৯.৭৮	১২২ ৩৩.০৬	৩৭ ১০.০৩	১৫৯ ৪৩.০৯	২৯৫ ৭৯.৯৫	৭৪ ২০.০৫	৩৬৯ ১০০

লেখচিত্র-১০.২১ ঃ ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি লেখচিত্র: চট্টগ্রাম বিভাগ

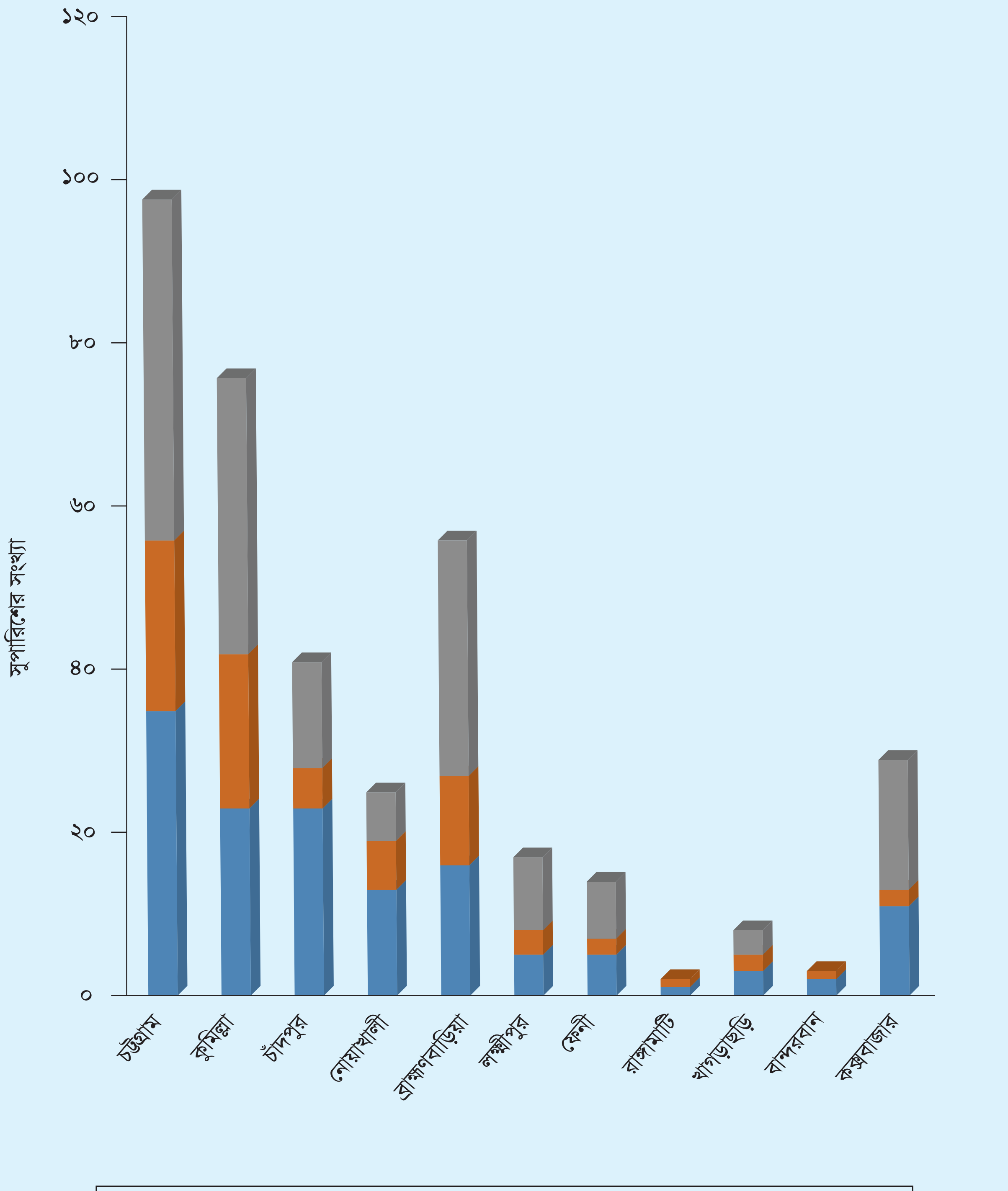

সারণি ১০.২২: ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
খুলনা	৮ ২.৭৩	৩ ১.০২	১১ ৩.৭৫	১৩ ৪.৪৪	২ ০.৬৮	১৫ ৫.১২	৭ ২.৩৯	৪ ১.৩৭	১১ ৩.৭৫	২৮ ৯.৫৬	৯ ৩.০৭	৩৭ ১২.৬৩
কুষ্টিয়া	৮ ২.৭৩	২ ০.৬৮	১০ ৩.৪১	৬ ২.০৫	১ ০.৩৪	৭ ২.৩৯	১৪ ৪.৭৮	২ ০.৬৮	১৬ ৫.৪৬	২৮ ৯.৫৬	৫ ১.৭১	৩৩ ১১.২৬
চুয়াডাঙ্গা	২ ০.৬৮	১ ০.৩৪	৩ ১.০২	৬ ২.০৫	২ ০.৬৮	৮ ২.৭৩	৬ ২.০৫	৫ ১.৭১	১১ ৩.৭৫	১৪ ৪.৭৮	৮ ২.৭৩	২২ ৭.৫১
ঝিনাইদহ	৬ ২.০৫	১ ০.৩৪	৭ ২.৩৯	৭ ২.৩৯	৩ ১.০২	১০ ৩.৪১	১৫ ৫.১২	২ ০.৬৮	১৭ ৫.৮০	২৮ ৯.৫৬	৬ ২.০৫	৩৪ ১১.৬০
নড়াইল	৪ ১.৩৭	০ ০.০০	৪ ১.৩৭	২ ০.৬৮	০ ০.০০	২ ০.৬৮	৪ ১.৩৭	২ ০.৬৮	৬ ২.০৫	১০ ৩.৪১	২ ০.৬৮	১২ ৪.১০
বাগেরহাট	৮ ২.৭৩	১ ০.৩৪	৯ ৩.০৭	৪ ১.৩৭	২ ০.৬৮	৬ ২.০৫	৭ ২.৩৯	০ ০.০০	৭ ২.৩৯	১৯ ৬.৪৮	৩ ১.০২	২২ ৭.৫১
মাগুরা	৪ ১.৩৭	১ ০.৩৪	৫ ১.৭১	৪ ১.৩৭	০ ০.০০	৪ ১.৩৭	৪ ১.৩৭	০ ০.০০	৪ ১.৩৭	১২ ৪.১০	১ ০.৩৪	১৩ ৪.৪৪
যশোর	১৩ ৪.৪৪	৩ ১.০২	১৬ ৫.৪৬	১৫ ৫.১২	৩ ১.০২	১৮ ৬.১৪	২১ ৭.১৭	৬ ২.০৫	২৭ ৯.২২	৪৯ ১৬.৭২	১২ ৪.১০	৬১ ২০.৮২
সাতক্ষীরা	১৩ ৪.৪৪	২ ০.৬৮	১৫ ৫.১২	৭ ২.৩৯	৩ ১.০২	১০ ৩.৪১	২০ ৬.৮৩	৬ ২.০৫	২৬ ৮.৮৭	৪০ ১৩.৬৫	১১ ৩.৭৫	৫১ ১৭.৪১
মেহেরপুর	২ ০.৬৮	০ ০.০০	২ ০.৬৮	১ ০.৩৪	১ ০.৩৪	২ ০.৬৮	৪ ১.৩৭	০ ০.০০	৪ ১.৩৭	৭ ২.৩৯	১ ০.৩৪	৮ ২.৭৩
মোট	৬৮ ২৩.২১	১৪ ৪.৭৮	৮২ ২৭.৯৯	৬৫ ২২.১৮	১৭ ৫.৮০	৮২ ২৭.৯৯	১০২ ৩৪.৮১	২৭ ৯.২২	১২৯ ৪৪.০৩	২৩৫ ৮০.২০	৫৮ ১৯.৮০	২৯৩ ১০০

লেখচিত্র-১০.২২ ঃ ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি লেখচিত্র: খুলনা বিভাগ

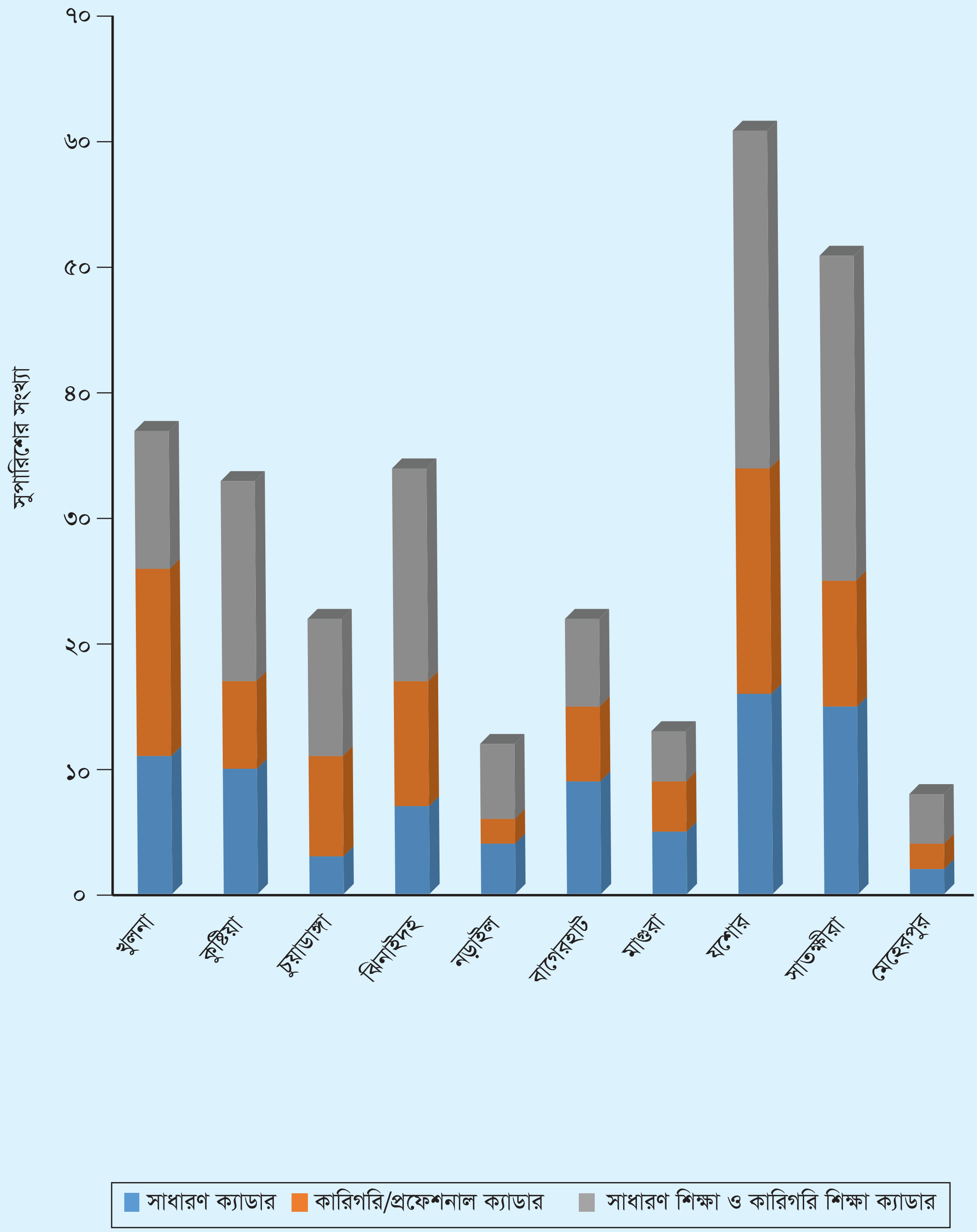

সারণি ১০.২৩ : ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
বরিশাল	১৩ ৮.৭২	৩ ২.০১	১৬ ১০.৭৪	৮ ৫.৩৭	৪ ২.৬৮	১২ ৮.০৫	১৪ ৯.৪০	৪ ২.৬৮	১৮ ১২.০৮	৩৫ ২৩.৪৯	১১ ৭.৩৮	৪৬ ৩০.৮৭
পিরোজপুর	৩ ২.০১	৩ ২.০১	৬ ৪.০৩	৫ ৩.৩৬	০ ০.০০	৫ ৩.৩৬	৮ ৫.৩৭	২ ১.৩৪	১০ ৬.৭১	১৬ ১০.৭৪	৫ ৩.৩৬	২১ ১৪.০৯
পটুয়াখালী	১১ ৭.৩৮	০ ০.০০	১১ ৭.৩৮	৮ ৫.৩৭	২ ১.৩৪	১০ ৬.৭১	১২ ৮.০৫	২ ১.৩৪	১৪ ৯.৪০	৩১ ২০.৮১	৪ ২.৬৮	৩৫ ২৩.৪৯
ভোলা	২ ১.৩৪	২ ১.৩৪	৪ ২.৬৮	৩ ২.০১	১ ০.৬৭	৪ ২.৬৮	৫ ৩.৩৬	০ ০.০০	৫ ৩.৩৬	১০ ৬.৭১	৩ ২.০১	১৩ ৮.৭২
ঝালকাঠি	৩ ২.০১	০ ০.০০	৩ ২.০১	৫ ৩.৩৬	০ ০.০০	৫ ৩.৩৬	৬ ৪.০৩	১ ০.৬৭	৭ ৪.৭০	১৪ ৯.৪০	১ ০.৬৭	১৫ ১০.০৭
বরগুনা	২ ১.৩৪	১ ০.৬৭	৩ ২.০১	৩ ২.০১	০ ০.০০	৩ ২.০১	১৩ ৮.৭২	০ ০.০০	১৩ ৮.৭২	১৮ ১২.০৮	১ ০.৬৭	১৯ ১২.৭৫
মোট	৩৪ ২২.৮২	৯ ৬.০৪	৪৩ ২৮.৮৬	৩২ ২১.৪৮	৭ ৪.৭০	৩৯ ২৬.১৭	৫৮ ৩৮.৯৩	৯ ৬.০৪	৬৭ ৪৪.৯৭	১২৪ ৮৩.২২	২৫ ১৬.৭৮	১৪৯ ১০০

লেখচিত্র-১০.২৩ ঃ ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি লেখচিত্র: বরিশাল বিভাগ

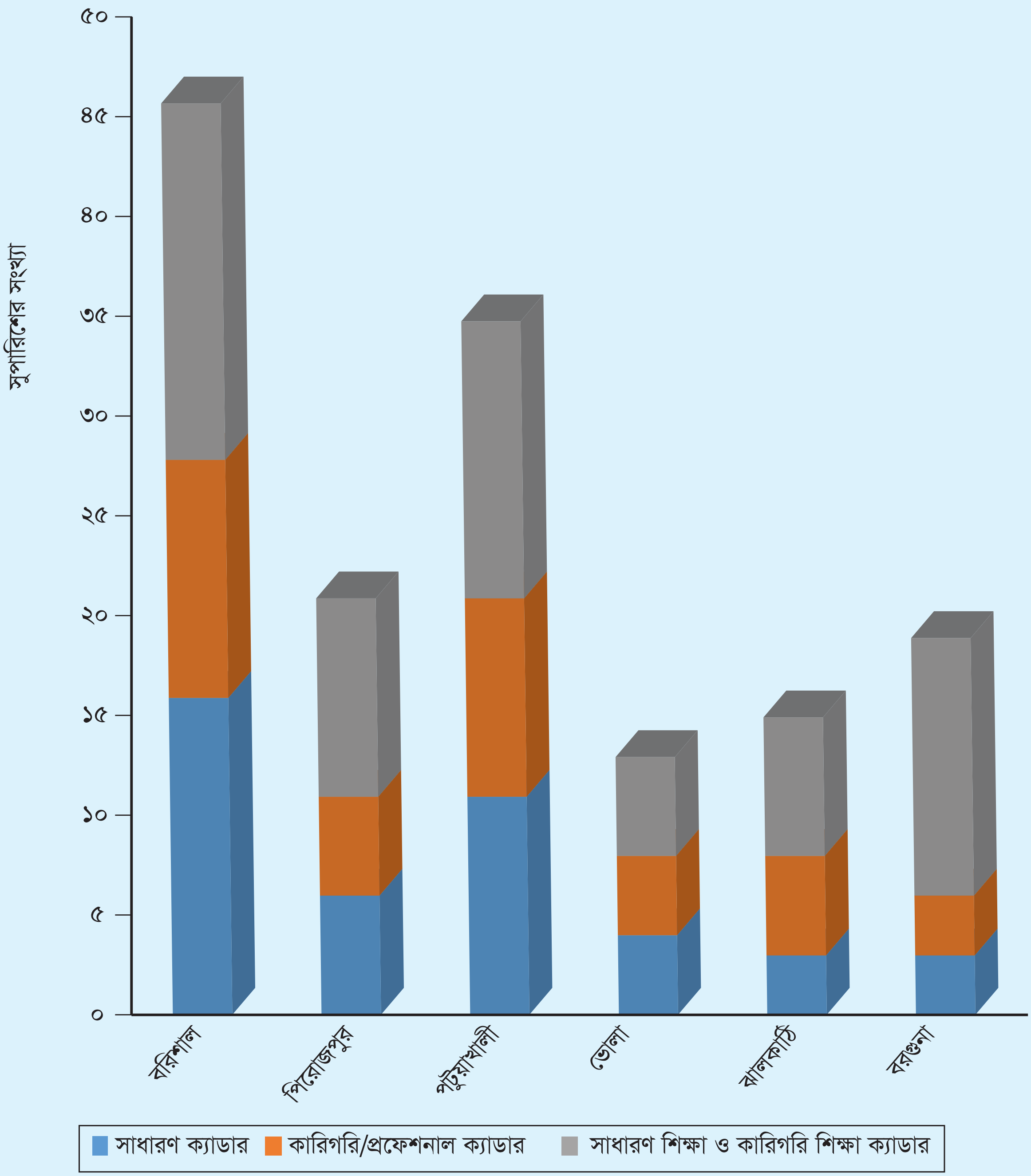

সারণি ১০.২৪ : ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
সিলেট	৩ ৬	০ ০	৩ ৬	৮ ১৬	০ ০	৮ ১৬	১ ২	০ ০	১ ২	১২ ২৪	০ ০	১২ ২৪
মৌলভীবাজার	১ ২	০ ০	১ ২	২ ৪	১ ২	৩ ৬	৫ ১০	০ ০	৫ ১০	৮ ১৬	১ ২	৯ ১৮
সুনামগঞ্জ	৫ ১০	১ ২	৬ ১২	১ ২	১ ২	২ ৪	৪ ৮	২ ৪	৬ ১২	১০ ২০	৪ ৮	১৪ ২৮
হবিগঞ্জ	৩ ৬	০ ০	৩ ৬	৩ ৬	০ ০	৩ ৬	৬ ১২	৩ ৬	৯ ১৮	১২ ২৪	৩ ৬	১৫ ৩০
মোট	১২ ২৪	১ ২	১৩ ২৬	১৪ ২৮	২ ৪	১৬ ৩২	১৬ ৩২	৫ ১০	২১ ৪২	৪২ ৮৪	৮ ১৬	৫০ ১০০

লেখচিত্র-১০.২৪ ঃ ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি লেখচিত্র: সিলেট বিভাগ

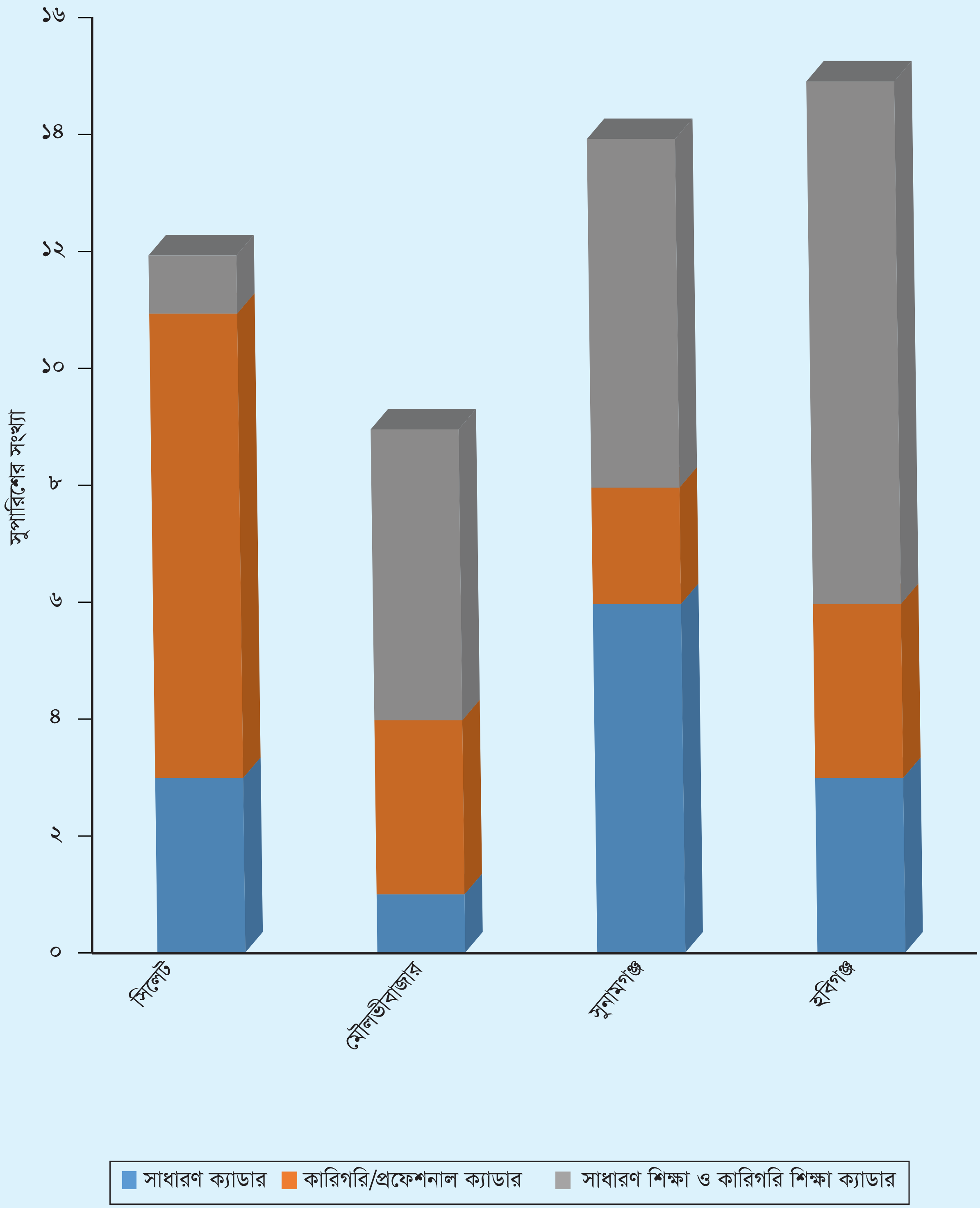

সারণি ১০.২৫: ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
রংপুর	৬ ২.০৫	৩ ১.০২	৯ ৩.০৭	২১ ৭.১৭	২ ০.৬৮	২৩ ৭.৮৫	১৫ ৫.১২	৪ ১.৩৭	১৯ ৬.৪৮	৪২ ১৪.৩৩	৯ ৩.০৭	৫১ ১৭.৪১
গাইবান্ধা	১১ ৩.৭৫	১ ০.৩৪	১২ ৪.১০	৫ ১.৭১	৩ ১.০২	৮ ২.৭৩	১৯ ৬.৪৮	৩ ১.০২	২২ ৭.৫১	৩৫ ১১.৯৫	৭ ২.৩৯	৪২ ১৪.৩৩
দিনাজপুর	১৮ ৬.১৪	১ ০.৩৪	১৯ ৬.৪৮	১৯ ৬.৪৮	৬ ২.০৫	২৫ ৮.৫৩	১৩ ৪.৪৪	৫ ১.৭১	১৮ ৬.১৪	৫০ ১৭.০৬	১২ ৪.১০	৬২ ২১.১৬
ঠাকুরগাঁও	৫ ১.৭১	০ ০.০০	৫ ১.৭১	১০ ৩.৪১	৩ ১.০২	১৩ ৪.৪৪	১০ ৩.৪১	২ ০.৬৮	১২ ৪.১০	২৫ ৮.৫৩	৫ ১.৭১	৩০ ১০.২৪
পঞ্চগড়	২ ০.৬৮	০ ০.০০	২ ০.৬৮	১ ০.৩৪	১ ০.৩৪	২ ০.৬৮	৭ ২.৩৯	২ ০.৬৮	৯ ৩.০৭	১০ ৩.৪১	৩ ১.০২	১৩ ৪.৪৪
কুড়িগ্রাম	৬ ২.০৫	১ ০.৩৪	৭ ২.৩৯	৭ ২.৩৯	৩ ১.০২	১০ ৩.৪১	১৭ ৫.৮০	২ ০.৬৮	১৯ ৬.৪৮	৩০ ১০.২৪	৬ ২.০৫	৩৬ ১২.২৯
নীলফামারী	১০ ৩.৪১	০ ০.০০	১০ ৩.৪১	১৪ ৪.৭৮	৪ ১.৩৭	১৮ ৬.১৪	১১ ৩.৭৫	১ ০.৩৪	১২ ৪.১০	৩৫ ১১.৯৫	৫ ১.৭১	৪০ ১৩.৬৫
লালমনিরহাট	৫ ১.৭১	১ ০.৩৪	৬ ২.০৫	১ ০.৩৪	১ ০.৩৪	২ ০.৬৮	৯ ৩.০৭	২ ০.৬৮	১১ ৩.৭৫	১৫ ৫.১২	৪ ১.৩৭	১৯ ৬.৪৮
মোট	৬৩ ২১.৫০	৭ ২.৩৯	৭০ ২৩.৮৯	৭৮ ২৬.৬২	২৩ ৭.৮৫	১০১ ৩৪.৪৭	১০১ ৩৪.৪৭	২১ ৭.১৭	১২২ ৪১.৬৪	২৪২ ৮২.৫৯	৫১ ১৭.৪১	২৯৩ ১০০.০০

লেখচিত্র-১০.২৫ ঃ ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি লেখচিত্র: রংপুর বিভাগ

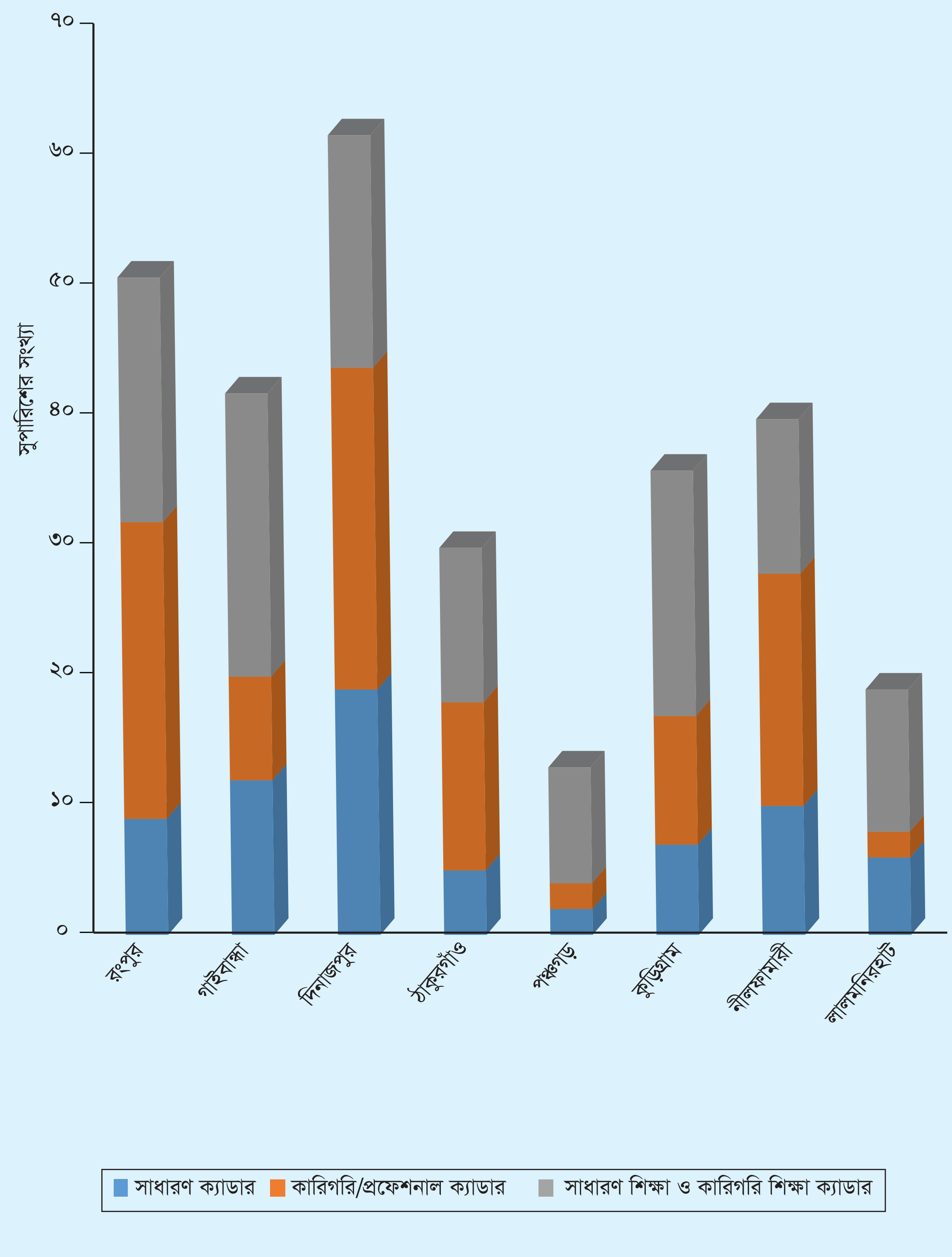

সারণি ১০.২৬: ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান: ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
ময়মনসিংহ	২৪ ১১.০৬	৭ ৩.২৩	৩১ ১৪.২৯	২৪ ১১.০৬	১১ ৫.০৭	৩৫ ১৬.১৩	৩৫ ১৬.১৩	৩ ১.৩৮	৩৮ ১৭.৫১	৮৩ ৩৮.২৫	২১ ৯.৬৮	১০৪ ৪৭.৯৩
জামালপুর	১০ ৪.৬১	২ ০.৯২	১২ ৫.৫৩	১৩ ৫.৯৯	৪ ১.৮৪	১৭ ৭.৮৩	১২ ৫.৫৩	২ ০.৯২	১৪ ৬.৪৫	৩৫ ১৬.১৩	৮ ৩.৬৯	৪৩ ১৯.৮২
শেরপুর	৪ ১.৮৪	২ ০.৯২	৬ ২.৭৬	৯ ৪.১৫	৪ ১.৮৪	১৩ ৫.৯৯	৫ ২.৩০	২ ০.৯২	৭ ৩.২৩	১৮ ৮.২৯	৮ ৩.৬৯	২৬ ১১.৯৮
নেত্রকোণা	৮ ৩.৬৯	১ ০.৪৬	৯ ৪.১৫	৯ ৪.১৫	৪ ১.৮৪	১৩ ৫.৯৯	১৬ ৭.৩৭	৬ ২.৭৬	২২ ১০.১৪	৩৩ ১৫.২১	১১ ৫.০৭	৪৪ ২০.২৮
মোট	৪৬ ২১.২০	১২ ৫.৫৩	৫৮ ২৬.৭৩	৫৫ ২৫.৩৫	২৩ ১০.৬০	৭৮ ৩৫.৯৪	৬৮ ৩১.৩৪	১৩ ৫.৯৯	৮১ ৩৭.৩৩	১৬৯ ৭৭.৮৮	৪৮ ২২.১২	২১৭ ১০০

লেখচিত্র-১০.২৬ ঃ ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জেন্ডারভিত্তিক জেলাওয়ারি লেখচিত্র: ময়মনসিংহ বিভাগ

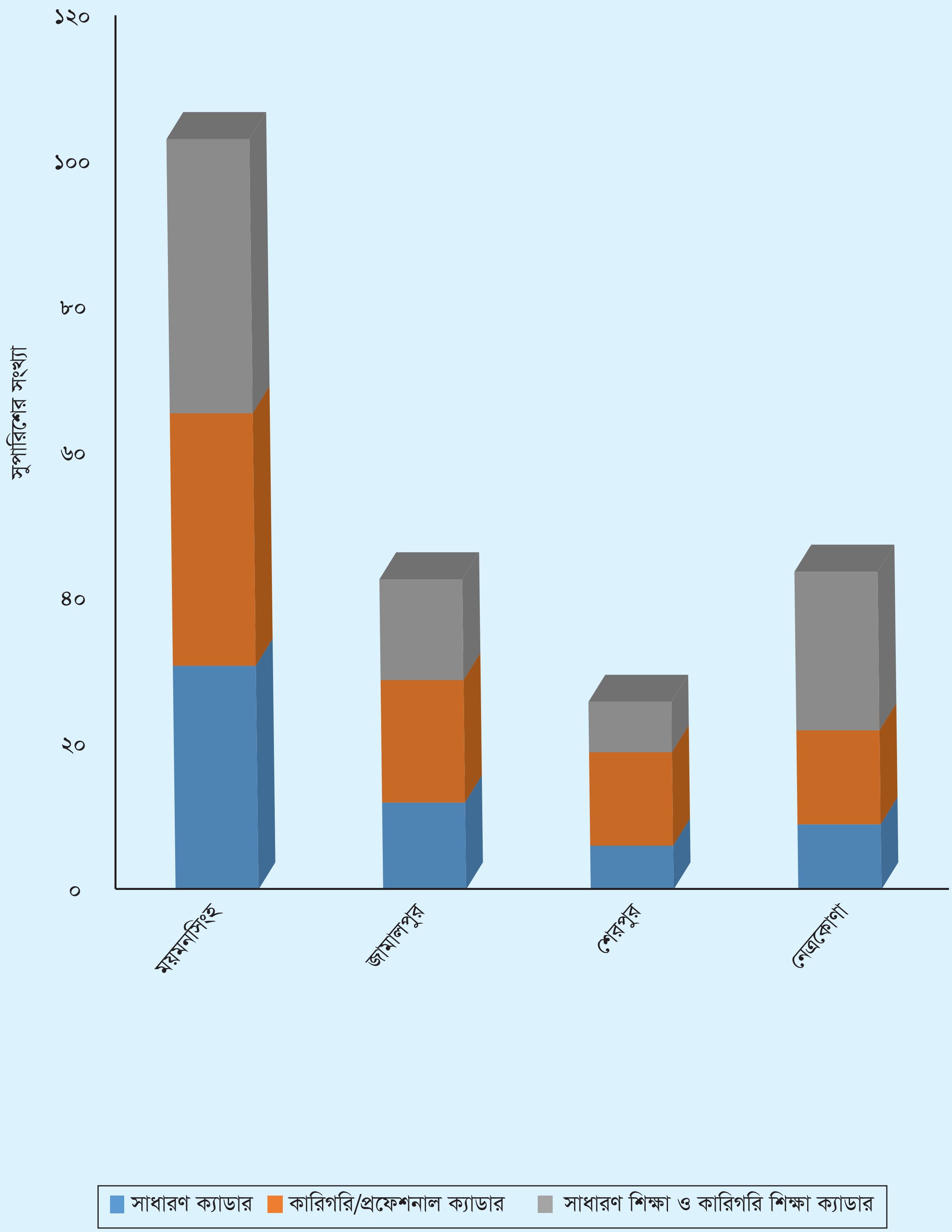

সারণি ১০.২৭: ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বয়সের শ্রেণিবিন্যাস		যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা			প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	তৃতীয় লিঙ্গ (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
২১—২৩	২৬৬৫৫ ৬.০২	২১৬৭৪ ৪.৮৯	১ ০.০০০২	৪৮৩৩০ ১০.৯১	৮৩২ ৫.৪৬	১৪৬ ০.৯৬	৯৭৮ ৬.৪২	৬৬১ ৬.৭২	১১৯ ১.২১	৭৮০ ৭.৯৩	২৪৬ ১১.৩৭	৫০ ২.৩১	২৯৬ ১৩.৬৮
২৩—২৫	৮২৪৫৬ ১৮.৬২	৫৯২৭২ ১৩.৩৮	৫ ০.০০১	১৪১৭৩৩ ৩২.০১	৩৬৩৭ ২৩.৮৮	৭২৮ ৪.৭৮	৪৩৬৫ ২৮.৬৬	২৫৮৭ ২৬.২৯	৫৪০ ৫.৪৯	৩১২৭ ৩১.৭৮	৬৬৮ ৩০.৮৮	১৪৭ ৬.৮০	৮১৫ ৩৭.৬৮
২৫—২৭	৮৩৬২০ ১৮.৮৮	৫২৬৩৩ ১১.৮৯	৮ ০.০০২	১৩৬২৬১ ৩০.৭৭	৪৫৯৮ ৩০.১৯	৯৯১ ৬.৫১	৫৫৮৯ ৩৬.৭০	২৯১০ ২৯.৫৭	৬৪৬ ৬.৫৭	৩৫৫৬ ৩৬.১৪	৫৪৭ ২৫.২৯	১৫১ ৬.৯৮	৬৯৮ ৩২.২৭
২৭—২৯	৬০৭৪৪ ১৩.৭২	৩৪২৮৩ ৭.৭৪	২ ০.০০০৫	৯৫০২৯ ২১.৪৬	৩০৯৯ ২০.৩৫	৬০১ ৩.৯৫	৩৭০০ ২৪.৩০	১৭১৪ ১৭.৪২	৩৭০ ৩.৭৬	২০৮৪ ২১.১৮	২৫৩ ১১.৭০	৬৪ ২.৯৬	৩১৭ ১৪.৬৬
২৯-এর উর্ধ্বে	১৪৩৩৮ ৩.২৪	৭১৩৮ ১.৬১	২ ০.০০০৫	২১৪৭৮ ৪.৮৫	৫০০ ৩.২৮	৯৭ ০.৬৪	৫৯৭ ৩.৯২	২৩৩ ২.৩৭	৬০ ০.৬১	২৯৩ ২.৯৮	২৮ ১.২৯	৯ ০.৪২	৩৭ ১.৭১
সর্বমোট	২৬৭৮১৩ ৬০.৪৮	১৭৫০০০ ৩৯.৫২	১৮ ০.০০৪	৪৪২৮৩১ ১০০	১২৬৬৬ ৮৩.১৭	২৫৬৩ ১৬.৮৩	১৫২২৯ ১০০	৮১০৫ ৮২.৩৭	১৭৩৫ ১৭.৬৩	৯৮৪০ ১০০	১৭৪২ ৮০.৫৪	৪২১ ১৯.৪৬	২১৬৩ ১০০

লেখচিত্র-১০.২৭ : ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার সুপারিশকৃত প্রার্থীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক লেখচিত্র।

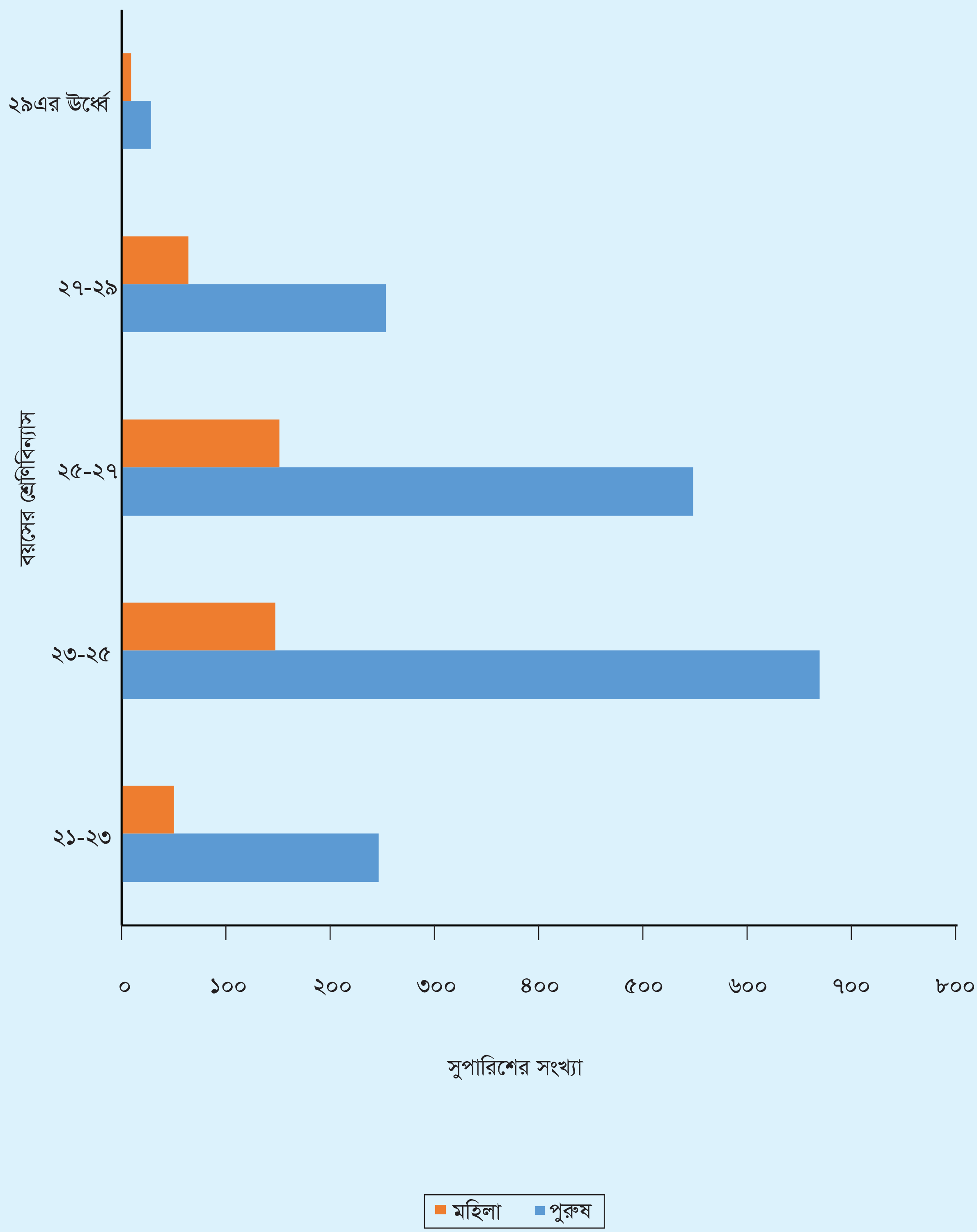

সারণি: ১০.২৮. ৪৩ তম বিসিএস পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ডিসিপ্লিনভিত্তিক বিবরণ

বিভাগের নাম	যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা				প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	তৃতীয় লিংগ (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
মানবিক	**৯০১৫০** ২০.৩৬	**৭৩৮৯৪** ১৬.৬৯	১৪ ০.০০৩	১৬৪০৫৮ ৪০.৫৬	৩৭৮৪ ২৪.৮৫	৯১৬ ৬.০১	৪৭০০ ৩০.৮৬	১৯৬৭ ১৯.৯৯	৫৪৩ ৫.৫২	২৫১০ ২৫.৫১	৩৯৩ ১৮.১৭	১২৪ ৫.৭৩	৫১৭ ২৩.৯০
বিজ্ঞান	৫৯১৬৪ ১৩.৩৬	৪২৮৫৩ ৯.৬৮	১ ০.০০০২	১০২০১৮ ২৫.২২	৩৮০৯ ২৫.০১	৯৪০ ৬.১৭	৪৭৪৯ ৩১.১৮	২৫৮৭ ২৬.২৯	৬৮২ ৬.৯৩	৩২৬৯ ৩৩.২২	৬২৩ ২৮.৮০	২০২ ৯.৩৪	৮২৫ ৩৮.১৪
ব্যবসায় শিক্ষা	৬১৯১৮ ১৩.৯৮	৩৪৯০২ ৭.৮৮	৩ ০.০০১	৯৬৮২৩ ২৩.৯৪	১৬০৯ ১০.৫৭	২৫৩ ১.৬৬	১৮৬২ ১২.২৩	৯৮৮ ১০.০৪	১৬৯ ১.৭২	১১৫৭ ১১.৭৬	১৫০ ৬.৯৩	২৭ ১.২৫	১৭৭ ৮.১৮
প্রকৌশল	৩৮১৯২ ৮.৬২	৯১২৩ ২.০৬	0 ০	৪৭৩১৫ ১০.৬৮	২৩৪১ ১৫.৩৭	১৭৭ ১.১৬	২৫১৮ ১৬.৫৩	১৭৯২ ১৮.২১	১২৬ ১.২৮	১৯১৮ ১৯.৪৯	৪৭৪ ২১.৯১	২৫ ১.১৬	৪৯৯ ২৩.০৭
চিকিৎসা বিজ্ঞান	৭০৯০ ১.৬০	৮৫৭৫ ১.৯৪	0 ০	১৫৬৬৫ ৩.৫৪	২৭০ ১.৭৭	১৩৩ ০.৮৭	৪০৩ ২.৬৫	১৮৯ ১.৯২	১১০ ১.১২	২৯৯ ৩.০৪	৬৪ ২.৯৬	৩৬ ১.৬৬	১০০ ৪.৬২
অন্যান্য	১১২৯৯ ২.৫৫	৫৬৫৩ ১.২৮	০ ০	১৬৯৫২ ৩.৮৩	৮৫৩ ৫.৬০	১৪৪ ০.৯৫	৯৯৭ ৬.৫৫	৫৮২ ৫.৯১	১০৫ ১.০৭	৬৮৭ ৬.৯৮	৩৮ ১.৭৬	৭ ০.৩২	৪৫ ২.০৮
সর্বমোট	২৬৭৮১৩ ৬০.৪৮	১৭৫০০০ ৩৯.৫২	১৮ ০.০০৪	৪৪২৮৩১ ১০০	১২৬৬৬ ৮৩.১৭	২৫৬৩ ১৬.৮৩	১৫২২৯ ১০০	৮১০৫ ৮২.৩৭	১৭৩৫ ১৭.৬৩	৯৮৪০ ১০০	১৭৪২ ৮০.৫৪	৪২১ ১৯.৪৬	২১৬৩ ১০০

লেখচিত্র-১০.২৮ ঃ ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের স্নাতক/সম্মান পর্যায়ে অধীত বিষয় (মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, প্রকৌশল, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অন্যান্য) এর লেখচিত্র

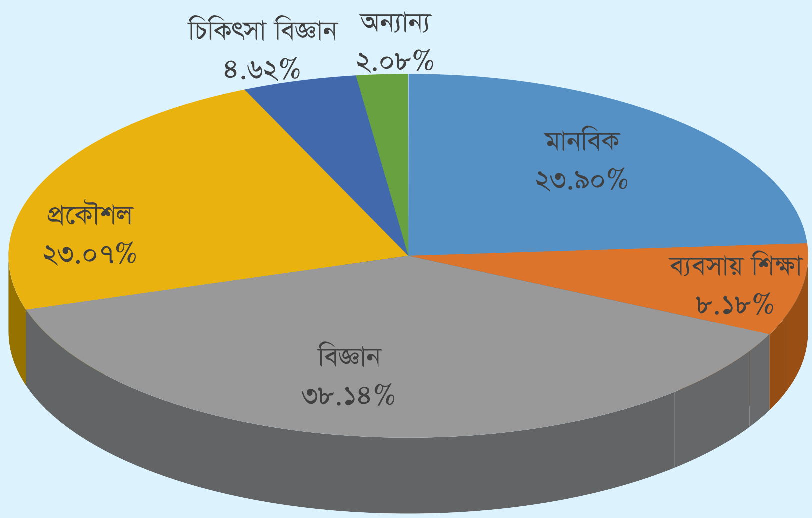

সারণি ১০.২৯: সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ৫টি বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান

বি.সি.এস. পরীক্ষার নাম	বিভাগের নাম																মোট		সর্বমোট
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ				
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)
৩৭তম বি.সি.এস.	৯৫ ২০.৫	৩২ ৬.৯	৩৩ ৭.১	১৯ ৪.১	৭৪ ১৫.৯	১৭ ৩.৭	৫০ ১০.৮	১১ ২.৪	২৮ ৬.০	৫ ১.১	৮ ১.৭	৬ ১.৩	৩০ ৬.৫	১৫ ৩.২	৩৫ ৭.৫	৬ ১.৩	৩৫৩ ৭৬.১	১১১ ২৩.৯	৪৬৪ ১০০
৩৮তম বি.সি.এস.	১২২ ১৯.৯০	৩৭ ৬.০৩	৩৯ ৬.৩৬	১৯ ৩.১০	১১৫ ১৮.৭৭	৩৭ ৬.০৩	৬১ ৯.৯৫	১৬ ২.৬১	৩১ ৫.০৬	৯ ১.৪৭	১২ ১.৯৬	৫ ০.৮২	৪৫ ৭.৩৪	১৩ ২.১২	৪০ ৬.৫২	১২ ১.৯৬	৪৬৫ ৭৫.৮৬	১৪৮ ২৪.১৪	৬১৩ ১০০
৪০তম বি.সি.এস.	১২০ ২০.৯১	৩৭ ৬.৪৫	৫২ ৯.০৬	১৩ ২.২৬	৮৭ ১৫.১৬	২৪ ৪.১৮	৫৯ ১০.২৮	১৩ ২.২৬	২৫ ৪.৩৬	৭ ১.২২	২৩ ৪.০১	৭ ১.২২	৫৭ ৯.৯৩	১১ ১.৯২	৩০ ৫.২৩	৯ ১.৫৭	৪৫৩ ৭৮.৯২	১২১ ২১.০৮	৫৭৪ ১০০
৪১তম বি.সি.এস.	১৪৫ ১৭.৭৭	৫১ ৬.২৫	৯০ ১১.০৩	১৯ ২.৩৩	১৩৮ ১৬.৯১	৩৬ ৪.৪১	৮৯ ১০.৯১	২০ ২.৪৫	৩৮ ৪.৬৬	৪ ০.৪৯	২২ ২.৭	৯ ১.১	৭০ ৮.৫৮	১৮ ২.২১	৫১ ৬.২৫	১৬ ১.৯৬	৬৪৩ ৭৮.৮	১৭৩ ২১.২	৮১৬ ১০০
৪৩তম বি.সি.এস.	১৩১ ২০.৩১	৩৩ ৫.১২	৬৭ ১০.৩৯	১১ ১.৭১	১১৪ ১৭.৬৭	২৩ ৩.৫৭	৬৮ ১০.৫৪	১৪ ২.১৭	৩৪ ৫.২৭	৯ ১.৪০	১২ ১.৮৬	১ ০.১৬	৬৩ ৯.৭৭	৭ ১.০৯	৪৬ ৭.১৩	১২ ১.৮৬	৫৩৫ ৮২.৯৫	১১০ ১৭.০৫	৬৪৫ ১০০

লেখচিত্র-১০.২৯ : সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ৫টি বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক বিভাগওয়ারি লেখচিত্র

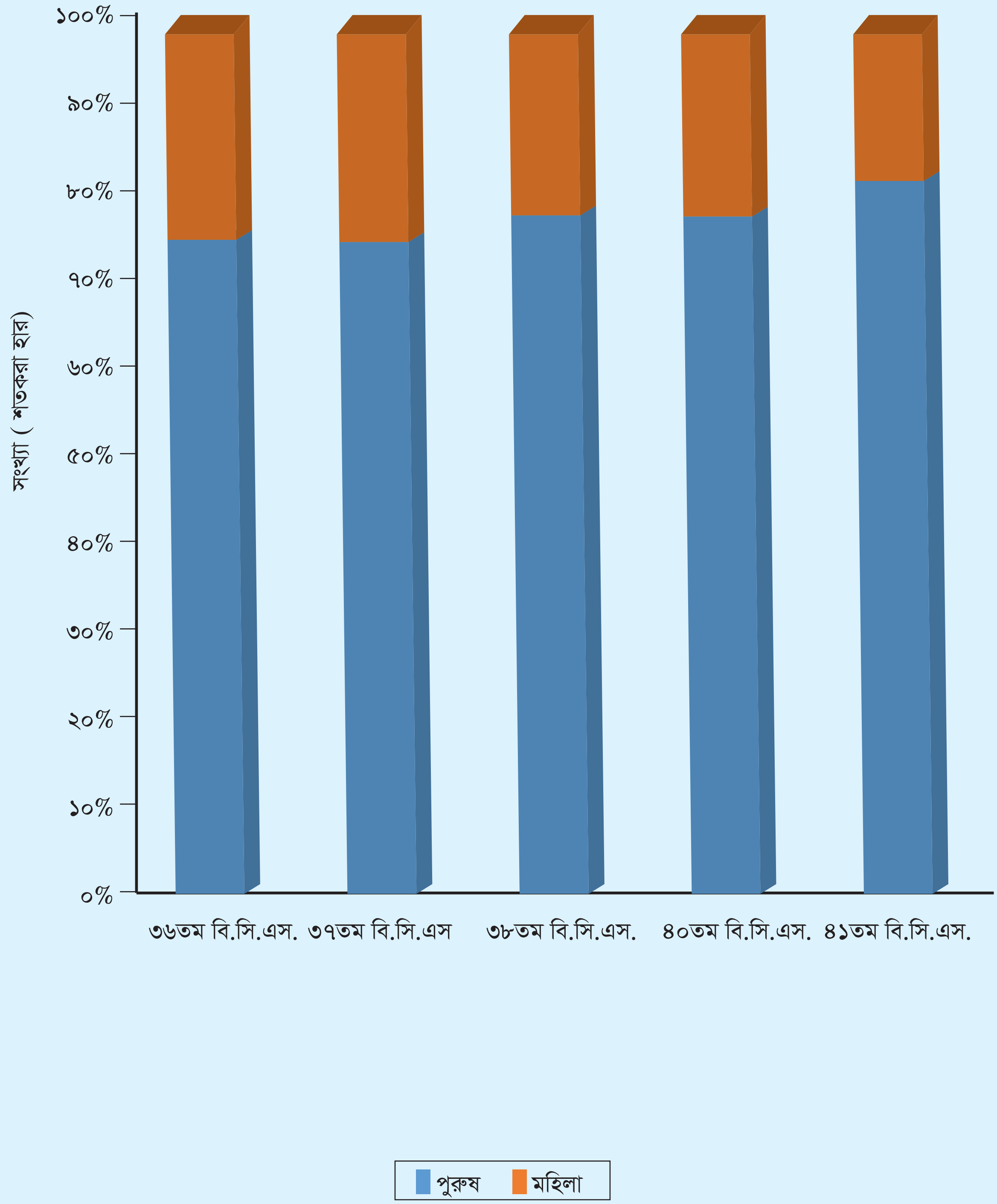

সারণি ১০.৩০: সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ৫টি বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান

বি.সি.এস. পরীক্ষার নাম	বিভাগের নাম																মোট		সর্বমোট (সংখ্যা ও %)
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ				
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)
৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস.	৮৩৪ ১২.২৮	৮৪৯ ১২.৫০	৫১৪ ৭.৫৭	৪২৯ ৬.৩২	৮৭২ ১২.৮৪	৭৬৭ ১১.২৯	৪৪৯ ৬.৬১	৩৮০ ৫.৫৯	১৮০ ২.৬৫	১৩৪ ১.৯৭	১৫২ ২.২৪	১১৩ ১.৬৬	৩৮০ ৫.৫৯	২৯০ ৪.২৭	২১৯ ৩.২২	২৩০ ৩.৩৯	৩৬০০ ৫৩.০০	৩১৯২ ৪৭.০০	৬৭৯২ ১০০
৪০ তম বি.সি.এস.	৮১ ১২.৯২	৩৮ ৬.০৬	৯৬ ১৫.৩১	৪১ ৬.৫৪	৫৪ ৮.৬১	১২ ১.৯১	৪৮ ৭.৬৬	৯ ১.৪৪	২৯ ৪.৬৩	১০ ১.৫৯	১১ ১.৭৫	৩ ০.৪৮	৮৫ ১৩.৫৬	৩৩ ৫.২৬	৪৯ ৭.৮১	২৮ ৪.৪৭	৪৫৩ ৭২.২৫	১৭৪ ২৭.৭৫	৬২৭ ১০০
৪১ তম বি.সি.এস.	১১৬ ১৪.২৯	৪৯ ৬.১	১১৩ ১৪.০১	৫৪ ৬.৬৬	৮৯ ১০.৯৬	৩৬ ৪.৪৪	৯৩ ১১.৫১	৩৩ ৪.০২	৩৫ ৪.৩	৬ ০.৬৯	১৯ ২.৩৬	৪ ০.৫৫	১১৩ ১৪.০১	৪৪ ৫.৪১	৭১ ৮.৭৪	৩৫ ৪.৩	৫৭৮ ৭১.৩৬	২৩২ ২৮.৬৪	৮১০ ১০০
৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস.	৪৩১ ১০.৭৮	৪৭০ ১১.৭৫	৩০০ ৭.৫০	৩৩৯ ৮.৪৮	৪৬০ ১১.৫০	৩৯৩ ৯.৮৩	২৭৬ ৬.৯০	২৪৫ ৬.১৩	১২৭ ৩.১৮	৯২ ২.৩০	৬৯ ১.৭৩	৬০ ১.৫০	২২৯ ৫.৭৩	২০৩ ৫.০৮	১৪৭ ৩.৬৮	১৫৯ ৩.৯৮	২০৩৯ ৫০.৯৮	১৯৬১ ৪৯.০৩	৪০০০ ১০০
৪৩ তম বি.সি.এস.	৮৬ ১৩.৮৯	২৬ ৪.২০	৯৬ ১৫.৫১	২২ ৩.৫৫	৫৯ ৯.৫৩	১৪ ২.২৬	৬৫ ১০.৫০	১৭ ২.৭৫	৩২ ৫.১৭	৭ ১.১৩	১৪ ২.২৬	২ ০.৩২	৭৮ ১২.৬০	২৩ ৩.৭২	৫৫ ৮.৮৯	২৩ ৩.৭২	৪৮৫ ৭৮.৩৫	১৩৪ ২১.৬৫	৬১৯ ১০০

লেখচিত্র-১০.৩০ : সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ৫টি বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক বিভাগওয়ারি লেখচিত্র

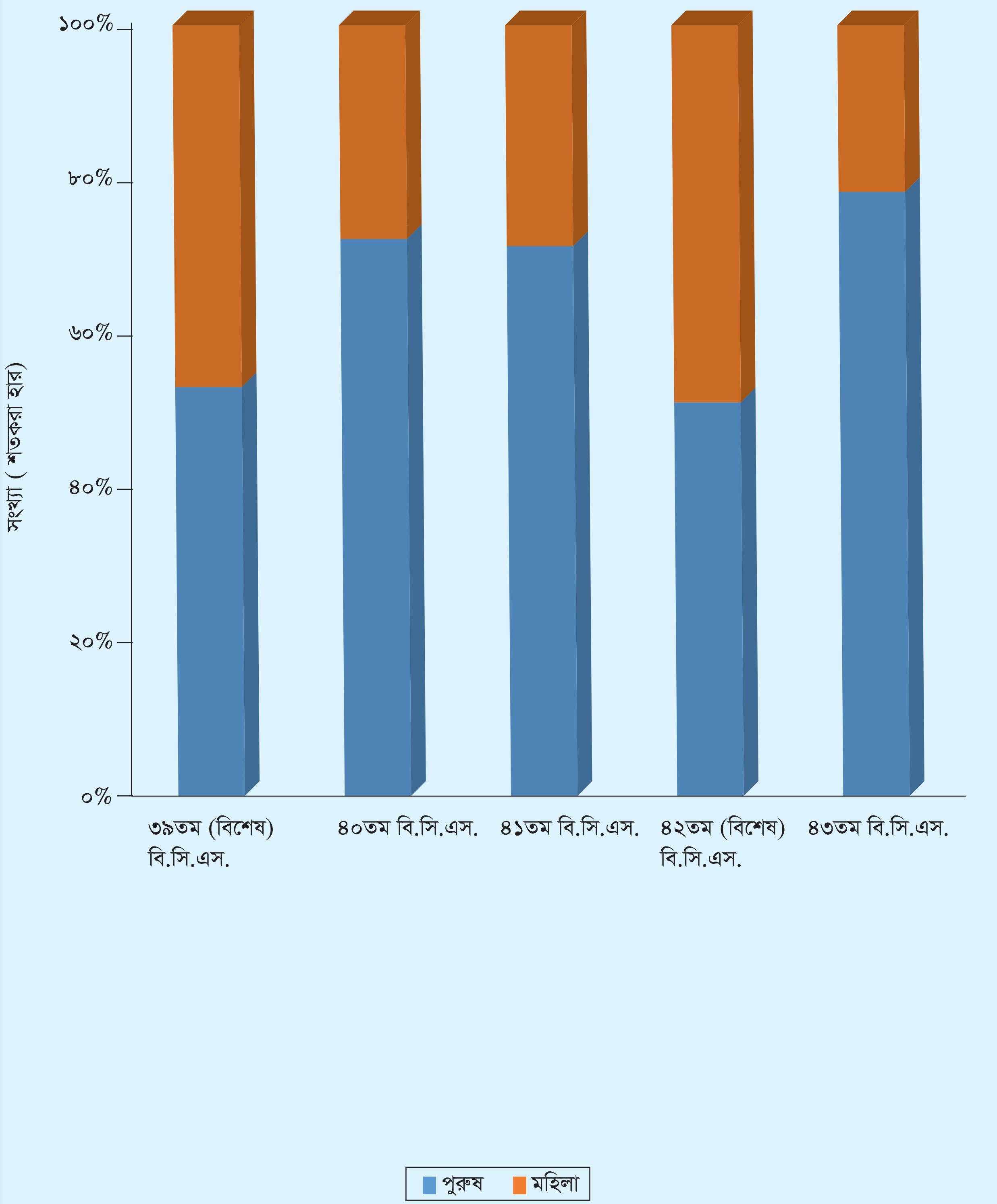

সারণি ১০.৩১: সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ৫টি বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান

বি.সি.এস. পরীক্ষার নাম	বিভাগের নাম																মোট		সর্বমোট
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ				
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)
৩৭তম বি.সি.এস.	৩৩ ১৫.৭	১৫ ৭.১	১৩ ৬.২	৩ ১.৪	৩৩ ১৫.৭	৯ ৪.৩	৩০ ১৪.৩	৮ ৩.৮	১৫ ৭.১	৪ ১.৯	৬ ২.৯	১ ০.৫	১৬ ৭.৬	৫ ২.৪	১১ ৫.২	৮ ৩.৮	১৫৭ ৭৪.৮	৫৩ ২৫.২	২১০ ১০০
৩৮তম বি.সি.এস.	১১১ ১৪.৪৫	৫৬ ৭.২৯	৭৪ ৯.৬৪	২৫ ৩.২৬	১০৮ ১৪.০৬	৪৩ ৫.৫৯	১০৭ ১৩.৯৩	২৫ ৩.২৬	৩০ ৩.৯১	১০ ১.৩০	১০ ১.৩০	৪ ০.৫২	৬১ ৭.৯৪	২৩ ২.৯৯	৬৫ ৮.৪৬	১৬ ২.০৮	৫৬৬ ৭৩.৭০	২০২ ২৬.৩০	৭৬৮ ১০০
৪০তম বি.সি.এস.	১০৮ ১৪.১৭	৫৭ ৭.৪৮	৫৪ ৭.০৯	২৭ ৩.৫৪	১২০ ১৫.৭৫	৩৯ ৫.১২	৮৬ ১১.২৯	৩৫ ৪.৫৯	৩৬ ৪.৭২	১২ ১.৫৭	২২ ২.৮৯	৯ ১.১৮	৬৭ ৮.৭৯	১২ ১.৫৭	৫৩ ৬.৯৬	২৫ ৩.২৮	৫৪৬ ৭১.৬৫	২১৬ ২৮.৩৫	৭৬২ ১০০
৪১তম বি.সি.এস.	১১৫ ১২.৯২	৬৫ ৭.৩	৭২ ৮.০৯	৪৪ ৪.৯৪	১৪১ ১৫.৮৪	৩৯ ৪.৩৮	১১৫ ১২.৯২	৩৩ ৩.৭১	৩১ ৩.৪৮	২১ ২.৩৬	৩৭ ৪.১৬	১৭ ১.৯১	৬৩ ৭.০৮	১৯ ২.১৩	৫৩ ৫.৯৬	২৫ ২.৮১	৬২৭ ৭০.৪৫	২৬৩ ২৯.৫৫	৮৯০ ১০০
৪৩তম বি.সি.এস.	১৫৮ ১৭.৫৮	৩৭ ৪.১২	৯৭ ১০.৭৯	২৮ ৩.১১	১২২ ১৩.৫৭	৩৭ ৪.১২	১০২ ১১.৩৫	২৭ ৩.০০	৫৭ ৬.৩৪	১০ ১.১১	১৬ ১.৭৮	৫ ০.৫৬	৯৯ ১১.০১	২৩ ২.৫৬	৬৮ ৭.৫৬	১৩ ১.৪৫	৭২২ ৮০.৩১	১৭৭ ১৯.৬৯	৮৯৯ ১০০

লেখচিত্র-১০.৩১ : সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ৫টি বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশ প্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক বিভাগওয়ারি লেখচিত্র

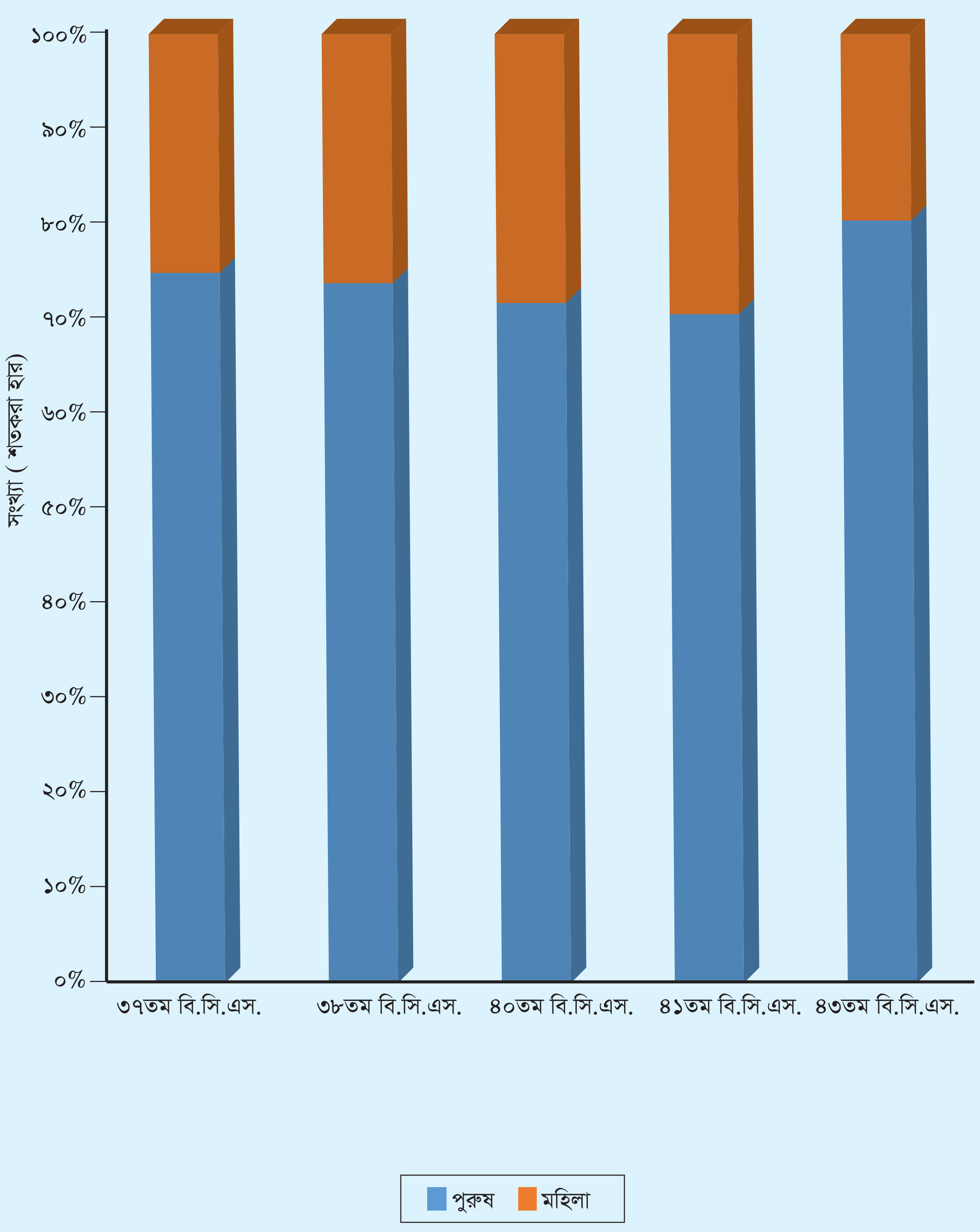

সারণি ১০.৩২: সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ৫টি বি.সি.এস. পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা এবং সুপারিশকৃত প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বি.সি.এস. পরীক্ষার নাম		যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	তৃতীয় লিঙ্গ (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস.	১৬৪০১	২১১৭৫	-	৩৭৫৭৬	৩৬০০	৩১৯২	৬৭৯২
	৪৩.৬৫	৫৬.৩৫	-	১০০	৫৩.০০	৪৭.০০	১০০
৪০ তম বি.সি.এস.	২৫৪০০১	১৫৮২১৪	-	৪১২২১৫	১৪৫২	৫১১	১৯৬৩
	৬১.৬২	৩৮.৩৮	-	১০০	৭৩.৯৭	২৬.০৩	১০০
৪১ তম বি.সি.এস.	২৪৯৭৩৭	১৫৪৭৪৩	৩৩	৪০৪৫১৩	১৮৪৪	৬৭২	২৫১৬
	৬১.৭৪	৩৮.২৫	০.০১	১০০	৭৩.২৯	২৬.৭১	১০০
৪২তম (বিশেষ)বি.সি.এস.	১৩৬৭৬	১৭৩৫০	-	৩১০২৬	২০৩৯	১৯৬১	৪০০০
	৪৪.০৮	৫৫.৯২	-	১০০	৫০.৯৮	৪৯.০২	১০০
৪৩ তম বি.সি.এস.	২৬৭৮১৩	১৭৫০০০	১৮	৪৪২৮৩১	১৭৪২	৪২১	২১৬৩
	৬০.৪৮	৩৯.৫২	০.০০৪	১০০	৮০.৫৪	১৯.৪৬	১০০

লেখচিত্র-১০.৩২ : সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ৫টি বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক সংখ্যার চিত্র।

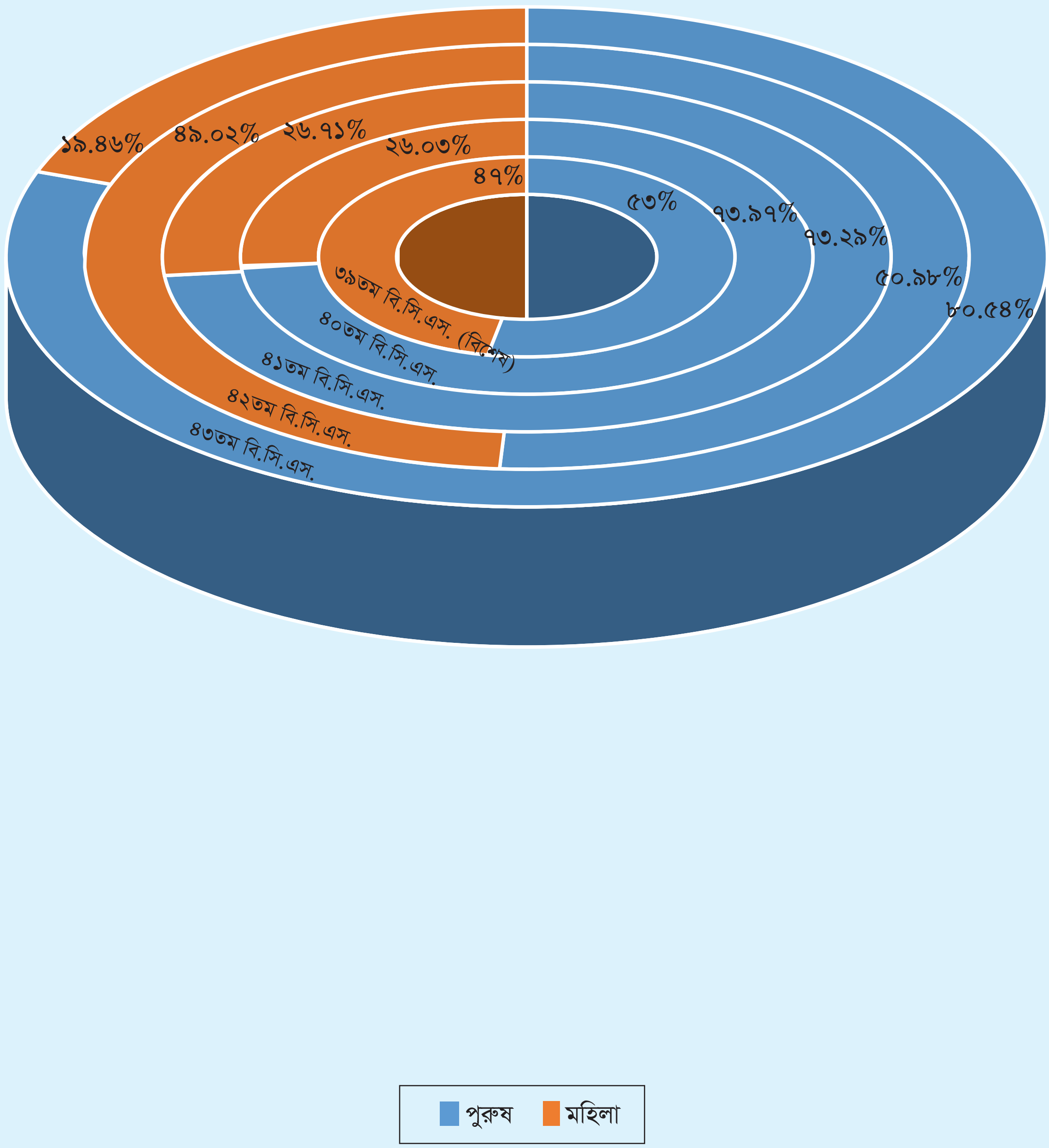

সারণি ১০.৩৩: সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ৫টি বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশের মাধ্যমে পূরণকৃত শূন্যপদ ও যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা এবং প্রার্থী মনোনয়নে ব্যয়িত সময়ের পরিসংখ্যান

বিসিএস পরীক্ষার নাম	বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা	বিজ্ঞপ্তির তারিখ	আবেদনকারীর সংখ্যা	সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা	সুপারিশের তারিখ	ব্যয়িত সময় (মাস/দিন)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস.	৪৭৯২+২০০০=৬৭৯২	০৮.০৪.১৮	৩৭৫৭৬	৪৭৯২+২০০০=৬৭৯২	৩০.০৪.২০১৯ (১ম দফা) ৩০.০৪.২০২০ (২য় দফা)	১ বছর ২২ দিন
৪০তম বি.সি.এস.	১৯০৩	১১.০৯.১৮	৪১২৫৩২	১৯৬৩	৩০.০৩.২০২২	৩ বছর ৬ মাস ২০ দিন
৪১তম বি.সি.এস.	২১৬৬	২৭.১১.১৯	৪০৪৫১৩	২৫২০	০৩.০৮.২০২৩	৩ বছর ৮ মাস ৭ দিন
৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস.	৪০০০	৩০.১১.২০২০	৩১০২৬	৪০০০	০৬.১০.২০২১	১০ মাস ৬ দিন
৪৩তম বি.সি.এস.	১৮১৪	৩০.১১.২০২০	৪৪২৮৩১	২১৬৩	২৬.১২.২০২৩	৩ বছর ২৭ দিন

লেখচিত্র-১০.৩৩ :সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ৫টি বি.সি.এস. পরীক্ষায় প্রার্থী মনোনয়নে ব্যয়িত সময়ের লেখচিত্র।

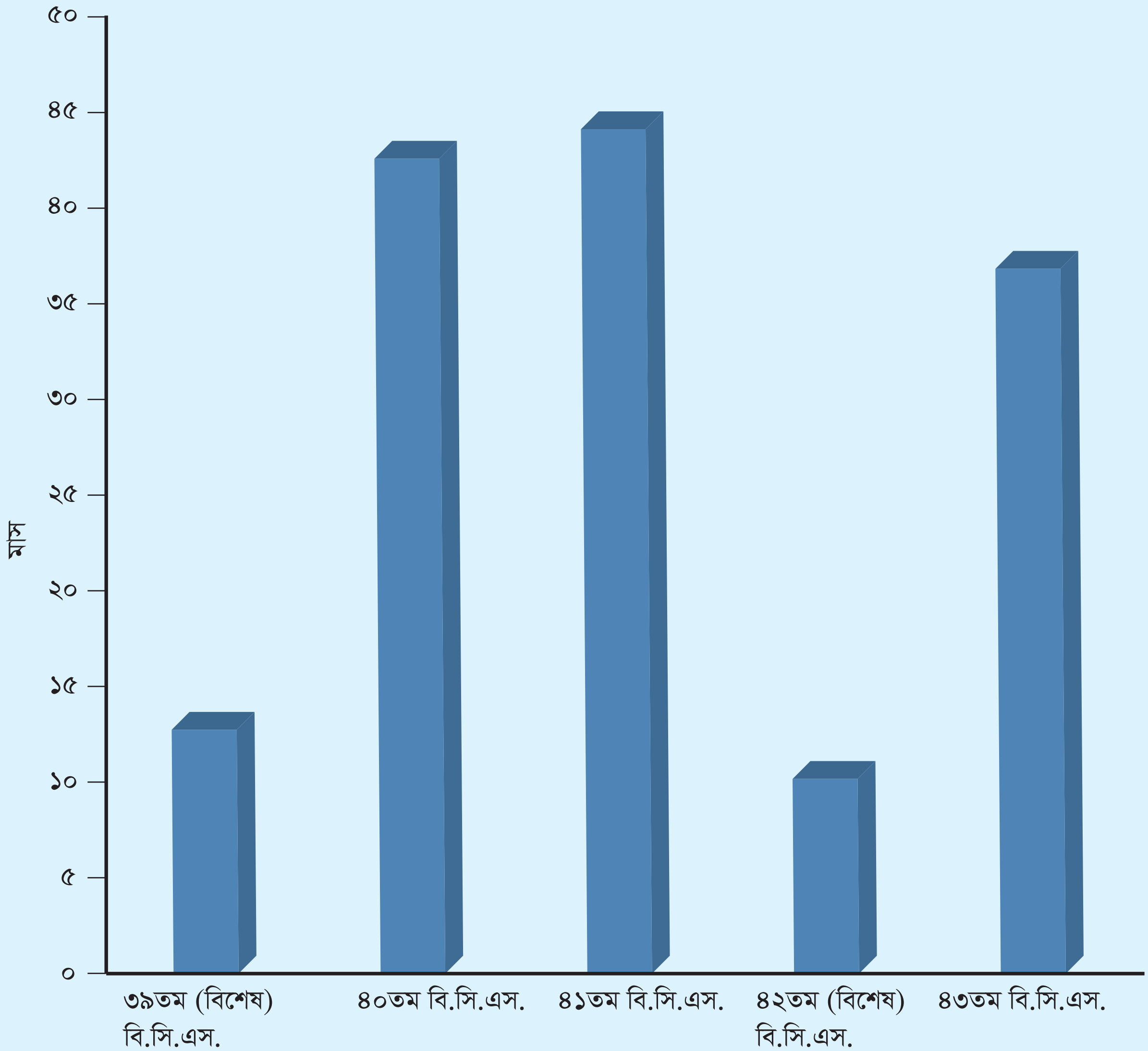

সারণি ১০.৩৪: সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ৫টি বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বি.সি.এস. পরীক্ষার নাম	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস.	৩৬০০ ৫৩.০০	৩১৯২ ৪৭.০০	৬৭৯২ ১০০
৪০ তম বি.সি.এস.	১৪৫২ ৭৩.৯৭	৫১১ ২৬.০৩	১৯৬৩ ১০০
৪১ তম বি.সি.এস.	১৮৪৪ ৭৩.২৯	৬৭২ ২৬.৭১	২৫১৬ ১০০
৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস.	২০৩৯ ৫০.৯৮	১৯৬১ ৪৯.০২	৪০০০ ১০০
৪৩ তম বি.সি.এস.	১৭৪২ ৮০.৫৪	৪২১ ১৯.৪৬	২১৬৩ ১০০

লেখচিত্র-১০.৩৪ :সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ৫টি বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক লেখচিত্র।

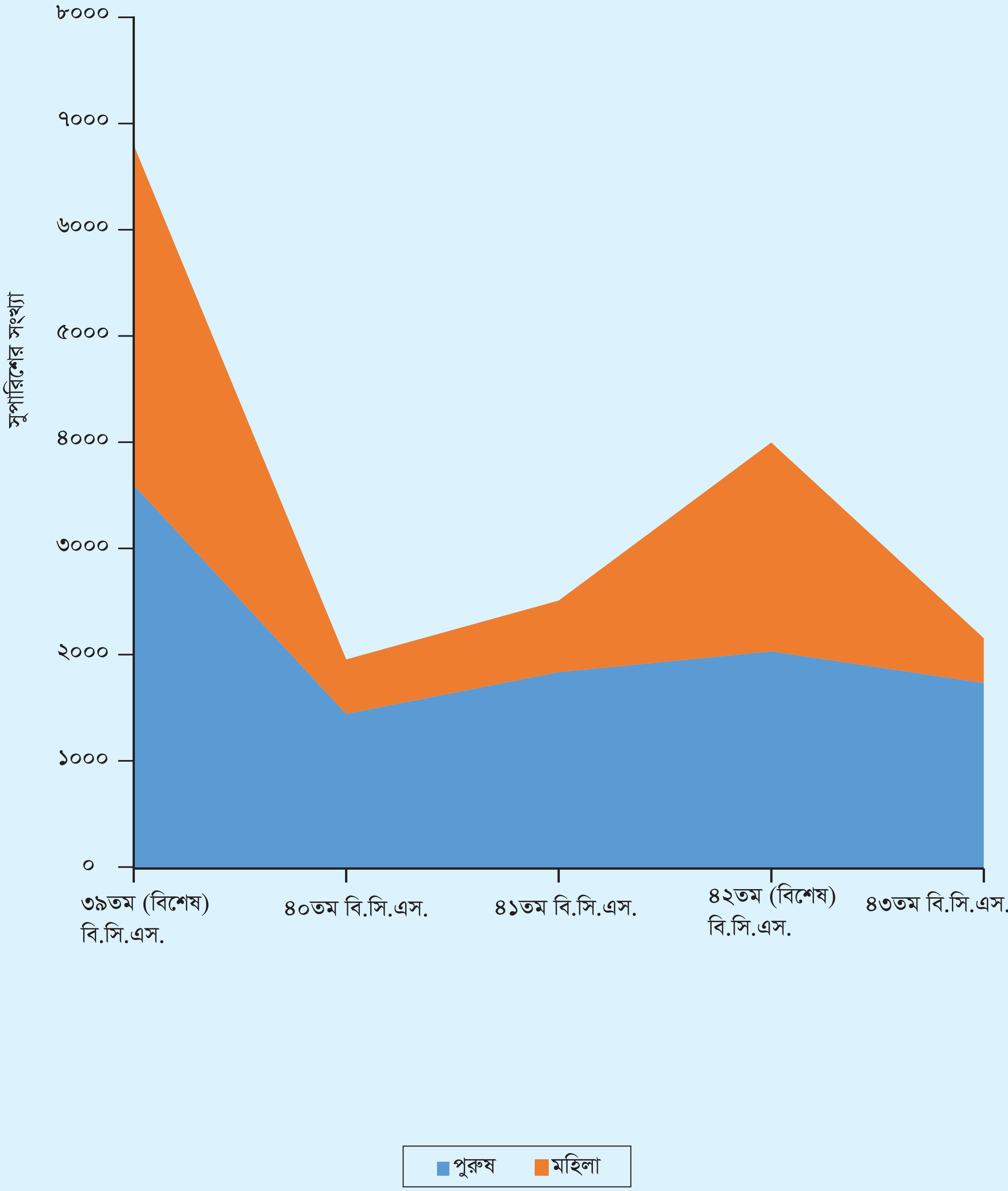

সারণি ১০.৩৫: সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ৫টি বিসিএস পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারী এবং সুপারিশকৃত প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক বৈবাহিক অবস্থার পরিসংখ্যান

বি.সি.এস. পরীক্ষার নাম	বৈবাহিক অবস্থা	যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা				সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
		পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	তৃতীয় লিঙ্গ (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস	বিবাহিত	৫৪৩৩ ১৪.৪৬	১০৯৮৩ ২৯.২৩	-	১৬৪১৬ ৪৩.৬৯	১২৪৩ ১৮.৩০	১৭৩৭ ২৫.৫৭	২৯৮০ ৪৩.৮৮
	অবিবাহিত	১০৯৬৮ ২৯.১৯	১০১৯২ ২৭.১২	-	২১১৬০ ৫৬.৩১	২৩৫৭ ৩৪.৭০	১৪৫৫ ২১.৪২	৩৮১২ ৫৬.১২
	সর্বমোট	১৬৪০১ ৪৩.৬৫	২১১৭৫ ৫৬.৩৫	-	৩৭৫৭৬ ১০০	৩৬০০ ৫৩.০০	৩১৯২ ৪৭.০০	৬৭৯২ ১০০
৪০ তম বি.সি.এস	বিবাহিত	৩৬৪৯৭ ৮.৮৫	৫৯৫৫৫ ১৪.৪৫	- -	৯৬০৫২ ২৩.৩০	১৪৭ ৭.৪৯	১৩৯ ৭.০৮	২৮৬ ১৪.৫৭
	অবিবাহিত	২১৭৫০৪ ৫২.৭৬	৯৮৬৫৯ ২৩.৯৩	- -	৩১৬১৬৩ ৭৬.৭০	১৩০৫ ৬৬.৪৮	৩৭২ ১৮.৯৫	১৬৭৭ ৮৫.৪৩
	সর্বমোট	২৫৪০০১ ৬১.৬২	১৫৮২১৪ ৩৮.৩৮	- -	৪১২২১৫ ১০০.০০	১৪৫২ ৭৩.৯৭	৫১১ ২৬.০৩	১৯৬৩ ১০০
৪১ তম বি.সি.এস	বিবাহিত	৩৫৫১৮ ৮.৭৮	৫৫০১৫ ১৩.৬০	৪ ০.০০১	৯০৫৩৭ ২২.৩৮	২১২ ৮.৪৩	১৯৫ ৭.৭৫	৪০৭ ১৬.১৮
	অবিবাহিত	২১৪২১৯ ৫২.৯৬	৯৯৭২৮ ২৪.৬৫	২৯ ০.০১	৩১৩৯৭৬ ৭৭.৬২	১৬৩২ ৬৪.৮৬	৪৭৭ ১৮.৯৬	২১০৯ ৮৩.৮২
	সর্বমোট	২৪৯৭৩৭ ৬১.৭৪	১৫৪৭৪৩ ৩৮.২৫	৩৩ ০.০১	৪০৪৫১৩ ১০০.০০	১৮৪৪ ৭৩.২৯	৬৭২ ২৬.৭১	২৫১৬ ১০০
৪২তম (বিশেষ)	বিবাহিত	৫২৮৩ ১৭.০৩	৯৬৩১ ৩১.০৪	- -	১৪৯১৪ ৪৮.০৭	৭৫১ ১৮.৭৮	১০৭৫ ২৬.৮৮	১৮২৬ ৪৫.৬৫
	অবিবাহিত	৮৩৯৩ ২৭.০৫	৭৭১৯ ২৪.৮৮	- -	১৬১১২ ৫১.৯৩	১২৮৮ ৩২.২০	৮৮৬ ২২.১৫	২১৭৪ ৫৪.৩৫
	সর্বমোট	১৩৬৭৬ ৪৪.০৮	১৭৩৫০ ৫৫.৯২	- -	৩১০২৬ ১০০	২০৩৯ ৫০.৯৮	১৯৬১ ৪৯.০২	৪০০০ ১০০
৪৩ তম বি.সি.এস	বিবাহিত	৪৭৮১৮ ১০.৮০	৭০৪২১ ১৫.৯০	৬ ০.০০১	১১৮২৪৫ ২৬.৭০	২৩৯ ১১.০৫	১১৯ ৫.৫০	৩৫৮ ১৬.৫৫
	অবিবাহিত	২১৯৯৯৫ ৪৯.৬৮	১০৪৫৭৯ ২৩.৬২	১২ ০.০০৩	৩২৪৫৮৬ ৭৩.৩০	১৫০৩ ৬৯.৪৯	৩০২ ১৩.৯৬	১৮০৫ ৮৩.৪৫
	সর্বমোট	২৬৭৮২৫ ৬০.৪৮	১৭৫০০৬ ৩৯.৫২	১৮ ০.০০৪	৪৪২৮৩১ ১০০	১৭৪২ ৮০.৫৪	৪২১ ১৯.৪৬	২১৬৩ ১০০

লেখচিত্র-১০.৩৫ : সর্বশেষ ৫টি বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বৈবাহিক অবস্থা (শতকরা হার)

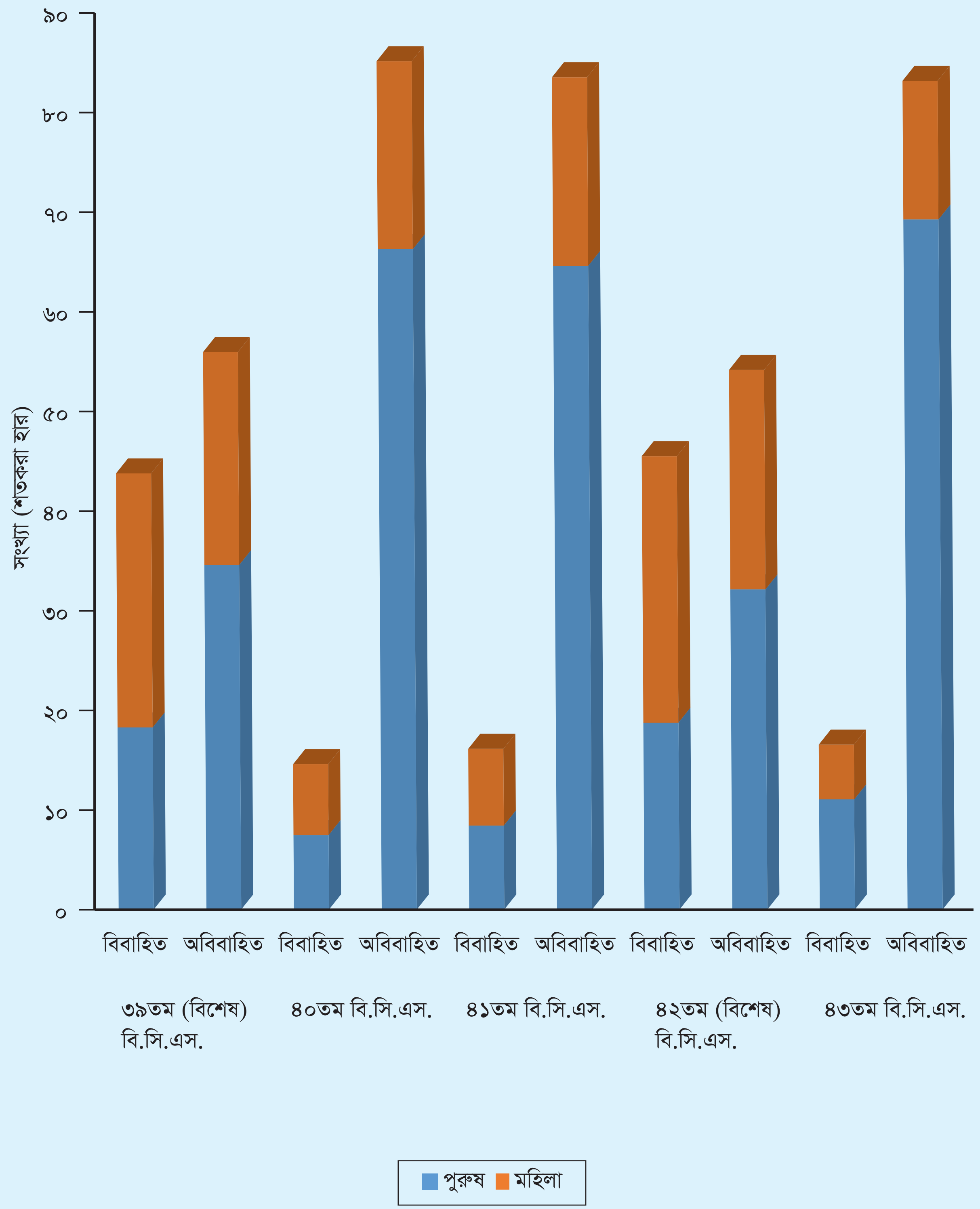

একাদশ অধ্যায়
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের অর্জন, গতিশীলতা বৃদ্ধি, গৃহীত উদ্যোগ ও সুপারিশসমূহ

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রজাতন্ত্রের কর্ম বিভাগকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে সংবিধান কার্যকর হওয়ার পূর্বেই মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনসমূহ আদেশ (পিও নং-৩৪) এর জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংবিধানের ৮৮, ১৩৭-১৪১ ও ১৪৭ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩ এবং The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations 1979 (সংশোধনীসহ) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনয়নের উদ্দেশ্যে মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থী যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা পরিচালনা, পদোন্নতি, নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন, শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি ও অবসর ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এ ছাড়া আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো দায়িত্ব প্রদান করা হলে কমিশন তা পালন করে থাকে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ অবধি সাংবিধানিক দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও কমিশনকে আধুনিকায়ন করার জন্য বেশ কিছু উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে; এবং একই সঙ্গে কমিশনকে যুগোপযোগী করার উদ্দেশে কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১১.১. বিশেষ অর্জন

- বি.সি.এস. পরীক্ষায় বাংলা ভার্সনের পাশাপাশি ইংরেজি ভার্সনে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হচ্ছে।
- নিয়োগ পরীক্ষা, নিয়োগবিধি ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত সেমিনার ও ওয়ার্কশপ করে কমিশন যৌক্তিক এবং যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।
- নন-ক্যাডার ৯ম এবং ১০ম থেকে ১৩ তম গ্রেড পদে নিয়োগ পরীক্ষার নীতিমালা, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বি.সি.এস. পরীক্ষা এবং নন-ক্যাডার নিয়োগের পরীক্ষাসমূহ অপেক্ষাকৃত দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- কমিশন কর্তৃক গৃহীতব্য সকল পরীক্ষা যেমন-প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শতভাগ স্বচ্ছ এবং নৈর্ব্যক্তিক করার লক্ষ্যে লিথোকোড সমৃদ্ধ কোডিং সিস্টেম প্রবর্তনসহ OMR শীটে নম্বর প্রদান করা হচ্ছে।
- নন-ক্যাডার পদের ক্ষেত্রে দ্রুততম সময়ে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে সীমিত পরিসরে কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করা হচ্ছে।
- নির্ধারিত/নির্দিষ্ট চাকরি প্রার্থীদের নিজস্ব কম্পিউটার ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন পদের MCQ পরীক্ষার OMR স্ক্যানিং করে দ্রুত ফলাফল প্রকাশে সহযোগিতা করা হচ্ছে।
- প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রতিরোধকল্পে বি.সি.এস. সহ সকল নন-ক্যাডার নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের একাধিক সেট তৈরি এবং পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট পূর্বে লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত সেটের প্রশ্নে পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- নিয়োগ পরীক্ষা আরও স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট হলে হাজিরা তালিকায় প্রার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর জোড় ও বিজোড় বিন্যস্ত করা হচ্ছে এবং প্রতিটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর কক্ষওয়ারী দৈবচয়ন (random) পদ্ধতিতে সাজানো হচ্ছে। অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে double lithocode barcode সংবলিত O.M.R উত্তরপত্র প্রবর্তন করা হয়েছে।
- প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক এবং মৌখিক পরীক্ষার বিশেষজ্ঞদের যোগ্যতা নির্ধারণ এবং করণীয় সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য নিয়মিত সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে।

- ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পরীক্ষায় প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে উভয় পরীক্ষার সিলেবাস সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজের সিলেবাসের সাথে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পরীক্ষার সিলেবাসের সমন্বয় করা হচ্ছে।

- উত্তরপত্র মূল্যায়নে স্বচ্ছতা ও সমতা বিধানের জন্য বি.সি.এস. পরীক্ষায় দুই জন পরীক্ষক দিয়ে খাতা মূল্যায়ন করা হচ্ছে এবং প্রত্যেক পরীক্ষকের মূল্যায়নের পর একজন নিরীক্ষককে দিয়ে যাচাই করা হচ্ছে। দুই পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বরের ব্যবধান শতকরা ২০ নম্বরের বেশি হলে তৃতীয় পরীক্ষক দিয়ে খাতা মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

- বি.সি.এস. পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে সৃজনশীলতার পরিবর্তে গতানুগতিক ধারা পরিলক্ষিত হওয়ায় কর্মশালার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে যুগপোযোগী মডেল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং এ মডেল প্রশ্নপত্র অনুসরণ করে বি.সি.এস. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার ফলে প্রশ্নের স্ট্যান্ডার্ড বৃদ্ধি পেয়েছে।

- বি.সি.এস. পরীক্ষায় অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্নের সাথে সাথে তাৎক্ষণিক প্রবেশপত্র এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর জেনারেট হতো। এতে পরীক্ষার্থীরা পাশাপাশি আসন গ্রহণের সুবিধার সাথে সাথে পরীক্ষার্থীদের ভেতর কখনো কখনো অপরাধ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এ প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে রোধ করতে কমিশন তাৎক্ষণিক প্রবেশপত্র ইস্যু না করে পরীক্ষার পূর্বে একটি নির্ধারিত তারিখ থেকে প্রবেশপত্র ইস্যু করার পদ্ধতি অনুসরণ করছে। একই সাথে পরীক্ষার আসন ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন এনে দৈবচয়নের ভিত্তিতে আসন বিন্যাস করা হচ্ছে।

- জরুরি অবস্থা/আপৎকালীন যেমন করোনা মহামারীর মধ্যে নিয়োগের সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে আবেদন গ্রহণ, আবেদন বাছাই, পরীক্ষা গ্রহণ এবং চূড়ান্ত মনোনয়ন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সুশৃংখল, নিরাপদ এবং সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে কমিশনের সক্ষমতার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষণীয়।

- পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মান নিয়োগযোগ্য পদের গ্রেড অনুযায়ী করার জন্য প্রশ্নকারক ও মডারেটর -এর সাথে সেমিনার করে পরামর্শ প্রদান।

- পরীক্ষক কর্তৃক উত্তরপত্র মূল্যায়নে একটি নির্দিষ্ট মানদন্ড অনুসরণ করা, যেন বিভিন্ন পরীক্ষক এর উত্তরপত্র মূল্যায়নে ভিন্নতা পরিলক্ষিত না হয়।

১১.২. কর্ম কমিশনের নিয়োগ সংক্রান্ত অর্জন

- ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যাডার বহির্ভূত উচ্চতর গ্রেড, ৯ম থেকে ১৩তম গ্রেডের বিভিন্ন পদে ৩৮১ জন মহিলা এবং ৫৯৩ জন পুরুষসহ সর্বমোট ৯৭৪ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।

- ২০২৩ খ্রি: ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে ২৫১৬ জন এবং ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে ২১৬৩ জনসহ সর্বমোট ৪৬৭৯ জনকে বিভিন্ন ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।

- আলোচ্য বছরে ৪০ তম, ৪১তম, ৪২ তম (বিশেষ) ও ৪৩তম বি.সি.এস. থেকে বি.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু পদস্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নয় এমন প্রার্থীদের মধ্য থেকে ৯ম থেকে ১২ তম গ্রেডের বিভিন্ন পদে মোট ৭৪৬২ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ২০২০ ও ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন পদে ১৫০৫৭ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করে। এর মধ্যে ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে ৫০৫৪ জন 'সিনিয়র স্টাফ নার্স', ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে ২৮ জন 'অধ্যাপক', ৪০৯ জন 'জুনিয়র কনসালটেন্ট', ৮১৫৮ জন 'সিনিয়র স্টাফ নাস', এবং ১৪০৮ জন 'মিডওয়াইফ' রয়েছে। এছাড়া ২০২২ খ্রি: কর্ম কমিশন কর্তৃক ১৩০২ জন 'উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা' পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।

১১.৩. গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ

- কর্ম কমিশনের সেবা বিকেন্দ্রীকরণ করার লক্ষ্যে দেশের ৭টি বিভাগে কমিশনের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে এবং ৭টি নিজস্ব ভবন নির্মাণের প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সেবা প্রত্যাশীদের জন্য আঞ্চলিক দপ্তর হতে সহজেই সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

- যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের ২য় তলায় মাল্টিপারপাস হল এবং ১১ তলায় ১টি পরীক্ষা হল নির্মাণ করা হয়েছে। আঞ্চলিক কার্যালয়ের নির্মাণাধীন ভবনে পরীক্ষা হলের সংস্থান রাখা হয়েছে।

- প্রকল্পের আওতায় কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও দাপ্তরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের অংশ হিসেবে ই-নথি (গুডগভর্নেন্স), Office Management and Administrative Procedure বিষয়ে মোট ৫২৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- ২৩ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এতে কমিশনকে আরো গতিশীল করতে কমিশনের সদস্য সংখ্যা ১৪ থেকে ২০ এ উন্নীত করা হয়েছে এবং একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় হিসাবে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়কে আইনী কাঠামোর আওতায় আনা হয়েছে।

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরে ডি.পি.সি. সভায় কমিশন সচিবালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের জন্য অনুসরণীয় বিষয়সমূহের সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ২০১৭ সাল থেকে K.P.I. এর ১গ শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সে অনুযায়ী কমিশন ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নীত করা; প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার স্বার্থে দর্শনার্থীদের জন্য ডিজিটাল পাস প্রবর্তন করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের কাজের কলেবর বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ায় কমিশন সচিবালয়ে নতুন ৬টি ইউনিট সৃজন করা হয়েছে।

- চাকরির আবেদন (অনলাইন রেজিস্ট্রেশন) থেকে শুরু করে ফলাফল প্রস্তুত পর্যন্ত সকল পর্যায়ে অটোমেশনের ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া অনেক বেশি দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হচ্ছে। এতে সময় ও অর্থ যেমন সাশ্রয় হয়েছে তেমনি কমিশনের কর্ম প্রক্রিয়ায় State of the art ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

- ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছতার সাথে কমিশন কর্তৃক চাকরি প্রার্থী বাছাই ও মনোনয়নের সুপারিশ করা হচ্ছে।

১১.৪. কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত সাম্প্রতিক উদ্যোগ

২০৪১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা কর্ম কমিশনের কার্যক্রমে সংযুক্ত করা হয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, জবাবদিহিমূলক ও দ্রুততর করার প্রত্যয়ে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থীদের স্বল্পতম সময়ে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা যায় তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কমিশন বিবেচনা করছে। কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ কার্যক্রমে সর্বাধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। বি.সি.এস.সহ সকল নন-ক্যাডার পদের নিয়োগ পরীক্ষা অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে। এতদ্বিষয়ে কর্ম কমিশনকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগসমূহ নিম্নরূপ:

- বি.সি.এস. পরীক্ষার বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে প্রিলিমিনারি টেস্ট, লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন করে এক বছরের মধ্যে একটি বি.সি.এস. পরীক্ষা চূড়ান্ত সুপারিশ করার লক্ষ্যে রোডম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতি বছরের নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখে নিয়মিতভাবে বি.সি.এস. পরীক্ষার বিজ্ঞাপন জারি করা হচ্ছে।

- কমিশন পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় গতি সঞ্চারের জন্য সমন্বিত পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Integrated Examination Information Management System) বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ পদ্ধতির আওতায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের শূন্য পদে নিয়োগের চাহিদাপত্র অনলাইনে প্রেরণ সম্ভব হবে। সমন্বিত পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রার্থীদের unique ID প্রদান করা হবে। unique ID প্রদানের ফলে প্রার্থীদের মৌলিক তথ্যাদি বার বার দেওয়ার প্রয়োজন হবে না এবং তাৎক্ষনিকভাবে ডাটা আপডেট করা সম্ভব হবে। বিভিন্ন তথ্যাদি যেমন- প্রার্থীর নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, শিক্ষাগত ফলাফল ইত্যাদি যাচাই করার জন্য শিক্ষা বোর্ড এবং জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইন্টিগ্রেশন করা হবে। প্রশ্নপত্র বিতরণের ক্ষেত্রে বর্তমান ম্যানুয়াল ট্রাংকের পরিবর্তে Internet of Things (IoT) ট্রাংক ব্যবহার করা হবে। IoT ট্রাংক ব্যবহারের ফলে ট্রাংকের গতিবিধি তাৎক্ষনিকভাবে জানা যাবে। এ পদ্ধতিতে উন্নত স্ক্যানিং মেশিনের মাধ্যমে OMR শিট স্ক্যান করা হবে। ফলে ডাটা এবং ইমেজ উভয়ই পাওয়া যাবে। ইমেজ ব্যবহার করে ডাটা ভেলিডেশন করা যাবে এবং একই সাথে ডাটা ও ইমেজ আর্কাইভ করা যাবে। উল্লিখিত পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূলায়ন করা হবে। একই সাথে উত্তরপত্র স্ক্যানিং করা হবে। ভবিষ্যতে মূল্যায়নের জন্য স্ক্যানকৃত উত্তরপত্র পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করা যাবে। নতুন পদ্ধতিতে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বোর্ডের সভাপতি online এ এন্ট্রি করবেন। এক কপি প্রিন্ট করে ভল্ট রুমে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হবে। মৌখিক পরীক্ষার নম্বর অনলাইনে এন্ট্রি করা হবে বিধায় OMR শিট স্ক্যান করার প্রয়োজন হবে না। ফলে আরও কম সময়ে অধিকতর নির্ভুলভাবে ফলাফল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

- কমিশনের অধীন পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের ১১টি মডিউলের মধ্যে ২টি মডিউলে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকবে। এ ২টি মডিউল ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার/4th Tier Data Centre এ হোস্টিং করা হবে।
- বিভিন্ন পরীক্ষার আবেদনকারী, প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক এবং নিরীক্ষকসহ সকলের জিজ্ঞাসা/প্রশ্নের জবাবের জন্য কল সেন্টার স্থাপন করা হবে।
- Electronic Knowledge Management পদ্ধতি প্রয়োগ করে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এর লাইব্রেরিকে ই-লাইব্রেরিতে রূপান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থী, চাকরি প্রত্যাশী, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও আগ্রহী পাঠকগণ তাদের নিজ অবস্থান থেকে সহজেই তথ্যসমূহ পাবেন এবং দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেদের মতামত ও তথ্য দিতে পারবেন।
- দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান কারিকুলামের সাথে কমিশন অনুসৃত বি.সি.এস. পরীক্ষার সিলেবাস পর্যালোচনা করা হয়েছে। বি.সি.এস. পরীক্ষাসহ অন্যান্য নন-ক্যাডার নিয়োগ পরীক্ষার সিলেবাস শিক্ষাক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে আপডেট করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় সিলেবাস আপডেটের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১১.৫. সুপারিশসমূহ

- কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ সাংবিধানিক পদধারী, Warrant of Precedence এ উল্লেখিত অন্যান্য সাংবিধানিক পদধারীদের পদমর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ/ সামঞ্জস্যপূর্ণ তাদের পদমর্যাদা হওয়া প্রয়োজন। এমতাবস্থায়, চেয়ারম্যান এর পদমর্যাদা সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি এবং সদস্যগণের পদমর্যাদা হাইকোর্টের বিচারপতিদের সম পদমর্যাদা হওয়া উচিত।
- কমিশনের বার্ষিক ব্যয় অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত বরাদ্দের উপর নির্ভরশীল। সংবিধানের ৮৮ (খ)(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশনের ব্যয় সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় হলেও অর্থ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের বাইরে কমিশনের নিকট তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় মর্মে প্রতীয়মান ব্যয়ের আর্থিক স্বাধীনতা নেই। এ বিষয়ে আইন/বিধি প্রণয়ন করা জরুরি।
- কমিশন সচিবালয়কে শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি এবং সচিবালয়ে কর্মরত নিজস্ব জনবল যাতে গ্রেড-২ পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ পান সে অনুযায়ী পদোন্নতির সোপান সৃষ্টি করা প্রয়োজন।
- নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করে সকল পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে কর্ম কমিশন সচিবালয়ের একটি নিজস্ব প্রেস স্থাপন করা যেতে পারে।
- ৫০০০ (পাঁচ হাজার) পরীক্ষার্থীর লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা যায় এধরনের পরীক্ষার হল নির্মাণ করা প্রয়োজন।
- পরীক্ষা বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য ও অনুসৃত নীতি সম্বন্ধে ধারণা প্রদান এবং কমিশনের কাজে গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিশনের বিভিন্ন পরীক্ষায় নিয়োজিত প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক ও নিরীক্ষককে নিয়ে প্রতিবছর প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মশালার আয়োজন করা।
- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩ এর আওতায় জরুরিভাবে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের জন্য নতুন নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ।
- সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অধিকতর দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ, উচ্চ শিক্ষা এবং প্রণোদনা নিশ্চিত করা।
- সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রশ্নপত্র মুদ্রণ এবং পরীক্ষার্থীর সাথে সংশ্লিষ্টদের পারিতোষিকের হার পূর্বের মতো বহাল রাখা।
- সংবিধানের আলোকে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডে (SSB) কর্ম কমিশনের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট সার্কুলার জারি করা।
- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে শিক্ষাসফর বন্ধ থাকায় নিয়োগ পরীক্ষার ধরণ, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। অতএব, জরুরিভিত্তিতে পুনরায় শিক্ষা সফর শুরু করা উচিত।

দ্বাদশ অধ্যায়
স্মারকলিপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪১ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "প্রত্যেক কমিশন প্রতি বৎসর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তাহার পূর্বে পূর্ববর্তী একত্রিশে ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বৎসরে স্বীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবেন।

(২) রিপোর্টের সহিত একটি স্মারকলিপি থাকিবে, যাহাতে
(ক) কোন ক্ষেত্রে কমিশনের কোন পরামর্শ গৃহীত না হইয়া থাকিলে সেই ক্ষেত্র এবং পরামর্শ গৃহীত না হইবার কারণ; এবং
(খ) যে সকল ক্ষেত্রে কমিশনের সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল অথচ পরামর্শ করা হয় নাই, সেই সকল ক্ষেত্র এবং পরামর্শ না করিবার কারণ;

সম্বন্ধে কমিশন যতদূর অবগত, ততদূর লিপিবদ্ধ করিবেন।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪১(২)(খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ২০২৩ সালে যেসব ক্ষেত্রে সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ গৃহীত হয়নি সেইসব ক্ষেত্র এবং পরামর্শ গৃহীত না হওয়ার কারণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো-

ক্রমিক নম্বর	মন্ত্রণালয়/দপ্তর	বিষয়	কমিশনের পরামর্শ না নেওয়ার কারণ	মন্তব্য
১.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা-২০২২	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২ প্রণয়নের কার্যক্রম ২০১৯ হতে শুরু হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩ জারি হওয়ার পূর্বেই প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২ জারি করা হয়। এজন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়নি।	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩ জারি হওয়ার সাথে প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২ জারির আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩ জারি হওয়ার পূর্বে The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations 1979 বলবৎ ছিল যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক জারিকৃত এবং সে মতে সরকার এ ধরনের বিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে। অসাবধানতাবশত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ না করায় প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২ জারির বিষয়ে সরকারী কর্ম কমিশনের ভূতাপেক্ষ সম্মতি/পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। কমিশন সচিবালয়ের আইন অধিশাখার মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২ জারির বিষয়ে সরকারী কর্ম কমিশনের ভূতাপেক্ষ সম্মতি/পরামর্শ প্রদানের আইনগত কোন সুযোগ নেই মর্মে শিল্প মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট-১

জাতির পিতা, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবস উপলক্ষে কমিশন ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও কমিশন সচিবালয়ের সচিব।

কমিশনে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উদযাপন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে কমিশন ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও কমিশন সচিবালয়ের সচিব।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে কমিশন ভবনে আলোকসজ্জা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার প্রারম্ভে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিব।

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠা দিবস ২০২৩ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিব।

কমিশনের সদস্যবৃন্দ ও সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দের উপস্থিতিতে বেলুন উড়িয়ে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠা দিবস ২০২৩ উদ্বোধন করেন কমিশনের চেয়ারম্যান।

শোকাবহ আগস্ট স্মরণে ‘বঙ্গবন্ধুর ভাবনা: জনসেবায় সরকারি কর্মচারী’ শীর্ষক আলোচনা সভা।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতার ম্যুরালে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও কমিশন সচিবালয়ের সচিবের পুষ্পস্তবক অর্পণ।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন।

শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে 'শেখ রাসেল, দীপ্তিময় নির্ভীক নির্মল দুর্জয়' প্রতিপাদ্যের ওপর আলোচনা সভা।

শেখ রাসেল দিবস উদযাপন উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও কমিশন সচিবালয়ের সচিব।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও কমিশন সচিবালয়ের সচিব-এর পুষ্পস্তবক অর্পণ।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে 'মৃত্যুঞ্জয়ী' স্মৃতিস্তম্ভে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিবের পুষ্পস্তবক অর্পণ।

কমিশন ভবনে স্থাপিত ‘মাল্টিপারপাস হল’ উদ্বোধন শেষে মোনাজাত।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কমিশন ভবনের মাল্টিপারপাস হলে “মুজিব: একটি জাতির রূপকার” চলচ্চিত্র প্রদর্শনকালে জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

মহান বিজয় দিবসে কমিশন ভবন চত্বরে স্থাপিত 'মৃত্যুঞ্জয়ী' স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে যাচ্ছেন কমিশন সচিবালয়ের সচিব ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কমিশন ভবনে আলোকসজ্জা।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণের সমন্বয়ে ৪৫তম বি.সি.এস. প্রিলিমিনারি টেস্ট ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেমিনার।

বাংলাদেশ স্কাউটস ও বাংলাদেশ গার্ল গাইডসের সদস্যগণের সমন্বয়ে ৪৫তম বি.সি.এস. প্রিলিমিনারি টেস্ট ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেমিনার।

৪৫তম বি.সি.এস. প্রিলিমিনারি টেস্ট এর দিনের কার্যক্রম ।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ৪৫তম বি.সি.এস. প্রিলিমিনারি টেস্ট এর প্রশ্নপত্রের সেটকোড নির্ধারণের লটারী।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যবৃন্দ ও বিভাগীয় কমিশনারগণের সমন্বয়ে ৪৫তম বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেমিনার।

সংশ্লিষ্ট নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের সমন্বয়ে ৪৫তম বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেমিনার।

বি.সি.এস. লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের আদর্শ মানদণ্ড নির্ধারণ বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের উদ্দেশ্যে কমিশনের চেয়ারম্যানের ভাষণ।

বি.সি.এস. লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের আদর্শ মানদণ্ড নির্ধারণ বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের উদ্দেশ্যে কমিশন সচিবালয়ের সচিবের ভাষণ।

কমিশন সচিবালয়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে আইনের প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে কমিশনের চেয়ারম্যানের সেশন।

কমিশন সচিবালয়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে আইনের প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে কমিশন সচিবালয়ের সচিবের সেশন।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের Integrated Examination Information Management System (I-ExamIn System) ডিজাইন ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যে Digital Service Design Lab (DSDL) শীর্ষক কর্মশালায় কমিশনের চেয়ারম্যান ভাষণ প্রদান করছেন।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ভবনে অগ্নিনিরাপত্তার লক্ষ্যে অগ্নিনির্বাপণ ও আত্মরক্ষার কৌশল সম্পর্কিত ব্রিফিং।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ভবনে অগ্নিনিরাপত্তার লক্ষ্যে অগ্নিনির্বাপণ ও আত্মরক্ষার কৌশল সম্পর্কিত ফায়ার ফাইটিং মহড়া।

অগ্নিনির্বাপণ ও আত্মরক্ষার কৌশল সম্পর্কিত ফায়ার ফাইটিং মহড়ায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান।

কমিশন সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে সাইবার সচেতনতা বিষয়ক সভায় কমিশন সচিবালয়ের সচিব।

২৯তম উন্নয়ন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে কমিশনের চেয়ারম্যানের ব্রিফিং।

পরিশিষ্ট ১.১

জাতীয় গণমাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

২০২৩ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের ওপরে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। কমিশনের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্টের অংশবিশেষ :

আলোকিত বাংলাদেশ

বৃহস্পতিবার ■ ২৮ পৌষ ১৪২৯ ■ ১৮ জমাদিউস সানি ১৪৪৪ ■ ১২ জানুয়ারি ২০২৩

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনে নবনিযুক্ত সদস্যের শপথ গ্রহণ

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পিআরএল ভোগরত প্রাক্তন সচিব মো. খলিলুর রহমান (পরিচিতি নম্বর: ৫৬৪২) এবং বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাক্তন মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুককে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করায় গতকাল দুপুর ১:৩০ মিনিটে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী সুপ্রিমকোর্টের জাজেস লাউঞ্জে নবনিয়োগপ্রাপ্ত সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন, সদস্যবৃন্দ, কমিশন সচিবালয়ের সচিব মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দারসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দেশ রূপান্তর

সোমবার

জানতে চাওয়া হবে না আপনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের

আশরাফুল হক

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) মৌখিক পরীক্ষার পরীক্ষকরা (ভাইভা বোর্ড) চাকরিপ্রার্থীর কাছে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম জানতে চাইতে পারবেন না। এমনকি জেলার নামও না। বোর্ডের সদস্যদের বিশ্ববিদ্যালয়প্রীতি বা জেলাপ্রীতি বন্ধ করার জন্য এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা পিএসসি।

নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রার্থী পেলে বা জেলার প্রার্থী পেলে অনেক পরীক্ষক পাক্ষপাতমূলক আচরণ করেন; যা প্রার্থীর জন্য সুবিধাজনক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে বলে মনে করে পিএসসি।

পিএসসির চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন এক প্রশ্নের জবাবে দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'কমিশন পুরো পরীক্ষা পদ্ধতিতেই সংস্কার আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লিখিত, মৌখিক বা প্রিলিমিনারিতেও সংস্কার হচ্ছে। আরও

বিসিএস মৌখিক পরীক্ষা

> ২০০ নম্বর থাকা উচিত না
>
> আরও সংস্কারের সুযোগ রয়েছে

কিছু বিষয়ের মতো মৌখিক পরীক্ষায় চাকরিপ্রার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম, এমনকি জেলার নামও জানতে চাওয়া যাবে না। পরীক্ষকরা চাকরিপ্রার্থীর রোল নম্বর ছাড়া কিছুই জানতে চাইবেন না।'

বিসিএসে সব ধরনের কোটা তুলে দেওয়ার পর এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হলো কেন– জানতে চাইলে কমিশনের একজন সাবেক সদস্য জানান, এক চাকরিপ্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় পেয়েছেন ৫৮৪ নম্বর, অন্যজন ৫৭০। চাকরি হওয়ার কথা প্রথম জনেরই। কিন্তু মৌখিক পরীক্ষায় প্রথমজনকে দেওয়া হলো ৮০। আর দ্বিতীয়জনকে ৯৫। এই ফলের ভিত্তিতে দ্বিতীয়জন চাকরি পেয়ে গেলেন। তখন বিসিএসে মৌখিক পরীক্ষার মোট নম্বর ছিল ১০০, পাসের নম্বর ৮০। প্রথমজনকে শুধু পাসের নম্বরটাই দেওয়া হলো।

প্রার্থীকে ভালোভাবে যাচাই করার যুক্তি দিয়ে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ১০০ থেকে বাড়িয়ে ২০০ করা হলো। এতে অনিয়মের দুয়ার আরও চওড়া হয়ে গেল। সরাসরি অভিযোগ করার সুযোগ না থাকায় মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে ফিসফাসও বেড়ে গেল। কারণ এই পরীক্ষার নম্বর চাকরিতে আকাশ-পাতাল ব্যবধান গড়ে দেয় বলে মনে করেন পিএসসির সাবেক ওই সদস্য।

যদিও পিএসসি মৌখিক পরীক্ষাকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। ১০০ নম্বরের যুগে পরীক্ষকদের সামনে প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষার নম্বরও থাকত। এখন আর সেই সুযোগ নেই।

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪ >

জানতে চাওয়া হবে না আপনি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তারপরও প্রিয়জনপ্রীতির নানা সুযোগ রয়ে গেছে। বোর্ডের কোনো সদস্যের সঙ্গে চাকরিপ্রার্থীর বিশ্ববিদ্যালয় মিলে গেলে 'খেজুরে' আলাপ শুরু হয়। জেলা মিলে গেলে তো কোনো কথাই নেই। নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পেলে পরীক্ষকরা যে পরিমাণ খুশি হন অন্য বিশ্ববিদ্যলয়ের ছাত্রের বেলায় তারা যেন প্রশ্ন করতেই ভুলে যান। তাদের আড়ষ্টতাই ভাঙে না। অবসাদ নিয়ে অপেক্ষা করেন নতুন প্রার্থীর জন্য।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা জেলা মিলে গেলে প্রায় একই ধরনের পরীক্ষা দিয়ে কেউ পায় ১৮০ আবার কেউবা ১৩০। যেখানে আধা নম্বর (দশমিক ৫) ব্যবধান গড়ে দেয়, সেখানে ৫০ নম্বরের পার্থক্যে কত কিছুই না হয়!

২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় শতকরা ৫০ ভাগ হচ্ছে পাস নম্বর। পাস নম্বরে ক্যাডার তালিকায় আসবে কি না নিশ্চিত না হলেও নন-ক্যাডারে নাম থাকে। এতে পরে অন্য সরকারি চাকরিতে সুপারিশ পাওয়ার সুযোগ থাকে। লিখিত পরীক্ষার পর প্রথমে সাধারণ ক্যাডার, তারপর বোথ ক্যাডার এবং শেষে কারিগরি ও পেশাগত ক্যাডারের মৌখিক পরীক্ষা হয়। বোর্ড সদস্যদের মনোনীত করা হয় এলোপাতাড়ি এবং পরীক্ষার দিন সকালেই। এ কারণে দৃশ্যত কোনো ধরনের অসমতা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এমনকি পিএসসির চেয়ারম্যানও জানেন না সদস্যদের কে কোন বোর্ডে পরীক্ষা নেবেন।

বোর্ডের কোনো সদস্যকেই প্রার্থীর বৃত্তান্ত জানতে দেওয়া যাবে না। পুরোপুরি কোডিং সিস্টেমে চলে যেতে হবে।

২০০ নম্বরের পরীক্ষা নিয়ে অনেক দিন ধরেই বিতর্ক চলছে। চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, এতে বিশেষ কোনো প্রার্থী সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন। অনিয়মের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এই ২০০ নম্বরে। এ বিষয়ে লুৎফর রহমান বলেন, মৌখিক পরীক্ষায় ২০০ নম্বর থাকা উচিত নয়। এই নম্বর কমিয়ে আনা উচিত বলে তিনি মনে করেন। প্রায় একই মানের পরীক্ষা দিয়ে অনেকের নম্বরে হেরফের থাকে। মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বেশি হওয়ায় বাছাইকারী অনেক সময় প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছেন। তাই সাংবিধানিক এ সংস্থার কোনো বিতর্কে যাওয়া উচিত নয়।'

৪৪তম বিসিএসে অংশগ্রহণকারী একজন চাকরিপ্রার্থী দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'পিএসসির উদ্যোগ নিঃসন্দেহে ভালো। এই উদ্যোগ ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়তা করবে। বিশ্ববিদ্যালয় বা জেলা কোনো বিবেচ্য বিষয় হতে পারে না। আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমার আগের বিসিএসের ভাইভা বোর্ডে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। তিনি আমাকে কোনো প্রশ্নই করলেন না। এমনকি ভাইভা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রশ্ন করতে বললেও তিনি আমাকে প্রশ্ন করেননি। সেই ভাইভায় আমি কাঙ্ক্ষিত নম্বর পাইনি।'

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এ চাকরিপ্রার্থী আরও বলেন, কিছু বিষয়ে পিএসসি লক্ষ রাখলে সাধারণ চাকরিপ্রার্থীরা

যুগান্তর | মঙ্গলবার ১৭ জানুয়ারি ২০২৩
৩ মাঘ ১৪২৯

সরকারি কর্ম কমিশন আইন-২০২৩ পাস

প্রশ্নফাঁসে ১০ বছর কারাদণ্ড

সংসদ প্রতিবেদক

সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) পরিচালিত কোনো পরীক্ষায় ভুয়া পরিচয়ে অংশ নিলে ২ বছরের কারাদণ্ড এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের অপরাধে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রেখে সোমবার জাতীয় সংসদে একটি বিল পাশ হয়েছে। 'বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন আইন-২০২৩' নামে বিলটি পাশ হওয়ায় বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন অর্ডিন্যান্স-১৯৭৭ রহিত হয়েছে।

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংসদের অধিবেশনে বিলটি উত্থাপন করেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। জনমত যাচাই-বাছাই কমিটিতে প্রেরণ ও সংশোধনী প্রস্তাবগুলো নিষ্পত্তি শেষে বিলটি কণ্ঠভোটে পাশ হয়।

বিলে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন অর্ডিন্যান্সের অধীন

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

প্রশ্নফাঁসে ১০ বছর কারাদণ্ড

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন এমনভাবে বহাল থাকবে, যেন এটি নতুন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একজন সভাপতি এবং ৬ থেকে সর্বোচ্চ ১৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হবে। কমিশন প্রজাতন্ত্রের জনবল নিয়োগের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিবিধান সাপেক্ষে পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি ও শর্তাবলি নির্ধারণ করতে পারবে। প্রশ্নফাঁস সম্পর্কে বিলে বলা হয়েছে, 'পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে পরীক্ষার জন্য প্রণীত কোনো প্রশ্নসংবলিত কাগজ বা তথ্য, পরীক্ষার জন্য প্রণীত হয়েছে বলে মিথ্যা ধারণাদায়ক কোনো প্রশ্নসংবলিত কাগজ বা তথ্য অথবা পরীক্ষার জন্য প্রণীত প্রশ্নের সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে বলে বিবেচিত হওয়ার অভিপ্রায়ে কোনো প্রশ্নসংবলিত কাগজ বা তথ্য যে কোনো উপায়ে ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণ করা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। এর শাস্তি সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড। এই অপরাধ আমলযোগ্য ও অজামিনযোগ্য হবে। এছাড়া বিলে সরকারি চাকরির পরীক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন অপরাধ ও তার সাজা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি পরীক্ষার্থী না হয়েও নিজেকে পরীক্ষার্থী হিসাবে হাজির করলে বা মিথ্যা তথ্য দিয়ে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করলে বা অন্য কোনো ব্যক্তির নামে বা কোনো কল্পিত নামে পরীক্ষায় অংশ নিলে তা অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। এর শাস্তি সর্বোচ্চ ২ বছরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। এছাড়া কোনো ব্যক্তি কোনো পরীক্ষার্থীকে কোনো লিখিত উত্তর, বই, লিখিত কাগজ, পৃষ্ঠা বা এখান থেকে কোনো উদ্ধৃতি পরীক্ষার হলে সরবরাহ করলে বা মৌখিকভাবে বা যান্ত্রিক কোনো ডিভাইসের মাধ্যমে সহায়তা করলে তার দণ্ড হবে সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড। প্রশ্নপত্র ফাঁস বাদে অন্যান্য অপরাধের সাজা হবে মোবাইল কোর্ট আইনে।

জুনে পাইপলাইনে ভারত থেকে আসবে ডিজেল : চলতি বছর জুন নাগাদ পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারত থেকে ডিজেল আমদানি শুরু হবে। আর চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৫ হাজার ৫০০ মেগাওয়াটে দাঁড়াবে। সোমবার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর-পর্বে এ তথ্য জানান বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ।

আওয়ামী লীগের সদস্য এম আব্দুল লতিফের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভারতের নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেড (এনআরএল) থেকে ২০১৬ সাল থেকে রেল ওয়াগনের মাধ্যমে ডিজেল আমদানি করা হচ্ছে। দেশটি থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে ডিজেল আমদানির লক্ষ্যে প্রায় ১৩১.৫ কিলোমিটার (বাংলাদেশ অংশে ১২৬.৫ কিলোমিটার এবং ভারত অংশে ৫.০ কিলোমিটার) দীর্ঘ পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ডিজেল আমদানির জন্য প্রি কমিশনিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলতি বছর জুন নাগাদ এই পাইপলাইনের মাধ্যমে ডিজেল আমদানির কমিশনিং কার্যক্রম তথা পরীক্ষামূলকভাবে ডিজেল আমদানি শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

বিরোধীদলীয় সদস্য শামীম হায়দার পাটোয়ারীর প্রশ্নের উত্তরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২০২১-২২ অর্থবছরে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল প্রায় ১৪ হাজার ৮০০ মেগাওয়াট। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৫ হাজার ৫০০ মেগাওয়াটে দাঁড়াবে। বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২৬ হাজার ৭০০ মেগাওয়াট। তন্মধ্যে আমদানিসহ গ্রিডভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৩ হাজার ৪৮২ মেগাওয়াট, ক্যাপটিভ ২ হাজার ৮০০ মেগাওয়াট এবং অফগ্রিড নবায়নযোগ্য জ্বালানি ৪১৮ মেগাওয়াট।

প্রতিমন্ত্রী আরও জানান, গ্রিডভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা ২২ হাজার ৬০৮ মেগাওয়াটের মধ্যে সরকারি খাতে ১০ হাজার ২৪৬ মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগে ১ হাজার ২৪৪ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৯ হাজার ৯৫৮ মেগাওয়াট ও আমদানি ১ হাজার ১৬০ মেগাওয়াট। এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ১৪ হাজার ৭৮২ মেগাওয়াট (১৬ এপ্রিল ২০২২)।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

মঙ্গলবার। ১৭ জানুয়ারি ২০২৩

৩ মাঘ ১৪২৯

প্রশ্নফাঁসে ১০ বছর জেল

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) পরিচালিত কোনো পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অপরাধে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রেখে সংসদে পাস হয়েছে 'বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন আইন ২০২৩ বিল'। প্রশ্নপত্র ফাঁস বাদে অন্যান্য অপরাধের সাজা হবে মোবাইল কোর্ট আইনে।

বিল পাস

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে জাতীয় সংসদের ২১তম অধিবেশনের গতকালের বৈঠকে বিলটি সংসদে স্থিরকৃত আকারে পাস হয়। বিলটি পাসের প্রস্তাব করেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। এর আগে বিলের ওপর আনীত জনমত যাচাই, বাছাই কমিটিতে প্রেরণ ও সংশোধনীগুলো কণ্ঠ ভোটে নাকচ হয়ে যায়। তবে জাতীয় পার্টির সদস্য ফখরুল ইমামের একটি সংশোধনী গৃহীত হয়।

১৯৭৭ সালে প্রণীত বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন অর্ডিন্যান্স রহিত করে নতুন এই আইনটি প্রণীত হয়। বিলে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন অর্ডিন্যান্সের অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন এমনভাবে বহাল থাকবে, যেন এটি নতুন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একজন সভাপতি এবং

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

প্রশ্নফাঁসে ১০ বছর

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] ছয় থেকে সর্বোচ্চ ১৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হবে। কমিশন প্রজাতন্ত্রের জনবল নিয়োগের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিবিধান সাপেক্ষে পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি ও শর্তাবলি নির্ধারণ করতে পারবে। বিলে প্রশ্নপত্র ফাঁস সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'কোনো ব্যক্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে পরীক্ষার জন্য প্রণীত কোনো প্রশ্ন সংবলিত কাগজ বা তথ্য, পরীক্ষার জন্য প্রণীত হয়েছে বলে মিথ্যা ধারণাদায়ক কোনো প্রশ্ন সংবলিত কাগজ বা তথ্য অথবা পরীক্ষার জন্য প্রণীত প্রশ্নের সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে বলে বিবেচিত হওয়ার অভিপ্রায়ে কোনো প্রশ্ন সংবলিত কাগজ বা তথ্য যে কোনো উপায়ে ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণ করা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। এর শাস্তি সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড। এই অপরাধ আমলযোগ্য ও অজামিনযোগ্য হবে।' এ ছাড়া সরকারি চাকরির পরীক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন অপরাধ ও তার সাজা নির্ধারণ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি পরীক্ষার্থী না হয়েও নিজেকে পরীক্ষার্থী হিসেবে হাজির করলে বা মিথ্যা তথ্য দিয়ে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করলে বা অন্য কোনো ব্যক্তির নামে বা কোনো কল্পিত নামে পরীক্ষায় অংশ নিলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এর শাস্তি সর্বোচ্চ ২ বছরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। বিলে আরও বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি কোনো পরীক্ষাসংক্রান্ত উত্তরপত্র বা এর অংশবিশেষের পরিবর্তে অন্য কোনো উত্তরপত্র বা এর অংশবিশেষ প্রতিস্থাপন করলে বা পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষার্থী কর্তৃক লিখিত হয়নি, এ ধরনের উত্তর সংবলিত অতিরিক্ত পৃষ্ঠা কোনো উত্তরপত্রের সঙ্গে সংযোজন করলে তার জন্য দুই বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেওয়া যাবে। এ ছাড়া কোনো ব্যক্তি কোনো পরীক্ষার্থীকে কোনো লিখিত উত্তর, বই, লিখিত কাগজ, পৃষ্ঠা বা এখান থেকে কোনো উদ্ধৃতি পরীক্ষার হলে সরবরাহ করলে বা মৌখিকভাবে বা যান্ত্রিক কোনো ডিভাইসের মাধ্যমে সহায়তা করলে তার দণ্ড হবে সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।

daily observer

Dhaka Tuesday January 17, 2023

PSC bill passed: Punishment for exam irregularities

Staff Correspondent

Jatiya Sangsad on Monday passed a bill incorporating a maximum penalty of 10 years imprisonment or financial penalty or both for the offense of leaking the question paper of any examination conducted by the Public Service Commission (PSC). The bill also includes two-year jail for taking part in the examination with false identity.

State Minister for Public Administration Farhad Hossain proposed to pass the Bangladesh Public Service Commission Bill by repealing the Bangladesh Public Service Commission

SEE PAGE 2 COL 1

PSC bill passed: Punishment

FROM PAGE 1

Ordinance-1977 in the Jatiya Sangsad. After verifying public opinion on the bill, sending it to the select committee and settling the amendment proposals, the bill was passed by voice vote.

State Minister Farhad Hossain moved the bill in the House which was unanimously passed by voice votes with Speaker Dr Shirin Sharmin Chaudhury in the chair.

The maximum punishment for involvement in leaking the question paper of any PSC examination will be 10 years' jail or financial penalty or both, according to a draft law.

According to section 8 of the draft law, those who will be involved in leaking the question paper of any examination to be held under the Public Service Commission, they might face the highest 10 years' jail, financial punishment or both.

While placing the bill, some opposition lawmakers including Fakhrul Imam of Mymensingh-3, Mujibul Huq of Kishorganj-4, Dr Rustum Ali Faraji of Pirojpur-3, Begum Raushan Ara Mustafiz of women seat-47, Shamim Haider Patwary of Gaibandha-1and independent lawmaker Rezaul Karim Bablu of Bogura-7 spoke on the bill and urged to seek public review.

The maximum punishment for adopting unfair means in examination and engagement in answer sheet forgery would be two years' jail or financial penalty or both.

The penalty is the same for helping any examinees to take any unfair means in the examination hall, fake examinees and tampering with any answer sheet.

The penalty is one year of jail or financial penalty or both for creating obstacles in taking examinations and creating anarchy.

As per the bill, apart from the question paper leak crime, other crimes will also be punished by the mobile court.

কালবেলা

সোমবার | ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ৭ ফাল্গুন ১৪২৯ | ২৮ রজব ১৪৪৪

৪১তম বিসিএসে ৫৮১৮ জনের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ

কালবেলা প্রতিবেদক ▸▸

৪১তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কারিগরি/ পেশাগত ক্যাডারের ৫ হাজার ৮১৮ প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল রোববার সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) ওয়েবসাইটে এ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মৌখিক পরীক্ষার প্রার্থীদের জন্য কমিশন থেকে ডাকযোগে কোনো সাক্ষাৎকারপত্র পাঠানো হবে না। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের (ক্যাডার) স্বাক্ষরিত ৪১তম বিসিএসের সাক্ষাৎকারপত্রটি কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা থাকবে। মৌখিক পরীক্ষাসূচি ঘোষণার পর প্রার্থীরা তা ডাউনলোড করে সংগ্রহ করবেন। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নির্ধারিত মৌখিক পরীক্ষার তারিখ, রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং নাম সাক্ষাৎকারপত্রের ১ নম্বর অনুচ্ছেদের নির্ধারিত স্থানে প্রার্থী নিজ হাতে লিখবেন। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে সাক্ষাৎকারপত্র এবং এতে বর্ণিত কাগজপত্রসহ প্রার্থী আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে উপস্থিত হবেন। কোনো প্রার্থী এতে ব্যর্থ হলে তার মৌখিক পরীক্ষা আর গ্রহণ করা হবে না এবং তার প্রার্থিতা বাতিল হবে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৯ মার্চ ২০২৩ | ২৪ ফাল্গুন ১৪২৯

সরকারি কর্ম কমিশনের ৭ মার্চ পালন

মঙ্গলবার ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং সকাল সাড়ে ৯টায় কর্ম কমিশন ভবনে স্থাপিত জাতির পিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এ সময় কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যরা, কমিশন সচিবালয়ের সচিব এবং অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

প্রথম আলো

প্রথম আলো • শুক্রবার, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, ২০ মাঘ ১৪২৯

বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার প্রশ্নে পরিবর্তন আনছে পিএসসি

যেমন কোনো পরীক্ষক তাঁর জেলার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবা সমমর্যের কোনো প্রার্থীকে পেলে তাঁর প্রতি দুর্বলতা তৈরি হতে পারে, এগুলো যাতে না হয়, সে জন্য প্রার্থীকে জেলা, ধর্ম বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম জিজ্ঞেস করা যাবে না।

প্রতিদিনের সংবাদ
বৃহস্পতিবার
ঢাকা ৯ মার্চ ২০২৩

সরকারি কর্ম কমিশনে ৭ মার্চ পালন

মঙ্গলবার ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং সকাল সাড়ে ৯টায় কর্ম কমিশন ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তাবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এ সময় কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যরা, কমিশন সচিবালয়ের সচিব এবং অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

১৬ মার্চ ২০২৩ । ২ চৈত্র ১৪২৯
২৩ শাবান ১৪৪৪

কালের কণ্ঠ

ঢাকা । বর্ষ ১৪ । সংখ্যা ৬৫ । নগর সংস্করণ । দাম ১০ টাকা

বিসিএসে এক-চতুর্থাংশ নারী

সরকারি চাকরি

- সাধারণ ও শিক্ষা ক্যাডারেও অনেক পিছিয়ে নারীরা
- বিশেষ বিসিএসে নারীদের নিয়োগের হার ৪৮ শতাংশ

শরীফ শাওন ▷

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষায় পুরুষদের তুলনায় নারীদের নিয়োগের হার প্রায় ২৫.৯৪ শতাংশ। প্রায় একই রকম হার সাধারণ ও শিক্ষা ক্যাডারেও। সেই তুলনায় স্বাস্থ্য ক্যাডারে অবস্থা সামান্য ভালো, প্রায় ৩২.৯৮ শতাংশ।

৩৬, ৩৭, ৩৮ ও ৪০তম সাধারণ বিসিএস পরীক্ষায় চাকরির সুপারিশপ্রাপ্তিতে নারীদের এসব হার দেখা গেছে। তবে সাধারণ বিসিএসের তুলনায় বিশেষ বিসিএসে চিকিৎসক নিয়োগে নারীদের হার অনেক বেশি, প্রায় ৪৮ শতাংশ।

এ বিষয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. আবুল বাশার মো. জামাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আগে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে যোগাযোগ ও বসবাসের ভালো ব্যবস্থা না থাকায় মেয়ে চিকিৎসকদের কাজ করার অনীহা ছিল। এখন অনেক উপজেলা কমপ্লেক্স কাজের উপযোগী হওয়ায় মেয়ে চিকিৎসকরা স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করছেন।'

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) সূত্রে জানা যায়, প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে ৩৬তম বিসিএস পরীক্ষায় দুই হাজার ৩২৩ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। এর মধ্যে নারীর সংখ্যা ৬০৯ বা ২৬.২২ শতাংশ। ৩৭তম বিসিএসে এক হাজার ৩১৩ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। এর মধ্যে নারীর সংখ্যা ৩২৩ বা ২৪.৬০ শতাংশ। ৩৮তম বিসিএসে নিয়োগের সুপারিশ করা হয় দুই হাজার ২০৪ জনকে। এর মধ্যে নারীর সংখ্যা ৫৯৩ বা ২৬.৯১ শতাংশ। ৪০তম বিসিএসে এক হাজার ৯৬৩ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে নারী প্রার্থী ছিলেন ৫১১ জন বা ২৬.০৩ শতাংশ। চারটি বিসিএসে নিয়োগের গড় করলে নারীদের হার দাঁড়ায় ২৫.৯৪ শতাংশ, পুরুষের হার ৭৪.০৬ শতাংশ।

এ ব্যাপারে পিএসসির সদস্য এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক কালের কণ্ঠকে বলেন, একাডেমিক পরীক্ষায় মেয়েরা এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ছেলেরা সব সময় এগিয়ে থাকে। এটা বৈশ্বিক চিত্র। ছেলেরা চাকরির ক্ষেত্রে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। এ জন্য তারা শতভাগ প্রচেষ্টা চালায়, যা মেয়েরা করে না বা দিতে পারে না।

মেয়েদের পিছিয়ে থাকার তিনটি কারণ উল্লেখ করে গোলাম ফারুক বলেন, 'প্রথমত, ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যতটুকু বিভাগের পড়াশোনা করে তার চেয়ে বেশি চাকরির জন্য পড়ে। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের ফল কিছুটা খারাপ হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, বিসিএস পরীক্ষায় একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি প্রার্থীর স্মার্টনেস, কমিউনিকেশন স্কিলসহ বিভিন্ন সাধারণ জ্ঞান প্রাধান্য পায়। ছেলেরা অন্যান্য বিষয়ে যত খোঁজখবর রাখে, মেয়েরা তত রাখে না। তারা পাঠ্য বইয়ে সীমাবদ্ধ থাকে। ছেলেরা খবরের কাগজ পড়া এবং রাজনৈতিক ও আর্থিক বিষয়গুলোতে অনেক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এসব দিক থেকে মেয়েরা পিছিয়ে যায়। তৃতীয়ত, খালি চোখে আমি দেখি, বিসিএস পরীক্ষার সময় মেয়েদের বিয়ের বয়স হয়। অনেকেই এ সময় সন্তান নিয়ে সংসারে জড়িয়ে পড়ে। এসব কারণে বিসিএস পরীক্ষায় ভালো করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বদলির সম্ভাবনা থাকায় অনেক নারী এ পরীক্ষায় তেমন আগ্রহ দেখায় না।'

সাধারণ ও শিক্ষা ক্যাডারেও পিছিয়ে : সার্বিকভাবে বিসিএসে পিছিয়ে

▶▶ পৃষ্ঠা ১৫ ক. ৬

বিসিএসে এক-চতুর্থাংশ নারী

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

থাকার পাশাপাশি সাধারণ ক্যাডার ও শিক্ষা ক্যাডারেও নিয়োগ সুপারিশে পিছিয়ে নারীরা। তবে স্বাস্থ্য ক্যাডারে এ চিত্র তুলনামূলক ভালো।

৩৬তম বিসিএসের সাধারণ ক্যাডারে ৬২৫ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। এর মধ্যে ১৮৩ জন বা ২৯.২৮ শতাংশ নারী। একই ক্যাডারে ৩৭তম বিসিএসে নারীদের হার ২৩.৯২ শতাংশ, ৩৮তম বিসিএসে ২৪.১৪ শতাংশ এবং ৪০তম বিসিএসে ২১.০৮ শতাংশ। চারটি বিসিএস গড় করলে সাধারণ ক্যাডারে নারীদের নিয়োগের হার ২৪.৬১ শতাংশ।

৩৬তম বিসিএসের শিক্ষা ক্যাডারে ৯৯৯ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। এর মধ্যে ২৩৬ জন বা ২৩.৬২ শতাংশ নারী। শিক্ষা ক্যাডারে ৩৭তম বিসিএসে নারীদের হার ২৫.২৪ শতাংশ, ৩৮তম বিসিএসে ২৬.৩০ শতাংশ এবং ৪০তম বিসিএসে ২৮.৩৫ শতাংশ। চারটি বিসিএস গড় করলে শিক্ষা ক্যাডারে নারীদের নিয়োগের হার ২৫.৮৮ শতাংশ।

অন্যদিকে স্বাস্থ্য ক্যাডারে সহকারী সার্জন পদে চারটি বিসিএসে নারীদের সুপারিশপ্রাপ্তির হার ৩২.৯৮ শতাংশ। ৩৬তম বিসিএসে ১৮৭ জনকে সহকারী সার্জন পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। এর মধ্যে নারী ৬০ জন বা ৩২.০৯ শতাংশ। ৩৭তম বিসিএসে শতাংশ এবং ৪০তম বিসিএসে ২৮.৫৭ শতাংশ।

বিশেষ বিসিএসে নারীদের সফলতা বেশি : করোনার কারণে স্বাস্থ্য ক্যাডারে বিশাল জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়। এ লক্ষ্যে ৩৯ ও ৪২তম বিশেষ বিসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই দুই বিসিএসে নারীদের সুপারিশপ্রাপ্তির গড় হার ৪৮ শতাংশ। ৩৯তম বিসিএসে ছয় হাজার ৭৯২ জন চিকিৎসক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। এর মধ্যে নারী তিন হাজার ১৯২ জন বা ৪৭ শতাংশ। অন্যদিকে ৪২তম বিসিএসে চার হাজার চিকিৎসক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। এর মধ্যে নারী এক হাজার ৯৬১ জন বা ৪৯.০২ শতাংশ।

এ বিষয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. আবুল বাশার মো. জামাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা দেখতে পাচ্ছি, মেডিক্যাল কলেজগুলোতে মেয়েরা বেশি ভর্তি হচ্ছেন। ডাক্তার হিসেবে মেয়েরাই বেশি পাস করছেন। ডাক্তারদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা বেশি থাকায় তাঁরা বিসিএসে বেশি অংশ নিচ্ছেন।'

রোববার। ১৯ মার্চ ২০২৩। ৫ চৈত্র ১৪২৯ সময়ের আলো

পিএসসিতে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উদযাপন

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনে শুক্রবার 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস' পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে কমিশন চত্বরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ ও বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এতে পিএসসি চেয়ারম্যান, বিজ্ঞ সদস্যরা এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিব উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও কমিশনের সব কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। এ উপলক্ষে কমিশন ভবন ও চত্বরে ড্রপ ডাউন ব্যানার স্থাপন এবং আলোকসজ্জা করা হয়। বিজ্ঞপ্তি।

সমকাল

সোমবার । ২০ মার্চ ২০২৩ । ৬ চৈত্র ১৪২৯

৪৫তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি ১৯ মে

সমকাল প্রতিবেদক

৪৫তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ১৯ মে অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল রোববার বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) এক সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। পিএসসি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, ৪৫তম বিসিএসের প্রশ্ন তৈরির কাজ আগেভাগে শেষ হলেও রোজা ও ঈদের ছুটির কারণে মার্চ ও এপ্রিলে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হবে না। তাই মে মাসে পরীক্ষা আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী আগামী ১৯ মে এই বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা আয়োজনের দিন নির্ধারণ করা হয়। বিজি প্রেসের সঙ্গে আলোচনা করে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন।

৪৫তম বিসিএসে আবেদন করেছেন ৩ লাখ ৪৬ হাজার প্রার্থী। গত বছরের ৩০ নভেম্বর পিএসসির ওয়েবসাইটে ৪৫তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১০ ডিসেম্বর আবেদন শুরু হয়ে শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বর। এই বিসিএসের মাধ্যমে মোট ২ হাজার ৩০৯ জন ক্যাডার নেওয়া হবে। নন-ক্যাডারে নেওয়া হবে ১ হাজার ২২ জনকে।

এই বিসিএসে সবচেয়ে বেশি নিয়োগ হবে চিকিৎসায়। সহকারী ও ডেন্টাল সার্জন মিলিয়ে নিয়োগ দেওয়া হবে ৫৩৯ জনকে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

ঢাকা ॥ বৃহস্পতিবার
২ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১৬ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

৪৫তম বিসিএস
প্রতিবন্ধীদের জন্য শ্রুতিলেখক নিয়োগ দেওয়া হবে

'৪৫তম বিসিএস, ২০২২'-এর প্রিলিমিনারি টেস্টে যে সকল প্রতিবন্ধী প্রার্থীর শ্রুতিলেখক প্রয়োজন তাদের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন হতে শ্রুতিলেখক নিয়োগ করা হবে। শ্রুতিলেখকের চাহিদা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের আগামী ৩০ মার্চের মধ্যে অ চলাকালীন পরীক্ষা নি (ক্যাডার), বাংলাদেশ সরকারি কমিশন সচিবালয়, আগার শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ব আবেদন করার জন্য অনুরোধ যাচ্ছে। আবেদনপত্রের অনলাইন আবেদনপত্র (BI Form-1), প্রবেশপত্র, প্রার্থী (দুই) কপি পাসপোর্ট সাই সত্যায়িত ছবি, প্রতিবন্ধি পক্ষে সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রদত্ত সনদের সত্যায়িত সিভিল সার্জন প্রদত্ত প্রত্যয়ন -বিজ্ঞপ্তি

আলোকিত বাংলাদেশ
সোমবার ■ ১৩ চৈত্র ১৪২৯ ■ ৪ রমজান ১৪৪৪ ■ ২৭ মার্চ ২০২৩

গতকাল রোববার বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়

পিএসসিতে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপিত

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয় কর্তৃক গতকাল রোববার সকাল ৯:৩০টায় পুষ্পস্তবক অর্পণ ও 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং দেশের উন্নয়ন' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতে মহান শহীদদের উদ্দেশ্যে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে কমিশনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে পিএসসি'র চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন বলেন, বাঙালির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ অর্জন হচ্ছে স্বাধীনতা। বাংলাদেশ মানেই বঙ্গবন্ধু। এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অদ্বিতীয় অবদান নিয়ে কোন প্রকার বিতর্কের সুযোগ নেই। আজ আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করছি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে যিনি আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি দিয়েছেন এবং মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার দিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সচিব মু. আ. হামিদ জমাদ্দার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। কমিশন সচিবালয়ের সব কর্মকর্তা ও কর্মচারী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

রোববার ৯ এপ্রিল ২০২৩
২৬ চৈত্র ১৪২৯ | যুগান্তর

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের '৭১ মিলনায়তন-এ 'বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠা দিবস-২০২৩' উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল ও মৃত্যুঞ্জয়ী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর বেলুন উড়িয়ে দিবসের কর্মসূচি উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কর্ম কমিশনের সদস্যরা। সভাপতিত্ব করেন কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সচিব মো. আব্দুল হামিদ জমাদ্দার। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ১৫ বৈশাখ ১৪৩০
২৮ এপ্রিল ২০২৩

নন-ক্যাডারে রেকর্ড চার সহস্রাধিক নিয়োগ হচ্ছে

নতুন বিধিমালার সুফল, ক্যাডার-নন-ক্যাডার নিয়োগ একই সঙ্গে

■ শ্যামল সরকার ও সাইদুর রহমান

নন-ক্যাডার পদে এবার রেকর্ড চার সহস্রাধিক পরীক্ষার্থীকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করতে যাচ্ছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। ৪০তম বিসিএস থেকে এই নিয়োগের সুপারিশ করা হচ্ছে। এটিই হবে নতুন বিধিমালা অনুযায়ী প্রথম কোনো নিয়োগের সুপারিশ। আগামী ১০ মে এই নিয়োগের সুপারিশ করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলে পিএসসি সূত্র জানা গেছে। নন-ক্যাডার বিধিমালা অনুযায়ী এর আগে এত সংখ্যক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়নি। ফলে নতুন বিধিমালা নিয়ে যে ধোঁয়াশা ছিল তার চূড়ান্ত সুফল পেতে যাচ্ছে পরীক্ষার্থীরা। নতুন বিধি জারি হলে একইসঙ্গে ক্যাডার এবং নন-ক্যাডারের ফলাফল ঘোষণা করতে পারবে পিএসসি। ফলে নন-ক্যাডার নিয়োগ নিয়ে যে দীর্ঘসূত্রতা ছিল—সেটি কেটে যাবে। সময়ের অপচয়ও রোধ হবে বলে পিএসসি কর্তৃপক্ষের আশা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে পিএসসির চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন ইত্তেফাককে বলেন, এই প্রথমবারের মতো সময়োপযোগী বাস্তবমুখী নন-ক্যাডার নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। দ্রুতই এটি প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন পাওয়া যাবে—এই আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, এতে লাভবান হবেন নন-ক্যাডার পরীক্ষার্থীরা। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, তারা না বুঝে এতদিন আন্দোলন করেছিল। বর্তমান কমিশন পরীক্ষার্থীবান্ধব। ৪০তম বিসিএস থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক নন-ক্যাডার নিয়োগের সুপারিশ করা হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, নতুন বিধিমালা এখনো অনুমোদন না হওয়ায় ৪০ বিসিএস নন-ক্যাডার নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধ আছে। প্রধানমন্ত্রী দেশে ফেরার পরপরই নতুন নন-ক্যাডার নিয়োগ বিধিমালার প্রজ্ঞাপন জারি হতে পারে। তবে পিএসসি ৪০তম বিসিএসের নন-ক্যাডার ফলাফল প্রস্তুত করে রেখেছে। বিধিমালা অনুমোদন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফলাফল প্রকাশ করা হবে। ইতিমধ্যে চার ধাপে নন-ক্যাডার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে প্রায় চার সহস্রাধিক চাহিদা পেয়েছে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি। উত্তীর্ণ ৮ হাজার ১৬৬ জনের মধ্যে নন-ক্যাডার পদে ৪০ম বিসিএসে অপেক্ষমাণ আছেন ৬ সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী। পিএসসিতে এখনো পর্যন্ত সাড়ে ১ হাজার ৬০০ মতো প্রথম শ্রেণির অর্থাৎ নবম গ্রেডের শূন্য পদের তালিকা এসেছে। এছাড়া ১০ম গ্রেডে আরো সাড়ে ৭০০, ১১তম গ্রেডে ৮০টির মতো এবং ১২তম গ্রেডে ১ হাজার ৭০০ মতো পদ রয়েছে। এতো বিপুল সংখ্যক নন-ক্যাডার আগে কোনো বিসিএস থেকে নিয়োগ দেওয়ার সুপারিশ করার নজির নেই।

বিগত কয়েকটি বিসিএসের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ৩৩তম বিসিএসে নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণি পদে ৩৭০ জন, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৫২২ জন, ৩৪তম বিসিএসে প্রথম শ্রেণিতে ৪০৯ জন, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ১ হাজার ৮৪৮ জন, ৩৫তম বিসিএসে প্রথম শ্রেণিতে ৬৯২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ১ হাজার ৩১৪ জন, ৩৬তম বিসিএসে প্রথম শ্রেণিতে ২৮৪ জন, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ১ হাজার ৮ জন, ৩৭তম বিসিএসে প্রথম শ্রেণিতে ৬৯২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ১ হাজার ৫১ জন, ৩৮তম বিসিএসে প্রথম শ্রেণিতে ১ হাজার ৬৫৬ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১ হাজার ৪১৮ জন এবং ৪২তম বিশেষ বিসিএসে প্রথম শ্রেণিতে ৫৬৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

পিএসসি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, বিসিএস থেকে নন-ক্যাডার নিয়োগের ক্ষেত্রে ২০১০ সালে প্রণীত বিধি ২০০০১৪ সালে সংশোধন করা হয়েছে। ২০১৪ সালের ১৬ জুন নন-ক্যাডার নিয়োগ বিধিমালা সংশোধন করে প্রথম শ্রেণির পাশাপাশি দ্বিতীয় শ্রেণির সুপারিশের সুযোগ দেওয়া হয়। বিধিতে বলা আছে, বিসিএসের বিজ্ঞপ্তিতে ক্যাডারের পাশাপাশি নন-ক্যাডার শূন্য পদের বিবরণ ও সংখ্যা উল্লেখ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু ২৮তম বিসিএস থেকে ৪৪তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তিতে নন-ক্যাডার শূন্য পদের বিবরণ পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

নন-ক্যাডারে রেকর্ড চার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ও সংখ্যা উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। এ জন্য সরকার বিধি সংশোধন করে ৩৪তম বিসিএস পর্যন্ত নন-ক্যাডার নিয়োগের বৈধতা দিয়েছিল। বিধির বাইরে বিগত পিএসসি কর্তৃপক্ষ ৩৫তম বিসিএস থেকে ৩৮তম বিসিএস পর্যন্ত নন-ক্যাডার নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করে। যদিও সেটি বিধি সম্মত হয়নি।

নন-ক্যাডার নিয়োগ কার্যক্রমের বৈধতা চেয়ে গত বছরের ২৩ আগস্ট পিএসসি থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র পাঠানো হয়। এ-সংক্রান্ত চিঠিতে বলা হয়, বিসিএসে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের আগে যত শূন্য পদই আসুক, তা একটি বিসিএসে নিয়োগ দিয়ে শেষ করা যাবে না। কোন শূন্য পদ কোন বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সময় এসেছে, তা বিবেচনায় আনতে হবে। এখন থেকে নতুন বিসিএসের বিজ্ঞপ্তিতে ক্যাডার পদের পাশাপাশি নন-ক্যাডার পদের সংখ্যাও উল্লেখ থাকবে। ৩৫ থেকে ৪৪তম বিসিএসের নন-ক্যাডার নিয়োগের বৈধতা চাওয়া হয় ঐ চিঠিতে। নতুন বিধি সংশোধন হওয়ার পর সরকারের পক্ষ থেকে তা চূড়ান্ত করা হলে পরবর্তী নন-ক্যাডার নিয়োগ দিতে পারবে পিএসসি। ঐ বিধি পাশ হওয়ার পরই পিএসসি দ্রুত সময়ের মধ্যে ৪০তম বিসিএসের অপেক্ষমাণ নন-ক্যাডারদের বিভিন্ন পদে সুপারিশের তালিকাও প্রকাশ করতে পারবে। নন-ক্যাডার নিয়োগ বিধি অনুযায়ী ক্যাডারের পাশাপাশি বিজ্ঞপ্তিতে নন-ক্যাডার পদের সংখ্যাও উল্লেখ থাকবে। তারই অংশ হিসেবে ৪৫তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তিতে ক্যাডারের পাশাপাশি নন-ক্যাডারের পদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে পিএসসি। এতে এবার ২ হাজার ৩০৯ ক্যাডারের পাশাপাশি ১ হাজার ২২টি নন ক্যাডারের পদের কথাও বলা হয়েছে। এখন থেকে বিজ্ঞপ্তিতে বিধি অনুসরণ করেই নিয়োগ দেবে পিএসসি। যদিও এর আগে গত কয়েকটি বিসিএসে মেধার ভিত্তিতে ক্যাডার পদে নিয়োগের পর উত্তীর্ণ বাকি প্রার্থীদের নন-ক্যাডার হিসেবে অপেক্ষমাণ তালিকায় রাখা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে চিঠি দিয়ে তাদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শূন্য পদের সংখ্যা কত, তা পিএসসিতে পাঠানোর অনুরোধ করা হত। সেখান থেকে পাঠানো পদের চাহিদা অনুযায়ী মেধার ভিত্তিতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হতো। নতুন আরেকটি বিসিএসের ফল প্রকাশের আগ পর্যন্ত শূন্য পদের চাহিদা এলে পিএসসি অপেক্ষমাণ প্রার্থীদের মধ্য থেকে যোগ্যদের নিয়োগের সুপারিশ করত। আগে সরকার থেকে যে পদের চাহিদা আসত পিএসসির সেটির তালিকা প্রকাশ করত। এতে করে মেধার সঠিক মূল্যায়ন হতো না।

বৃহস্পতিবার, ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
১৮ মে ২০২৩
দৈনিক ইত্তেফাক

শপথ নিলেন পিএসসির নবনিযুক্ত চার সদস্য

ইত্তেফাক রিপোর্ট

সরকারি কর্ম কমিশনের নবনিয়োগপ্রাপ্ত চার সদস্য শপথ নিয়েছেন। গতকাল বুধবার সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান। এ সময় আপিল বিভাগের বিচারপতিগণ, পিএসসির চেয়ারম্যান, সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল, আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রারসহ শপথগ্রহণকারী পিএসসির নবনিয়োগপ্রাপ্ত চার সদস্যের স্বজনরা উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল প্রধান বিচারপতির কাছে একে একে শপথ নেন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সচিব মো. মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী, প্রাক্তন সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দিন আহমদ, প্রাক্তন সচিব ড. মোছাম্মাৎ নাজমানারা খানুম ও প্রাক্তন অতিরিক্ত আইজি মোহা. শফিকুল ইসলাম।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ■ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ ■ ১৭ জিলকদ ১৪৪৪ ■ ৭ জুন ২০২৩

৪৫তম বিসিএস প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১২৭৮৯

নিজস্ব প্রতিবেদক

৪৫তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ১২ হাজার ৭৮৯ জন। গতকাল এই ফলাফল কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ওয়েবসাইট ছাড়াও মোবাইলে মেসেজ দিয়েও ফল পাওয়া যাবে। এ জন্য মেসেজ অপশনে গিয়ে PSC স্পেস ৪৫ স্পেস রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে।
গত ১৯ মে বিসিএসের এই প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। মঙ্গলবার। ২০ জুন ২০২৩। ৬ আষাঢ় ১৪৩০। ১ জিলহজ ১৪৪৪

৪০তম বিসিএসের নন-ক্যাডারের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

৪০তম বিসিএসের নন-ক্যাডারে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। গতকাল সোমবার পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) আনন্দ কুমার বিশ্বাস স্বাক্ষরিত নন-ক্যাডার পদে পছন্দক্রম আহবান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৪০তম বিসিএস পরীক্ষা-২০১৮-এর লিখিত ও মৌখিক উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও ক্যাডার পদে সুপারিশ করা সম্ভব হয়নি অনেক প্রার্থীর। তাঁদের মধ্যে অনেকেই নবম থেকে ১২তম গ্রেডের নন-ক্যাডার পদে চাকরি পেতে আগ্রহ প্রকাশ করে অনলাইনে আবেদন করেছেন। এ আগ্রহী প্রার্থীদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি অনুযায়ী যোগ্যতা রয়েছে, এমন প্রার্থীদের মেধার ভিত্তিতে বাছাইপূর্বক সুপারিশের জন্য বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদগুলোর পছন্দক্রম অনুযায়ী অনলাইন দরখাস্ত আহবান করা হচ্ছে।

কালের কণ্ঠ
১৩ জুলাই ২০২৩। ২৯ আষাঢ় ১৪৩০
২৪ জিলহজ ১৪৪৪

নিয়োগ পরীক্ষায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পাবেন বাড়তি সময়

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত ও আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন করপোরেশনে নিয়োগ পরীক্ষায় নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় পাবেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রুতিলেখকের যোগ্যতাও নির্ধারণ করা হয়েছে। এ জন্য শ্রুতিলেখক নিয়োগ নীতিমালা-২০২৩ জারি করেছে সরকার। গতকাল বুধবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এসংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। নীতিমালায় বলা হয়েছে, শ্রুতিলেখকের সাহায্য নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা মোট সময়ের চেয়ে এক-চতুর্থাংশ সময় বেশি পাবেন। অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টা সময়ের বিপরীতে ১৫ মিনিট সময় অতিরিক্ত পাবেন তাঁরা। এক ঘণ্টার কম সময়ের পরীক্ষায় অতিরিক্ত সময় হবে আনুপাতিক হারে। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ছাড়া আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত কারণে কিংবা স্থায়ী প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো পরীক্ষার্থীর শ্রুতিলেখকের প্রয়োজন হলে পরীক্ষার্থীরা প্রতি ঘণ্টা সময়ের বিপরীতে ১০ মিনিট সময় অতিরিক্ত পাবেন। এক ঘণ্টার কম সময়ের পরীক্ষায় অতিরিক্ত সময় হবে আনুপাতিক হারে।

যুগান্তর
শুক্রবার ৪ আগস্ট ২০২৩
২০ শ্রাবণ ১৪৩০

৪১তম বিসিএসে ২৫২০ জনকে নিয়োগের সুপারিশ

যুগান্তর প্রতিবেদন

৪১তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। বৃহস্পতিবার পিএসসির ওয়েবসাইটে এ ফল প্রকাশ করা হয়। ৪১তম বিসিএসে দুই হাজার ৫২০ জনকে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। ফলাফল সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। ২০১৯ সালের ২৭ নভেম্বর ৪১তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এতে আবেদন করেন ৪ লাখের বেশি প্রার্থী। ২০২১ সালের আগস্টের শুরুতে ৪১তম বিসিএসের প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ করে পিএসসি।

■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৪

৪১তম বিসিএসে ২৫২০ জনকে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ২১ হাজার ৫৬ জন উত্তীর্ণ হন। তারা লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেন। গত বছরের ১০ নভেম্বর ৪১তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। এতে ১৩ হাজার জন উত্তীর্ণ হন। ২০২১ সালের ২৯ নভেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রে একযোগে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৬ জুন শেষ হয় ৪১তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা।

বুধবার, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩০
৯ আগস্ট ২০২৩
দৈনিক ইত্তেফাক

৪১তম-তে নন ক্যাডারে সর্বোচ্চ নিয়োগ ও শূন্য পদ পূরণ সম্পর্কে

করোনার কারণে ৪০তম বিসিএসের চূড়ান্ত সুপারিশের আগেই ৪১তম বিসিএস আবেদন ও ক্যাডার চয়েজ সম্পন্ন হওয়ায় সুপারিশপ্রাপ্ত অনেক ক্যাডারই ৪১তম বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে [illegible] ক্যাডার না পাওয়ায় এই পদগুলোতে যোগদান করবেন না এবং পদ শূন্য থাকবে। অথচ মৌখিক পরীক্ষার আগে পছন্দের ক্যাডার বাছাইয়ের সুযোগ দিলে এই পদ শূন্যতা সৃষ্টি হতো না এবং অনেকেই পদগুলোতে সুপারিশ পেতে পারতেন। এ-ভাবে ৪১ থেকে ৪৬ তম বিসিএস পর্যন্ত এই অবস্থার সৃষ্টি হবে। তাছাড়া ৪১তম বিসিএসে সবচেয়ে বেশি ভাইবা দিয়েছে এবং বেশি নন-ক্যাডার পদ প্রার্থী ৯৮২১ জন রিকুইজিশনের জন্য রাখা হয়েছে; কিন্তু এর মধ্যে কত সংখ্যক নন-ক্যাডারে নেবে সেটা এখনো পিএসসি প্রকাশ করেননি যার কারণে ৪১-এর নন-ক্যাডার প্রার্থীরা অনেক হতাশায় আছে যেহেতু করোনায় ৪১-এর প্রার্থীরা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। ৪০-এর নন-ক্যাডার যত দ্রুত সমাধান হবে তত ৪১ নন-ক্যাডারের জন্য ভালো। কারণ একই প্রার্থী ৪০ নন-ক্যাডার এবং ৪১ নন-ক্যাডারে দুই গ্রেডে সুপারিশপ্রাপ্ত হবে। ফলে ৪১-এর প্রার্থী বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অনেকেরই খালি হাতে ফিরতে হবে যা হবে একজন চাকরিপ্রার্থী এবং তার পরিবারের জন্য চরম বিপর্যয়। উল্লেখ্য, গত ১৮ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন জানান, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে সর্বশেষ প্রকাশিত স্ট্যাটিসটিকস অব সিভিল অফিসার্স অ্যান্ড স্টাফস ২০২১ বইয়ের (জুন, ২০২২-এ প্রকাশিত) তথ্য অনুযায়ী সরকারের অধীনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সরকারি কার্যালয়গুলোতে বেসামরিক জনবলের মোট শূন্য পদ ৩ লাখ ৫৮ হাজার ১২৫টি। এর মধ্যে ১ম শ্রেণির পদ ৪৩ হাজার ৩৩৬টি, দ্বিতীয় শ্রেণির ৪০ হাজার ৫৬১, তৃতীয় শ্রেণির ১ লাখ ৫১ হাজার ৫৪৮ এবং চতুর্থ শ্রেণির শূন্য পদ ১ লাখ ২২ হাজার ৬৮০টি। সম্প্রতি ৪১তম বিসিএস থেকে ৯৮২১ জন প্রার্থী নন-ক্যাডারে তালিকাভুক্ত হয়েছেন, যারা এই পদগুলোতে সুপারিশপ্রাপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অধিক যোগ্যতার দাবিদার। তাই আমাদের বিনীত আবেদন এই যে, ৪১তম বিসিএসে তালিকাভুক্ত সকল নন-ক্যাডারকে শূন্য পদগুলোতে চাকরি দেওয়া হোক। বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাক তারা।

বর্তমানে পিএসসি বেশকিছু সংস্কার এনেছেন তাদের পদ্ধতিতে। তারই অংশ হিসেবে আমরা কিছু বিষয়ে সংস্কারের জন্য পিএসসির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—১. চলমান বিসিএসগুলোতে মৌখিক পরীক্ষার [illegible] সুযোগ প্রদান। ২. একই ক্যাডার পদে একই ব্যক্তিকে পুনরায় সুপারিশ না করা। ৩. সুপারিশপ্রাপ্তদের পিএসসির ওয়েবসাইটে ঐ পদগুলোতে যোগদানে আগ্রহী বা অনাগ্রহী এই মর্মে ফর্ম পূরণের ব্যবস্থা করা। ৪. অনাগ্রহী পদগুলোতে নন-ক্যাডার থেকে পূরণের ব্যবস্থা করা ও অবিলম্বে সুপারিশ প্রদান।

মো. মনির হোসেন
৪১তম নন ক্যাডার প্রার্থী, নগরকান্দা, ফরিদপুর

সময়ের আলো

বৃহস্পতিবার। ১৯ অক্টোবর ২০২৩। ৩ কার্তিক ১৪৩০

পিএসসিতে শেখ রাসেল দিবস উদযাপন

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয় কর্তৃক বুধবার 'শেখ রাসেল দিবস' উদযাপন উপলক্ষে কমিশন ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ ছাড়া কমিশন সচিবালয়ের ৭১ মিলনায়তনে বিকাল ৩টায় আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য হেলালুদ্দিন, ফয়েজ আহম্মদ ও এসএম গোলাম ফারুক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পিএসসি চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন। বিজ্ঞপ্তি।

রোববার ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩
৯ আশ্বিন ১৪৩০ | যুগান্তর

পিএসসির মাধ্যমে ভূমি কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশ

যুগান্তর প্রতিবেদন

মাঠপর্যায়ে ভূমি প্রশাসনের এক হাজার ১৬৪টি ইউনিয়নে ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। সম্প্রতি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পিএসসি তার দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে এই তালিকা প্রকাশ করে। শনিবার ভূমি মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি গণমাধ্যমকে অবহিত করা হয়। এতে বলা হয়, স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী মেধাবী কর্মকর্তা নিয়োগের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। মন্ত্রীর একান্ত চাওয়ায় পিএসসির মাধ্যমে এ জনবল নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ স্বল্পতায় সুপারিশ করা সম্ভব হয়নি—এমন প্রার্থীদের প্যানেল থেকে ভূমি খাতে কাজ করতে আগ্রহী প্রার্থী নিয়োগ দিতে ভূমিমন্ত্রী সরকারি কর্ম কমিশনে প্রস্তাব পাঠান। তার সেই প্রস্তাবের আলোকেই সংস্থাটি এ নিয়োগপূর্ব সুপারিশ করেছে।

বর্তমানে ১২তম বেতন গ্রেডের ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে ১১তম গ্রেডে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, ১০ম গ্রেডে কানুনগো এবং নবম গ্রেডে অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা পদে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। সুপারিশপ্রাপ্ত ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তারা দেশে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং উপজেলা সার্কেল ভূমি অফিসের আওতায় ইউনিয়ন ভূমি অফিসে কর্মজীবন শুরু করবেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

ঢাকা বুধবার ১১ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

৪৫তম বিসিএস প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের শ্রুতিলেখক নিয়োগ আবেদন শুরু

জনকণ্ঠ ডেস্ক ॥ আগামী ২৭ নভেম্বর শুরু হতে যাওয়া ৪৫তম বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষায় যে সকল প্রতিবন্ধী প্রার্থীর শ্রুতিলেখক প্রয়োজন তাদের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন হতে শ্রুতিলেখক নিয়োগ করা হবে। শ্রুতিলেখকের চাহিদা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের আগামী ২০ অক্টোবরের মধ্যে অফিস চলাকালীন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার), বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা বরাবর আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

আবেদনপত্রের সঙ্গে অনলাইন আবেদনপত্র, এডমিট কার্ড, প্রার্থীর দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি, প্রতিবন্ধিতার পক্ষে সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে প্রদত্ত সনদ (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) জমা দিতে হবে।

উল্লেখ্য, সিভিল সার্জন সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধিতার বিষয়ে বিশেষায়িত চিকিৎসকের সহায়তায় (যেমন : দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রে চক্ষু চিকিৎসক, শ্রবণ প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে ইএনটি বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীর জন্য নিউরোলজিস্ট) বা নিজ দায়িত্বে প্রতিবন্ধী প্রার্থীকে পরীক্ষা করে প্রতিবন্ধিতার পক্ষে প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনকারীকে কেবল বিপিএসসি অনুমোদিত শ্রুতিলেখকের সহায়তায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

সময়ের আলো
বুধবার। ১৬ আগস্ট ২০২৩। ১ ভাদ্র ১৪৩০

পিএসসিতে শোক দিবসের আলোচনা

মঙ্গলবার বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭১ মিলনায়তনে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধুর ভাবনা : জনসেবায় সরকারি কর্মচারী' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কমিশনের চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সচিব মো. হাসানুজ্জামান কল্লোল অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন। পিএসসির বিজ্ঞ সদস্য অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিজ্ঞপ্তি।

আমার সংবাদ
রোববার ১৫ অক্টোবর ২০২৩

ছয়টি বিসিএসে ৭১৬১ নারী কর্মকর্তা নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶▶

৩৫তম থেকে ৩৯তম ছয়টি বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে সাত হাজার ১৬১ জন নারী কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩' থেকে এ তথ্য জানা গেছে। সম্প্রতি এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনের 'গুরুত্বপূর্ণ পদে নারী কর্মচারী' অংশে বলা হয়েছে, সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত নবম গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্যেও নারী কর্মচারী সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারের নারীদের জন্য সংরক্ষিত ১০ শতাংশ'কোটার অতিরিক্ত মেধা কোটায় নারী নিয়োগ পাচ্ছেন।

৩৫তম থেকে ৩৯তম বিশেষ বিসিএস এবং ৪২তম বিশেষ বিসিএস পর্যন্ত নারী কর্মকর্তাদের নিয়োগের তথ্য তুলে ধরা ● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

ছয়টি বিসিএসে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে প্রতিবেদনে। ৩৫তম বিসিএসে মোট দুই হাজার ১২৫ জন নিয়োগ পেয়েছেন। এর মধ্যে পুরুষ এক হাজার ৫৩০ জন নারী ৫৯৫ জন। ৩৬তম বিসিএসে নিয়োগ পাওয়া দুই হাজার ২৫৫ জনের মধ্যে পুরুষ এক হাজার ৬৭১ জন ও নারী ৫৮৪ জন। ৩৭তম বিসিএসে মোট নিয়োগ পেয়েছেন এক হাজার ২৪৯ জন, এর মধ্যে পুরুষ ৯৪০ জন ও নারী ৩০৯ জন। ৩৮তম বিসিএসে মোট নিয়োগ পেয়েছেন দুই হাজার ১৩৪ জন, এর মধ্যে পুরুষ এক হাজার ৫৬২ জন এবং নারী ৫৭৫ জন। ৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) মোট ছয় হাজার ৭২৯ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, এর মধ্যে পুরুষ তিন হাজার ৫৯২ জন ও নারী তিন হাজার ১৩৭ জন। ৪২তম বিসিএস (বিশেষ) পুরুষ নিয়োগ পেয়েছেন দুই হাজার ৩৯ জন ও নারী এক হাজার ৯৬১ জন। এ বিসিএসে মোট চার হাজার জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

যুগান্তর
শুক্রবার ১ ডিসেম্বর ২০২৩
১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩০

৩১৪০ পদে নিয়োগ দিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ বিসিএসের

যুগান্তর প্রতিবেদন

৪৬তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এ বিসিএসে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগ পাবেন তিন হাজার ১৪০ জন প্রার্থী। গত ১০টি বিসিএসের হিসাবে এবারই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পদের চাহিদা রেখে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলো। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি এক হাজার ৬৯৮টি পদ স্বাস্থ্য ক্যাডারে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) যুগ্মসচিব আনন্দ কুমার বিশ্বাসের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব বিষয় জানানো হয়।

এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারে শূন্য পদসমূহ প্রতিযোগিতামূলক ৪৬তম বিসিএস পরীক্ষা-২০২৩ এর মাধ্যমে পূরণের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করা হলো। আগামী ১০ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে আবেদন শুরু হবে। এ প্রক্রিয়া চলবে ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

এছাড়া বিজ্ঞপ্তির পদ পরবর্তীতে বাড়তে পারে বলেও জানিয়েছে পিএসসি। এ নিয়ে পিএসসির বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, নতুন পদ সৃষ্টি, পদবি লুপ্তি, পদোন্নতি, অবসর গ্রহণ, মৃত্যু, পদত্যাগ অথবা অপসারণজনিত কারণে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা পরিবর্তন হতে পারে।

পিএসসি সূত্র জানিয়েছে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে ৪৬তম বিসিএসে জনবল চাহিদা পাঠানো হয়। সেখানে তিন হাজার ১০০ পদের কথা উল্লেখ ছিল। তবে বৃহস্পতিবার সকালে পিএসসির এক সভায় ৪০টি ক্যাডার পদ বাড়ানো হয়। এতে মোট তিন হাজার ১৪০টি ক্যাডার পদে নিয়োগ দেওয়া হবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ৪ নভেম্বর ২০২৩ ॥ ১৯ কার্তিক ১৪৩০

আগ্রহ শুধু বিসিএসে

সমাজে টাকার কর্তৃত্বের কাছে জ্ঞান অবমূল্যায়িত : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

আফরিদ সাররাফ আলী

গবেষণায় আগ্রহ দিন দিন কমছে শিক্ষার্থীদের। তাদের কাছে সরকারি চাকরিই প্রধান ও সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আর সরকারি চাকরির মধ্যে পছন্দের শীর্ষে স্থান করে নিয়েছে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের মাধ্যমে বিভিন্ন চাকরি।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বলছেন, সরকারি চাকরিতেই সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা, আর্থিক নিরাপত্তা আর বিভিন্ন সুযোগসুবিধা আছে। তাই অধিকাংশ শিক্ষার্থীই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েই প্রস্তুতি নিতে থাকেন বিসিএসের। ক্লাসের পড়ায়ও তাদের মনোযোগ থাকে কম। গবেষণার তাৎক্ষণিক বাজারমূল্য না থাকায় শিক্ষার্থীরা গবেষণায় আগ্রহী হন না বলে জানিয়েছেন শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা। আর শিক্ষাবিদরা বলছেন, সমাজে টাকার কর্তৃত্বের কাছে গবেষণা অবমূল্যায়িত হচ্ছে। তাই জ্ঞানের যে স্পৃহা থাকা উচিত তা কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি অর্থবছরে গবেষণায় ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫ কোটি ৫ লাখ টাকা, যা মোট বাজেটের ১.৬৫ শতাংশ। গত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে গবেষণায় বরাদ্দের হার ছিল ১.৬৩ শতাংশ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ১.৩ শতাংশ। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে গবেষণায় বরাদ্দ প্রতি বছর খুব অল্প পরিমাণে বাড়ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ অর্থাৎ ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের বার্ষিক বিবরণীতে গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা দেখানো হয়েছে ১ হাজার ৫২৭টি। গবেষণা প্রকল্প রয়েছে ১৯৬টির বেশি। বই ও জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে ১৪৮টি। সেকশন প্রকাশিত হয়েছে ১১৯টি, কনফারেন্স পেপার ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়েছে ১১২টি। এ ছাড়া বইয়ের রিভিউ, রিপোর্ট ও অন্যান্য প্রবন্ধ রয়েছে ৬৫টি। এ শিক্ষাবর্ষে ৯১ জন পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২১ সালে ঢাকা এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

আগ্রহ শুধু বিসিএসে

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবন্ধ, সাময়িকী, বই ও অন্যান্য মিলিয়ে প্রকাশনা সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৫১৭টি। এখানে গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে ৫৯টি।

টাইমস হায়ার এডুকেশন র‍্যাংকিংয়ের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক ও নর্থ সাউথের অবস্থান ৮০১ থেকে ১০০০-এর মধ্যে; বুয়েট রয়েছে ১০০১ থেকে ১২০০-এর ঘরে। প্রতিবেদন অনুযায়ী গবেষণার পরিবেশের জন্য বুয়েটের স্কোর সর্বাধিক ১৫.৮। গবেষণার গুণমানের ক্ষেত্রে নর্থ সাউথের স্কোর সবচেয়ে বেশি ৭৬.১।

ইউজিসির বার্ষিক প্রতিবেদনমতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা সবচেয়ে বেশি। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা ২ হাজার ৫১৭টি। বুয়েটের ৪৭৯টি, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬১টি ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২০টি। তথ্যমতে, চলতি বছরের জুনে অনুষ্ঠিত ৪৫তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অংশ নেন ২ লাখ ৬৮ হাজার ১১৯ জন শিক্ষার্থী। এ বিসিএসে প্রতিটি ক্যাডার আসনের বিপরীতে প্রতিযোগিতা করছেন ১১৬ জন। বিসিএসের চাকরি পেতে তরুণ-তরুণীদের আগ্রহের বিষয়টি লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'এমনিতেই আমাদের গবেষণার ঐতিহ্য কম। অতীতেও তেমন ছিল না। শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণার পরিবেশ সেভাবে উন্নত করা হয়নি। অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা যখন অন্যান্য উপার্জনের পন্থার সঙ্গে তুলনা করে, তখন তারা সরকারি চাকরিতে সুযোগসুবিধা, স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তার বিষয়টি দেখতে পায়।'

মাস্টার্সে থিসিস নেওয়া ঢাবি শিক্ষার্থী খালিদ বিন আহমেদ সেজান বলেন, 'যে শিক্ষক থিসিস করান, তাঁকে ক্লাস করাতে হয়, খাতা দেখা, ডিপার্টমেন্টের যাবতীয় অনেক কাজ করতে হয়। যার জন্য তিনি পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারেন না। অন্যদিকে গবেষণায় আগ্রহী শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রেই বিদেশে চলে যান। দেশে থাকলে বিসিএসের পড়া বাদ দিলে একটা বিকল্প আয়ের উৎস থাকা লাগবে।'

ঢাবির ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী মো. বেল্লাল হোসেন বলেন, 'গবেষণায় যুক্ত থাকলে আগামী পাঁচ বছর পর আমার আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে কি না তা নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে।' ঢাবি শিক্ষার্থী নুর ই আফরিন বলেন, 'বিসিএসের মাধ্যমে পাওয়া চাকরিগুলো লোভনীয়। অন্য চাকরির চেয়ে সমাজে এর গ্রহণযোগ্যতাও বেশি।' জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মো. সোহেল রানা বলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি গবেষণাকে এগিয়ে রাখব। কিন্তু জীবনজীবিকা, সামাজিক অবস্থা আমাকে গবেষণার চেয়ে বিসিএসকে এগিয়ে রাখতে বাধ্য করছে।' বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফারহান ইশরাক ইমন বলেন, 'প্রাইভেট চাকরিগুলোয় পরিশ্রমের তুলনায় আয় কম। গবেষণার সুযোগ দেশের বাইরে আবার বেশি। আমি দেশে পরিবারের সঙ্গে থাকতে চাই। তাই বিসিএসকেই প্রাধান্য দিই।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আবদুল হালিম বলেন, 'গবেষণার ফলাফল জাতীয় উন্নয়ন, পলিসি ও নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের মধ্যে গবেষণার মানসিকতা থাকা জরুরি। গবেষণার মান এবং পরিমাণ বাড়াতে অর্থের বরাদ্দ যেমন বাড়ানো উচিত তেমন শিক্ষার্থীদের মধ্যে গবেষণা করার আগ্রহ ও উদ্দীপনাও সৃষ্টি করা উচিত।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উন্নয়ন হলেও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়নি। কর্মসংস্থানের জন্য সরকারি চাকরিই প্রধান ও সবচেয়ে আকর্ষণীয়। সরকারি চাকরিতেই সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা ও সুযোগসুবিধা আছে। তাই অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ইচ্ছা থাকে বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে একটা সরকারি চাকরি পাওয়ার। গবেষণার তো বাজারমূল্য নেই। বাজারে বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে পারলে একটা চাকরি পাওয়া যাবে। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এর জন্য দায়ী। আমি শিক্ষার্থীদের কোনো দোষ দেব না। তাদের জীবিকা খুঁজতে হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'সমাজের ভিতর থেকেই জ্ঞানের মূল্য বাড়াতে হবে। সমাজে টাকার কর্তৃত্বের কাছে জ্ঞানের মূল্য অবমূল্যায়িত হচ্ছে। তাই জ্ঞানের স্পৃহা দেখা যাচ্ছে না। শিক্ষার্থীরাও গবেষণায় অনুপ্রাণিত হচ্ছে না। জ্ঞানের চর্চাকে উৎসাহিত করার দায়িত্ব সমাজের। এর জন্য সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। সেই পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়কে ভূমিকা নিতে হবে।'

আমাদের সময়
মঙ্গলবার ৭ নভেম্বর ২০২৩ ॥ ২২ কার্তিক ১৪৩০

৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার প্রার্থীদের জন্য নির্দেশনা

৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার জন্য হাজিরা তালিকায় প্রার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর জোড় ও বিজোড়ে বিন্যস্ত করে এবং প্রতিটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর কক্ষওয়ারি দৈবচয়ন ভিত্তিতে সাজিয়ে হাজিরা তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে নিজ আসন এবং কক্ষ চিহ্নিত করার জন্য প্রার্থীদের পর্যাপ্ত সময় হাতে নিয়ে কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। আগামী ২৭ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার হলে বই-পুস্তক, ঘড়ি, মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর (শুধু ৪ ডিসেম্বর গাণিতিক যুক্তি (০০৮) বিষয়ের পরীক্ষায় সাধারণ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে), ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ব্যাংক/ক্রেডিট কার্ডসদৃশ কোনো ডিভাইস, গহনা, ব্রেসলেট ও ব্যাগ আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। **বিজ্ঞপ্তি**

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ২৫ নভেম্বর ২০২৩। ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩০।

বিসিএস নন-ক্যাডার পছন্দক্রম ও পদ বিশ্লেষণ

৪১তম বিসিএসে বিভিন্ন গ্রেডে ৪০৪৩ পদ

রবিউল আলম লুইপা, ৩৫তম বিসিএস ▷

৪১তম বিসিএস নন-ক্যাডার পছন্দক্রম নির্ধারণের আবেদন আহ্বান করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আবেদন করা যাবে ২৭ নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত। নন-ক্যাডার পছন্দক্রম তৈরির সময় প্রার্থীরা কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখতে পারেন।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ: আপনি এরই মধ্যে কর্মরত বা সুপারিশপ্রাপ্ত থাকলে বর্তমান চাকরির নিয়োগবিধি এবং পছন্দের নন-ক্যাডার চাকরির নিয়োগবিধির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারেন। আর বেকার হলে সব পদই পছন্দক্রমে রাখতে পারেন।

প্রমোশন: নন-ক্যাডার পদগুলোতে প্রমোশনের সুযোগ তুলনামূলকভাবে সীমিত। পদসোপান বিবেচনায় সাবরেজিস্ট্রার, সহকারী পরিচালক-পাসপোর্ট, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, বিভিন্ন অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী ইত্যাদি পদে প্রমোশন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা তুলনামূলক ভালো।

ঢাকা পদায়ন: ঢাকায় থাকা প্রয়োজন মনে হলে মন্ত্রণালয়ের বিভাগের (অধিদপ্তর ব্যতীত) পদগুলোতে আবেদন করতে পারেন। যেমন - খাদ্য ও পরিকল্পনা বিভাগের গবেষণা কর্মকর্তা। ঢাকার বাইরে অফিস নেই এ রকম দপ্তরগুলোতেও আবেদন করতে পারেন। যেমন - ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রকাশনা কর্মকর্তা, বিভিন্ন অধিদপ্তরের সহকারী প্রগ্রামার, অধিদপ্তরের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলোর ইনস্ট্রাক্টর ইত্যাদি।

নিজ জেলায় পদায়ন: কোনো পদেই নিজ জেলায় পদায়নের নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে নিজ জেলায় পদায়নের ইচ্ছা থাকলে এমন পদগুলো পছন্দক্রমের আগের দিকে রাখুন, যেগুলোতে নিজ জেলায় পদায়নের অফিশিয়াল নিষেধ নেই। তবে পাশের জেলায় পদায়নের সুযোগ বেশির ভাগ পদেই রয়েছে। নিজ জেলায় পোস্টিংয়ের ইচ্ছা থাকলে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও টেকনিকাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ আপনার জন্য সেরা অপশন হতে পারে।

ট্রান্সপোর্ট ও আবাসন সুবিধা: বাংলাদেশ ব্যাংক, তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ, ডাক ইত্যাদি কিছু প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোয়ার্টার থাকে। অন্য সব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঢাকা বা জেলা শহরে কমন সরকারি কোয়ার্টারেই থাকতে হয়। তাই এখানে ডাক অধিদপ্তর ছাড়া কারো বিশেষ আবাসন সুবিধা নেই। নন-ক্যাডার নবম গ্রেডে সহকারী পরিচালক-মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কোন কোন জেলায় গাড়ি সুবিধা আছে, ষষ্ঠ গ্রেড থেকে (যেমন - জেলা রেজিস্ট্রার, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা প্রায় সব নন-ক্যাডারেই গাড়ি সুবিধা আছে। ঢাকার অধিদপ্তরে পোস্টিং হলে ট্রান্সপোর্ট সুবিধা পাবেন।

মাঠ পর্যায়ে কাজের সুযোগ: যে অফিসগুলোতে বেশিসংখ্যক সেবাগ্রহীতা সেবা নেয়, সেগুলোকে গুরুত্ব দেন অনেকে। যেমন - সাবরেজিস্ট্রার, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ইত্যাদি। অন্যদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কাজের চাপ তুলনামূলক কম। আবার কিছু পদে যোগ দিয়েই জেলা প্রধান হওয়া যায়। যেমন - এডি-পাসপোর্ট, এডি-মাদকদ্রব্য, এডি-পরিবেশ ইত্যাদি।

কর্মপরিবেশ: কর্মপরিবেশ ও অফিসের গ্ল্যামারকে গুরুত্ব দিলে মন্ত্রণালয়ের বিভাগ, প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ডিপার্টমেন্টের পদগুলোতে আবেদন করুন। মন্ত্রণালয়ের সচিবালয়ে বা পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মতো অফিসগুলোকেও অগ্রাধিকার দিতে পারেন। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও তুলনামূলক ভালো।

যুগান্তর | রোববার ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩
২ পৌষ ১৪৩০

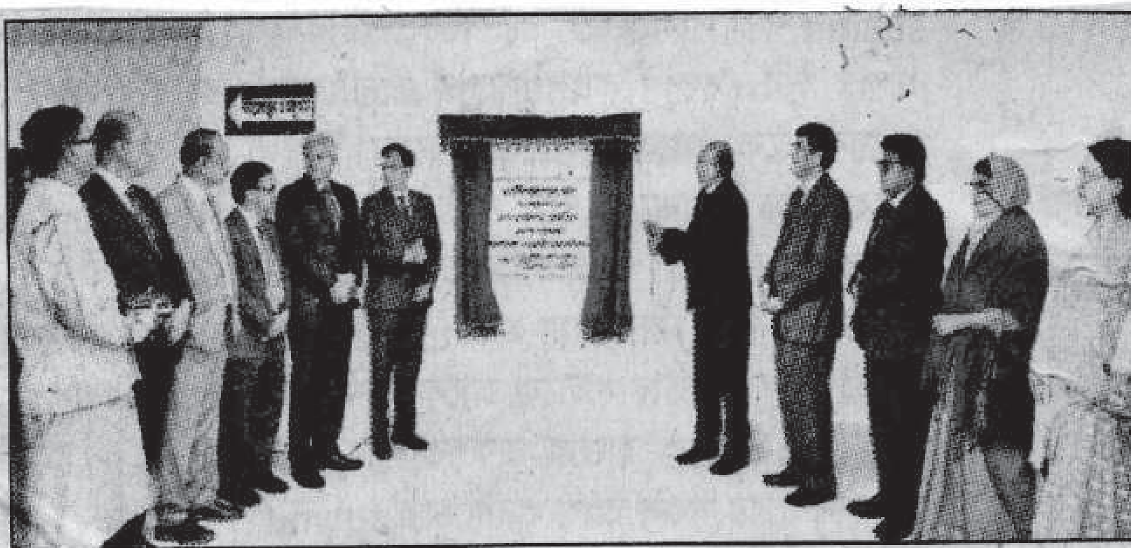

পিএসসিতে বিজয় দিবস উদযাপন

নানা আয়োজনে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনে (পিএসসি) মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে শনিবার সকালে কমিশন ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল এবং মৃত্যুঞ্জয়ী-তে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় পিএসসি ও কমিশন সচিবালয়। এছাড়া আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে বক্তৃতা করেন প্রধান অতিথি পিএসসির চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন, বিশেষ অতিথি কমিশনের সদস্য হেলালুদ্দীন আহমদ ও এস.এম. গোলাম ফারুক এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি পিএসসির সচিব মো. হাসানুজ্জামান কল্লোল। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার
৮ ডিসেম্বর ২০২৩। ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
২৩ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৫

নন-ক্যাডার পদে ৩১৬৪ প্রার্থীকে সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পদ শূন্য থাকা সাপেক্ষে ৪১তম বিসিএস থেকে তিন হাজার ১৬৪ জন প্রার্থীকে নন-ক্যাডার পদে সাময়িকভাবে সুপারিশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি)। নবম থেকে ১২তম গ্রেডে এসব প্রার্থীর নিয়োগে সুপারিশ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) আনন্দ কুমার বিশ্বাসের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই ফল প্রকাশের বিষয়টি জানানো হয়। পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ ফল ও অন্যান্য বিষয় কমিশন বা টেলিটকের নির্ধারিত ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৪১তম বিসিএসে উত্তীর্ণ হয়েও পদস্বল্পতার কারণে অনেকে ক্যাডার পদে সুপারিশবঞ্চিত হয়েছেন।

DhakaTribune
Wednesday, December 27, 2023 | Poush 12, 1430

43rd BCS results published

- 2,163 recommended for appointment
- 642 recommended for non-cadre posts

Tribune Desk

The Bangladesh Public Service Commission (BPSC) has published the final results of the 43rd Bangladesh Civil Service (BCS) examination.

A total of 2,163 people have been recommended for appointments in various cadres. The results are available on BPSC's website. The commission also recommended 642 people for non-cadre posts.

The BPSC published the written exam results of the 43rd BCS on August 20. A total of 9,841 candidates passed the exam. The viva-voce of these candidates ended last month.

The BPSC took the preliminary examination of the 43rd BCS in eight divisional cities of the country on October 29, 2021.

কালবেলা
রোববার
৩১ ডিসেম্বর ২০২৩
১৬ পৌষ ১৪৩০
১৭ জমাদিউস সানি ১৪৪৫

নন-ক্যাডারের পদ পূরণে আলাদা বিজ্ঞপ্তি আসছে

দ্রুতই বিজ্ঞপ্তি দেবে পিএসসি

আব্দুল্লাহ আল জোবায়ের ▸▸

সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) ৪৩তম বিসিএসে ক্যাডার ও নন-ক্যাডারের ফল একসঙ্গে দিয়েছে। তবে প্রকাশিত ফল অনুযায়ী, ক্যাডারের শূন্যপদ অনেকটাই পূরণ হলেও নন-ক্যাডারে অর্ধেকের বেশি খালি রয়ে গেছে। এ জন্য নন-ক্যাডারের শূন্যপদ পূরণে আলাদা বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার চিন্তা করছে পিএসসি। দ্রুতই এ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে বলে পিএসসি সূত্র জানিয়েছে।

একান্ত আলাপে পিএসসি চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন কালবেলাকে বলেন, এবার ক্যাডার ও নন-ক্যাডারের ফল একসঙ্গে হয়েছে। ক্যাডার ও নন-ক্যাডারে প্রাপ্যতা অনুযায়ীই প্রার্থীরা সুপারিশ পেয়েছেন। কিন্তু অনেক প্রার্থী পরীক্ষার নম্বর, বিভাগ ইত্যাদি বিবেচনা না করে যোগ্যতার বাইরে পছন্দক্রম দিয়েছেন। সে কারণে তারা সুপারিশ পাননি। আবার পছন্দক্রম দিলেই সুপারিশ পাবেন, এমন অনেক বিষয়েও প্রার্থীরা অনেকটা ইচ্ছে করেই পছন্দক্রম দেননি। এ ছাড়া ক্যাডার ও নন-ক্যাডার একসঙ্গে দেওয়ায় অনেকে নন-ক্যাডারে পছন্দক্রম দেননি। সে কারণেও অনেক পদ ফাঁকা রয়ে গেছে। এসব পদ পূরণে নন-ক্যাডারের জন্য আলাদা বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার চিন্তা করছে কমিশন।

তিনি বলেন, 'পিএসসির পদ বাড়ানোর সক্ষমতা নেই। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে যেসব পদের চাহিদা দেওয়া হয়েছে, সেসব পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। নন-ক্যাডার পদে আলাদা বিজ্ঞপ্তি দিলে যাদের যোগ্যতা রয়েছে শুধু তারাই আবেদন করবেন এবং পদগুলোও দ্রুত পূরণ হয়ে যাবে। এ ছাড়া নির্দিষ্ট কিছু পদে আমরা

▸▸ এরপর পৃষ্ঠা ৯ ▸ কলাম ১

নন-ক্যাডারের পদ পূরণে আলাদা বিজ্ঞপ্তি আসছে

▸▸ শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রার্থী পাচ্ছি না। সে কারণে এসব পদে নিয়োগের যোগ্যতা শিথিলের চিন্তা করছি।'

এদিকে, ৪৩তম বিসিএসের নন-ক্যাডার বিজ্ঞপ্তি বাতিলের দাবিতে প্রার্থীরা ফের আন্দোলনে নামছেন। এবারের আন্দোলন কঠোর থেকে কঠোরতর হবে বলে জানিয়েছেন তারা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, পিএসসির পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করবেন। এ ছাড়া পিএসসি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে স্মারকলিপিও দেবেন।

একজন চাকরিপ্রার্থী কালবেলাকে বলেন, ৪৩তম বিসিএসে নন-ক্যাডারের বিজ্ঞপ্তি দিয়েও যেসব পদ পূরণ হয়নি, সেগুলো ফেরত গেছে। এসব পদ ৪১তম বিসিএসেও পূরণ হয়নি। কারণ সংগীত, চারুকলার মতো কিছু বিষয়ের পদ রয়েছে যেগুলো বিগত বিসিএসগুলোতেও পূরণ হয়নি। নন-ক্যাডারের জন্য আলাদা বিজ্ঞপ্তি দিলেও এসব পদ পূরণ হবে না। পদ পূরণ করতে চাইলে পিএসসিকে শুধু সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রার্থীকে বাছাই না করে ওই অনুষদের অন্য বিভাগের শিক্ষার্থীদেরও আবেদনের সুযোগ দিতে হবে। পিএসসি যদি সত্যিই প্রার্থীদের চাকরির সুপারিশ করতে চায়, তাহলে নন-ক্যাডার বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে পু[illegible]রায় বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে।

এর আগে ৪৩তম বিসিএসের নন-ক্যা[illegible]ডারের পছন্দ তালিকা (চয়েস লিস্ট) বাতিল করে বেশিসংখ্যক প্রার্থীর চাকরির সুপারিশের ব্যবস্থা করা, আগের বিসিএসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৈষম্য হ্রাস করাসহ চার দাবিতে গত ১১ ডিসেম্বর থেকে আন্দোলনে নামেন ফলপ্রত্যাশীরা। তাদের আন্দোলনের মধ্যেই ১৪ ডিসেম্বর ৪৩তম বিসিএসের নন-ক্যাডার পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এতে মোট ১ হাজার ৩৪২ জনকে নিয়োগ দেওয়ার কথা জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর প্রার্থীদের আন্দোলন শুধু নন-ক্যাডার বিজ্ঞপ্তি বাতিলের একদফা দাবিতে মোড় নেয়।

আন্দোলনের মধ্যেই গত ২৬ ডিসেম্বর ৪৩তম বিসিএসের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, মোট ২ হাজার ৮০৫ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে ক্যাডার পদ ২ হাজার ১৬৩টি এবং নন-ক্যাডার পদ ৬৪২টি। বিভিন্ন ক্যাডারের মোট ২ হাজার ২১৮টি শূন্যপদের বিপরীতে ২ হাজার ১৬৩টি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে সুপারিশ করা হয়েছে। অন্যদিকে, নন-ক্যাডারে ১ হা[illegible] ৬৪২টি শূন্যপদের বিপরীতে মাত্র ৬৪২টি প[illegible] যোগের সু[illegible]রিশ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-২.১

১৯৭২-২০২৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যানবৃন্দের নাম ও কার্যকাল

ক্রমিক নম্বর	নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	শিক্ষাগত যোগ্যতা	কার্যকাল	
				হতে	পর্যন্ত
১.	জনাব ড. এ কিউ এম বজলুল করিম (১ম কমিশন)	অধ্যাপক মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
২.	জনাব মহিউদ্দীন আহম্মেদ (২য় কমিশন)	মহাপরিদর্শক বাংলাদেশ পুলিশ	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৪.১২.১৯৭৭

একীভূত কমিশন (২২.১২.১৯৭৭)

৩.	জনাব এম, মঈদুল ইসলাম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জীবন বীমা করপোরেশন	-	২২.১২.১৯৭৭	২১.১২.১৯৮২
৪.	জনাব ফয়েজ উদ্দীন আহম্মেদ	সচিব সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	-	২২.১২.১৯৮২	৩১.০৫.১৯৮৬
৫.	এস,এম, আল-হোসায়নী	(সচিব পদমর্যাদায়) সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	-	০১.০৬.১৯৮৬	০১.০৫.১৯৯১
৬.	জনাব কে এম রহমান (সাময়িক)	-	-	০১.০৬.১৯৯১	১৩.০৯.১৯৯১
৭.	প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ	অধ্যাপক মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এস.সি পিএইচ ডি	১৪.০৯.১৯৯১	৩১.০১.১৯৯৩
৮.	জনাব মোঃ আমিন মিয়া চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত)	বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা	-	০১.০২.১৯৯৩	০৬.০৩.১৯৯৩
৯.	প্রফেসর ড. এস,এম,এ, ফায়েজ	অধ্যাপক মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এস.সি পিএইচ ডি	০৭.০৩.১৯৯৩	০৫.০৩.১৯৯৮
১০.	প্রফেসর ড. মোঃ মোস্তফা চৌধুরী	অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এ. পিএইচ ডি	২৫.০৩.১৯৯৮	২৩.০১.২০০২
১১.	অধ্যাপক ড. জিন্নাতুন নেছা তাহ্‌মিদা বেগম	অধ্যাপক উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এস.সি পিএইচ ডি	০৯.০৫.২০০২	০৮.০৫.২০০৭
১২.	ড. সা'দত হুসাইন	মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	এম.এ. পিএইচ ডি	০৯.০৫.২০০৭	২৩.১১.২০১১
১৩.	জনাব এ.টি. আহমেদুল হক চৌধুরী, পিপিএম	মহাপরিদর্শক বাংলাদেশ পুলিশ	এম.বি.এ	২৭.১১.২০১১	২০.১২.২০১৩
১৪.	জনাব ইকরাম আহমেদ	সরকারের অতিরিক্ত সচিব	এম.এ.	২৪.১২.২০১৩	১৩.০৪.২০১৬
১৫.	ড. মোহাম্মদ সাদিক	সরকারের সাবেক শিক্ষা সচিব	এম.এ. পিএইচ ডি	০২.০৫.২০১৬	১৮.০৯.২০২০
১৬.	জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	এম.এ	২১.০৯.২০২০	বর্তমান

পরিশিষ্ট-২.১(ক)

১৯৭২-২০২৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী সদস্যবৃন্দের নাম ও কার্যকাল

ক্রমিক নম্বর	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
১.	জনাব আলীম দাদ খান (১ম কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	০১.১১.১৯৭৪
২.	জনাব আওলাদ হোসেন (১ম কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
৩.	জনাব শ্রী শিব প্রসন্ন লাহিড়ী (১ম কমিশন)	-	২৬.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
৪.	ডাঃ শেখ মুহাম্মদ মোবারক হোসেন (১ম কমিশন)	-	২৩.০৪.১৯৭৩	০৮.০৬.১৯৭৬
৫.	জনাব এ, বি, এম, মোকসেদ আলী (১ম কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
৬.	জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরী (১ম কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
৭.	জনাব আদেল উদ্দিন আহাম্মদ (১ম কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
৮.	জনাব শামস্ উদ্দিন আহাম্মদ (১ম কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
৯.	জনাব হাফেজ হাবিবুর রহমান (১ম কমিশন)	-	০৭.০৮.১৯৭৫	২১.১২.১৯৭৭
১০.	ড. শাফিয়া খাতুন (১ম কমিশন)	-	১৫.৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
১১.	জনাব মোহম্মদ আনোয়ারুজ্জামান (২য় কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৯.১১.১৯৭৬
১২.	জনাব বজলুর রহমান (২য় কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	২৯.০২.১৯৭৬
১৩.	জনাব একরামুল কবীর (২য় কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	৩০.১০.১৯৭৪
১৪.	জনাব জোয়াদুর রহিম জাহিদ (২য় কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
১৫.	শ্রী সন্তোষ ভূষণ দাশ (২য় কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
১৬.	বেগম মাহমুদা রহমান (২য় কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
১৭.	শ্রী বিপিন বিহারী দাশ (২য় কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	২১.১২.১৯৭৭
১৮.	জনাব একরামুল হক (২য় কমিশন)	-	২৩.১১.১৯৭৪	২১.১২.১৯৭৭
১৯.	জনাব এম, এ, আউয়াল (২য় কমিশন)	-	০৭.০৭.১৯৭৫	২১.১২.১৯৭৭
২০.	জনাব আজহারুল ইসলাম (২য় কমিশন)	-	১৭.০৭.১৯৭৫	২১.১২.১৯৭৭

একীভূত কমিশন (২২.১২.১৯৭৭)

ক্রমিক নম্বর	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
২১.	জনাব এ,বি,এম, মোকসেদ আলী	-	২২.১২.১৯৭৭	১৩.১১.১৯৭৮
২২.	জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরী	-	২২.১২.১৯৭৭	০৩.১২.১৯৭৮
২৩.	জনাব একরামুল হক	-	২২.১২.১৯৭৭	৩০.০৪.১৯৭৯
২৪.	জনাব শামস্ উদ্দিন আহাম্মদ	-	২২.১২.১৯৭৭	১৭.০৯. ১৯৮১
২৫.	জনাব এম, এ, আউয়াল	-	২২.১২.১৯৭৭	০৬.০৭. ১৯৮০
২৬.	জনাব আজহারুল ইসলাম	-	২২.১২.১৯৭৭	১৬.০৭. ১৯৮০
২৭.	জনাব হাফেজ হাবিবুর রহমান	-	২২.১২.১৯৭৭	০৭.০৮.১৯৮০
২৮.	ড. শাফিয়া খাতুন	-	২২.১২.১৯৭৭	০৩.০৫.১৯৮২
২৯.	বেগম মাহমুদা রহমান	-	২২.১২.১৯৭৭	২১.১২.১৯৮২
৩০.	জনাব জয় গোবিন্দ ভৌমিক	-	২২.১২.১৯৭৭	৩১.১০.১৯৮১
৩১.	বেগম আজিজুন নেছা	-	২২.১২.১৯৭৭	০১.০৭.১৯৮২
৩২.	ড. আবদুল বাতেন খান	সদস্য বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন	০৪.০৯.১৯৮১	০৩.০৯.১৯৮৬
৩৩.	জনাব এ,এইচ, নূরুল ইসলাম	-	৩১.১০.১৯৮১	২৬.০১.১৯৮২
৩৪.	জনাব এম, নুরুস সাফা	ভাইস প্রিন্সিপাল বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ	০১.০৩.১৯৮২	০১.০৩.১৯৮৭
৩৫.	ডাঃ এম, আকরাম হোসেন	প্রফেসর, সার্জারী বিভাগ, সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ	০১.০৩.১৯৮২	১৫.০৬.১৯৮২
৩৬.	জনাব সলিম উদ্দিন আহম্মদ	যুগ্মসচিব (অবঃ) সংস্থাপন বিভাগ	০৮.০৩.১৯৮২	৩১.১২.১৯৮৩
৩৭.	জনাব শামসুল হক	-	০৬.০৫.১৯৮২	৩১.১২.১৯৮৪
৩৮.	ডাঃ আবুল কাশেম	প্রফেসর, এনাটমী বিভাগ	১৫.০৭.১৯৮৩	২৮.০১.১৯৮৫
৩৯.	ড. মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম	-	১৯.১২.১৯৮৪	৩১.০৩.১৯৮৮
৪০.	ব্রিগেঃ (অবঃ) এ,কে,এম, শামসুল ইসলাম	-	১৯.১২.১৯৮৪	১৮.১২.১৯৮৯
৪১.	প্রফেসর ড. শাফিয়া খাতুন	সহযোগী অধ্যাপক শিক্ষা গবেষণা ইন্সটিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১০.০২.১৯৮৫	০৯.০২.১৯৯০
৪২.	প্রফেসর এম, এ, হালিম	অতিরিক্ত সচিব	১০.০২.১৯৮৫	০৬.০৮.১৯৮৫
৪৩.	জনাব বদরুদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী	প্রধান প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ বিভাগ	১৮.০৪.১৯৮৫	১৭.০৪.১৯৯০

ক্রমিক নম্বর	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
৪৪.	প্রফেসর মোঃ আবুল হোসেন	পরিচালক চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন ও হাসপাতাল	১৫.১২.১৯৮৫	১৪.১২.১৯৯০
৪৫.	লেঃ কর্নেল (অবঃ) খন্দকার মাহবুবুর রহমান	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	১৪.০৯.১৯৮৬	১৩.০৯.১৯৯১
৪৬.	জনাব মোঃ আবদুল হাই	-	০৮.০৪.১৯৮৭	১৩.০৪.১৯৮৯
৪৭.	প্রফেসর মুহম্মদ আবদুর রকিব	অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০৭.০৪.১৯৮৮	৩১.০৭.১৯৯২
৪৮.	জনাব মোঃ আমিন মিয়া চৌধুরী	কমিশনার ঢাকা বিভাগ	০৩.০৭.১৯৮৯	৩০.০৬.১৯৯৪
৪৯.	প্রফেসর ড. আব্দুল মান্নান	-	০১.০৪.১৯৯০	৩১.১২.১৯৯৩
৫০.	ব্রিগেঃ (অবঃ) এ,কে,এম, শামসুল ইসলাম	ব্রিগেডিয়ার (অবঃ)	০৭.০৮.১৯৯০	৩১.১২.১৯৯৪
৫১.	জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ	চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন	২০.০৩.১৯৯১	৩০.০৯.১৯৯৫
৫২.	ডাঃ এ,এইচ,এম, আবদুর রহমান	মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৩১.০৩.১৯৯১	০৪.০২.১৯৯২
৫৩.	জনাব এ, এম, আব্দুল মান্নান ভূইয়া	যুগ্মসচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৩০.১২.১৯৯১	৩০.১১.১৯৯৫
৫৪.	প্রফেসর ডাঃ এ,জে,এম, মিজানুর রহমান	পরিচালক, জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম)	২১.০৯.১৯৯২	৩০.০৬.১৯৯৬
৫৫.	প্রফেসর জেরিনা জামান	অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২০.০২.১৯৯৪	১৮.০২.১৯৯৯
৫৬.	জনাব মুহম্মদ আবদুর রকিব	অতিরিক্ত সচিব	১৫.০৮.১৯৯৪	০৪.০৫.১৯৯৯
৫৭.	প্রফেসর মুহম্মদ আযহার উদ-দীন	প্রো-ভিসি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	২৫.০৮.১৯৯৪	২৫.০৮.১৯৯৯
৫৮.	বেগম খোদেজা আযম	অতিরিক্ত সচিব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	০৬.০২.১৯৯৫	৩.০২.২০০০
৫৯.	জনাব সি.ক. মোঃ আবদুল্লাহ	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা	৩১.১২.১৯৯৫	১৩.০২.১৯৯৯
৬০.	জনাব জিয়াউল হক কুতুব উদ্দিন	কমিশনার, ঢাকা	৩১.১২.১৯৯৫	০১.১২.১৯৯৯
৬১.	প্রফেসর কাজী মশিউর রহমান	অধ্যাপক (আইপিজি এম এন্ড আর) মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ, বিএসএমএমইউ	০৪.০৩.১৯৯৭	২৬.০২.১৯৯৯

ক্রমিক নম্বর	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
৬২.	জনাব অরুন কান্তি অধিকারী	চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন	০৪.০৩.১৯৯৭	০২.০৩.২০০২
৬৩.	জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন খান	প্রধান প্রকৌশলী যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ	০৪.০৩.১৯৯৭	০৬.০১.২০০২
৬৪.	প্রফেসর মুজিবুর রহমান বিশ্বাস	অধ্যাপক, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	২৪.০৫.১৯৯৭	৩০.১০.২০০১
৬৫.	প্রফেসর খন্দকার বজলুল হক	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৪.০৫.১৯৯৭	২২.০৫.২০০২
৬৬.	জনাব এস,এম, আফাজ উদ্দিন	অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)	১৯.০৪.১৯৯৯	০৪.০১.২০০০
৬৭.	প্রফেসর মোহাম্মদ মোহাব্বত খান	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৯.০৪.১৯৯৯	১৮.০৪.২০০৪
৬৮.	জনাব আবদুল লতিফ সিকদার	-	১৯.০৪.১৯৯৯	৩১.০৮.১৯৯৯
৬৯.	জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন আহমেদ	-	২১.০৯.১৯৯৯	১৩.১০.২০০৩
৭০.	প্রফেসর মোঃ সোহরাব আলী	প্রফেসর, বায়োকেমিস্ট্রি, বিএসএমএমইউ	২১.০৯.১৯৯৯	২০.০৯.২০০৪
৭১.	প্রফেসর নাইয়ার সুলতানা	সাবেক মহাপরিচালক, মাউশি	১৪.০২.২০০০	১৫.০৫.২০০৫
৭২.	কাজী গোলাম রসুল	-	২৯.০২.২০০০	৩০.১২.২০০৩
৭৩.	প্রফেসর হামিদা বানু	সাবেক মহাপরিচালক, মাউশি	২৯.১০.২০০০	২১.০১.২০০২
৭৪.	জনাব মোঃ ইয়াহিয়া মোল্লা	কমিশনার, বরিশাল বিভাগ	২৮.২.২০০১	২৭.০২.২০০৬
৭৫.	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	০১.১২.২০০১	৩০.১১.২০০৬
৭৬.	প্রফেসর ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী	অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১০.০১.২০০২	০৮.০৬.২০০৫
৭৭.	প্রফেসর ডাঃ মোঃ নূরুল ইসলাম	প্রফেসর, শিশু বিভাগ	২৩.০৫.২০০২	২৯.০১.২০০৪
৭৮.	প্রফেসর মোঃ মাহফুজুর রহমান	-	১০.০৯.২০০২	০২.০৪.২০০৭
৭৯.	জনাব মোঃ আবদুর রউফ	-	০৪.০৩.২০০৩	০৩.০৩.২০০৮
৮০.	জনাব লতিফুর রহমান	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	০৭.০২.২০০৪	পদত্যাগ
৮১.	কর্নেল (অনাঃ) প্রফেসর ডাঃ মাহমুদুর রহমান	পরিচালক, নিপসম	২৫.০৪.২০০৪	২৪.০৪.২০০৯
৮২.	অধ্যাপক মোঃ আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী	অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৩০.০৫.২০০৪	পদত্যাগ
৮৩.	অধ্যাপক ডাঃ মোঃ নূরুল ইসলাম	অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	১৪.১০.২০০৪	২৯.০১.২০০৭
৮৪.	জনাব মুহাম্মদ আশরাফ	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	৩১.১০.২০০৪	৩০.১০.২০০৯

ক্রমিক নম্বর	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
৮৫.	প্রফেসর কে,এ,এম শাহাদত হোসেন মন্ডল	অধ্যাপক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	০৭.০৬.২০০৫	পদত্যাগ
৮৬.	জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক	চেয়ারম্যান শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল	০৬.০৩.২০০৬	পদত্যাগ
৮৭.	প্রফেসর ডাঃ মোঃ ফজলুল হক	অধ্যাপক, শিশু বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ	১৭.১০.২০০৬	পদত্যাগ
৮৮.	জনাব মোঃ নুরুন নবী	সরকারের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সচিব	২১.০৬.২০০৭	১০.০১.২০১২
৮৯.	প্রফেসর সুরাইয়া বেগম	সাবেক অধ্যক্ষ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	২১.০৬.২০০৭	২০.০৬.২০১২
৯০.	মির্জা সামসুজ্জামান	সাবেক রাষ্ট্রদূত	০৮.০৭.২০০৭	৩১.১২.২০১১
৯১.	জনাব এ ওয়াই এম মোশাররফ হোসেন	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	০৮.০৭.২০০৭	৩০.০৬.২০১০
৯২.	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবিদুর রেজা খান (অবঃ), পিএসসি	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ)	১২.০৭.২০০৭	১১.০৭.২০১২
৯৩.	জনাব এহসান শামীম, এনডিসি	সরকারের সাবেক সচিব	১৩.০৩.২০০৮	১২.০৩.২০১৩
৯৪.	অধ্যাপক রাশিদা বেগম	সাবেক অধ্যক্ষ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	২৩.০৩.২০০৯	২২.০৩.২০১৪
৯৫.	জনাব মোহাম্মদ হোসেন সেরনিয়াবাত	সরকারের সাবেক সচিব	০৯.০৪.২০০৯	১৬.০৯.২০১২
৯৬.	প্রফেসর ড. এমরান কবির চৌধুরী	অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৫.০৪.২০০৯	১৪.০৪.২০১৪
৯৭.	জনাব এ.টি. আহমেদুল হক চৌধুরী, পিপিএম	সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক	২৩.০৬.২০০৯	২৪.১১.২০১১
৯৮.	সৈয়দ হাসিনুর রহমান	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৯.০৭.২০০৯	২৭.০৭.২০১৪
৯৯.	জনাব ইকরাম আহমেদ	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৯.০৭.২০০৯	২৩.১২.২০১৩
১০০.	অধ্যাপক ডাঃ ফরিদা আদিব খানম	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	২৯.০৭.২০০৯	০১.০১.২০১৪
১০১.	জনাব মুহম্মদ লিয়াকত আলী খান, এনডিসি	সাবেক কারা মহাপরিদর্শক	৩০.১২.২০০৯	২৯.১২.২০১৪
১০২.	জনাব মোঃ ওয়াজেদ আলী খান	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৬.০৯.২০১০	১৫.০৯.২০১৫
১০৩.	কাজী নাসিরুল ইসলাম	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	২৭.১১.২০১১	০৭.০১.২০১৩
১০৪.	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম তালুকদার	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	১৫.০৩.২০১২	১১.০৬.২০১৪
১০৫.	জনাব মোঃ জহুরুল আলম, এনডিসি	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৫.০৩.২০১২	১৪.০৩.২০১৭
১০৬.	অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির	সাবেক ভিসি ও অধ্যাপক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	০২.০৮.২০১২	০১.০৮.২০১৭

ক্রমিক নম্বর	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
১০৭.	অধ্যাপক ড. মোঃ তোফাজ্জল হোসেন তরফদার	অধ্যাপক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	৩০.০৯.২০১২	৩০.০৩.২০১৫
১০৮.	সমর চন্দ্র পাল	সরকারের সাবেক সচিব	২৫.০৪.২০১৩	৩০.১২.২০১৭
১০৯.	কামরুন নেসা খানম	সরকারের সাবেক সচিব	২৫.০৪.২০১৩	২৮.০২.২০১৮
১১০.	অধ্যাপক ড. এস. এম. আনোয়ারা বেগম	সাবেক অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	২০.০৫.২০১৩	১৯.০৫.২০১৮
১১১.	অধ্যাপক ড. এম. আবুল কাশেম মজুমদার	প্রফেসর লোক প্রশাসন বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	০৭.০৪.২০১৪	২০.০৯.২০১৭
১১২.	জনাব মাইন উদ্দিন খন্দকার	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	০৭.০৪.২০১৪	২৫.১১.২০১৪
১১৩.	ড. মোহাম্মদ সাদিক	সরকারের সাবেক শিক্ষা সচিব	০৩.১১.২০১৪	২৫.০৪.২০১৬
১১৪.	জনাব ফণী ভূষণ চৌধুরী	সরকারের সাবেক সচিব	২৪.১১.২০১৪	২৬.০৩.২০১৬
১১৫.	জনাব উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত	সরকারের সাবেক সচিব	২৫.০১.২০১৫	১০.০৮.২০১৯
১১৬.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সরকারের সাবেক সচিব	২৫.০১.২০১৫	২৪.০১.২০২০
১১৭.	প্রফেসর ডাঃ শাহ আবদুল লতিফ	প্রফেসর ঢাকা মেডিকেল কলেজ	২৫.০১.২০১৫	২৪.০১.২০২০
১১৮.	অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন	অধ্যাপক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	০৪.০৫.২০১৫	০৩.০৫.২০২০
১১৯.	শেখ আলতাফ আলী	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	১৮.১১.২০১৫	১৭.১১.২০২০
১২০.	জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৭.০২.২০১৬	০২.০১.২০২০
১২১.	জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	সাবেক মহাপরিচালক, র‌্যাব (অতিরিক্ত আইজিপি, গ্রেড-১)	১৬.০৫.২০১৬	৩১.১২.২০১৯
১২২.	মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা	সরকারের সাবেক সচিব	২৩.০৮.২০১৭	৩১.১০.২০২১
১২৩.	নূরজাহান বেগম *এনডিসি*	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৫.০৯.২০১৭	১৫.০৭.২০২২
১২৪.	কাজী সালাহ্‌উদ্দিন আকবর	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৫.০৯.২০১৭	২৪.০৯.২০২২
১২৫.	প্রফেসর মোঃ হামিদুল হক	সাবেক মহাপরিচালক জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি, নায়েম শিক্ষা মন্ত্রণালয়	০৮.০৩.২০১৮	০৭.০৩.২০২৩

ক্রমিক নম্বর	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
১২৬.	জনাব মোঃ ফজলুল হক	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৮.০৫.২০১৮	০৪.১১.২০২১
১২৭.	জনাব আবদুল মান্নান	সরকারের সাবেক সচিব	২৪.০৬.২০১৮	০৩.১১.২০২২
১২৮.	অধ্যাপক ড. নূরজাহান বেগম	অধ্যাপক কৃষি রসায়ন বিভাগ শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১৬.০৭.২০১৮	১৫.০৭.২০২৩
১২৯.	জনাব এস.এম. গোলাম ফারুক	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	১৫.০৯.২০১৯	বর্তমান
১৩০.	জনাব ফয়েজ আহম্মদ	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	০৭.০১.২০২০	বর্তমান
১৩১.	জনাব বিনয় কৃষ্ণ বালা *বিপিএম, পিপিএম*	সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক	০৭.০১.২০২০	১৫.০২.২০২৩
১৩২.	জনাব ও.এন. সিদ্দিকা খানম	সরকারের সাবেক সচিব	২৭.০২.২০২০	বর্তমান
১৩৩.	জনাব মোঃ শামীম আহসান	সাবেক সচিব ও রাষ্ট্রদূত	০৪.১০.২০২০	বর্তমান
১৩৪.	অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার সাহা	অধ্যাপক ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স এন্ড হসপিটাল	২৮.০১.২০২১	বর্তমান
১৩৫.	জনাব জাহিদুর রশিদ	নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড	২৮.০১.২০২১	বর্তমান
১৩৬.	অধ্যাপক ড. মুবিনা খোন্দকার	অধ্যাপক মার্কেটিং বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০৭.০২.২০২২	বর্তমান
১৩৭.	অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন	অধ্যাপক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০৭.০২.২০২২	বর্তমান
১৩৮.	জনাব কে এম আলী আজম	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	০৩.১১.২০২২	বর্তমান
১৩৯.	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান	সরকারের সাবেক সচিব	১১.০১.২০২৩	বর্তমান
১৪০.	অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোঃ গোলাম ফারুক	সাবেক মহাপরিচালক, মাউশি	১১.০১.২০২৩	বর্তমান
১৪১.	জনাব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারী	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	১৭.০৫.২০২৩	বর্তমান
১৪২.	জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	১৭.০৫.২০২৩	বর্তমান
১৪৩.	ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম	সরকারের সাবেক সচিব	১৭.০৫.২০২৩	বর্তমান
১৪৪.	জনাব মোহাঃ শফিকুল ইসলাম, *বিপিএম (বার)*	সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি	১৭.০৫.২০২৩	বর্তমান

পরিশিষ্ট-২.১(খ)

২০২৩ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নম্বর	নাম	পদবি	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল	সচিব	০৭.০৬.২০২৩	বর্তমান	-
২.	জনাব মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার	সচিব	০২.০১.২০২২	০৬.০৬.২০২৩	-
৩.	ড. মোঃ আব্দুল আলীম খান	যুগ্মসচিব	২৪.০১.২০২৩	বর্তমান	-
৪.	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	যুগ্মসচিব	২১.০৭.২০২২	১১.০১.২০২৩	-
৫.	জনাব মোঃ ফজলুর রহমান	প্রকল্প পরিচালক [যুগ্মসচিব]	২১.০৯.২০২০	বর্তমান	-
৬.	জনাব আনন্দ কুমার বিশ্বাস	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক [ক্যাডার] [যুগ্মসচিব]	০৮.১১.২০২১	বর্তমান	-
৭.	জনাব আবদুল্লাহ আল-মামুন	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক [নন-ক্যাডার]	২৩.১০.২০০৮	বর্তমান	-
৮.	জনাব মোঃ খাদেম উল কায়েস	আইন উপদেষ্টা	১২.০৩.২০২০	বর্তমান	-
৯.	জনাব মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া	চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব [যুগ্মসচিব]	০৭.০৯.২০২৩	বর্তমান	-
১০.	জনাব নাসির উদ্দিন আহম্মেদ	উপসিচব [বাজেট ও উন্নয়ন]	০৫.১১.২০২০	বর্তমান	-
১১.	জনাব এস, এম, সাইদুল ইসলাম	উপপ্রকল্প পরিচালক [উপসচিব]	০১.০৪.২০২১	বর্তমান	-
১২.	জনাব এ বি এম মাহবুব হোসেন	পরিচালক (উপসচিব)	৩১.০৮.২০২২	বর্তমান	-
১৩.	জনাব মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া	চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব [উপসচিব]	১৯.০৭.২০২১	০৬.০৯.২০২৩	-
১৪.	জনাব মো: জিল্লুর রহমান খাঁন	উপসচিব [অর্থ ও সেবা]	১৬.০৮.২০২০	বর্তমান	-
১৫.	জনাব সামসুন নাহার সুমি	পরিচালক (উপসচিব)	১৭.১২.২০১৮	বর্তমান	-
১৬.	জনাব আব্দুর রাজ্জাক	সিস্টেম এনালিস্ট	২৯.১১.২০২২	বর্তমান	-
১৭.	জনাব মো: হেদায়েতুল ইসলাম মন্ডল	পরিচালক (উপসচিব)	২৩.০২.২০২২	বর্তমান	-
১৮.	জনাব মো: শাহীন হোসেন	পরিচালক (উপসচিব)	২৮.০৪.২০২২	বর্তমান	-
১৯.	জনাব কানিজ ফাতেমা তানিয়া	পরিচালক (উপসচিব)	০৬.০৪.২০২২	বর্তমান	-

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২০.	জনাব এ. এস.এম. মাঈন উদ্দীন	সচিবের একান্ত সচিব [উপসচিব]	১৬.০৩.২০২০	০৭.০৬.২০২৩	-
২১.	জনাব মো: মহসিন আলম	পরিচালক	০২.০৪.২০১২	১৫.০৪.২০২৩	-
২২.	জনাব মো: ওয়াজেদ আলী	পরিচালক	০২.০৪.২০১২	০৭.০২.২০২৩	-
২৩.	জনাব আ.ন.ম. এনামুল বশীর	পরিচালক	১০.০১.১৯৯৩	০৫.০৩.২০২৩	-
২৪.	জনাব দিলওয়েজ দুরদানা	পরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	-
২৫.	জনাব মাসুমা আফরীন	পরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	-
২৬.	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	পরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	-
২৭.	জনাব মো: নেয়ামত উল্যাহ	পরিচালক	১৬.০২.২০১৪	বর্তমান	-
২৮.	জনাব মোঃ রাশেদুজ্জামান সরকার	পরিচালক	১৭.০৬.২০১৯	বর্তমান	-
২৯.	জনাব মোহাম্মদ আজিজুল হক	পরিচালক	২৭.০৩.২০২২	বর্তমান	-
৩০.	জনাব উম্মে খায়ের কুলসুম	পরিচালক	০১.০৯.২০২২	বর্তমান	-
৩১.	জনাব মো: আনোয়ার পারভেজ	পরিচালক	০১.০৯.২০২২	বর্তমান	-
৩২.	জনাব মো: শাহ আলম মিঞা	পরিচালক	২৪.০১.২০২৩	বর্তমান	-
৩৩.	জনাব উম্মে আছমা আয়শা	পরিচালক	২৪.০১.২০২৩	বর্তমান	-
৩৪.	জনাব মো: জহিরুল ইসলাম	পরিচালক	২৪.০১.২০২৩	বর্তমান	-
৩৫.	জনাব মোঃ শফি উল্লাহ	পরিচালক	২৪.০১.২০২৩	বর্তমান	-
৩৬.	জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম	সিস্টেম এনালিস্ট	২৫.১০.২০২৩	বর্তমান	-
৩৭.	জনাব জামিলা শবনম	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	২৯.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৩৮.	জনাব মোঃ লিয়াকত আলী সেখ	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	২০.১২.২০২১	বর্তমান	-
৩৯.	জনাব সুলতানা রাজিয়া	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	০১.০৬.২০২১	বর্তমান	ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়
৪০.	জনাব আ ন ম বদরুদ্দোজ্জা	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	২০.১২.২০২২	বর্তমান	-
৪১.	জনাব আসমাউল হুসনা লিজা	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	১৭.০৮.২০২২	বর্তমান	-
৪২.	জনাব মৌসুমী জেরীন কান্তা	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	০৪.০৪.২০২২	বর্তমান	-

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪৩.	জনাব মোঃ ইমরুল হাসান	সচিবের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব)	০৮.০৬.২০২৩	বর্তমান	-
৪৪.	জনাব নুর আহমেদ মাছুম	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	২৭.০৮.২০২৩	বর্তমান	রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়
৪৫.	জনাব জান্নাত আরা নাহিদ	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	১১.০৯.২০২৩	বর্তমান	বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়
৪৬.	জনাব সাবিনা ইয়াসমিন	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	০৭.১২.২০২২	বর্তমান	চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়
৪৭.	জনাব শান্তা রহমান	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	১৬.০১.২০২২	২৫.০১.২০২৩	-
৪৮.	জনাব মোছাঃ রোকসানা বেগম	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	১৪.০৬.২০২৩	বর্তমান	রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়
৪৯.	জনাব মোঃ আরিফ মুর্শেদ মিশু	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	২৮.০৮.২০২২	২৩.০২.২০২৩	-
৫০.	জনাব মোঃ ফিরজুল ইসলাম	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	০২.০৩.২০২৩	০৯.১১.২০২৩	-
৫১.	জনাব কাজী তোফায়েল আহাম্মদ	উপপরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	-
৫২.	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	উপপরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	-
৫৩.	জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম	উপপরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	-
৫৪.	জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম	উপপরিচালক	১৫.১১.২০১২	বর্তমান	-
৫৫.	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান শেখ	উপপরিচালক	১৫.১১.২০১২	বর্তমান	খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়
৫৬.	জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম	প্রোগ্রামার	০২.০৩.২০১৪	২৪.১০.২০২৩	-
৫৭.	জনাব মো: শাহ আলম মিঞা	উপপরিচালক	২৩.১২.২০১৫	২৩.০১.২০২৩	-
৫৮.	জনাব উম্মে আছমা আয়শা	উপপরিচালক	১৭.১০.২০১৬	২৩.০১.২০২৩	-
৫৯.	জনাব মো: জহিরুল ইসলাম	উপপরিচালক	১৭.১০.২০১৬	২৩.০১.২০২৩	-
৬০.	জনাব মোঃ শফি উল্লাহ	উপপরিচালক	১৭.১০.২০১৬	২৩.০১.২০২৩	-
৬১.	জনাব জাকির হোসেন	উপপরিচালক	৩১.০৫.২০১৮	বর্তমান	-

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৬২.	জনাব এস, এম, ইসরাফিল হোসেন	উপপরিচালক	৩১.০৫.২০১৮	বর্তমান	-
৬৩.	জনাব হেলেনা বেগম	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৬৪.	জনাব মো: আমিনুল ইসলাম	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৬৫.	জনাব মেছবাহ-উল-আলম	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৬৬.	জনাব আফরোজা তানজিন	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৬৭.	জনাব শোভন সমদ্দার	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৬৮.	জনাব মোঃ মোখলেছ মহসিন	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৬৯.	জনাব রফিকুল ইসলাম	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৭০.	জনাব এস. এস. এম গিয়াস উদ্দিন	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৭১.	জনাব পাপিয়া সুলতানা	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৭২.	জনাব এম, এ মান্নান	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৭৩.	জনাব মোঃ আজিজুল হক	উপপরিচালক	২২.১২.২০২০	০১.১১.২০২৩	-
৭৪.	জনাব সেখ শরীফুল ইসলাম	উপপরিচালক	২৩.১২.২০২১	৩১.১০.২০২৩	-
৭৫.	জনাব শ্যামচরণ প্রামানিক	উপপরিচালক	১১.১০.২০২২	বর্তমান	-
৭৬.	জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম	উপপরিচালক	১১.১০.২০২২	বর্তমান	-
৭৭.	জনাব মো: শামসুল হুদা	উপপরিচালক	১১.১০.২০২২	বর্তমান	-
৭৮.	জনাব মোঃ ফেরদৌস আলম	উপপরিচালক	১৪.০২.২০২৩	০৬.০৬.২০২৩	-
৭৯.	জনাব মোঃ ইসলাম শাহ	উপপরিচালক	১৪.০২.২০২৩	বর্তমান	-
৮০.	জনাব রুমা খানম	উর্ধ্বতন গবেষণা ও পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১৪.০২.২০২৩	বর্তমান	-
৮১.	জনাব কৌশিক দেবনাথ	প্রোগ্রামার	২৫.১০.২০২৩	বর্তমান	-
৮২.	জনাব মোঃ আবু জাফর	উপপরিচালক	০৬.১১.২০২৩	বর্তমান	-
৮৩.	জনাব মোঃ শওকত মাহবুবর রহমান	উপপরিচালক	০৬.১১.২০২৩	বর্তমান	-
৮৪.	জনাব মোঃ শওকত সেলিম	উপপরিচালক	০৬.১১.২০২৩	বর্তমান	-
৮৫.	জনাব ছন্দা রায়	উপপরিচালক	০৬.১১.২০২৩	বর্তমান	-
৮৬.	জনাব রুমা খানম	গবেষণা কর্মকর্তা	০৭.০৭.২০১৩	১৩.০২.২০২৩	-
৮৭.	জনাব কৌশিক দেবনাথ	সহকারী প্রোগ্রামার	২৭.০৫.২০১৩	২৪.১০.২০২৩	-
৮৮.	জনাব মোঃ আবু জাফর	সহকারী পরিচালক	১৮.১১.২০১৮	০৫.১১.২০২৩	-
৮৯.	জনাব মো: মাহবুবর রহমান	সহকারী পরিচালক	০২.০২.২০১৬	০৫.১১.২০২৩	-
৯০.	জনাব মো: ফেরদৌস আলম	সহকারী পরিচালক	০১.১১.২০১৬	১৩.০২.২০২৩	-

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৯১.	জনাব মোহাম্মদ ইসলাম শাহ	সহকারী পরিচালক	০১.১১.২০১৬	১৩.০২.২০২৩	-
৯২.	জনাব মো: শওকত সেলিম	সহকারী পরিচালক	২৬.০৭.২০১৭	০৫.১১.২০২৩	-
৯৩.	জনাব ছন্দা রায়	সহকারী পরিচালক	০১.০৮.২০১৭	০৫.১১.২০২৩	-
৯৪.	জনাব মোঃ লুৎফর রহমান	সহকারী পরিচালক	০৬.০৮.২০১৭	বর্তমান	-
৯৫.	জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০৩.০৬.২০১৮	বর্তমান	-
৯৬.	জনাব মো: আবদুর রহিম হাওলাদার	সহকারী পরিচালক	০৯.০৮.২০১৮	বর্তমান	-
৯৭.	জনাব মো: ওসমান গনি	সহকারী পরিচালক	০৯.০৮.২০১৮	২৮.০১.২০২৩	-
৯৮.	জনাব মো: মনজুরুল হক	সহকারী পরিচালক	০৬.০৯.২০১৮	বর্তমান	-
৯৯.	জনাব মামুন-আল-হাসান	সহকারী পরিচালক	০৬.০৯.২০১৮	বর্তমান	-
১০০.	জনাব মোহাম্মদ ওয়ালিদ আব্দুল্লাহ ফরহাদ	সহকারী পরিচালক	০৬.০৯.২০১৮	বর্তমান	রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়
১০১.	জনাব নাসরিন সুলতানা	সহকারী পরিচালক	০৯.০৯.২০১৮	বর্তমান	খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়
১০২.	জনাব জি.এম. সাইফুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক	০৯.০৯.২০১৮	বর্তমান	বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়
১০৩.	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন	সহকারী পরিচালক	০৯.০৯.২০১৮	বর্তমান	রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়
১০৪.	জনাব নাসরিন জাহান	সহকারী পরিচালক	৩০.০৯.২০১৮	বর্তমান	-
১০৫.	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন	সহকারী পরিচালক	০৪.০৪.২০১৯	বর্তমান	-
১০৬.	জনাব ইরতিজা খান	সহকারী প্রোগ্রামার	২৯.১০.২০১৯	বর্তমান	-
১০৭.	জনাব রক্তিম চন্দ্র সরকার	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০২.১০.২০১৯	বর্তমান	-
১০৮.	জনাব এস.কে. সালেহ আহমেদ	সহকারী প্রোগ্রামার	০৭.১১.২০১৯	বর্তমান	-
১০৯.	জনাব মো: আলমাসুর রহমান	সহকারী পরিচালক	০৮.০১.২০২০	বর্তমান	-
১১০.	জনাব সাহিদা খাতুন	লাইব্রেরিয়ান	০৮.০১.২০২০	বর্তমান	-
১১১.	শেখ মাহফুজুর রহমান	সহকারী পরিচালক	০৩.০২.২০২০	বর্তমান	-
১১২.	জনাব মোঃ জহুরুল হক	সহকারী প্রোগ্রামার	০১.০৯.২০২০	বর্তমান	-
১১৩.	জনাব অচিন্ত্য কুমার	সহকারী প্রোগ্রামার	০১.০৯.২০২০	বর্তমান	-
১১৪.	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন	সহকারী পরিচালক	২৪.০৬.২০২১	বর্তমান	-

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১১৫.	জনাব নিখিল চন্দ্র রায়	সহকারী পরিচালক	২৪.০৬.২০২১	৩১.১২.২০২২	-
১১৬.	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম আকন	সহকারী পরিচালক	২৪.০৬.২০২১	০৮.০২.২০২৩	-
১১৭.	জনাব মোঃ জাহিদ হাসান	সহকারী পরিচালক	১৭.০৬.২০২১	বর্তমান	-
১১৮.	জনাব নাহিদ হোসেন	সহকারী পরিচালক	২২.০৬.২০২১	বর্তমান	-
১১৯.	জনাব তাসমিরা জাহান	সহকারী পরিচালক	১৭.০৬.২০২১	বর্তমান	-
১২০.	জনাব মো: আজাহারুল আলম	সহকারী সচিব	১৭.০৬.২০২১	বর্তমান	-
১২১.	জনাব মো: শামীমুল ইসলাম	সহকারী সচিব	২২.০৬.২০২১	বর্তমান	-
১২২.	জনাব সৈয়দ মো: ফজলুল হক	সহকারী পরিচালক	১৬.০২.২০২২	বর্তমান	-
১২৩.	জনাব শাহানারা বেগম	সহকারী সচিব	০১.১২.২০২২	বর্তমান	-
১২৪.	জনাব মো: ছাদেক হোসেন	সহকারী পরিচালক	০১.১২.২০২২	বর্তমান	-
১২৫.	জনাব মো: মজিবুর রহমান	সহকারী পরিচালক	০১.১২.২০২২	বর্তমান	-
১২৬.	জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস	সহকারী পরিচালক	২৪.০১.২০২৩	৩১.১২.২০২৩	-
১২৭.	জনাব মোঃ মহিউদ্দীন শামীম	সহকারী পরিচালক	০৯.০২.২০২৩	বর্তমান	-
১২৮.	জনাব মোল্যাহ সোহাগ হোসেন	সহকারী পরিচালক	০৭.০৩.২০২৩	বর্তমান	-
১২৯.	জনাব মোঃ আবুল কাসেম	সহকারী পরিচালক	১২.০৩.২০২৩	বর্তমান	-
১৩০.	জনাব মোহাম্মদ কবীর হোসেন	গবেষণা কর্মকর্তা	২১.০৩.২০২৩	বর্তমান	-
১৩১.	জনাব মোঃ আবদুল মতিন	সহকারী প্রোগ্রামার	২৫.০৫.২০২৩	২০.০৭.২০২৩	-
১৩২.	জনাব সেতারা-ই-জামিন	সহকারী পরিচালক	২৬.০৬.২০২৩	বর্তমান	-
১৩৩.	জনাব এস,এম আলমগীর কবির	সহকারী পরিচালক	২৬.০৬.২০২৩	বর্তমান	-
১৩৪.	জনাব মোছাঃ নাজমা বেগম	সহকারী পরিচালক	২৬.০৬.২০২৩	বর্তমান	-
১৩৫.	জনাব মোল্যাহ মোস্তাহিদুর জামান	সহকারী পরিচালক	১৭.০৭.২০২৩	বর্তমান	-
১৩৬.	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তাফা	সহকারী পরিচালক	২১.০৮.২০২৩	বর্তমান	-
১৩৭.	জনাব মোঃ আব্দুর রউফ	সহকারী পরিচালক	২৭.১১.২০২৩	বর্তমান	-
১৩৮.	জনাব মোছাঃ মনোয়ারা আক্তার	সহকারী পরিচালক	২৭.১১.২০২৩	বর্তমান	-
১৩৯.	জনাব সুখ রঞ্জন মিত্র	সহকারী পরিচালক	২৭.১১.২০২৩	বর্তমান	-
১৪০.	জনাব মমতাজ খাতুন	সহকারী পরিচালক	১১.১২.২০২৩	বর্তমান	-
১৪১.	জনাব নুসরাত জাহান	সহকারী পরিচালক	১১.১২.২০২৩	বর্তমান	-
১৪২.	জনাব মোঃ শাহজাহান আলী	সহকারী পরিচালক	২১.১২.২০২৩	বর্তমান	-
১৪৩.	জনাব মুহাম্মদ কামরুল হুদা হাজারী	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব)	২৯.০৯.২০১৪	বর্তমান	-

পরিশিষ্ট-২.১(গ)

২০২৩ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নম্বর	নাম	পদবি	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	জনাব মোঃ আবদুল কুদ্দুস	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯.০৪.২০১০	২৪.০১.২০২৩	-
২.	জনাব মোঃ আব্দুর রউফ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯.০৪.২০১০	২৬.১১.২০২৩	-
৩.	জনাব সেতারা-ই-জামিন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩০.০৯.২০১০	২৬.০৬.২০২৩	-
৪.	জনাব এস,এম আলমগীর কবির	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩০.০৯.২০১০	২৬.০৬.২০২৩	-
৫.	মোছাঃ মনোয়ারা আক্তার	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩০.০৯.২০১০	২৬.১১.২০২৩	-
৬.	জনাব মোঃ শাহজাহান আলী	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩০.০৯.২০১০	বর্তমান	-
৭.	জনাব মোছাঃ নাজমা বেগম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩০.০৯.২০১০	২৬.০৬.২০২৩	-
৮.	জনাব সুখ রঞ্জন মিত্র	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১২.১০.২০১০	২৬.১১.২০২৩	-
৯.	জনাব মোঃ শাহ আলম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৮.১২.২০১০	বর্তমান	-
১০.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৪.০৬.২০১০	বর্তমান	-
১১.	জনাব কেফাতুল্লাহ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৩.০৬.২০১০	বর্তমান	-
১২.	জনাব মহানন্দ বর্ম্মন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৩.০৬.২০১০	বর্তমান	-
১৩.	জনাব মোঃ রেদওয়ানুল ইসলাম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৩.০৬.২০১০	বর্তমান	-
১৪.	জনাব মোহাম্মদ কবীর হোসেন	জুনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা	২০.১২.২০১১	২১.০৩.২৩	-
১৫.	জনাব মোঃ আবুল খায়ের পাটওয়ারী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৫.০৪.২০১২	বর্তমান	চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়
১৬.	জনাব বিপুল চন্দ্র হালদার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৫.০৪.২০১২	বর্তমান	বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়
১৭.	জনাব মোঃ ইব্রাহীম মিয়া	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩১.১২.২০১২	বর্তমান	-
১৮.	জনাব রাবেয়া খাতুন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৫.০৪.২০১৩	বর্তমান	-
১৯.	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.০৪.২০১৩	বর্তমান	-
২০.	জনাব শারমিন আক্তার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১২.১২.২০১৩	বর্তমান	-
২১	জনাব মোসলেমা খাতুন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১২.১২.২০১৩	বর্তমান	-
২২.	জনাব মোছাঃ বুলবুলি খাতুন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৩.০১.২০১৩	বর্তমান	-

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২৩.	জনাব রোকসানা আক্তার	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৩.০১.২০১৩	বর্তমান	-
২৪.	জনাব ইসমত আরা	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৩.০৭.২০১৪	বর্তমান	-
২৫.	জনাব পারভিন আক্তার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৩.০৮.২০১৪	বর্তমান	-
২৬.	জনাব জুয়েল আহম্মেদ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৩.০৮.২০১৪	বর্তমান	-
২৭.	জনাব শাহানারা খানম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৩.০৮.২০১৪	বর্তমান	-
২৮.	জনাব মোঃ শাহিনুর আলম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৩.০৮.২০১৪	বর্তমান	-
২৯.	জনাব তাসলিমা আক্তার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯.১০.২০১৪	বর্তমান	-
৩০.	জনাব নির্মল চন্দ্র রায়	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১০.০২.২০১৪	বর্তমান	খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়
৩১.	জনাব মোঃ আব্দুল হাই সরকার	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১০.০২.২০১৪	বর্তমান	রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়
৩২.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১০.০২.২০১৪	বর্তমান	রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়
৩৩.	জনাব মোঃ রেজাউল করিম	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১০.০২.২০১৪	বর্তমান	-
৩৪.	জনাব মোহাম্মদ কবীর	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১০.০২.২০১৪	বর্তমান	সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়
৩৫.	জনাব মোঃ আবু তাহের	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৩.০২.২০১৫	বর্তমান	-
৩৬.	জনাব কুদরতী নাসির উদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৩.০২.২০১৫	বর্তমান	-
৩৭.	জনাব মোঃ আকতারুজ্জামান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৬.০৩.২০১৬	বর্তমান	-
৩৮.	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৬.০৩.২০১৬	বর্তমান	-
৩৯.	জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন আহমেদ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৬.০৩.২০১৬	বর্তমান	-
৪০.	জনাব পল্লব কুমার সেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২১.০১.২০১৬	বর্তমান	-
৪১.	জনাব মোজাম্মেল হক	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২১.০১.২০১৬	বর্তমান	-
৪২.	জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৪.১০.২০১৬	বর্তমান	-
৪৩.	জনাব আলমগীর হোসেন মল্লিক	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২০.১১.২০১৬	বর্তমান	-
৪৪.	জনাব মোসলেম উদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২০.১১.২০১৬	বর্তমান	-
৪৫.	জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৭.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৪৬.	জনাব মোঃ নজমুল হুদা	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৭.১২.২০১৬	বর্তমান	রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়
৪৭.	জনাব এনামুল হক	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৭.১২.২০১৬	বর্তমান	সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪৮.	জনাব মোঃ দুলাল মিয়া	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৭.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৪৯.	জনাব শামীমা নাসরিন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৫০.	জনাব শাহানাজ পারভীন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৫১.	জনাব মোঃ ইব্রাহীম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৫২.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৫৩.	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৫৪.	জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০২.০৩.২০১৭	বর্তমান	-
৫৫.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২০.০৮.২০১৭	বর্তমান	-
৫৬.	জনাব এস.এম মোস্তাক আহমেদ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০২.০৮.২০১৭	বর্তমান	-
৫৭.	জনাব হাবিবুর রহমান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৮.০৮.২০১৭	বর্তমান	-
৫৮.	জনাব পরীক্ষিত মধু	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৬.০৮.২০১৭	বর্তমান	-
৫৯.	জনাব বদিরুজ্জামান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৪.০৮.২০১৭	বর্তমান	-
৬০.	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৮.০১.২০১৮	বর্তমান	খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়
৬১.	জনাব মোঃ আবদুল করীম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৮.০১.২০১৮	বর্তমান	রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়
৬২.	জনাব মোঃ কামাল হোসেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৮.০১.২০১৮	বর্তমান	-
৬৩.	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৪.০৮.২০১৮	বর্তমান	-
৬৪.	জনাব লাবনী খান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৪.০৮.২০১৮	বর্তমান	-
৬৫.	জনাব মঞ্জুরুল আহসান	প্রশাসনিক কর্মকতা	১৭.০৯.২০১৮	বর্তমান	-
৬৬.	আবু হাসনাত	প্রশাসনিক কর্মকতা	২৪.০২.২০১৯	বর্তমান	-
৬৭.	জনাব মোঃ আবুল কালাম	প্রশাসনিক কর্মকতা	৩০.০৬.২০১৯	বর্তমান	-
৬৮.	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান	প্রশাসনিক কর্মকতা	৩০.০৬.২০১৯	বর্তমান	-
৬৯.	জনাব মুক্তারুন নেছা	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১৫.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৭০.	জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১৭.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৭১.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৫.১০.২০১৯	বর্তমান	-

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৭২.	জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯.০১.২০২০	বর্তমান	-
৭৩.	জনাব মোঃ মমিনুল ইসলাম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৪.০৮.২০২০	বর্তমান	-
৭৪.	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৭৫.	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসাইন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৭৬.	জনাব আমেনা বেগম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৭৭.	জনাব নূরজাহান খাতুন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৭৮.	জনাব কনিকা রানী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৭৯.	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৮০.	জনাব আব্দুল গনি	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৮১.	জনাব মলি খাতুন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৮২.	জনাব মোঃ রাশিদুর রহমান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৮৩.	জনাব মোঃ আনোয়ারুল কবীর	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৮৪.	ছৈয়দ মোহাম্মদ ফরহান উদ্দিন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৮৫.	জনাব এ,বি,এম সামছুউদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২২.১২.২০২১	বর্তমান	-
৮৬.	জনাব ফরিদা পারভীন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২২.১২.২০২১	বর্তমান	-
৮৭.	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৭.০২.২০২২	বর্তমান	-
৮৮.	জনাব নিলুফা ইয়াসমিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২০.০৩.২০২২	বর্তমান	-
৮৯.	জনাব আনোয়ার হোসেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২০.০৩.২০২২	বর্তমান	-
৯০.	জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৬.০৭.২০২২	বর্তমান	-
৯১.	জনাব আরিফা আক্তার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৬.০২.২০২৩	বর্তমান	-
৯২.	জনাব মোঃ আব্দুল আলীম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৬.০২.২০২৩	বর্তমান	-
৯৩.	জনাব মাসুম-ই-ফারুকি	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৬.০২.২০২৩	বর্তমান	-
৯৪.	জনাব ইয়াসমিন আক্তার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৫.০৩.২০২৩	বর্তমান	-
৯৫.	জনাব উম্মে কুলসুম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৬.০৪.২০২৩	বর্তমান	-
৯৬.	জনাব রেজাউল করিম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২০.০৭.২০২৩	বর্তমান	-
৯৭.	আতিয়া সুলতান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২০.০৭.২০২৩	বর্তমান	-
৯৮.	জনাব রাজিব সাহা	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২০.০৭.২০২৩	বর্তমান	-
৯৯.	জনাব মোঃ নাজমুল কবীর	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২১.১২.২০২৩	বর্তমান	-
১০০.	জনাব রনজু আহাম্মেদ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২১.১২.২০২৩	বর্তমান	-
১০১.	জনাব মোহাম্মদ এমদাদুল হক	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২১.১২.২০২৩	বর্তমান	-

পরিশিষ্ট-২.১ (ঘ)

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের পদওয়ারি মঞ্জুরিকৃত, পূরণকৃত এবং শূন্য পদের বিবরণ (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়সহ)

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
		সাংবিধানিক পদ			
১.	চেয়ারম্যান	১	১	০	সাংবিধানিক পদ
২.	সদস্য	২০	১৫	৫	সাংবিধানিক পদ
	মোট	২১	১৬	৫	
		প্রথম শ্রেণি			
১.	সচিব	১	১	০	কর্মরত
২.	যুগ্মসচিব	২	১	১	কর্মরত
৩.	সিস্টেম ম্যানেজার	১	০	১	নিয়োগ কার্যক্রম চলমান
৪.	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	২	২	০	১ জন যুগ্মসচিব প্রেষণে কর্মরত
৫.	উপ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	৪	০	৪	-
৬.	প্রধান মনোবিজ্ঞানী	১	০	১	পদটি বিলুপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
৭.	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	২	০	২	১টি পদের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান
৮.	আইন উপদেষ্টা	১	১	০	১ জন বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ প্রেষণে কর্মরত
৯.	পরিচালক	১৯	১৭	২	৫ জন প্রেষণে কর্মরত ১২ জন নিয়মিত
১০.	উপসচিব	৪	২	২	প্রেষণে কর্মরত
১১.	সিস্টেম এনালিস্ট	২	২	০	
১২.	সিনিয়র প্রোগ্রামার	১	০	১	নিয়োগ কার্যক্রম চলমান
১৩.	রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী	১	০	১	নিয়োগ কার্যক্রম চলমান
১৪.	উপপরিচালক	৩১	৩১	০	(৯জন প্রেষণ)
১৫.	একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব)	২	২	০	চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব পদে ১ জন যুগ্মসচিব কর্মরত

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৬.	মনোবিজ্ঞানী	২	০	২	পদটি বিলুপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
১৭.	উর্ধ্বতন গবেষণা ও পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১	১	০	-
১৮.	প্রোগ্রামার	৬	১	৫	নিয়োগ কার্যক্রম চলমান
১৯.	আইন কর্মকর্তা	১	০	১	-
২০.	সহকারী প্রোগ্রামার	৮	৪	৪	নিয়োগ কার্যক্রম চলমান
২১.	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১	১	০	-
২২.	সহকারী সচিব	৩	৩	০	-
২৩.	সহকারী সচিব (প্রেষণ)	৩	০	৩	প্রেষণে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান
২৪.	সহকারী পরিচালক	৪৪	৩০	১৪	৬টি প্রেষণে, ৩টি পদ সংরক্ষিত, ১টি পদে মামলা রয়েছে। অবশিষ্ট পদে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান
২৫.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০	-
২৬.	জনসংযোগ কর্মকর্তা	১	০	১	-
২৭.	জুনিয়র মনোবিজ্ঞানী	২	০	২	-
২৮.	গবেষণা কর্মকর্তা	১	১	০	-
২৯.	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১	১	০	-
৩০.	গ্রন্থাগারিক	১	১	০	-
	মোট	**১৫০**	**১০৩**	**৪৭**	-
		দ্বিতীয় শ্রেণি			
১.	জুনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা	১	০	১	নিয়োগ কার্যক্রম চলমান
২.	সহকারী লাইব্রেরিয়ান	১	১	০	-
৩.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৫৭	৫১	৬	৪ টি পদে সরাসরি, ১টি পদোন্নতির কার্যক্রম চলমান এবং ১টি পদ সংরক্ষিত
৪.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৪৬	৩২	১৪	১১ টি পদে সরাসরি, ১টি পদোন্নতির কার্যক্রম চলমান এবং ২ টি পদ সংরক্ষিত
৫.	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৮	৮	০	
	মোট	১১৩	৯২	২১	

পরিশিষ্ট-২.১ (ঙ)

বাংলাদেশ সরকারী কমিশন সচিবালয়ের কর্মচারীদের (গ্রেড ১১-১৮ ও গ্রেড-২০) পদওয়ারি মঞ্জুরিকৃত, পূরণকৃত এবং শূন্য পদের বিবরণ

(চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়সহ)

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
(গ্রেড ১১-১৩)					
১.	কোষাধ্যক্ষ	১	০	১	
২.	কম্পিউটার অপারেটর	১৭	১	১৬	
৩.	ক্যাটালগার	২	২	০	
	মোট	**২০**	**৩**	**১৭**	

(১৪-১৮তম গ্রেড)

১.	গুদামরক্ষক	১	০	১	
২.	কেয়ারটেকার	২	০	২	
৩.	প্রশিক্ষণ সহকারী	১	০	১	
৪.	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৪০	২৭	১৩	
৫.	অফসেট মেশিন অপারেটর	১	১	০	
৬.	হিসাব সহকারী	৭	৪	৩	
৭.	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৬৫	৫৫	১০	
৮.	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	২৩	১৯	৪	
৯.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৩	১	২	
১০.	অভ্যর্থনাকারী	২	২	০	
১১.	টেলিফোন অপারেটর	২	১	১	
১২.	অডিও ভিজ্যুয়াল ইকুইপমেন্ট অপারেটর	১	১	০	
১৩.	সহকারী অফসেট মেশিন অপারেটর	১	১	০	
১৪.	প্লেট মেকার	১	১	০	
১৫.	কাটিং মেশিন অপারেটর কাম-বাইন্ডার	১	১	০	
১৬.	স্টিচিং মেশিনম্যান কাম-বাইন্ডার	১	১	০	
১৭.	গাড়ীচালক	২৬	২৫	১	
	গাড়ীচালক (আউটসোর্সিং)	৫	৫	০	

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৮.	ইলেকট্রিশিয়ান (নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি)	১	০	১	
১৯.	লিফটম্যান (আউটসোর্সিং)	২	২	০	
২০.	ক্যাশ সরকার	১	১	০	
২১.	ডেসপাচ রাইডার	৪	৪	০	
২২.	ফটোকপি অপারেটর	২	২	০	
২৩.	দপ্তরি	৪	৪	০	
	মোট	রাজস্ব ১৯০ আউট সোর্সিং ০৭ = ১৯৭	১৫৮	৩৯	
	চতুর্থ শ্রেণি (গ্রেড-২০)				
১.	অফিস সহায়ক	১০৭	৭২	৩৫	
	অফিস সহায়ক (আউটসোর্সিং)	১৫	১৫	০	রাজস্বখাতের ১৫টি পদ আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে।
	অফিস সহায়ক (আউটসোর্সিং)	১৫	১৫	০	
২.	নিরাপত্তা প্রহরী	১৪	১২	২	
	নিরাপত্তা প্রহরী (আউটসোর্সিং)	৫	৫	০	
৩.	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	৫	৪	১	
		১	১	০	রাজস্বখাতের ১টি পদ আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে।
	পরিচ্ছন্নতাকর্মী (আউটসোর্সিং)	৩	৩	০	
৪.	মালী	১	১	০	
	মালী (আউটসোর্সিং)	১	১	০	
	সর্বমোট	রাজস্ব=১৪৩ আউট সোর্সিং=২৪ মোট=১৬৭	রাজস্ব=১০৫ আউট সোর্সিং=২৪ মোট=১২৯	৩৮	

মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে কমিশন চত্বরে স্থাপিত ***মৃত্যুঞ্জয়ী***

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

www.bpsc.gov.bd